

# সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, শিল্প শাখা ।



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড  
কলিকাতা \* \* \*

**প্রকাশক :**

কার্মা কেএলএম ( প্রাঃ ) লিমিটেড,  
২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,  
কলিকাতা-৭০০০১২

**মুদ্রক :**

এ. টি. দাস

কলিকাতা প্রেস

১৮, কৈলাস রোড স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

# উৎসর্গ

অশেষ শ্রদ্ধাভাজন

ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ, এম. এ., ডি. লিট.

পর্যাবিদ্ধাচার্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ,

ভক্তি-সিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তি-সিদ্ধান্তভাস্কর

মহোদয় করকমলেষু ।



# নিবেদন

বাঁহা কল্পতরুভ্যন্ত কুপাসিকুভ্য এব চ ।

পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

বৈষ্ণব শাস্ত্রের বহু শব্দ ও তত্ত্ব বিশেষ অর্থজ্ঞাপক । সাধারণ আভিধানিক অর্থে এই সমস্ত শব্দ বা তত্ত্ব উল্লিখিত হয় নাই । সাধারণ অভিধানেও শাস্ত্রে ব্যবহৃত বহু শব্দ ও তত্ত্ব প্রযুক্ত হয় নাই । এ সমস্ত বিশেষ অর্থের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে বৈষ্ণব শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে । এই অস্থবিধা দূরীকরণের জগুই বর্তমান প্রয়াস ।

শ্রীধাম নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হইতে প্রকাশিত পরম ভাগবত, অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত শ্রীল হরিন্দাস দাস বাবাজী সম্পাদিত চারিখণ্ড “শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান” বৈষ্ণব শাস্ত্র পাঠেছু ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে । কিন্তু এই বিশাল কোষগ্রন্থ সংগ্রহ সাধারণ পাঠকের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ এবং সর্বদা ব্যবহারের পক্ষেও অস্থবিধাজনক । সেজগু বিশেষ প্রয়োজনীয় শব্দ, তত্ত্ব ও তথ্য দ্বারা নিত্য ব্যবহারের উপযোগী করিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে এই কোষগ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছে ।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের গুণ সংস্করণের ‘অবতরণিকায়’ লিখিয়াছিলাম, “গ্রন্থ আমি পাঁচ খণ্ডে ভাগ করিয়াছি । প্রথম খণ্ডে আদিলীলা, দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার প্রথম হইতে পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, তৃতীয় খণ্ডে মধ্যলীলার ষোড়শ হইতে পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ এবং চতুর্থ খণ্ডে সমগ্র অন্ত্যলীলা থাকিবে । পঞ্চম খণ্ডে থাকিবে দুর্লাভ শব্দাদির অর্থসম্বলিত পরিশিষ্ট, মহাপ্রভুর পার্বদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাঁহার পাদম্পর্শে ধন্য স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, প্রভৃতি ।” শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় ও বৈষ্ণব ভক্তগণের আশীর্বাদে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সম্পূর্ণগ্রন্থ চারিখণ্ডে—মূল ও অনুবাদ সহ প্রকাশিত হইয়াছেন ।

প্রক্কাভাজন বৈষ্ণব আচার্যগণের উপদেশে ও সহৃদয় পাঠকবর্গের পরামর্শে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ‘পঞ্চম খণ্ড’ প্রকাশ না করিয়া বর্তমান কোষগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে । উহাতে উপরোক্ত সমস্ত তথ্যই পরিবেশিত হইয়াছে । অধিকন্তু অন্যান্য শাস্ত্রেরও বহু শব্দ, তত্ত্ব এবং তথ্যও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । সুতরাং এই গ্রন্থ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠে অপরিহার্য হইবে । অন্যান্য শাস্ত্র পাঠেরও সহায়ক হইবে ।

বৈষ্ণবাচার্য ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ ভাগবত ভূষণ সম্পাদিত বৈষ্ণবশাস্ত্র-সম্ভার, সাহিত্যাচার্য শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন সম্পাদিত শাস্ত্র-সম্ভার, দেব সাহিত্য কুটীর ও বহুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত শাস্ত্র-সম্ভার, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বিবিধ সংস্করণ, উজ্জল নীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ, লঘুভাগবতামৃত, হরিশক্তিবিলাস, হরিশক্তি স্তোদয়, ভক্তি সন্দর্ভ প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ, বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিবিধ সমালোচনা গ্রন্থ, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মূল্যবান ও প্রামাণিক প্রবন্ধ প্রভৃতি হইতে আমি শব্দাদি চয়ন করিয়াছি এবং শব্দার্থ ও তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছি। যেখানে শাস্ত্র পাঠে শব্দার্থাদি ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারি নাই, সেখানে বিশ্বকোষ, শব্দকল্পদ্রুম ও শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। সেজন্ত ইহাদের সকলের কাছে আমি অশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। ডক্টর রাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের অমূল্য গ্রন্থরাজিই আমাকে প্রেরণা ও শক্তি দান করিয়াছে। অনেক তথ্যাদি আমি ইহার “গৌরকৃপাতরঙ্গিনী টীকা” হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। সেজন্ত আমি ইহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আসামের শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ( Ex-D.P.I., Assam ), নিত্যধামগত হরিদাস নামানন্দ ডক্টর সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় আমার পাণ্ডুলিপিতে সংগৃহীত শব্দসম্ভার পাঠ করিয়া অভিধান প্রণয়নে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। গভীর পরিতাপের বিষয় তিনি ইহা গ্রন্থাকারে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার স্নেহ, আশীর্বাদ ও উপদেশ আমার জীবনের অপরিশোধ্য সম্পদ।

কলিকাতা ‘বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি’-র সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, প্রাক্তন সদস্যবর্গ ও শিলং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রবীণ সদস্যগণ এই কর্মে আমাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।

শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার এবং শ্রদ্ধেয় শ্রীনরদাকুমার দাস মহাশয়ের ‘মনোরমা পুস্তকালয়’-এর গ্রন্থ সম্ভারের স্বেযোগ না পাইলে এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্ভবপর হইত না।

মহা উদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ., পি-এইচ. ডি. ( চিকাগো ), ডি. লিট., পরম ভাগবত প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাহিত্যিক শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, মনীষী শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ও বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীহৃদাংগ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়গণ পাণ্ডুলিপি পাঠে আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানাইয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বিখ্যাত ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও পরে চেরাপুঞ্জী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজ পাণ্ডুলিপি পাঠে নানা সংপরামর্শ দানে অশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীধর স্বামী পাদের ব্যাখ্যার আবহুক্লে “শ্রীশ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী” গ্রন্থের সম্পাদক, শ্রীহটনর্তন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও রানী হেমন্তকুমারী সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র তর্কতীর্থ এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী শ্রীনর্মদাকুমার দাস মহাশয় পাণ্ডুলিপি আত্মোপাস্ত পাঠ করিয়া স্থানে স্থানে সংশোধনের পরামর্শ দিয়া যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন।

ঐহাদের আশীর্বাদে, সাহায্যে, পরামর্শে ও প্রেরণায় এই গ্রন্থ সম্পন্ন হইল, তাঁহারা সকলেই আমার ধন্যবাদার্থ।

আশা করি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য ভক্তিশাস্ত্র পাঠেচ্ছু ব্যক্তিগণ, ভক্তিভাজন বৈষ্ণবগণ এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতম পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এই সংক্ষিপ্ত অভিধান বিশেষ সহায়ক হইবে। ইহাতেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে এরূপ বৃহৎ কর্মে হস্তক্ষেপ দুঃসাহস। সহৃদয় পাঠকবর্গ দোষ-ত্রুটি প্রদর্শন করিলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় সংশোধনের চেষ্টা করিব।

“স্বপ্নীতি”

৬১/৫নং মেইন রোড, জয়লক্ষ্মীপুরম্,

মহীশূর-১২

}

ভক্ত-বৈষ্ণব পদরজঃ প্রার্থী

শ্রীকুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য

## সঙ্কেত

উ. নী.—উজ্জল নীলমণি ।

গী. ৭।৫—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭ম অধ্যায়, ৫ম শ্লোক ।

গো. তা.—গোপাল তাপনী উপনিষদ্ ।

গো. লী. মৃ.—গোবিন্দ লীলামৃত ।

চক্রবর্তী—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ।

চৈ. চ. ১।৫।১০—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ, ১০ম পয়ার ।

চৈ. চ. ২।৬।৮—চৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৮ম পয়ার ।

চৈ. চ. ৩।২০।৮০—চৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ২০শ পরিচ্ছেদ, ৮০শ পয়ার ।

চৈ. চ. ১।৪।১০ শ্লো.—চৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ, ১০ম শ্লোক ।

চৈ. ভা. ২২৫।২।২৩—চৈতন্য ভাগবত, দেব সাহিত্য কুটীর সংস্করণ, ২২৫ পৃষ্ঠা, ২য় স্তম্ভ, ২৩শ পংক্তি ।

দ্রঃ—দ্রষ্টব্য ।

নাথ—ডঃ রাধা গোবিন্দ নাথ ।

না. প. রা.—নারদ পঞ্চরাত্র ।

না. ভ. শ্ব.—নারদীয় ভক্তি শ্বত্রু ।

বি. মা.—বিদগ্ধ মাধব ।

বৈ. অ.—শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ।

ব্র. সং—ব্রহ্ম সংহিতা ।

ভ. র. সি—ভক্তি রসামৃত সিদ্ধি ।

ভ. স.—ভক্তি সন্দর্ভ ( বহরমপুর সংস্করণ ) ।

ভাঃ ১০।৩২।৫—শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ, ৩২শ পরিচ্ছেদ, ৫ম শ্লোক ।

মহাপ্রভু—শ্রীচৈতন্যদেব ।

ল. ভা. মৃ. বা লঘু.—লঘু ভাগবতামৃত ।

শ. ক. দ্র.—শঙ্করদ্রোণ ।

শা. ভ. শ্ব.—শাণ্ডিল্য ভক্তি শ্বত্রু ।

স্বামী—শ্রীধর স্বামী ।

হ. ভ. বি.—হরিভক্তি বিলাস ।

হ. ভ. শ্ব.—হরিভক্তি শ্ববোধয় ।

# সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান

অ

**অ**—বিষ্ণু ( ভা: ১০।৮।৪১ ); ( ঙ্ = অ + উ + ম, অতএব ) অ প্রণবের আত্ম অক্ষর ।

**অংশাবতার**—অবতার দ্রষ্টব্য ।

**অংশাংশিবাদ**—“ভগবান্ অংশী ও জীব তাঁহার অংশ, সুতরাং জীব ও ঈশ্বরে অংশাংশিত্ব সঙ্গত বিद्यমান ।...বৈষ্ণবগণ জীবকে ‘অণু’, ভগবদাস এবং অণুর পুরক নিখিল কল্যাণগুণার্ণব ভগবান্কে ‘বিভু’ বলিয়াছেন । ইহাদের মতে ব্রহ্ম সগুণ ; নিগুণ বোধক শঙ্করাজি উপচারিক... । ভাস্করাচার্য পরিণামবাদী—এই মতে ব্রহ্মই যেন জীবরূপে পরিণত, কার্যাবস্থাতেই কারণের পরিসমাপ্তি । .. রামানুজ প্রভৃতির মতে জীব [ ব্রহ্মের অংশ ] । ভাস্করের মতে মুক্তিতে অংশাংশিত্ব সঙ্গত ত্যাগ হয়, কিন্তু অত্যাগ আচার্যেরা তাহা স্বীকার করেন না । শঙ্করাচার্য অংশাংশিত্ব সম্পর্ক মানেন নাই—তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জীববিষয় প্রতিবিম্ব স্থানীয়—ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই জীব ও ঈশ্বরে ভেদ দেখা যায়, কিন্তু পারমাখিক দৃষ্টিতে ‘একমেবাদ্বিতীয়ন্’ । আত্মা নির্বিকার, নিগুণ বলিয়া তাঁহার অংশ বা বিকার নাই ।...গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে জীব অণু, অংশ, ব্রহ্মের পরিণাম, সেবক এবং ভগবৎ রূপায় মুক্ত হইতে পারে । মাধব মতে [ জীব ও ব্রহ্ম বিভিন্ন বস্তু ], মুক্তাবস্থায়ও জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাবে থাকে । অচিন্ত্য ভেদাভেদে কিন্তু গুণ ও [ গুণী ] ভাবে জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে ; কিন্তু এই সঙ্গত অচিন্ত্য অর্থাৎ মানব তর্কের অগোচর ।” —( বৈ. অ. ) ।

**অংশী**—অংশ সকলের আশ্রয় । স্বয়ং রূপ, সর্বকারণ কারণ, যথা—‘অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—অবতার’ । —( চৈ. চ. ১।৬।৮৫ ) ।

**অংস**—স্বল্প ; বিভাগ । অনন্ ( ভাগ করা ) + ঘঙ্, ভাববা বা কর্মবা ।

**অকথ্য**—কহিবীর অযোগ্য । —( চৈ. চ. ১।৫।১২৪ ) ।

**অকর্ম**—কর্ম ত্রঃ ।

**অংহঃ, অংহস্**—পাপ ( পতাবলী ২২, চৈ. চ. ২।১৫।২ শ্লোঃ ) ।

**অকিঞ্চন**—১. দরিদ্র ( চৈ. চ. ১।১৩।১০৫ ) ; ২. নিষ্ঠাম ( ভা: ৫।১৮।১২ ) ;

৩. ভগবৎ উদ্দেশ্যে সর্বপরিগ্রহ ত্যাগী ( ভা: ১০।৮।১৩ ) । **অকিঞ্চন** ও

**শরণাগত**—উভয়ে একই লক্ষণ বিद्यমান । উভয় ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ আছে ( চৈ. চ. ২।২২।৫৩-৫৪ ) । তবে সাধারণতঃ যিনি ভগবৎ সেবার জন্য সংসার

ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন, তাঁহাকে অকিঞ্চন এবং যিনি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানের শরণ লন, তাঁহাকে শরণাগত বলে।  
—শরণাগত দ্রষ্টব্য।

**অকুঞ্চ**—পীতবর্ণ (চৈ. চ. ১।৩।৪১)।

**অকৈতব**—কপটতা শূন্য; স্বস্থ বাসনা শূন্য। কৈতব দ্রষ্টব্য (চৈ. চ. ২।২।৩৮)।

**অক্রুর**—১. সরল; ২. শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য; মথুরা পার্শ্বদ (চৈ. চ. ১।১০।৭৪; ২।১৮।১২৬; ৩।১৯।৪৬)।

**অক্রুরতীর্থ**—বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যস্থলে যমুনার একটি ঘাট। এই ঘাটে অক্রুর বৈকুণ্ঠ ও ব্রজবাসিগণ গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু একদিন এই ঘাটে যমুনায় ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তীর্থরাজ, হরির প্রিয় স্থান (চৈ. চ. ২।১৮।১২৪-২৫)।

**অক্ষত**—১. আতপ ততুল; ২. যব; ৩. ছিত্ররহিত; ৪. পূর্ণ।

**অক্ষয়**—১. অকারাদি বর্ণ; ২. পরমাত্মা; ৩. পরব্রহ্ম, (গী ৮।৩); ৪. নিত্য, নাশশূন্য; ৫. পুং. শিব, বিষ্ণু; ৬. স্ত্রী. ব্রহ্ম; ৭. (সাংখ্য দর্শনে) প্রকৃতি।

**অখিল রসামৃত-মুর্তি**—শাস্তাদি মুখ্য পঞ্চ এবং হাস্তাদি সপ্ত গোণ রসবিশিষ্ট পরমানন্দঘন বিগ্রহ (চৈ. চ. ২।৮।৩১ শ্লো:)। **অখিল**—সমস্ত।

—**অগস্ত্য**—ঋষি পুলস্ত্য ও তৎপত্নী হবিভূবৈর পুত্র—মুনি বিশেষ। ইনি বিদ্যা পর্বতকে প্রণত রাখিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রস্থান করেন। মলয় পর্বতে ইহার বিগ্রহ আছে (চৈ. চ. ২।৯।২০৬)।

**অগেয়ান**—প্রা. অজ্ঞান (চৈ. চ. ২।২।১৯)।

**অঘ**—১. অপরাধ—স্বামী (ভাঃ ১।১।৮।৪২); ২. অজগররূপী অম্বর, পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ সহোদর (এই অম্বর শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়)।

**অঙ্ক**—১. অবয়ব; ২. যুক্তি; ৩. অংশ; ৪. উপকরণ; ৫. প্রিয়তাবোধক সম্বোধন সূচক শব্দ। নাটকের ভারতী বৃত্তির অঙ্গ তিনটি, যথা—প্ররোচনা, বীথী ও প্রহসন (চৈ. চ. ৩।১।১৩৫)। **প্ররোচনা**—দেশ-কাল-কথা-বস্তু-সভ্যাদীনাং প্রশংসয়া। শ্রোতৃণামুদ্দীকারঃ কথিতেষাং প্ররোচনা॥—নাটক-চন্দ্রিকা। অর্থাৎ কোন নাটকে দেশ, কাল, কথা, বস্তু ও শ্রোতাদের প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনকে অভিনয় বিষয়ে প্ররোচিত বা উদ্ভূত করাকে প্ররোচনা বলে। (চৈ. চ. ৩।১।১১৯)। **বীথী**—ইহাতে একটি অঙ্ক ও একটি নায়ক।

আকাশবাণী দ্বারা বিচিত্র প্রত্যাক্তরের আশ্রয়ে বহু পরিমাণ শৃঙ্গার রসের এবং অল্প রসেরও স্মৃতি করা হয়।—সাহিত্য দর্পণ। **প্রহসন**—হাস্যরসাত্মক পরিহাসপূর্ণ নাট্যাংশ। প্রস্তাবনা দ্রষ্টব্য।

**অজমলা**—প্রা. অঙ্গের ময়লা ( চৈ. চ. ২।৪।৫২ )।

**অজহ**—১. কেয়ুর ; ২. কিত্তিক্যার অধিপতি বালির পুত্র ; ৩. লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

**অভিষ্ক**—১. পাদ ; ২. বৃক্ষমূল।

**অচিৎ**—১. মায়া ; ২. অচেতন ( ভাঃ ১।১২৮।১১ )।

**অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব**—শক্তি ও শক্তিমান বা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ-স্বচক শ্রীচৈতন্যদেব প্রপঞ্চিত তত্ত্ব। কস্তুরীকে তাহার গন্ধ হইতে পৃথক করা যায় না, অথচ কস্তুরী ও তাহার গন্ধ দুইটি একই বস্তুও নয়। কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে কেবল অভেদ মনন যেমন দুষ্কর, তাদের মধ্যে কেবল ভেদ মননও তেজনি দুষ্কর। সুতরাং কস্তুরী ও তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়েই যুগপৎ বিদ্যমান—ইহা স্বীকার করিতে হয়, যদিও ইহা চিন্তার অতীত। সেইরূপ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ বিদ্যমান। ভেদ ও অভেদের যুগপৎ বিদ্যমানতা এক অচিন্ত্য ব্যাপার, কোন যুক্তিতর্ক দ্বারা তাহা প্রমাণ করা যায় না। তাই গোড়ীয় বৈষ্ণবগণ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে তথা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধকে বলেন—অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ।

রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সম্পর্কে চৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

রাধা পূর্ণ শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পরমাণ ॥ যুগমদ, তার গন্ধ, জেছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আশ্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥

—চৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৫।

ইহাতে পূর্ণ শক্তিমতী শ্রীরাধা ও পূর্ণ শক্তিমান শ্রীকৃষ্ণ অভেদ সূচিত হইতেছে, অথচ লীলারস আশ্বাদনের জন্য তাহারা দুই রূপ ধারণ করেন। ইহাতে শক্তি ও শক্তিমানে যুগপৎ ভেদাভেদ তত্ত্বের অবস্থিতিই সূচিত হইতেছে, যদিও ইহা চিন্তার অতীত। জীব ও ব্রহ্মেও অনুরূপ সম্বন্ধ। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকটে, কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতীর নিকটে ও সনাতন গোস্বামীর শিক্ষা প্রসঙ্গে অমুরূপ সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছেন ; যথা—জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ সূর্য্যংশ কিরণ যৈছে অগ্নি-জ্বালাচর। স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥—চৈ. চ. ২।২।১০১-১০২। অর্থাৎ সূর্যের বহিষ্কৃত কিরণসমূহ সকল সূর্য হইতে

তেজোরূপে অভিন্ন। কিন্তু কিরণ সূর্য নহে। কিরণ ছায়াদি দ্বারা প্রতিহত হইতে পারে, সূর্য হয় না। তাই কিরণ সূর্য হইতে ভিন্ন। সেইরূপ অগ্নি-মূলিক্সসমূহ অগ্নি হইতে তেজোরূপে অভিন্ন এবং তাহা হইতে পৃথক হইয়া অত্যাচারে পতিত হয় বলিয়া ভিন্ন। একরূপ জীব সকল চিদানন্দাংশে ভগবান্ হইতে অভিন্ন এবং মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ভগবৎ-সামুখ্যা লাভ করিতে পারে না, এ কারণ ভিন্ন। এই ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব এক অচিন্ত্য ব্যাপার। ইহাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু কর্তৃক প্রপঞ্চিত অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব। পরে সনাতন গোস্বামী বৃহদভাগবতামৃত (২।২।১৮৬) ও বৈষ্ণব তোষণীতে, শ্রীকৃষ্ণ লঘু-ভাগবতামৃত এবং শ্রীজীব ষট্ সন্দর্ভে ও সর্ব সম্বাদিনীতে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। যথা—

তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যাদ্ভেদঃ ভিন্নত্বেন

চিন্তয়িতুমশক্যাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তি শক্তিমতো।

ভেদাভেদাবেবাস্বীকৃতৌ তৌ চ অচিন্ত্যৌ। —সর্বসম্বাদিনী।

শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ সম্পর্কে দার্শনিক আচার্যগণ ভিন্নমত পোষণ করেন। যথা—শঙ্করাচার্য পরমার্থে শক্তিই স্বীকার করেন না, ভেদও স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ভেদাংশ ব্যবহারিক, প্রাতীতিক মাত্র। মধ্বাচার্যের মতে শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ বিদ্যমান। নিম্বার্কাচার্য বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ স্বীকার করেন। রামানুজাচার্যের মতে শক্তি ও শক্তিমান্ বিভিন্ন। ভেদ দ্রষ্টব্য।

**অচ্যুত**—যাহার চ্যুতি বা পরিবর্তন নাই। কৃষ্ণ; বিষ্ণু।

**অচ্যুতানন্দ**—শ্রীমৎ অষ্টৈতাচার্য প্রভুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য। আহুমানিক ১৪২৭ শকে সীতা দেবীর গর্ভে শান্তিপু্রে জন্ম। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত। “অচ্যুতের যেইমত, সেইমত সার। আর যত মত—সব হৈল ছারখার।” —চৈ.চ. ১।১২।৭২। ইনি ব্রজলীলায় অচ্যুতা নাম্নী গোপী ছিলেন।

**অজ, অজন**—১. জন্মরহিত (গী. ২।২০, ৪।৬); ব্রহ্মা (চৈ. ভা. ১২৪।১।৩০); ভগবান্ (বি. পু. ৫।১৮।৫৩); ২. মনু বংশের রাজাবিশেষ; ৩. ছাগ।  
**অজন**—ন (নাই) জনা (জন্ম) যাহার।

**অজাগলন্তন জ্ঞান**—বাহ্যিক আকারে প্রয়োজন সাধক বলিয়া মনে হইলেও যাহা প্রয়োজন সাধন করে না, এরূপ বস্তু বুঝাইবার জ্ঞান এই জ্ঞানের প্রয়োগ হয়। যথা—কৃষ্ণ মূল জগৎ কারণ। প্রকৃতিকারণ যৈছে অজাগলন্তন।— (চৈ. চ. ১।৫।৫৩)।

অর্থাৎ ছাগলের গলার স্তন সদৃশ মাংসপিণ্ড যেরূপ বাস্তবিক স্তন নহে, তদ্রূপ প্রকৃতিও জগতের বাস্তব কারণ নহে। কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ।

**অজাবিমুখ**—অজ ( ছাগ ) ও অবি ( মেঘ )-এর দল ( ভা: ১০।৮৩।৮ ;  
চৈ. চ. ১।৬।১১ শ্লো: )।

**অজিম**—মৃগচর্ম ( গী: ৬।১১ )।

**অজ্ঞান-মোহর্ষ**—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষাদি বাঞ্ছা ; অজ্ঞতারূপ অন্ধকারের ফল-স্বরূপ বর্ণাশ্রম ধর্মের অল্পষ্ঠানাদি ; ইহাতে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি হয়, অস্থায়ী ঐহিক বা পারলৌকিক সুখ হয়, কিন্তু জীব নিত্য শাস্ত আনন্দের অল্পসন্ধান হইতে বিরত হয় ( চৈ. চ. ১।১।৫০-৫২ )।

**অবরময়মে**—প্রা. অজস্র অশ্রুযুক্ত নয়নে ( চৈ. চ. ৩।১২।৭৪ )।

**অট্টহাস**—প্রা. অট্ট অট্ট হাসি ( চৈ. চ. ১।৬।৪৭ )।

**অট্টালী**—প্রা. অট্টালিকা ( চৈ. চ. ২।১।২১২ )।

**অণুচিৎ**—ব্রহ্ম চিদংশ, জীব ব্রহ্মের চিদংশ ; জীবের পরিমাণ অণু বা কণা। তাই জীব অণুচিৎ বা চিৎকণ। যথা—কেশাগ্র শতভাগস্থ শতাংশ সদৃশাত্মকঃ। জীব সূক্ষ্ম স্বরূপোহয়ং সংখ্যাতেতীতো হি চিৎকণঃ—( ভা: ১০।৮৭।৩০ )।

**অণুভাষ্য**—শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য, যাহাতে অধিকরণ তাৎপর্য সংক্ষেপে সূচিত হইয়াছে।

**অভিরথ**—মহারথ দ্রঃ।

**অবজ্র**—ন দল ( অল্প ), অত্যধিক ( চৈ. চ. ২।১৩।২ শ্লো: )।

**অজ্ঞা**—সত্য, যথার্থ, সাক্ষাৎ ( ভা: ১০।৮৩।৩২ ; চৈ. চ. ১।৬।১৩ শ্লো: )।

**অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব**—অদ্বয়—দ্বিতীয় হীন ; একমেবাদ্বিতীয়ম্ ; ভেদহীন। যিনি একমাত্র স্বয়ং সিদ্ধ তত্ত্ব, যাহা বাতীত অপর কোনও স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নাই। স্বয়ংসিদ্ধ অর্থ সর্বতোভাবে অগ্নি নিরপেক্ষ ; সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ভেদ দ্রষ্টব্য। **জ্ঞান**—চিদেক বস্তু, যাহা কেবলমাত্র চিৎ, যাহাতে জড় নাই। **তত্ত্ব**—পরম সূত্রস্বরূপ বস্তু। অতএব অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব অর্থ স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদশূন্য পরমতত্ত্ব। ভাগবত বলেন—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদন্তস্বং যজ্ঞজ্ঞানমদ্বয়ম্।

‘ ব্রহ্মেতি পরমাশ্রুতি ভগবানিতি শব্দাতে ॥

—ভা: ১।২।১১।

জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

—চৈ. চ. ২।২০।১৩৪ ।

তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ দ্বিতীয় রহিত জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন, সেই তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ বলিয়া কথিত হন । **ব্রহ্ম**—নিরাকার নির্বিশেষ আনন্দসত্তা মাত্র । **আত্মা**—পরমাত্মা ; অন্তর্ধামী । **ভগবান্**—পরব্যোমাধিপতি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ নারায়ণ ( চৈ. চ. ১।২।৫৩ ; ২।২০।১৩১-১৩৪ ; ২।২২।৫ ; ২।২৪।৫৫ ) । পরিপূর্ণ সর্বশক্তি বিশিষ্ট ভগবান্‌তি—ক্রম সন্দর্ভ টীকা । গোড়ীয় মতে শ্রীকৃষ্ণ এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ ।—ভগবান্‌ ত্রঃ । **অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব**—ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হন ।

**অদ্বৈষ্টা**—দ্বৈষহীন ( গীঃ ১২।১৩ ) ।

**অদ্বৈতবাদ**—শঙ্করাচার্য প্রপঞ্চিত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব এবং তত্ত্বের অগ্র বস্তুর মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক মত বিশেষ । নির্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, তদ্বির জগৎ মিথ্যা—এই জ্ঞানপথকে অদ্বৈতবাদ বলে । অদ্বৈতবাদে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিরাকার, নিঃশব্দ ও নিঃশক্তিক ( চৈ. চ. ২।২৫।৩৯ ) ।

**অদ্বৈতাচার্য**—ভক্তি কল্পতরুর একটি প্রধান স্বরূপ । পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত ভক্তাবতার । প্রভু । শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে রাজা দিবা সিংহের সভাপণ্ডিত কুবের পণ্ডিতের গুরুর ও নাভাদেবীর গর্ভে ১৩৫৫ শকের মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমীতে আবির্ভূত । পিতৃদত্ত নাম কমলাক্ষ । দুই পত্নী—শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীশ্রীদেবী । অচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল এবং বলরাম নামে ইহার চারিপুত্রের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে আছে । ইহার সীতাদেবীর গর্ভজাত । এতদ্ব্যতীত স্বরূপ ও জগদীশও সীতাদেবীর পুত্র বলিয়া কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ আছে । শ্রীদেবীর গর্ভজাত পুত্রের নাম শ্রামদাস । চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্রীস্বরূপ দামোদরের মতে—অদ্বৈতাচার্য মহাবিশ্বুর ( কারাগারব শায়ীর ) অবতার, ভক্তাবতার । গৌর-গণোদ্দেশ-দীপিকার মতে সদাশিব—যিনি ব্রজে আবেশরূপে হেতু বাহ বলিয়া প্রসিদ্ধ । শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য । ইনি লাউড় হইতে নবহটে, তৎপরে শান্তিপুরে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন । নবদ্বীপেও ইহার এক বাড়ী ছিল । ইহার প্রেম হৃদয়েই মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় বলিয়া কথিত । আত্মমানিক ১৪০০ শকে তিরোভাব ।

**অদ্বৈতরস**—গৌণরস দ্রষ্টব্য ( চৈ. চ. ২।১২।১৬০ ) ।

**অধিকারী**—প্রা. অধিক ( চৈ. চ. ১।৪।২।১৫ ) ।

**অধিগম**—জ্ঞানলাভ (জৈন মতে)। জ্ঞানলাভ বা অধিগমের উপায় দুইটি—  
‘প্রমাণ’ ও ‘নয়’। **প্রমাণ** দুই প্রকার—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ। **জ্ঞান** পাঁচ  
প্রকার—মতি, শ্রুতি, অবধি, মনঃপর্যয় ও কেবল। **মতি** শব্দে স্মৃতি, সংজ্ঞা,  
অনুমান প্রভৃতি বুঝায়। প্রত্যক্ষ প্রমাণ। **শ্রুতি**—জৈন তীর্থংকরদের শাস্ত্র।  
শ্রুতি দুই প্রকার—অঙ্গ প্রবিষ্ট (শাস্ত্র হইতে প্রাপ্ত) ও অঙ্গবাহু (শাস্ত্র ছাড়া অন্য  
উপায়ে প্রাপ্ত)। পরোক্ষ প্রমাণ। **অবধি**—সাঁধারণ ইন্দ্রিয়লভ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান।  
**মনঃপর্যয়**—পরের মনের যে প্রত্যক্ষ লভ্যজ্ঞান। **কেবল** সর্বোচ্চ পরম-  
তত্ত্বের যে সাক্ষাৎ জ্ঞান। ‘নয়’ বা **সম্ভবতঃ নয়**—নৈয়ায়িকের ভাষায়  
‘নয়’। সত্য নির্ধারণের জন্য একপ্রকার বিচারভঙ্গি। ইহা সাত প্রকারে  
প্রকাশ করা হয় বলিয়া ‘নয়’-কে ‘সপ্তভঙ্গি’ বলা হয়।

**অধিদেবতা**—হিরণ্য গর্ভাখ্য পুরুষ ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বামী (গী: ৮।৪)।

**অধিভূত**—নগর দেহাদি পদার্থ (গী: ৮।৪)।

**অধিঘন্ত্র**—যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ; যজ্ঞাদি কর্ম প্রবর্তক ও তৎফল দাতা—  
স্বামী (গী: ৮।২, ৪)।

**অধিরূঢ় মহাভাব**—প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা বা অহুরাগের চরম পরিণতির নাম  
ভাব। আর ভাবের পরবর্তী উর্ধ্বতর স্তরের নাম **মহাভাব**। কৃষ্ণপ্রেমে দেহে  
অশ্রু কম্পাদি পাঁচ বা ততোধিক ভাবের বিকার একসঙ্গে উদ্ভিত হইলে তাহাকে  
বলে **উদ্ভীপ্ত**। আর সমস্ত উদ্ভীপ্ত সাত্বিক ভাব মহাভাবে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত  
হইলে তাহাকে বলে **সুদ্ভীপ্ত ভাব**। মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্বিক ভাব  
সকল উদ্ভীপ্ত হয় অর্থাৎ অধিকরূপে প্রকাশ পায়, তাহার নাম **রূঢ় মহাভাব**।  
আর রূঢ় মহাভাবের অহুভাব অর্থাৎ বাহু লক্ষণ সকল যখন অনির্বচনীয় বিশিষ্টতা  
প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার নাম **অধিরূঢ় মহাভাব**। ইহা একমাত্র ব্রজগোপীতে  
অভিব্যক্ত হইতে পারে। (উ. নী.—সাত্বিক প্রকরণ—২২ ; উ. নী.—  
স্বামীভাব—১২৩)।

**অধীরপ্রগল্ভা, অধীরমধ্যা, অধীরা**—নায়িকা ত্রয়ঃ।

**অধোক্ষজ**—যিনি ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে অধঃকৃত অর্থাৎ অতিক্রম করিয়াছেন।  
পরমাত্মা। ইন্দ্রিয়বৃত্তির অগোচর ভগবান্। পরব্যোম—চতুর্ব্যূহের অন্তর্গত  
বাহুদেবের বিলাস (চৈ. চ. ২।২০।১৭৩-৪, ২০৪)। বিষ্ণু—(শ. ক. জ্র.)।

**অধ্যাত্ম**—১. স্বভাব ; ২. ‘স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোকৃৎস্বৈন বর্তমানোধ্যাত্মা  
শব্দেন উচ্যতে’—দেহ অধিকার করিয়া যিনি ভোকৃৎরূপে বর্তমান তিনিই অধ্যাত্ম  
শব্দবাচ্য—শ্রীধর (গী. ৮।৩)।

**অধ্যাত্মবিজ্ঞা**—মোক্শপ্রদ আত্ম বিজ্ঞা (গী. ১০।৩২)।

**অধ্যোভ্য**—যাহা অধ্যয়ন করিতে হইবে এরূপ ; পঠনীয়।

**অধ্ব**—পথ (চৈ. চ. ২।২৩।৪৭ শ্লোঃ)।

**অনন্ত**—১ অশেষ, অসীম ; ২. ব্রহ্ম, ভূধারী সহস্রবদন শেষ নাগ ; ৩. বলরাম (চৈ. চ. ১।৫।১০০-০৮ ; ২।১০।৩০৮-৯) ; ৪. বাহুর অলঙ্কার বিশেষ, তঁগা ; ৫. দাক্ষিণাত্যের শ্রীবিগ্রহ বিশেষ (চৈ. চ. ২।১।১০৬)।

**অনন্তপণ্ডিত**—ইনি ২৪ পরগনায় আটসার গ্রামে বাস করিতেন। পুরী গমনের পথে মহাপ্রভু সপরিবার ইহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

**অনন্তপদ্মনাভস্থান** (অনন্তপুর)—দক্ষিণ ভারতে অনন্তপুর জেলায়, বর্তমান নাম ‘ত্রিবান্দ্রম্’। বর্তমানে কেরালা রাজ্যের রাজধানী। এই স্থানে শ্রীঅনন্ত পদ্মনাভ নামক বিষ্ণু বিগ্রহ আছে (চৈ. চ. ২।৯।২২৪)।

**অনবসর**—প্রা. জগন্নাথ দেবের স্নান যাত্রার পরের পনের দিন (চৈ. চ. ২।১।১১৩)।

**অনর্গল**—বাধাবিহীন শূন্য (চৈ. চ. ১।১।১৫৬)।

**অনর্পিতচরী**—যাহা পূর্বে অপিত হয় নাই (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ)।

**অনাচার**—আচার হীন (চৈ. চ. ১।১০।৮৭)।

**অনাত্মধর্ম**—যে ধর্মের সহিত স্বরূপাত্মবুদ্ধি কর্তব্যের কোনও সম্বন্ধ নাই অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব স্বরূপের অনুরূপ নহে। দেহাদি অনাত্ম বস্তু অনিত্য, পরিবর্তনশীল। সমাজধর্ম, লোকধর্ম, বেদধর্ম, আচার প্রভৃতি অনাত্মধর্ম। ইহারা আত্মস্বত্ব তাৎপর্যময়। আত্মধর্ম দ্রঃ।

**অনাতিতত্ত্ব**—পঞ্চ নিত্য বস্তু, যথা কাল, কর্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর। এই পাঁচটি বস্তু নিত্য, অনাদি ; ইহার মধ্যে কাল, কর্ম ও মায়া—জড়, অচেতন। ঈশ্বর চিদ-বস্তু, বিভূচিৎ ; জীব—অহুচিৎ, চিৎকণ। ‘মায়া’ এখানে ‘প্রকৃতি’ অর্থে এবং ‘কর্ম’ ‘অদৃষ্ট’ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

**[অনাসক্ত ভজন]**—স্বর্গাদি লাভের আকাঙ্ক্ষায় সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভজন। পঞ্চাঙ্গ সাধন বাতীত নতি স্তুতি বন্দনাদি অনাসক্ত ভজন। এরূপ শত সহস্র ভজনেও হরিভক্তি লাভ হয় না। আর শ্রীহরিও সহজে ভক্তি প্রদান করেন না (চৈ. চ. ১।৮।১৫-১৬ ; সিদ্ধ ১।১।৩৫)। **সাসক্ত ভজন**—১. ভক্তি যোগের সহিত জ্ঞান যোগাদি যে ভজনে মিশ্রিত আছে, তাহাই সাসক্ত ; ২. পার্শ্বদেহে (অশুদ্ধিস্থিত শিখ দেহে) যেন উপাস্ত দেবের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়াই তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে ভজনাসক্তের অর্চনা করা হইতেছে, এরূপ চিন্তার সহিত যে ভজন তাহা সাসক্ত।

**অনিকেতন, অনিকেত**—নির্দিষ্ট বাসস্থান বিহীন (চৈ. চ. ২।১৩।১১৫, গী: ১২।১২)।

**অনিমিষ**—যিনি চক্ষের পলক ফেলেন না; দেবতা; যিনি কাল প্রবাহের অধীন নহেন—শ্রীজীব (ভা: ৩।১৫।২৫; চৈ. চ. ২।২৪।২৭ শ্লো: )।

**অনিরুদ্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র ও প্রত্ন্যয়ের পুত্র। ইনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবিলাস এবং ধারকা ও পরব্যোম চতুর্বাহের অগ্রতম। চতুর্বাহ দ্রঃ।

**অনিশ**—সর্বদা (চৈ. চ. ২।২৩।১১ শ্লো: ; হ. ভ. স্ব. ১২।৩৭)।

**অনুকার**—তুলা (চৈ. চ. ১।১৭।১১২)।

**অনুক্রেম**—আরম্ভ (চৈ. চ. ১।১৭।২)।

**অনুপম, অনুপম বল্লভ**—শ্রীরূপ গোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর। পিতা কুমার দেব। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী ইহার পুত্র। রূপ গোস্বামী দ্রঃ।

**অনুপাম**—প্রা. অতুলনীয় (চৈ. চ. ২।১।১৫৬)।

**অনুপ্রাস**—‘বর্ণ সাম্যমত্ প্রাসঃ’। বাক্যে কোনও বর্ণের বা শব্দের বহুবার প্রয়োগে ‘অনুপ্রাস’ অলঙ্কার হয় (চৈ. চ. ১।১৬।৪৩; অলঙ্কার কৌস্তভ ৮।৩৮)।

**অনুবন্ধ**—আরম্ভ, সূচনা (চৈ. চ. ১।১৩।৫); প্রাপ্যবস্তু (চৈ. চ. ২।২০।১১৫)।

**অনুবন্ধ চতুষ্টয়**—চতুঃশ্লোকী দ্রঃ।

**অনুবাদ**—১. ‘বিধেয়’ कहিয়ে তারে—যে বস্তু অজ্ঞাত। ‘অনুবাদ’ कहি তারে যেই হয় জ্ঞাত (চৈ. চ. ১।২।৬২) ॥ অর্থাৎ কোনও বাক্যে যে বস্তু অজ্ঞাত তাহার নাম বিধেয়, আর যাহা জ্ঞাত তাহার নাম **অনুবাদ**। অতএব পূর্বে অনুবাদ বলিয়া পরে বিধেয় বলিতে হয়। ২. কথিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ (চৈ. চ. ১।১৭।৩০১)।

**অনুব্রজ্যা**—১. যাত্রা উৎসবে শ্রীভগবন্মূর্তি বাহির হইলে তাঁহার পশ্চাদ্গমন (চৈ. চ. ২।২২।৬৩); ২. পশ্চাৎ গমন (চৈ. চ. ২।৭।১৩২)।

**অনুভাব**—যে সমস্ত বহির্বিক্রিয়া দ্বারা চিন্তস্থ ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাদিগকে অনুভাব বলে। যে সমস্ত বহির্বিকার স্বাভাবিক, স্বতঃই প্রকাশ পায়, চেষ্টা করিয়াও দমন করা যায় না, তাহাদিগকে বলে **জাত্বিক ভাব**, যেমন অশ্রুকম্পাদি। আর যে সমস্ত বিকারকে ভক্ত ইচ্ছা করিলে দমন করিতে পারেন, যেমন কৃষ্ণ সঙ্কীর্ভাবের প্রভাবে নৃত্য, গীত, ভূমিতে গড়াগড়ি, চীৎকার, হুকার, জ্বলন, দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি,—তাহাদিগকে বলে **উদ্ভূতভাব**।  
**অনুবাদ**—(চৈ. চ. ২।২৩।২৮, ৩১)।

**অনুমান**—অলঙ্কার বিশেষ। সাধনা (অর্থাৎ হেতু) দ্বারা সাধ্যবস্তুর অর্থাৎ (প্রতিপাত্ত বিষয়ের) জ্ঞানকে দ্বারা শাস্ত্রে অনুমান কহে (চৈ. চ. ১।১৬।৭৭)।

**অনুযায়ী**—অনুপ্রবিষ্ট (চৈ. চ. ১।৬।৭৮)।

**অনুরাগ**—প্রেম দ্রঃ।

**অনুপ**—অনুগত অপ্জল যেখানে; জলময় স্থান (চৈ. চ. ৩।২।১ শ্লোঃ)।

**অন্ত**—১. কুল কিনারা (চৈ. চ. ১।৪।১৮৮); ২. সীমা; প্রান্তঃ; ৩. মৃত্যু, নাশ; ৪ স্বরূপ।

**অন্তর**—১. পার্থক্য; (চৈ. চ. ১।৪।১৪৭; ৫. ব্যবধান; ৩. মন, হৃদয়।

**অন্তর সাধন**—রাগাভুগা ভক্তির সাধন দুই প্রকার—**বাহ্য** বা যথাবস্থিত দেহের সাধন এবং **অন্তর** বা মানসিক সাধন। যথাবস্থিত দেহে নব বিধা ভক্তি অপের (বা ৬৪ অঙ্গ সাধন ভক্তির) অনুষ্ঠানকে **বাহ্য সাধন** বলে, আর মনে মনে নিজ সিদ্ধ দেহ চিন্তা করিয়া সেই **অন্তুশ্চিন্তিত দেহে** স্থায় ভাবানুকূল পরিকর বর্ণের আভুগতো সর্বদা ব্রজেন্দ্র নন্দনের সেবা চিন্তাকে **মানসিক সেবা** বা **অন্তর সাধন** বলে। ব্রজ পরিকরবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি, তাঁহার স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় কৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন। জীবের সেরূপ সেবায় অধিকার নাই। কারণ জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস, আভুগতাময়ী সেবায় দাসের অধিকার, স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবায় নহে। ‘বাহ্য’ ‘অন্তর’ ইহার (রাগাভুগার) দুইত সাধন। বাহ্যে—সাধক দেহে করে শ্রবণ কীর্তন ॥ মনে—নিজ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন। রাত্রি দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥ (চৈ. চ. ২।২২।৮২-২০)। রাগাভুগা ও সিদ্ধ দেহ দ্রঃ।

**অন্তরঙ্গা শক্তি**—শক্তি দ্রঃ।

**অন্তর্দীপ**—(আতোপুর):—শ্রীনবদীপের অন্তর্গত নয়টি দীপের অগ্রতম। শ্রীচৈতন্যের সময়ে গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গার ভাঙ্গনে স্থান বিপর্যয় ঘটিয়াছে।

**অন্তর্বাণী**—অন্তঃ ‘চিন্তে’ বাণী (সরস্বতী) আছে যাহার। পণ্ডিত; বহু শাস্ত্রবিৎ (চৈ. চ. ২।২৩।১২ শ্লোঃ; ভ. রা. সি. ১।৪।১২)।

**অন্তুশ্চিন্তিত সিদ্ধ দেহ**—সিদ্ধ দেহ দ্রঃ।

**অন্তিকে**—নিকটে (চৈ. চ. ৩।১৫।৩৫)।

**অঙ্ক**—অঙ্ককার, অঙ্কতা, অজ্ঞান (চৈ. চ. ৩।৭।১১৩)।

**অঙ্ককূট**—অঙ্গের কূট (পর্বত বা রাশি) যাহাতে। যে উৎসবে পর্বত প্রমাণ বা রাশিকৃত অঙ্গ নিবেদিত হয় (চৈ. চ. ২।৪।৭৪)।

**অন্নকূট গ্রাম**—মথুরায় গোবর্ধন পর্বতের উপরে স্থিত একটি গ্রাম। অপর নাম ‘অনিয়োর’। এই স্থানেই গোবর্ধন পূজার সময় অন্নকূট হয়। এ স্থানের বিগ্রহ—গোবর্ধন পতি শ্রীগোপাল দেব ( চৈ. চ. ২।১৮।২২ )।

**অম্বয় বিধি**—অভিধেয় দ্রঃ।

**অমৃতকামী**—বিষয় ভোগ আকাজ্ঞাকারী। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ইহা ভুলিয়া কোন কৃষ্ণভক্ত বিষয় স্মৃতি আকাজ্ঞা করিলে কৃষ্ণ স্বচরণামৃত দিয়া তাহার বিষয় স্মৃতি ছাড়াইয়া থাকেন ( চৈ. চ. ২।২২।২৪-২৭ )।

**অমৃত নিরপেক্ষ বিধি** অভিধেয় দ্রঃ।

**অমৃতোম্রো**—পরম্পর ( চৈ. চ. ১।৪।৪৯ )।

**অপত্তিত**—নিষম ভঙ্গ না করিয়া ( চৈ. চ. ১।১০।২২ )।

**অপবর্গ**—১. মোক্ষ ; মুক্তি ( চৈ. চ. ১।১।২২ শ্লোঃ ) ; ২. “বাসুদেবেহনম্র নিমিত্ত ভক্তি যোগ লক্ষণঃ”—অর্থাৎ বাসুদেবের প্রতি ফলাভিসন্ধিশূন্য ভক্তিযোগই অপবর্গের লক্ষণ ( ভাঃ ৫।১৯।১৯ ) ; ৩. আত্মস্থিতিকী ভ্রম নিরুক্তি ; ৪. প্রীতি ( ভাঃ ১০।৫।১।৫৫ ) ; ৫. নাশক ( ভাঃ ১।৭।২২ ) ; ৬. অমৃত ( ভাঃ ৫।১৪।২৯ ) ; ৭. নির্দিষ্ট দেশে ও কালে কার্যের সমাপ্তি ও ফললাভ ( হরি ৪।১০৯ )।

**অপরাধ**—প্রা. অপরের স্পর্শহীনভাবে ( চৈ. চ. ১।১০।১৪০ )।

**অপরাধ**—অপগত হয় রাধ ( সন্তোষ ) যাহা হইতে। দোষ ; পাপ। অপরাধ তিন প্রকার, যথা—সেবাপরাধ, নামাপরাধ ও বৈষ্ণব অপরাধ।

**অপরাবিজ্ঞা**—১. নিকৃষ্ট বিজ্ঞা ; ২. অবিজ্ঞা ; ৩. বেদ ও বেদাঙ্গ অপরাবিজ্ঞা।  
**উপনিষৎ পরাবিজ্ঞা**—‘যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে’,—(মুক্ত) যাহা দ্বারা সেই অক্ষর-ব্রহ্মকে জানা যায়।

**অপরাশক্তি**—শক্তি দ্রঃ।

**অপস্মৃতি**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**অপানি পাদশ্রুতি**—‘অপানি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ’—অর্থাৎ ব্রহ্মের হস্ত নাই, কিন্তু গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই তবু বেগে ধাবিত হইতে পারেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করেন, কর্ণ নাই তথাপি শ্রবণ করেন,—এই সত্য যে শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে ( চৈ. চ. ২।৬।১৪০-৪১ )।

**অপার**—অনন্ত ( চৈ. চ. ১।১৬।৭৮ )।

**অপি**—সম্ভাবনা ; প্রশ্ন ; শঙ্কা ; নিন্দা ; সমুচ্চয় ; যুক্ত পদার্থ ; কামাচার ( আপন ইচ্ছামত ) ক্রিয়া—বিশ্ব প্রকাশ ( চৈ. চ. ২।২৪।২০ শ্লোঃ )।

**অপূনরাবৃত্তি**—অপুনর্জন্ম ; মোক্ষ ( গী. ৫।১৭ )।

**অপ্রকট**—প্রকট দ্রঃ।

**অব**—প্রা. এক্ষে ( চৈ. চ. ২।৮।১৫৬ )।

**অবগাহ সাধ**—প্রা. সাধ মিটাইয়া অবগাহন ( চৈ. চ. ১।১২।২২ )।

**অবগ্রহ**—অনারুষ্টি ; বৃষ্টির ব্যাঘাত ( চৈ. চ. ২।১০।১ শ্লোঃ )।

**অবজ্ঞান**—চিত্তজ্ঞান দ্রঃ।

**অবজ্ঞান**—প্রা. অবজ্ঞা ; উপেক্ষা ( চৈ. চ. ৩।৭।১০২ )।

**অবভূষণ**—ভূষণ ; কর্ণভূষণ ; শিরোভূষণ ; শ্রেষ্ঠ ( চৈ. চ. ২।৮।১৪০ )।

**অবতার**—সৃষ্টিকার্যের নিমিত্ত ঈশ্বরের যে স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তাঁহাকে অবতার বলে ( চৈ. চ. ২।২০।২২৭ )। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—শ্রীহরির অবতার অসংখ্য ( ভাঃ ১।৩২৩ ; চৈ. চ. ২।২০।৩০ শ্লোঃ )। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান—অংশাবতার, পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মনুষ্যাবতার, যুগাবতার ও শক্তাবেশ অবতার। **অংশাবতার**—যে ভগবৎ অবতারে ঐশ্বর্য, মাধুর্য, রূপা, তেজঃ প্রভৃতি নানাবিধ গুণ বা শক্তির অল্প পরিমাণে অভিযুক্তি হয় তাঁহাকে অংশাবতার বলে। স্বয়ং রূপ হইতে অভিন্ন হইলেও ইহাতে বিলাস শক্তির অপেক্ষাকৃত অল্প অভিযুক্তি থাকে। কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী এবং কীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষ এবং মৎস্য, কূর্মাদি অংশাবতার ( চৈ. চ. ১।১৩।৩০ )। **পুরুষাবতার**—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা মহাবিশ্ব অবতারী। তাঁহার তিনটি পুরুষ রূপ আছে। প্রথম রূপ মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতির বা সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী—কারণার্ণবশায়ী সর্গের, দ্বিতীয় রূপ ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী গর্ভোদকশায়ী প্রহ্লাদ এবং তৃতীয় পুরুষ প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধামী কীরোদশায়ী অনিরুদ্ধ ( ল. ভা. ম., পূর্ব খণ্ড ২।৯ ; চৈ. চ. ২।২০।৩১ শ্লোঃ ; চৈ. চ. ২।২০।২১৩-২১৭ )। **লীলাবতার**—বিবিধ বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ ও নিত্য নব নব উল্লাসতরঙ্গে তরঙ্গায়িত, ভগবানের স্বেচ্ছাধীন চেষ্টা ও কার্যাদিকে ‘লীলা’ কহে। এরূপ নানা লীলা উদ্‌যাপনের জন্য ভগবান্ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, রামচন্দ্র, প্রভৃতি রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। ইহারা লীলাবতার। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে মৎস্য, অশ্ব, কূর্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, রাম, পরশুরাম এবং বামন প্রভৃতি লীলাবতার ( চৈ. চ. ২।২০।২১২-১৩ ; ২৫৪-৫৬ ; চৈ. চ. ২।২০।৪০ শ্লোঃ ; ভাঃ ১০।২।৪০ )। জয়দেবের দশাবতার স্তোত্রে দশজন অবতারের উল্লেখ আছে ; যথা—মীন, কূর্ম, শুকর, নরহরি ( নৃসিংহ ), বামন, ভৃগু ( পরশুরাম ), রাম, হলধর ( বলরাম ), বুদ্ধ ও কঙ্কি। জয়দেব ভাগবতেক

অশ্ব ও হংসের উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য চরিতামৃত মতে কলিযুগে লীলাবতার নাই, এজন্ত বিষ্ণুর অপর নাম ‘ত্রিযুগ’। তিনি কলিতে স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হন (চৈ. চ. ২।৬।২৭-২৮)। **গুণাবতার**—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের জন্ত রজঃ, সত্ত্ব ও তমো গুণের অধিষ্ঠাতৃরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের আবির্ভাব হয়; সেজন্ত ইহাদিগকে গুণাবতার বলে (চৈ. চ. ২।২০।২৪২)। **মহন্তরাবতার**—প্রতি মহন্তরে একজন অবতার হন, তাঁহাকে মহন্তরাবতার বলে। ১৪টি মহন্তরে ব্রহ্মার একদিন। এই একদিনে ১৪ জন মহন্তরাবতার অবতীর্ণ হন। যথা—স্বায়ম্ভুব মহন্তরের অবতার যজ্ঞ, স্বারোচিষের বিভু, শুক্লমের সত্যসেন, তামসের হরি, রৈবতের বৈকুণ্ঠ, চাক্ষুষের অজিত, বৈবস্বতের বামন, সাবর্ণির সার্বভৌম, দক্ষ সাবর্ণির ঋষভ, ব্রহ্ম সাবর্ণির বিশ্বক্ সেন, ধর্ম সাবর্ণির ধর্মসেতু, রুদ্র সাবর্ণির সুধাম, দেব সাবর্ণির যোগেশ্বর এবং ইন্দ্র সাবর্ণির অবতারের নাম বৃহস্তাহু। বর্তমানে সপ্তম মহন্তর বৈবস্বত, সুতরাং বামন অবতারের কাল চলিয়াছে। ১০০ দিব্য বৎসর ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। ব্রহ্মার জীবন মহাবিষ্ণুর এক শ্বাস সময় মাত্র। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের অন্ত নাই। সুতরাং মহন্তরাবতারও অনন্ত। মহন্তর ত্রঃ (চৈ. চ. ২।২০।২৬২-৭৮)। **যুগাবতার**—প্রতি যুগের অবতারকে যুগাবতার বলে। যুগভেদে যুগাবতারের বর্ণভেদ হয়। “কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং গুরুঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্রামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে বলৌ ॥” (ল. ভা. যুগাব-২৫)। অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগে যুগাবতারগণের বর্ণ সাধারণতঃ যথাক্রমে গুরু, রক্ত, শ্রাম ও কৃষ্ণ। কিন্তু যে দ্বাপরে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরের শ্রামবর্ণ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণে প্রবিষ্ট হন এবং তাঁহার বর্ণকৃষ্ণবর্ণ হয়। ইহা বৈবস্বত মহন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরে ঘটিয়াছিল। তৎ পরবর্তী কলিতে শ্রীমন্নহাপ্রভু অবতীর্ণ হন এবং কলিযুগের কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার মহাপ্রভুতেই প্রবিষ্ট হইয়া পীতবর্ণ ধারণ করেন। যথা—“গুরু রক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারিবর্ণ। চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করায় যুগধর্ম ॥” (চৈ. চ. ২।২০।২৮০)। সত্যযুগের ধর্ম ধ্যান বা তপশ্চা, ত্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরের অর্চনা এলং কলির নামকীর্তন (ভাঃ ১২।৩।৫৫)। **শক্ত্যাবেশ অবতার**—যে সকল মহন্তম জীব জনার্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির কলা বা অংশ দ্বারা আবিষ্ট হন, তাঁহাদিগকে শক্ত্যাবেশ বা আবেশ অবতার বলে। শক্ত্যাবেশ অবতার অসংখ্য। ইহারা দ্বিবিধ—মূখ্য ও গৌণ। ষাঁহাতে সাক্ষাৎ শক্তির আবেশ, তাঁহাকে মূখ্য শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। যেমনঃ সনকাদিতে জ্ঞানশক্তি, নারদে

ভক্তি শক্তি, ব্রহ্মায় সৃষ্টি শক্তি, অনন্তে ভূধারণ শক্তি, শেষে কৃষ্ণ সেবা শক্তি, পৃথুতে পালন শক্তি এবং পরশুরামের দুষ্ট বিনাশ শক্তির আবেশ। ইহারা মুখ্য শক্ত্যাবেশ অবতারণ। আর ষাঁহাতে শক্তির আভাসের আবেশ হয়, তাঁহাকে গোণ শক্ত্যাবেশ অবতারণ বা বিভূতি বলে (ল. ভ. ম., পূর্বখণ্ড ১।১৮; চৈ. চ. ১।১।৩৩-৩৪, —২।২০।৩০৪-১০; গী. ১০।৪১-৪২)।

**অবতরনি**—অবতরণ করিয়া (চৈ. চ. ১।৪।৩৫)। **অবতারী**—অবতার কর্তা (চৈ. চ. ১।৫।৬৭)। **অবতারি**—অবতীর্ণ করাইয়া (চৈ. চ. ১।৪।২২৬)।

**অবধান**—দৃষ্টি (চৈ. চ. ১।৫।৫৭) ; মনোযোগ (চৈ. চ. ২।১৫।২৪৬)।

**অবধি**—শেষ সীমা ; চরম উৎকর্ষ (চৈ. চ. ১।৪।৪৩)। অধিগম দ্রঃ।

**অবধূত**—১. সর্ব সংস্কার মুক্ত সন্ন্যাসী ; সন্ন্যাসাশ্রমী (শব্দ বল্লভম)। অবধূত চারি প্রকার—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, কুলাবধূত ও বীরাবধূত। সর্বশ্রেষ্ঠ অবধূতকে পরমহংস বলে (চৈ. চ. ২।৩।৮২) ; ২. পাগল, বিক্ষিপ্ত (চৈ. চ. ২।২।১১৩)।

**অবন্তী**—বর্তমান উজ্জয়িনী। সিপ্রাতীরে অবস্থিত। মালব দেশের ও ঐ দেশের রাজধানীর নাম। কৃষ্ণ বলরামের অধ্যাপক সান্দীপন মূনির বাসস্থান।

**অবসন্ন**—স্বযোগ (চৈ. চ. ৩।৩।১৬) ; অবকাশ (চৈ. চ. ২।১৫।৮১)।

**অবলাদ**—দ্বিধা (চৈ. চ. ১।৭।৬১) ; অবসন্নতা (চৈ. চ. ২।২।৩২)।

**অবস্থা**—দুরবস্থা ; কষ্ট (চৈ. চ. ২।২৪।১৭১)।

**অবহি**—প্রা. এক্গণই (চৈ. চ. ২।১৮।১৬০)।

**অবহিতা**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**অবিজ্ঞা**—ত্রিগুণাত্মিকা মায়ী ; মায়াজনিত অজ্ঞান (চৈ. চ. ২।২৪।৪৬)। পাতঞ্জলে অবিজ্ঞার পঞ্চপর্ব এই প্রকারে উক্ত হইয়াছে ; যথা—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ।

**অবিস্ফষ্ট বিধেয়াংশ**—কোন বাক্যে বিধেয়াংশ প্রাধান্যরূপে বর্ণিত না হইলে তাহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে অবিস্ফষ্ট বিধেয়াংশ দোষ বলে (চৈ. চ. ১।২।৭৩ ; ১।১৬।৫২)। অমুবাদ দ্রঃ।

**অব্যয়**—ব্যয়হীন, কল্পশূন্য (গী. ২।২১) ; বেদমূল, অক্ষয় ফলবান ; অবিনাশী (গী. ৪।১)।

**অব্যক্ত**—ইন্দ্রিয়ের অগোচর (গী. ৮।২১) ; প্রজ্ঞাপতির নিজাবস্থা—শব্দর (গী. ৮।১৮) ; প্রপঞ্চাতীত—ক্রীড়ন ; অপ্রকাশ—শব্দর (গী. ৭।২৪) ; উপপত্তি-বিনাশরহিত (ভাঃ ৩।২৬।১০)।

**অভব**—মোক ( চৈ. চ. ২।২২৫ শ্লোঃ ) প্রলয়, বিনাশ, জন্ম রহিত ।

**অভাগিয়া**—প্রা. হতভাগা ( চৈ. চ. ২।৮।২১৩ ) ।

**অভিক্রম নাশ**—আরম্ভের নাশ ( গীঃ ২।৪০ ) ।

**অভিচার**—অগ্নের অনিষ্ট বা নিজের ইষ্ট সাধনের জন্য তন্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ ।

**অভিজ্ঞান**—চিত্রজ্ঞান দ্রঃ ।

**অভিধা**—১. শব্দের যে শক্তি দ্বারা তাহার প্রধান অর্থের বোধ হয় তাহাকে অভিধা বলে ; শব্দের অর্থবোধক শক্তি ( চৈ. চ. ১।৭।১০৩, ১২৪ ;—২।৬।১২৬ ) ।

২. নাম, সংজ্ঞা, উপাধি । **অভিধাবৃত্তি**—মুখ্যাবৃত্তি । **অভিধান**—শব্দকোষ ।

**অভিধেয়**—কর্তব্য, নামধারী, বাচ্য । **অভিধেয় তত্ত্ব**—অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির উপায় । ব্রহ্মবস্তু লাভের উপায় বা উপাসনা পদ্ধতি চারিটি ; যথা—কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তি । ইহাদের মধ্যে সর্বতোভাবে নির্ভরযোগ্য উপায় নির্ণয়ে পাঁচটি বিধি শাস্ত্রে আছে । যথা—১. **অম্বয় বিধি**—অর্থাৎ উপায়টি সম্বন্ধে শাস্ত্র-নির্দেশ আছে কি-না ; ২. **ব্যতিরেক বিধি**—অর্থাৎ ইহা ব্যতিরেকে হয় না এরূপ কি-না ; ৩. **অগ্ন্য নিরপেক্ষ বিধি**—অর্থাৎ অন্য উপায়ের সাহচর্য প্রয়োজন কি-না ; **সার্বত্রিকতা**—অর্থাৎ সর্বত্র প্রযোজ্য কি-না ; এবং ৫. **সদা ব্রহ্মত্ব**—অর্থাৎ সব সময়ে প্রযোজ্য কি-না । কর্ম মার্গের অভিধেয়ত্ব নাই, কারণ কর্মদ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিলে পুণ্যক্ষয়ে আবার মর্তে আগমন করিতে হয় । যথা—‘ক্ষণে পুণ্য মর্ত্যলোক’ বিশস্তি’ —( গী. ৯।২১ ) ; ‘প্রবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা’—( মুগ্ধক ১।২।৭ ) । যোগমার্গ ও জ্ঞানমার্গ অভিধেয় হইলেও শ্রেষ্ঠ অভিধেয় নহে । কারণ এইসব মার্গ ভক্তির উপর নির্ভরশীল । স্মৃত্যুৎ ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয় ( চৈ. চ. ১।৭।১৩৫, ২।২০।১০৯-১০, ২।২২।৩-৪ ) ।

বেদ শাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয় প্রয়োজন । কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি প্রাপ্ত্যের সাধন ॥ অভিধেয় নাম ভক্তি, প্রেম প্রয়োজন । ( চৈ. চ. ২।২০।১০৯-১০ ) । অর্থাৎ বেদে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে । সম্বন্ধ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, অভিধেয়—সাধন ভক্তি এবং প্রয়োজন প্রেম ।

**অভিমান**—১. দম্ভ, অহংকার ; ২. ‘বহু রমণীয় বস্তু থাকিলেও ইহাই আমার চাই’—এরূপ নিশ্চয়করণকে অভিমান বলে । মমতাময় বস্তুতে অনন্য মমতাময় সম্বন্ধ ।

**অভিরাম**—সুন্দর, রমণীয় ( চৈ. চ. ২।২।২৪ ) ।

**অভিরাম ঠাকুর**—রামদাস অভিরাম দ্রঃ ।

**অভিলাষ**—১. প্রিয়জনের সঙ্গলাভার্থ ব্যবসায় (চৈ. চ. ২।১৪।১৭১);

২. ইচ্ছা, বাঞ্ছা, স্পৃহা।

**অভিসার**—ঘিলনাভিলাষে নায়ক নায়িকার সঙ্কেত স্থানে গমন।

**অভিসানিকা**—প্রণয়ীর জন্ত সঙ্কেত স্থানে গমনকারিণী নারী (উ. নী.—নায়িকা ভেদ—৩২.)।

**অভ্যাস মর্দন**—তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দন।

**অভ্যাস যোগ**—সকল বিষয় হইতে চিন্তকে সমাহৃত করিয়া কোন দেবতার মানস মূর্তি বা প্রতিমাদির আলম্বনে পুনঃ পুনঃ উহাতে চিন্তা নিবেশ করার নাম অভ্যাস যোগ। চিন্তাবৃত্তি নিরোধের সাধনা (গী. ১২।২)।

**অমর্ষ**—১. অসহিষ্ণুতা, ক্রোধ; ২. ক্রোধী, ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**অমূর্ত**—১. নিরাকার; ২. ভগবৎ শক্তি সমূহের দুইরূপে স্থিতি। শক্তিরূপে অমূর্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী রূপে মূর্ত। (চৈ. চ. ১।৪।৫২, ৫৫)।

**অমেধ্য**—অপবিত্র (চৈ. চ. ২।২।৪২)।

**অমোঘ**—১. অব্যর্থ; সার্থক; ২. সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা; কণ্ঠা ষাঠীর বর। ইনি ভোজন কালে মহাপ্রভুর নিন্দা করায় সার্বভৌম কর্তৃক গৃহ হইতে বিতাড়িত হন। পরে বিস্মটিকা রোগে আক্রান্ত হইলে মহাপ্রভুর রূপায় রক্ষা পান এবং কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিয়া মহাপ্রভুর ভক্ত মধ্যে গণ্য হন (চৈ. চ. ২।১৫।২৪২-২০)।

**অমৃত লিঙ্গশিব**—কাবেরী তীরের বিগ্রহ বিশেষ। শ্রীচৈতন্য এই বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।২।৭০)।

**অম্বরস**—প্রা. আপোষ (চৈ. চ. ৩।৬।৩৩)।

**অম্বুত**—পদ্ম (ভাঃ ১০।৩।১।১২; চৈ. চ. ১।৪।২৬ শ্লোঃ)।

**অম্বুয়া মুলুক**—বর্ধমান জেলার কালনার সংলগ্ন গ্রাম অধিকা। বর্তমান প্যারীগঞ্জ। এখানে নকুল ব্রহ্মচারীর শ্রীপাট ছিল (চৈ. চ. ৩।২।১৫)।

**অম্বু লিঙ্গ ঘাট**—২৪ পরগনার ছত্রভোগে গঙ্গার ঘাট। এখন গঙ্গা বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন।

**অর্চি, অর্চি**—অগ্নিশিখা (ভাঃ ১।১।১৪।১২; চৈ. চ. ২।১৪।১৮ শ্লোঃ)।

**অর্থ**—১. ধন, সম্পত্তি; ২. প্রয়োজন, হেতু; ৩. দ্বিতীয় পুরুষার্থ, কাম্য বা প্রয়োজনীয় বস্তু। **অর্থবান্ধ**—অতিরঞ্জিত প্রশংসা বাক্য (চৈ. চ. ১।১৭।৬৮)।

**অর্থালঙ্কার**—অলঙ্কার শাস্ত্রে ব্যবহৃত উপমা, বিরোধাত্মক, অসম্মান প্রভৃতি।

**অর্থার্থী**—আর্ত দ্রঃ।

**অর্ধকুটী গ্রায়**—কুটীর পশ্চাভাগ ডিঘ প্রসব করে বলিয়া পূর্বার্ধ কাটিয়া আহার করিয়া পশ্চাভাগ রাখিয়া দিলে সেই পশ্চাভাগ আর ডিঘ প্রসব করে না। উভয়ই নষ্ট হয়। “কোন একটা প্রমাণের সমগ্র অংশ গ্রহণ ব্যতীত যেখানে কোন সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না, সেখানে এক অংশ বাদ দিয়া অপর অংশ গ্রহণ করিলে তাহাকে ‘অর্ধকুটী গ্রায়’ বলে। ইহার দ্বারা কোনও সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইতে পারে না।” (ডঃ নাথের টীকা, চৈ. চ. ১।৫।১৫৪)।

**অর্ধরথ**—মহারথ প্রঃ।

**অর্পিল**—অর্পণ করিল (চৈ. চ. ২।৪।৬৪)

**অর্জক**—বালক (ভাঃ ১০।৩২।১২; চৈ. চ. ৩।১২।৩ শ্লোঃ)।

**অয়ন**—আশ্রয় (চৈ. চ. ১।২।২০)।

**অলঙ্কার**—১. ধাতু নির্মিত ভূষণ; ২. কাব্য শাস্ত্রে শব্দার্থের শোভাবিধায়ক রসের উপকারক অলুপ্তাস উপমাди; ৩. নায়িকাদের যৌবন কালে কাস্তের প্রতি অভিনিবেশ বশতঃ সত্ত্বগুণ জনিত ভাব বিকার, (চৈ. চ. ২।৮।১৩৫-১৩৬, ২।২৪।১৬৩-৬৪)। ইহা বিংশতি প্রকার, অঙ্গজ, অযত্নজ ও স্বভাবজ ভেদে ত্রিবিধ। **অঙ্গজ**—অলঙ্কার তিনটি, যথা—হাব, ভাব, হেলা। **অযত্নজ** অলঙ্কার সাতটি, যথা—শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মার্ধ্ব্য, প্রগল্ভতা, ঔদার্য ও ধৈর্য্য। **স্বভাবজ** অলঙ্কার দশটি, যথা—লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিকিত, সোটাগ্নিত, কুটুমিত, বিকোঁক, ললিত ও বিকৃত।

**ভাব**—শৃঙ্গার রসে নির্বিকার চিত্তে রতি নামক স্থায়ী ভাবের প্রাচুর্ভাবে চিত্তের প্রথম বিকার।

**হাব**—নায়িকার ঐশ্বর্য বক্রতা, জ্ঞ নেত্রাদির বিকাশ, ‘ভাব’ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক প্রকাশ পাইলে তাহাকে ‘হাব’ বলে।

**হেলা**—যে অবস্থায় নায়িকার হাবের বিকাশ স্পষ্ট রূপে শৃঙ্গার সূচক হয়, তাহাকে ‘হেলা’ বলে।

**শোভা**—রূপ ও ভোগাদি দ্বারা অঙ্গের বিভূষণ।

**কান্তি**—কন্দর্পের তৃপ্তি জনিত উজ্জল শোভার নাম ‘কান্তি’।

**দীপ্তি**—বয়স, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা ‘কান্তি’ অতিরিক্ত প্রকাশ পাইলে তাহাকে ‘দীপ্তি’ বলে।

**মার্ধ্ব্য**—সর্বার্হায় চেষ্টার মনোহারিত্বের নাম ‘মার্ধ্ব্য’।

**প্রগল্ভতা**—সন্তোষ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

**ঔকার্ধ**—সর্বাবস্থায় বিনয় প্রদর্শন।

**ধৈৰ্য**—উন্নত অবস্থায় চিত্তের স্থিরতা।

**লীলা**—রমণীয় বেশ ও ক্রিয়া দ্বারা প্রিয়ের অতুলকরণ।

**বিলাস**—প্রিয় সঙ্গে হঠাৎ মিলনে নায়িকার গতি, স্থান ও আসন, এবং মুখ ও নেত্রাদির ভঙ্গী ও ক্রিয়াদির তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য।

( চৈ. চ. ২।১৪৮-২ শ্লোঃ )

**বিচ্ছিন্নি**—যে বেশ রচনা অল্প হইয়াও দেহ কৃষ্টির পুষ্টি সাধক।

**বিভ্রম**—বল্লভ সমীপে অভিসার কালে প্রবল মদনাবেগবশতঃ হারমালা, ভূষণ প্রভৃতির স্থান বিপর্যয়।

**কিল কিঞ্চিৎ**—হর্ষ হেতু গর্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ হাস্য, অশ্রু, ভয়, ক্রোধ এই সাত ভাবের যুগপৎ প্রাকট্য ( চৈ. চ. ২।১৪৬-৭ শ্লোঃ )।

**সোটাগ্নিত**—কান্তের স্মরণে ও বার্তাদি শ্রবণে স্থায়ী রত্নির ভাবনা বশতঃ হৃদয়ে অভিলাষের প্রাকট্য।

**কুটুম্বিত**—নায়ক নায়িকার বক্ষ অথবা দিগ্ধ স্পর্শ করিলে নায়িকার হৃদয়ে আনন্দ হইলেও সঙ্কম বশতঃ বাহিরে ব্যথিতবৎ ক্রোধ প্রকাশ ( চৈ. চ. ২।১৪১২ শ্লোঃ )।

**বিবেকাক**—গর্ব বা মানবশতঃ কান্তের প্রতি বা কান্তদত্ত দ্রব্যের প্রতি অনাদর।

**ললিত**—অঙ্গ সকলের বিভ্রাস ভঙ্গী, সৌকুমার্য ও জবিক্লেপের মনোহারিত্ব প্রকাশক ভাব বিশেষ ( চৈ. চ. ২।১৪১০-১১ শ্লোঃ )। **বিকৃত**—লজ্জা, মান, ঈর্ষাদি বশতঃ যে স্থলে বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যাহা চেষ্টা দ্বারা প্রকাশ পায়, তাহাকে বিকৃত বলে। ( উ. নী. অতুভাব প্রকরণ, ৫৭-৭২ )।

**অলম্পট**—অনাসক্ত ( চৈ. চ. ১।১৩।১১৬ )।

**অলস**—আগ্রহের অভাব ( চৈ. চ. ১।২।২২ )।

**অলাভ**—অলস কাঠ ( চৈ. চ. ২।১৩।৭৭ )।

**অশ্রু**—সাধিক ভাব দ্রঃ।

**অষ্ট ধাতু**—বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, দস্তা, পারদ, সীসা ও রাস।

**অষ্ট নায়িকা**—( রসশাস্ত্রে ) অভিসারিকা, বাসক লজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলজ্জা, খণ্ডিতা, কলহাস্তরিতা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা।

**অষ্ট বর্ণ**—ষড়্ভবর্ণ দ্রঃ।

**অষ্ট বস্তু**—গলা হইতে উৎপন্ন অষ্ট গণদেবতা, যথা—আপ, ঋষ, সোম, ধন (বিষ্ণু), অনিল, অনল, প্রজ্যুষ ও প্রতাস—বহির্গুণাণ। “ভগবান্ বহুনাং পাবকঃ”—(গী. ১০।২৩)।

**অষ্টম মনু**—সাবর্ণি ।

**অষ্ট সখী**—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকবল্লিকা, তুঙ্গভদ্রা, ইন্দুলেখা, রত্নদেবী ও সুদেবী । ইহার প্রাথমিক অষ্ট সখী ।

**অষ্টাঙ্গ প্রণাম**—বাহুযুগল, চরণযুগল, জাম্বুযুগল, বক্ষঃ, শিরোদেশ, দৃষ্টি, মন ও বচন—এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা প্রণতি ।

**অষ্টাদশ পুরাণ**—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদীয়, ভাগবত, অগ্নি, স্বন্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য, কূর্ম ও ব্রহ্মাণ্ড ।

**অষ্টাদশ সিদ্ধি**—১. অনিমা ( শিলার মধ্যেও প্রবেশযোগ্য ক্ষুদ্রতা ); ২. লঘিমা ( দেহকে হালকা করণ, ইহাতে সূর্যরশ্মি ধরিয়াও উপরে আরোহণ করা যায় ); ৩. মহিমা ( দেহকে পর্বতের মত বৃহৎকরণ ); ৪. প্রাপ্তি ( যাহাতে অঙ্গুলি দ্বারাও চন্দ্রকে স্পর্শ করা যায় ); ৫. প্রাকাম্য ( শ্রুত, দৃষ্ট ও দর্শনযোগ্য বিষয়ে ভোগ ও দর্শনের সামর্থ্য ); ৬. ঈশিতা ( অগ্ন জীবের নিজের শক্তি সঞ্চার ); ৭. বশিতা ( ভোগ বিষয়ে সঙ্গহীনতা ); ৮. কামাবশায়িতা ( ইচ্ছার চরম সীমায় গমন ); ৯. ক্ষুৎ পিপাসাদি রাহিত্য ; ১০. দূর শ্রবণ ; ১১. দূর দর্শন ; ১২. মনোজব ( মনের মত দ্রুত গতিতে দেহকে চালনা ); ১৩. কামরূপতা ( অভিলষিত রূপ ধারণ ); ১৪. পরকায় প্রবেশ ( পরের শরীরে নিজের সূক্ষ্ম দেহকে প্রবেশ করানো ); ১৫. ইচ্ছা মৃত্যু ; ১৬. দেবক্ৰীড়া প্রাপ্তি ( দেবতাদের দ্বারা অপ্সরাদের সহিত ক্রীড়া ); ১৭. সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধি ( সঙ্কল্পিত বিষয় প্রাপ্তি ); ১৮. অপ্রতিহতাজ্ঞতা ( আজ্ঞা বা গতি সকল সময়েই অপ্রতিহত রাখা ) ।—ইহার প্রথম আটটি ভগবদাশ্রিত, পরের দশটি স্বতন্ত্রের কার্য । অনিমা, লঘিমা ও মহিমা—দেহের সিদ্ধি ।

**অষ্টদশাক্ষর মন্ত্র**—শ্রীগোপীজন বসন্ত শ্রীকৃষ্ণের মধুর ভাবাত্মক উপাসনার আঠার অক্ষরযুক্ত মন্ত্ররাজ ।

**অষ্টাপদ**—বর্ণ ( বি. মা. ১৬০ ) ।

**অষ্টাবিংশতি ভক্ত**—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, স্বভাব, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার, মন, পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্ত্রাত্ম ও পঞ্চ মহাভূত ।

**অসমোহিত প্রেম**—যে প্রেমের সমকক্ষ বা উর্দ্ধে আর কিছু নাই ( চৈ. চ. ১৪১১২২ ) ।

**অসৎ সঙ্গ**—যাহা সৎ নয়, তাহার সঙ্গ ( সনজ্জ, ধাতু হইতে সঙ্গ শব্দ নিম্পন্ন, সনজ্জ, অর্থ সাহচর্য, আসক্তি ), অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত অন্ত বস্তুর সাহচর্য, বা অন্ত

বস্তুতে আসক্তিই অসৎ সঙ্গ । কিম্বা সাধন ভক্তির অমুঠান ব্যতীত অঙ্গ কার্যাদির অমুঠান বা অঙ্গ কার্যাদিতে আসক্তিকেও বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রে অসৎ সঙ্গ বলে । সৎ-সঙ্গ—সতের সাহচর্য বা সতে আসক্তি । অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ নিম্পন্ন । অস্ ধাতু অন্ত্যর্থ । স্ততরাং যিনি অনাদি কাল হইতে ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন, তাঁহার সাহচর্য বা তাঁহাতে আসক্তিই সৎ সঙ্গ । অতএব বৈষ্ণবীয় শাস্ত্রমতে শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ মনন ইত্যাদিই সৎ সঙ্গ ।

**অশেষ**—মনে মনেও পরদ্রব্য অগ্রহণ ( ভা: ১১১৯৩৩ ) ।

**অহিবল্লিকা স্তম্ভলবীটিকা**—অহিবল্লিকা অর্থাৎ পানের লতা, তাহার স্তম্ভ ( স্তম্ভর পত্র ) নির্মিত বীটিকা ( থিলি ) ; পানের থিলি ( গো. লী. যু. ৮৮ ; চৈ. চ. ৩১৬১০ শ্লো: ) ।

**অহৈতুকী ভক্তি**—ভুক্তি ( ঐহিক ও পারত্রিক সুখ শাস্তি, পঞ্চবিধ মুক্তি এবং অষ্টাদশ সিদ্ধি )—কামনা যে ভক্তির প্রবর্তক নহে, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতি কামনাই যে ভক্তির প্রবর্তক, তাহাই অহৈতুকী ভক্তি । শুদ্ধাভক্তি । ( চৈ. চ. ২১২৪১২ শ্লো: ২১২৪১২০-২২ ) ।

**অহোবত**—আহা ( গী. ১৪৪ ) ।

**অহোবল নৃসিংহ**—দক্ষিণাত্যে কর্ণাট জেলায় অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ শ্রী নৃসিংহ বিগ্রহ ( চৈ. চ. ২১১৯৭, ২১৯১৪ ) ।

## অ

**আই**—প্রা: মাতা ( চৈ. চ. ২১৩১৪২ ) ; যুঁই ফুল ( চৈ. চ. ২১১৪১৬৩ ) ।

**আইটোটা**—যুঁই ফুলের বাগান ; রমণীয় উদ্যান । ( চৈ. চ. ২১১৪১৬৩, ৮৯ ; ৩১১৫৭ ) ।

**আউটে**—প্রা. জাল দেয় ( চৈ. চ. ২১১৪১২০১ ) ।

**আউল**—প্রা. আকুলতা ( চৈ. চ. ৩১৯১২০ ) ।

**আউলায়**—প্রা. এলাইয়া পড়ে ( চৈ. চ. ১৮১২০ ) ; বিশৃঙ্খল হইয়া যায় ( চৈ. চ. ৩১৭১৪৩ ) ।

**আঁখন্নিয়া**—প্রা. পুঁখি লেখক ( চৈ. চ. ১১১০১৬৩ ) ।

**আগম**—মন্ত্র বিধি শাস্ত্র ; বৃহৎ গৌতমীয়, ক্রমদীপিকা এবং নারদ পঞ্চ ব্রাহ্মাদি শাস্ত্র ; বেদাদি শাস্ত্র ; তন্ত্র শাস্ত্র । **আগম্যপান্নি**—উৎপত্তি ও বিনাশশীল ( গী. ২১১৪ ) ।

**আগল**—প্রা. অগ্রগণ্য ( চৈ. চ. ১১৬১৪৪ ) ।

**আগে**—প্রা. পূর্বে ( চৈ. চ. ১।১৪।৩০ ) ; পরে, ভবিষ্যতে ( চৈ. চ. ২।১।৬৯ ) ;

অগ্রে, সম্মুখে ( চৈ. চ. ১।৫।১৮৭ ) ; অগ্রে, তুলনার ( চৈ. চ. ১।৭।২৩ ) ।

**আগেত**—পরে, পরবর্তী কালে ( চৈ. চ. ৩।৩।১৩৬ ) । **আগে হৈলা**—

অগ্রসর হইলেন ( চৈ. চ. ৩।৪।১৮ ) ।

**আগুবাড়ি**—প্রা. অগ্রসর করিয়া ( চৈ. চ. ২।১৬।৪০ ) ।

**আজটিয়া-পাত**—প্রা. অখণ্ড কলাপাতা ( চৈ. চ. ২।৩।৪০ ) ।

**আজিলা**—প্রা. অঙ্গন, উঠান ( চৈ. চ. ৩।১২।১১৮ ) ।

**আজিরস**—দেবগুরু বৃহস্পতি ।

**আচম্বিতে**—প্রা. হঠাৎ ( চৈ. চ. ৩।১।৪২ ) ।

**আচরি**—প্রা. আচরণ করিয়া ( চৈ. চ. ১।৪।৩৭ ) । **আচরিয়ে**—আচরণ করি ( চৈ. চ. ২।২।২৪৮ ) ।

**আঁচল**—প্রা. কাপড়ের শেষ প্রান্ত ( চৈ. চ. ৩।২।৩৮ ) ।

**আচার্য নিধি**—শ্রীচৈতন্যের বিশেষ ভক্ত । প্রতি বৎসর রথ যাত্রা উপলক্ষে প্রভুকে দর্শনের জন্ত নীলাচলে যাইতেন এবং গুণ্ডিচা মার্জনা দিতে যোগ দিতেন ( চৈ. চ. ২।১০।৮০, ৩।১০।৩ ) ।

**আচার্য রত্ন**—চন্দ্রশেখর আচার্য । শ্রীচৈতন্য শখা । আদি নিবাস শ্রীহট্টে । বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ । ইনি নীলাম্বর চক্রবর্তীর এক কন্যা—শচীমাতার ভগিনীকে বিবাহ করেন । জগন্নাথ মিশ্রের মৃত্যুর পর ইনি শ্রীগৌরানন্দের অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন । ইনি কাটোয়ায় শ্রীগৌরানন্দের সন্ন্যাস গ্রহণ সময়ে অভিভাবকত্ব করেন । পরে মহাপ্রভুর ভক্ত হন । প্রতি বৎসর ইহাকে দর্শনের জন্ত নীলাচলে যাইতেন । গৌরগণোদ্দেশদীপিকার মতে পদ্ম-শঙ্খ-আদি নবনিধির একতম ( চৈ. চ. ১।১৩।৫৩ ; ২।১০।৮০ ) ।

**আছয়**—প্রা. আছে ( চৈ. চ. ২।৮।৬৪ ) । **আছয়ে**—আছে ( চৈ. চ. ১।১৬।৭৮ ) ।

**আছাড়**—প্রা. হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া যাওয়া ( চৈ. চ. ২।৩।১৬০ ) ।

**আছুক**—প্রা. থাকুক ( চৈ. চ. ১।৬।২৩ ) ।

**আঁহো**—প্রা. আছি ( চৈ. চ. ২।১৫।৫৩ ) ।

**আজম**—চিত্রজগৎ প্রঃ ।

**আজা**—প্রা. মাতামহ ( চৈ. চ. ৩।৭।১২৩ ) ।

**আজাড়**—প্রা. খালি ( চৈ. চ. ৩।১০।৫৪ ) ।

**আছুক**—প্রা. অত্কার ।

**আজ্য**—যজ্ঞ।

**আচৌপ**—প্রা. হকার গর্জন উল্লক্ষনাদি।

**আঠার নানা**—শ্রীক্ষেত্রের একটি ক্ষুদ্র নদী। ইহার উপরে পুরীর নিকটে একটি সেতুতে আঠারটি খিলান আছে। এজন্য ইহার নাম আঠার নানা। এই সেতু পার হইয়া পুরীতে প্রবেশ করিতে হয়।

**আঁঠিয়া কলা**—প্রা. বীচিকলা ( চৈ. চ. ২।৩।৪০ )।

**আড়ানী**—প্রা. বড় পাতা ( চৈ. চ. ২।১৫।১২২ )।

**আড়ে**—আড়ালে ( চৈ. চ. ৩।১৬।৩৮ ), তীরে, ঘাটে ( চৈ. চ. ৩।১৪।১১০ )।

**আড়ৈল গ্রাম**—প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমের নিকটে যমুনার অপর তীরের একটি গ্রাম। ইহাতে বহু ভট্ট বাস করিতেন। তিনি প্রয়াগ হইতে প্রভুকে এই গ্রামে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন ( চৈ. চ. ২।১২।৫৭, ৭৬ )।

**আতত**—সর্ব ব্যাপক ( ভাঃ ১০।৩১।২ )।

**আততায়ী**—“অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ  
যভেতে আততায়িনঃ” ॥ অর্থাৎ গৃহদাহক, বিষদাতা, ভূমি, স্ত্রী বা ধন অপহারক,  
শস্ত্রপাণি—আততায়ী ( গীঃ ১।৩৬ )।

**আত্মবিজ্ঞা**—সংবিৎ ( জ্ঞান ) শক্তির অভিব্যক্তি প্রাধান্ত লাভ করিলে, বিশুদ্ধ  
সত্ত্বকে আত্মবিজ্ঞা বলে। আত্মবিজ্ঞার বৃত্তি দুইটি,—জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তক।  
ইহা দ্বারা উপাসকের জ্ঞান প্রকাশিত হয়। অধ্যাত্ম বিজ্ঞা ; পরমার্থ বিজ্ঞা ;  
ব্রহ্ম বিজ্ঞা।

**আত্মধর্ম**—যে সমস্ত ধর্মের সহিত জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্যের সম্বন্ধ আছে  
অথবা যে সমস্ত ধর্ম জীব স্বরূপের অনুরূপ, তাহা আত্মধর্ম। জীব স্বরূপতঃ  
কৃষ্ণ দাস। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেবা জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্তব্য।

**আত্মসাধ**—নিজস্ব অঙ্গীকার ; স্বকীয়ত্ব রূপে গ্রহণ ( চৈ. চ. ১।১।২ )।

**আত্মা**—ব্রহ্ম, দেহ, মন, যজ্ঞ, ধৃতি, বুদ্ধি ও স্বভাব—(বিশ্বপ্রকাশ; চৈ. চ.  
২।১৪।২)। **আত্মারাম**—আত্মাতে রমণ করেন যিনি ( ভাঃ ১।৭।১০ )।

**আত্মরতি**—পরমাত্মাতে প্রীত। **আত্মভূষণ**—পরমাত্মাতে তৃপ্ত ( গী. ৩।১৭ )।

**আদি কেশব**—দাক্ষিণাত্যে পয়োবিনী নদী তীরে অবস্থিত বিগ্রহবিশেষ  
( চৈ. চ. ২।২।২১৭ )।

**আদি চতুর্ভূজ**—দ্বারকার বাহুদেব, সর্ষপ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ ; ইহারা অনন্ত  
চতুর্ভূজের মূল ( চৈ. চ. ২।২০।১৫৮ )।

**আদিদেব**—সর্ব প্রথম অবতার। ঈশ্বরের যে সমস্ত স্বরূপ সৃষ্টিকার্যে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে কারণার্ণবশায়ী পুরুষই সর্বপ্রথম সৃষ্টি কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে আদিদেব বলে।

**আদিবস্ত্রা**—প্রা. স্নেহ সূচক গালি ( চৈ. চ. ৩।১০।১১৩ )।

**আদৌ**—প্রথমে। ( চৈ. চ. ৩।৫।২৭ )।

**আধারশক্তি**—বিভিন্ন সত্ত্বে যখন সন্ধিনী শক্তির ( সত্ত্বাবিষয়ক শক্তির ) অভিব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করে, তখন তাহাকে আধার শক্তি বলে।

**আধিদৈবিক**—অধিদেব+ইক্ নিবারণার্থে। দৈবজাত; অতিবাত, অতি-বৃষ্টি, বজ্রপাত প্রভৃতি দৈব উৎপাতজনিত ( বিপদ, দুঃখ )। ত্রিতাপ দ্রঃ।

**আধিতৌতিক**—অধিত্ত+ইক্ জাতার্থে। প্রাণী হইতে সংঘটিত, জন্তু হইতে উৎপন্ন, ভূতাদীন; ( সাংখ্যমতে ) জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ জীবজাত ( বিপদ, দুঃখ )। ত্রিতাপ দ্রঃ।

**আধ্যাত্মিক**—অধ্যাত্ম+ইক্ ভাবার্থে, সম্বন্ধার্থে। আত্ম সংক্রান্ত, আত্মা হইতে জাত ( বিপদ, দুঃখ )। ব্রহ্মবিষয়ক, ঈশ্বরসংক্রান্ত। ত্রিতাপ দ্রঃ।

**আন**—প্রা. অন্ন ( চৈ. চ. ১।১।৩৮ ) ; অগ্ন্য ( চৈ. চ. ১।৫।২০১ )। **আনের**—অগ্নের ( চৈ. চ. ৩।২০।১২ )।

**আনন**—১. প্রা. আনয়ন করা ( চৈ. চ. ৩।১৮।৬২ ) ; ২. বদন, মুখ।

**আনহ**—লইয়া আস ( চৈ. চ. ৩।২।১০২ )।

**আবরণ**—১. পাহারা ( চৈ. চ. ২।১৬।২৪২ ) ; ২. বেড়া বা প্রাচীর ( চৈ. চ. ২।১২।১৩২ ) ; ৩. আচ্ছাদন।

**আবর্ত**—ঘূর্ণীপাক ( চৈ. চ. ২।২৫।২৩১ )।

**আবির্ভাব**—১. প্রকাশ, উদয়; ২. যানাদির সাহায্য ব্যতীত, কোন লৌকিক উপায়ে না গিয়া অগ্ন কোন স্থানে আত্মপ্রকাশ ( চৈ. চ. ৩।২।৩ )।

**আবেগ**—উৎকর্ষ। ব্যাভিচারী ভাব দ্রঃ।

**আবেশ**—অধিষ্ঠান, ভর। **আবেশ অবতার**—অনার্দনের স্বীয় জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির অংশ দ্বারা আবিষ্ট মহত্তম জীব। শক্ত্যাবেশ অবতার দ্রঃ। ( চৈ. চ. ১।১।৩১-৩৪ )। ‘যদ্বৈকৈক শক্তি সঞ্চার মাত্রঃ স আবেশঃ; যথা—ব্যাসাদয়ঃ’—চক্রবর্তী। ষাঁহাতে এক একটি মাত্র শক্তির সঞ্চার হয় তাঁহাকে আবেশ কহে, যেমন—ব্যাসাদি।

**আভাস**—অভিপ্রায়; উপক্রমণিকা ( চৈ. চ. ১।৪।৩ )।

**আমুখ**—নাটকের প্রস্তাবনা ( চৈ. চ. ৩।১।১১৮ )। **আমুখ বীথী**—নাটকের ভারতী বৃষ্টির বীথী নামক অঙ্গ। অঙ্গ দ্রঃ ( চৈ. চ. ৩।১।১৩৬ )।

**আন্নাম**—দৈর্ঘ্য ( চৈ. চ. ১।৫।৮১ )।

**আন্নাম**—নিকটে ( চৈ. চ. ২।১৩।২ শ্লোঃ )।

**আন্নাম**—১. বাগান ; উপবন ( চৈ. চ. ১।৫।১০৬, ২।১৩।১২৬ ) ; ২. আনন্দ, সুখ ; ৩. আরোগ্য।

**আরিত গ্রাম**—অরিত গ্রাম ; মথুরা মণ্ডলের অন্তর্গত গোবর্ধনে অবস্থিত। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ অরিতাসুর বধ লীলা করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগ্রামকুণ্ড রাধাকুণ্ড এই গ্রামে অবস্থিত ( চৈ. চ. ২।১৮।২-৩ )।

**আরিন্দা**—প্রা. খাজানার টাকা বহনকারী ( চৈ. চ. ৩।৩।১৭৮ )।

**আরোপণ**—রোপণ ( চৈ. চ. ২।১২।১৩৪ )।

**আর্ত**—আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার স্নকৃতীলোক ভগবানকে ভজনা করেন ( গীঃ ৭।১৬ )। **আর্ত**—রোগাদি দ্বারা অভিভূত বা ভয়ে ভীত ব্যক্তি। **অর্থার্থী**—ধনকামী, অর্থলিপ্সু, সিদ্ধিকামী। **জিজ্ঞাসু**—আত্মজ্ঞানেচ্ছু, ভগবৎ তত্ত্ব জ্ঞানে ইচ্ছুক। জিজ্ঞাসু অবস্থা ভেদে আর্ত ও অর্থার্থী হইতে পারেন। যেমন ভগবদ্ বিরহে আর্ত, ভগবৎ রূপা অভিলাষে অর্থার্থী। **জ্ঞানী**—আত্মবিৎ, ভগবৎ তত্ত্ববিৎ। জ্ঞানী সর্বত্র ভগবানের রূপ দর্শন করেন। ইনি নিষ্কাম। আর্ত, জিজ্ঞাসু ও অর্থার্থী সকাম। কিন্তু যখন আর্ত প্রেমের দৃষ্টিতে, জিজ্ঞাসু জ্ঞানের দৃষ্টিতে আর অর্থার্থী সকলের কল্যাণ দৃষ্টিতে সমগ্র ক্রিয়া দর্শন করেন, তখন তাঁহারা নিষ্কাম।

**আর্য**—পূজনীয় ( চৈ. চ. ১।৩।১০৪ )। **আর্যপথ**—সৎপথ ( চৈ. চ. ১।৪।১৪৪ )।

**আলবাটী**—প্রা. পিকদানী ( চৈ. চ. ৩।১৬।১২৩ )।

**আলম্বন**—১. আশ্রয় ; ২. আধার ; ৩. গতি ; ৪. রত্যাতির যোগ্য ( উদ্দীপন, অহুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবেরও ) বিষয় রূপে শ্রীকৃষ্ণকে এবং আশ্রয় রূপে ভক্তগণকে ‘আলম্বন’ বলে। যাহার উদ্দেশ্যে রতি প্রবৃত্ত হয় তাহাকে ‘বিষয়’ এবং রতির আধারকে ‘আশ্রয়’ বলে। বিভাব দ্রঃ।

**আলম্ব**—অড়তা। ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**আলাত, অলাত**—অলস অঙ্গার।

**আলালনাথ**—পুরী হইতে ১৪।১৫ মাইল দূরে। শ্রীজগন্নাথের অনবসরে মহাপ্রভু আলালনাথে গিয়া থাকিতেন। সেখানকার বিগ্রহের নামও আলালনাথ। ( চৈ. চ. ২।৭।৭৪ )।

**আলী—সখী** ( চৈ. চ. ১।১।১৬ শ্লোঃ ) ।

**আলোয়ার**—ময় বা ভাবময় । দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন বৈষ্ণবগণ । প্রাচীন কালে দ্বাদশ আলোয়ার দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন । যথা—১. পরোহৈ বা সরোযোগী, ২. পুদন্ত বা ভূত যোগী, ৩. পেয় বা মহৎ যোগী, ৪. তিরুমড়িশৈ বা ভক্তিসার, ৫. নম্ব বা শঠ কোপ, ৬. মধুর কবি, ৭. কুলশেখর, ৮. তিরুগ্নন বা যোগিবাহন, ৯. পেরিয় বা বিষ্ণুচিহ্ন, ১০. অণ্ডাল বা গোদা, ইনি গোপীভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনা করিতেন, ১১. তোত্তর ডিপ্পোডি বা ভক্ত পদরেণু এবং ১২. তিরুমঙ্গৈ বা পরকাল । আলোয়ারগণ বহু কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করেন । সমস্তই ভগবৎ প্রেমে ভরপুর ।

**আশীর্বাদ**—মঙ্গলাচরণ প্রঃ ।

**আশ্চর্য**—যাহা অসম্ভাব্য দৃষ্ট হয়, যাহা অদ্ভুত বা পূর্বে অদৃষ্ট তাহাই আশ্চর্য ।  
যথা—স্বপ্ন মায়ী ইন্দ্রজালাদি—নীলকণ্ঠ ( গী. ২।২২ ) ।

**আশ্রয়**—১. ষাঁহাতে প্রেম থাকে বা যিনি প্রেমের সহিত সেবা করেন, তাঁহাকে প্রেমের আশ্রয় বলে । আর ষাঁহার প্রতি প্রেম প্রয়োগ হয়, তাঁহাকে প্রেমের বিষয় বলে ( চৈ. চ. ১।৪।১১৪ ) । স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাব—এই কয়টি প্রেম বিকাশের স্তর । মহাভাবের আবার দুইটি স্তর আছে—মোদন ও মাদন । স্নেহ হইতে মোদন পর্যন্ত স্তর শ্রীকৃষ্ণে, গোপীগণে ও শ্রীরাধায় আছে । কিন্তু মাদন কেবল শ্রীরাধায় আছে, স্তরায় মাদনের একমাত্র আশ্রয় শ্রীরাধিকা, আর শ্রীকৃষ্ণকে তিনি ইহা দ্বারা সেবা করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহার বিষয় ( চৈ. চ. ১।৪।১১৪, ১৬২ ) । ২. দশম পদার্থ । পদার্থ প্রঃ ।

**আশ্রয়ালম্বন**—বিভাব প্রঃ ।

**আশ্লিষ্ট দোষ**—যে শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে তাহার গৌণ অর্থ শব্দের প্রয়োগ বা গৌণ অর্থ প্রয়োগরূপ দোষ ( চৈ. চ. ২।৬।২৪৬ ) ।

**আসোয়ার**—প্রা. অস্বস্তি ( চৈ. চ. ২।১৪।১২২ ) ।

**আসোয়ার**—প্রা. অস্বারোহী ( চৈ. চ. ২।১৮।১৫৩ ) ।

**আস্তিক**—বেদাদী শাস্ত্রে বিশ্বাসী ।

**আন্তে ব্যন্তে**—প্রা. উদ্বিগ্ন চিন্তে, খুব তাড়াতাড়ি ( চৈ. চ. ১।১৫।১৫ ) ।

**আহব**—যুদ্ধ ( গী. ১।৩১ ) ।

ই

**ইকদাকু**—স্বর্ষ বংশীয় প্রথম রাজা । বৈবস্বত মূনির ইচ্ছার সময় নাসা হইতে

অন্ন বলিয়া প্রথিত। বশিষ্ঠের সহিত জ্ঞানালোচনা করিয়া ইনি যোগ বলে দেহত্যাগ করেন ( ভাঃ ৯৬৪ )।

**ইজ্য**—১. বৈদিক কর্ম; ২. যজ্ঞ; ৩. দেবপূজা ( ভাঃ ৩৩৫১ )।

**ইড়া**—মেরুদণ্ডের বামভাগে অবস্থিত নাড়ীবিশেষ। ডান ভাগে অবস্থিত নাড়ীর নাম পিঙ্গলা। আর ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্তী মেরুদণ্ডের বহির্দেশে অবস্থিত নাড়ীর নাম সুষুম্না। সুষুম্না মূলধার হইতে হৃদয়ের মধ্য দিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রসারিত। সুষুম্নার যোগে উর্ধ্বদিকে উখিত হইতে পারিলে উপাসক মোক্ষ লাভ করেন ( ভাঃ ১০৮৭।১৮; চৈ. চ. ২।২৪।৫৫ শ্লোঃ )।

**ইত্তর**—১. অস্ত্র; ২. যাহারা সংস্কৃত জানে না ( চৈ. চ. ২।২।৭৪ )।

**ইতিউতি**—প্রা. এদিক ওদিক ( চৈ. চ. ১।৭।৮৫ )।

**ইথিলাগি**—প্রা. এইজন্ত ( চৈ. চ. ১।৪।৫১ )।

**ইথে**—ইহাতে ( চৈ. চ. ১।২।৫৫ ); এই হেতু ( চৈ. চ. ১।৭।১০ )।

**ইথন্তুত গুণ**—এতাদৃশ গুণ সম্পন্ন ( চৈ. চ. ২।২৪।২৮-২৯ )।

**ইন্দীবর**—নীলপদ্ম ( চৈ. চ. ৩।১৫।৫৬ )।

**ইন্দ্রগোপ**—এক প্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র কীট ( চৈ. চ. ২।১৫।৩ শ্লোঃ )।

**ইন্দ্রমীল**—মরকত মণি, পান্না।

**ইন্দ্রিয়**—জ্ঞানকর্মসাধন। ইন্দ্রিয় ত্রিবিধ, যথা—জ্ঞানেন্দ্রিয় ( চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ), অস্ত্রিয় ( মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ) এবং কর্মেন্দ্রিয় ( বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ )। মন ইন্দ্রিয় গণের নিয়ামক।

**ইত**—হস্তী ( চৈ. চ. ২।১৭।১ শ্লোঃ )।

**ইষ্টকামধুক**—অভীষ্ট ভোগপ্রদ, অভীষ্ট ফলদানকারী ( গী. ৩।১০ )।

**ইষ্টগোষ্ঠী**—১. অভীষ্ট মণ্ডলী; ২. পরম্পর আলোচনাদি; ভগবৎ কথা ( চৈ. চ. ২।৩।২১ )।

**ইষ্ট সমীহিত**—ইষ্ট দেবতা বাহ্য ভালবাসেন সেরূপ শারীরিক ব্যবহার ( চৈ. চ. ১।৪।১৭৫ )।

**ইন্ডাল**—ধনুক ( গী. ১।৪ )।

**ইলা, ইলা**—পৃথিবী।

**ইঁহ, ইঁহো**—প্রা. ইনি ( চৈ. চ. ১।২।২১, ৫০ )। **ইঁহা**—প্রা. এইস্থানে— ( চৈ. চ. ১।২।৬৪ )। **ইঁহার**—প্রা. ইহাতে ( চৈ. চ. ১।৭।২৬ )।

ঐ

**ঐশ**—১. ঈশ্বর; ২. প্রভু, স্বামী; ৩. বিষ্ণু; ৪. মহাদেব; ৫.

শ্রীগৌরানন্দ ( চৈ. চ. ১।১।১ শ্লোঃ ) ; ৬. নায়ক ; ৭. ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ঌ, ২, ৪ —এই অষ্ট স্বরবর্ণ। **ঈশ প্রকাশ**—শ্রীনিত্যানন্দাদি ঈশ্বরের প্রকাশ-মূর্তিগণ। **ঈশ ভক্ত**—শ্রীবাসাদি ঈশ্বরের ভক্তগণ। **ঈশ শক্তি**—শ্রীগদাধরাদি ঈশ্বরের শক্তিসমূহ। **ঈশাবতার**—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যাদি ঈশ্বরের অবতারগণ ( চৈ. চ. ১।১।১ শ্লোঃ ) ।

**ঈশান**—১. শচীমাতার গৃহভৃত্য ; ২. মহেশ্বর ( ভাঃ চাঃ ১ ) ; ৩. শিবের অষ্ট মূর্তির সূর্যমূর্তি ; যথা—ঈশানায় সূর্য মূর্তয়ে নমঃ ।

**ঈশান নাগর**—বৈষ্ণবাচার্য অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য। শ্রীহট্টের লাউড়ের অন্তর্গত নবগ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম ( ১৪২২ খ্রীঃ ) । ইনি ১২ বৎসর বয়সে শাস্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতের ছাত্র হন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইনি প্রায় সকল সময়ে অদ্বৈতের সঙ্গে থাকিতেন। ইনি পরে শ্রীহটে ফিরিয়া ‘অদ্বৈত প্রকাশ’ নামে এক বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন ( ১৫৬৮ খ্রীঃ ) । ইহার বংশধরেরা বর্তমান গোয়াল-নন্দের নিকটবর্তী ঝালপাল গ্রামে আছেন ( নূতন বাঙ্গালা অভিধান ) ।

**ঈশানু কথা**—ঈশ্বরের অবতার ও সাধুগণের চরিত কথা। পদার্থ ত্রঃ ।

**ঈশ্বরকোটিব্রজা**—ব্রজা ত্রঃ ।

**ঈশ্বরকোটিরুদ্র**—রুদ্র শিবমূর্তি বিশেষ। রুদ্র দ্বিবিধ—জীব কোটি ও ঈশ্বর কোটি। কোন কল্পে যোগ্য জীব পাইলে, ভগবান্ সেই জীবকেই সংহার শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা রুদ্রের কাজ করান, ইহাকে **জীবকোটিরুদ্র** বলে। আর যে কল্পে একরূপ জীবের উদ্ভব হয় না, সেই কল্পে ভগবান্ই রুদ্ররূপে জগতের সংহারকার্য সমাধা করেন। ইহাকে **ঈশ্বরকোটিরুদ্র** বলে।

**ঈশ্বরপুরী**—কুমারহট্টে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভাব। ইহার পিতা শ্যাম-হন্দর আচার্য। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীগৌরানন্দ মহাপ্রভু ইহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ লীলা অভিনয় করেন। কুমারহট্ট বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার হালিসহর। ১৫০৭ খ্রীঃ অব্দে তিরোভাব। গ্রন্থ—‘কৃষ্ণলীলামৃত’। পুরী গোস্বামীর আদেশ অনুসারে তাঁহার তিরোধানের পর স্বীয় সেবক গোবিন্দ দাস ও শিষ্য কালীশ্বর গোসাই মহাপ্রভুর নেবার ভার গ্রহণ করেন। অসামান্য গুরু-ভক্তির নিদর্শন স্বরূপ মহাপ্রভু গুরুর জন্মস্থান কুমারহট্টের মৃত্তিকা বহন করিয়া নিয়াছিলেন।

**ঈছা**—চেষ্টা, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ( ভাঃ ১।১।২।৪৭ ) ।

## উ

উকালিতে—প্রা. খুলিতে ( চৈ. চ. ২।২।১২ ) ।

উখড়া—প্রা. মুড়কি ( চৈ. চ. ৩।১।২২ ) ।

উষাড়ে—প্রা. খোলে ( চৈ. চ. ৩।৭।১০৩ ) । উষাড়িয়া—খুলিয়া ।

উচ্চাটন—উৎ-চট্ + নিচ্ অনট্, ভাব বা. করণ বা. । উন্মূলন, চঞ্চল করণ ;  
উৎপাটন ( চৈ. চ. ২।১৫।২ শ্লোঃ ) ।

উদৈঃপ্রবাঃ—কীরোদ সমুদ্র হইতে উদ্ভূত অশ্ব ; ইন্দ্রের অশ্ব ( গী. ১০।২৭ ) ।

উজাড়—প্রা. জনশূন্য ( চৈ. চ. ২।১৮।২৬ ) ; ধ্বংস ( চৈ. চ. ১।১৭।২০৪ ) ।

উজীর—প্রধান রাজ কর্মচারী, মন্ত্রী ( চৈ. চ. ৩।৩।১৫১ ) ।

উজোর—প্রা. উজ্জল ( চৈ. চ. ৩।১২।৩৪ ) ।

উজ্জল—চিত্রজল দ্রঃ ।

উজ্জলরস—শৃঙ্গার রস, মধুর রস ( চৈ. চ. ১।১।৭ শ্লোঃ ) ।

উঝালি—প্রা. ছড়াইয়া ( চৈ. চ. ২।৩।২১ ) ।

উটজ—পর্ণশালা ; কুটীর ।

উড়ুপকৃষ্ণ—দাক্ষিণাত্যে মধ্বাচার্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল বিগ্রহ । কথিত আছে, কোন বণিক দ্বারকা হইতে নৌকা যোগে গোপীচন্দন আনিতেছিলেন । দৈবাৎ সেই নৌকা ডুবিয়া গেলে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য স্বপ্নাদেশ পাইয়া সেই নৌকা তুলিয়া গোপীচন্দনের মধ্যে এই শ্রীগোপাল মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন ( চৈ. চ. ২।২।২২৮-৩২ ) ।

উড়ুম্বর—১. যজ্ঞডুম্বর ; ২. তাম্র ।

উড়ুরাজ—নক্ষত্রাধিপতি চন্দ্র ( ভাঃ ১০।২২।২ ) ।

উড়ি—প্রা. উড়ানী, চাদর ( চৈ. চ. ৩।১৪।৭২ ) ।

উতরে—প্রা. নামিয়া আসে ( চৈ. চ. ২।১৮।৩৭ ) ।

উভার—প্রা. খোল ( চৈ. চ. ৩।১২।৩৬ ) ।

উৎকণ্ঠিতা—নায়িকা দ্রঃ । উদ্ভিগা ।

উত্তর কৃতি—অষ্টোষ্টি কর্ম—চক্রবর্তী ( বি. মা. ২৭০ ) ।

উত্তরিলি—প্রা. নামিল ( চৈ. চ. ২।১৮।১৫৩ ) ।

উত্তমশ্লোক—১. উৎ অর্থাৎ উদগত বা দূরীভূত হয় তমঃ (তমোগুণ) বাহ্যর শ্লোক (কীর্তন) দ্বারা নির্মলকীর্তি । ২. বাহ্যর যশঃ প্রবণে বা কীর্তনে তমো নাশ হয় ( চৈ. চ. ২।২৩।১২ শ্লোঃ ) ।

উত্তমশয়ন—চিৎ হইয়া শয়ন ( চৈ. চ. ১।১৪।৪ ) ।

**উৎপল**—পদ্ম, কুমুদ ।

**উৎপ্রেক্ষা**—(অলঙ্কার শাস্ত্রে) উপমেয় বস্তুই যেন উপমান বস্তু—এইরূপ করণা ।

**উৎসঙ্গ**—১. আলিঙ্গন ; ২. উরু ; ৩. ক্রোড় ।

**উৎখিল**—প্রা. উখিত হইল ( চৈ. চ. ৩।১৫।৭৪ ) ।

**উদার**—প্রশস্ত চিত্র ( চৈ. চ. ১।১১।২২ ) ।

**উদাস**—উপেক্ষা ( চৈ. চ. ২।৩।১৪৪ ) ; উদাসীনতা ( চৈ. চ. ২।১৪।১৮ ) ।

**উদীচী**—উত্তর দিক ।

**উদুখল**—ধান ভানিবার যন্ত্র বিশেষ ( চৈ. চ. ২।২।১১২ ) ।

**উদ্গ্রাহ**—বিচারার্থ তর্ক ( চৈ. চ. ২।২।৩৭ ; ৩।৭।৮৪ ) ।

**উদ্ঘাত্যক**—১. অবোধিত অর্থযুক্ত পদকে অর্থ বোধের জন্ত যখন অস্ত্র পদের সঙ্গে যোজন করা হয়, তখন তাহাকে উদ্ঘাত্যক বলে । ২. নাটকের প্রস্তাবনার অঙ্গের একটি নাম বিশেষ । অঙ্গ দ্রঃ । ( সাহিত্য দর্পণ ৬২৮৯ ; চৈ. চ. ৩।১।৫০ শ্লোঃ )

**উদ্ঘূর্ণা**—১. উদ্ঘূর্ণ+স্ত্রী আপ্. ঘূর্ণিতা । ২. উৎ-ঘূর্ণ+অ ভাব বা +স্ত্রী আপ্. চিন্তা । মোহনাথ্য মহাভাবের বৃত্তি বিশেষ, ইহাতে নানা প্রকার বিলক্ষণ বৈবশ্ব-চেষ্টা আছে । দিব্যোন্মাদ । ( চৈ. চ. ২।১।৭৮ ; ২।২৩।৩৮ ; উ. নী.—স্থায়ীভাব ১৩৭ ) ।

**উদ্বীপন**—যাহা স্থায়ীভাব প্রভৃতিতে প্রকাশিত করে । বিভাব দ্রঃ ।

**উদ্বীপ্ত**—একই সময়ে পাচ, ছয় বা সমস্ত সাত্বিক ভাব উদিত হইয়া পরমোৎকর্ষ লাভ করিলে তাহাকে উদ্বীপ্ত সাত্বিক ভাব বলে । ( চৈ. চ. ২।৬।১১, ২।৮।১৩৫ ; ভ. র. সি. ২।৩।৪৬ ) ।

**উদ্দেশ**—উল্লেখ ( চৈ. চ. ২।১।৬২ ) ।

**উদ্ধব**—শ্রীকৃষ্ণের ষাটক মথুরা পরিকর । ইনি বৃহদেবের ভ্রাতা দেবভাগের পুত্র, মাতার নাম কংসা । ইনি বৃহস্পতির শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী ও ভক্ত ছিলেন । ( চৈ. চ. ১।৬।৫৪, ১।১৩।৩২ ) ।

**উদ্ধারণ দ্বন্দ্ব**—সপ্তগ্রামে স্বর্ণ বণিক কুলে আবির্ভূত । পিতা শ্রীকর, মাতা ভদ্রাদেবী । এক পুত্রের নাম শ্রীনিবাস । নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ও অন্তরঙ্গ পার্শ্বদ । গৌরগণোদেশদীপিকার মতে ব্রজের সুবাহ গোপাল ; ইনি ষাটশ গোপালের একতম ।

**উদ্বেষ্ট**—বিব্রহ মনের চঞ্চলতাকে উদ্বেষ্ট বলে । ইহাতে দীর্ঘশ্বাস, চপলতা,

স্বস্ত, চিত্তা, অশ্রু, বিবর্ণতা, ঘর্ম প্রভৃতি প্রকাশ পায় (চৈ. চ. ২।২।৫০-২।৩।১১৩)।

**উদ্ভাস্বর**—অহভাব দ্রঃ।

**উদ্ভাস**—আড়ম্বর, ঘটী (চৈ. চ. ১।১।১২০)।

**উদ্ভাসন**—যে বাগানে ফলের গাছ বেশী। **উপবন**—যে বাগানে ফুলের ভাগ বেশী (চৈ. চ. ২।২।২)।

**উন্নত উজ্জল রস**—শৃঙ্গার রস, মধুর রস। ইহাতে শাস্ত্রের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্ত্রের কৃষ্ণ সেবা, সথ্যের কৃষ্ণে অগঙ্কোচ ভাব, বাৎস্যল্যের মমতাধিক্য এবং মধুরের নিজস্ব দ্বারা সেবন আছে। সুতরাং এই রসে সর্বাপেক্ষা স্বাদাধিক্য ও সর্বাপেক্ষা গুণাধিক্য আছে বলিয়া ইহা সর্বাপেক্ষা উন্নত ও উজ্জল। এজন্ত শৃঙ্গার রসকে ‘উন্নত উজ্জল রস’ বলে। (চৈ. চ. ১।১।৪ জ্ঞোঃ, ২।৮।৬৭)।

**উদ্ভাস**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**উপকর্তা**—হিতকারী (চৈ. চ. ২।৬।৫৭)।

**উপজয়**—প্রা. উপপন্ন হয় (চৈ. চ. ২।২।২২)।

**উপবন**—উদ্ভাসন দ্রঃ।

**উপমা**—অর্থালঙ্কার বিশেষ। ‘উপমানোপমেয়য়োর্থীকথঞ্চিদৃ যেন কেনাপি সমাসেন ধর্মেণ উপমা।’ উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম-দ্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে ‘উপমা’ বলে (অলঙ্কার কৌস্তভ)। ইহাতে সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট ভিন্ন জাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য করিতে হয়। **উপমান**—বাহার সহিত তুলনা করা যায় তাহা উপমান। **উপমেয়**—বাহাকে উপমা করা হয় তাহা উপমেয়। **উপমিত**—সদৃশীকৃত, তুলিত; বাহার উপমা বা তুলনা করা হইয়াছে এরূপ।

**উপযোগ**—উপভোগ, আহার (চৈ. চ. ৩।১০।১৩)।

**উপরাগ**—চন্দ্রগ্রহণ (চৈ. চ. ১।১৩।২৬), (চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ উভয় অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হয়)।

**উপলভোগ**—ছদ্ম ভোগ, বালা ভোগ, প্রান্তঃকালীন ভোগ (চৈ. চ. ২।১।৫৮)।

**উপান্ত**—উপ-অন্, +উ কর্তৃ বা। অপরের প্রবণ—অযোগ্য রূপ বিশেষ। উপান্তে অপ কেবল নিজের কর্ণেরই গ্রাহ্য হয়।

**উপাধান কারণ**—নিমিত্ত কারণ দ্রঃ (চৈ. চ. ১।৫।৫০)।

**উপায়**—১. সাধন; ২. সাম, দান, ভোদ, দণ্ড—(অর্থাৎ শাস্ত্র সহিত সন্ধি,

শত্রুকে অর্থাৎ দানে বশ, শত্রুর গৃহ বিচ্ছেদ ঘটান এবং শত্রুর সহিত যুদ্ধ) — রাজ্য রক্ষার চতুর্বিধ পন্থা ; ৩. উপার্জন।

**উপেন্দ্র**—পরব্যোম চতুর্ব্যাহের অন্তর্গত সংকর্ষণের বিলাস (চৈ. চ. ২।২০।১৭৩-৭৪, ২০৫) ; বিষ্ণু ইন্দ্রলোকের উপরে আছেন বলিয়া তাঁহাকে উপেন্দ্র বলে। অথবা বামনাবতারে বিষ্ণু ইন্দ্রের পরে আবির্ভূত হওয়ায় তাঁহাকে উপেন্দ্র বলে। .

**উপেন্দ্র মিত্র**—শ্রীহট্টবাসী। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতামহ। “বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী, সঙ্গুণ প্রধান।” পুত্র কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জগন্নাথ, জনার্দন ও ত্রৈলোক্যনাথ। জগন্নাথের পুত্র মহাপ্রভু। জগন্নাথ হ্রঃ (চৈ. চ. ১।১৩।৫৪-৬২)।

**উপেন্দ্র**—সাধ্য, প্রয়োজন, প্রাপ্য।

**উপোষণ**—উপবাস (চৈ. চ. ২।১১।১০২)।

**উবরিল**—প্রা. উদ্ভূত (বেশী) হইল (চৈ. চ. ২।১৪।৪১)।

**উক্ক্রম**—যাহার ক্রম বড়। ক্রম শব্দের অর্থ—পাদবিক্ষেপণ, শক্তি, কম্প, পরিপাটি, যুক্তি ও শক্তি দ্বারা আক্রমণ। যিনি বিভূরূপে সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন, শক্তিদ্বারা সকলকে ধারণ ও পোষণ করেন, মাধুর্য শক্তিদ্বারা গোলোক ও ঐশ্বর্য শক্তিদ্বারা পরব্যোম প্রকাশ করেন এবং মায়া শক্তিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটীরূপে সৃষ্টি করেন তিনিই উক্ক্রম। বামন দেব ; বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ (চৈ. চ. ২।২৪।১৫-১৮)।

**উক্কগায়**—উক্ক—বহু+গায় (যাহার মহিমাাদি বহু গীত), ভগবান্।—(ভাঃ ৩।২।১১, চৈ. চ. ১।৩।২০ শ্লোঃ)।

**উরোজ-কোক**—স্তনরূপ চক্রবাক্ (চৈ. চ. ৩।১।৪৭ শ্লোঃ)।

**উর্জিতা**—দৃঢ়া (ভাঃ ১।১।১৪।২০)।

**উর্বাশ**—উর্বা—পৃথিবী+ঈশ, পৃথিবীপতি (চৈ. চ. ১।৩।২ শ্লোঃ)।

**উলটি**—ফিরিয়া (চৈ. চ. ২।৫।২৭)।

**উলুক**—পেচক (চৈ. চ. ১।৩।৬২)।

**উষ**—জরায়ু (গী. ৩।৩৮)।

**উক্কাস**—উক্কাস (চৈ. চ. ১।৪।৬২)।

**উশলা**—উক্কার্চা (গী. ১০।৩৭)।

**উষিষি**—প্রা. উপসিস্ ; অস্থিরভাবে উঠা বসা, নড়াচড়া (চৈ. চ. ৩।৩।১১৫)।

## উ

**উতি**—১. কর্ম বাসনা ; ২. লীলা ( চৈ. চ. ২।২।১২ শ্লোঃ ) । পদার্থ ত্রঃ ।

**উর্ধ্বপুণ্ড্র**—চন্দ্রনাডি দ্বারা ললাটাক্রান্ত উর্ধ্বমুখ সরল রেখা ।

**উষরভূমি**—লবণাক্ত অশুর্বরা ভূমি ( চৈ. চ. ২।৬।২২ ) ।

## ঋ

**ঋত**—পরব্রহ্ম, সত্য ।

**ঋত্বিক**—পুরোহিত, যজ্ঞকৃত্ব ।

**ঋদ্ধি**—১. সমৃদ্ধি ; ২. স্থিতিবাচনের অঙ্গ বিশেষ ( চৈ. চ. ২।১৯।২০ শ্লোঃ ) ।

**ঋষভ**—১. বৃষ ; ২. সঙ্গীতে স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর—রে ; ৩. শ্রেষ্ঠ—( চৈ. চ. ২।২৪।২৭ শ্লোঃ ) ; ৪. দক্ষ সাবর্ণি মন্বন্তরে মন্বন্তরাবতার ( চৈ. চ. ২।২০।২৭৬ ) ।

**ঋষভপর্বত**—দাক্ষিণাত্যে দক্ষিণ কর্ণাটে মাদুরা জেলার একপ্রান্তে অবস্থিত । বর্তমান নাম ‘পালনি হিলস্’ ।

**ঋগ্মুখ পর্বত**—অবস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে । নিজাম রাজ্যের বেলারি জেলার হাম্পি গ্রামের নিকট তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের অগ্রশস্ত গিরিবজ্রের পার্শ্ববর্তী পর্বতকে ঋগ্মুখ বলিয়া কেহ কেহ বলেন । কাহারো মতে ইহা মধ্যপ্রদেশের ‘রাঙ্গু’ পর্বত । আবার কেহ বলেন—পম্পা নদীর উৎপত্তি স্থলের পর্বতই ঋগ্মুখ ।

## এ

**একাক্ষর**—প্রণব ( গী. ১০।২৫ ) ।

**একঠাঁঞি**—প্রা. একস্থানে ( চৈ. চ. ১।৪।৫০ ) ।

**একতান**—একান্ত ( চৈ. চ. ২।৬।২৩ ) ।

**একল, একলা, একলি, একলে**—প্রা. একাকী ( চৈ. চ. ২।৫।৫২ ) ।

**একাদশ ভক্ত**—পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও আত্মা ( ভাঃ ১।১২।২২—স্বামি-টিকা ) ।

**একাদশ মনু**—ব্রহ্মার ১৪জন পুত্র মনু নামে খ্যাত । একাদশ মনুর নাম—ধর্ম সাবর্ণি । মন্বন্তর ত্রঃ । **একাদশ মন্বন্তর**—একাদশ মনু ধর্ম সাবর্ণির কাল ( ভাঃ ৮।১৩।১৪ ) ।

**একাদশ কল্প, একাদশ ভক্ত**—মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন এগারটি মূর্তি, যথা—অজ, একপাং, অহির, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, ব্রহ্মকপি, শঙ্ক, হরণ, ঈশ্বর ।—( মহাভারত ) ।

একেখর—একাকী ( চৈ. চ. ২।১৫।১২৩ ) ।

এড়াইল—প্রা. পলাইয়া গেল, বাদ পড়িল ( চৈ. চ. ১।৭।৩০ ), অব্যাহতি পাইল ( চৈ. চ. ২।৪।১৮১ ) ।

এণ—হরিণ ( চৈ. চ. ২।১৭।১ শ্লোঃ ) ।

এথা, এথাকৈ—প্রা. এইস্থানে ( চৈ. চ. ৩।২।৩২ ) ।

এধ, এধঃ—ইকন, কাষ্ঠ ( ভাঃ ১।১।৪।১২ ; চৈ. চ. ২।২৪।১৮ শ্লোঃ ) ।

এতো—প্রা. এখনও ( চৈ. চ. ৩।১২।১২ ) ।

এহো—প্রা. ইহাও ( চৈ. চ. ১।৪।৫, ৮২ ) ।

ঐ

ঐচ্ছন—প্রা. এইরূপ ( চৈ. চ. ১।১৩।২৭ ) ।

ঐছে—প্রা. এইরূপ ( চৈ. চ. ১।২।১৪ ) ।

ঐরাবত—ঐশ্বরের হস্তী ।

ঐশ্বর্য—নর লীলার ভাবকে অপেক্ষা না করিয়া যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ, তাহাকে ঐশ্বর্য কহে, যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে পিতামাতাকে চতুর্ভূজরূপ প্রদর্শন ।

মাধুর্য—যেখানে ঐশ্বর্য প্রকাশিত হইলেও বা না হইলেও নর লীলার ভাব অতিক্রম করে না, তাহাকে মাধুর্য কহে ।

ও

ওঁ—প্রণব, ওঙ্কার, আত্মবীজ । প্রণব দ্রঃ ।

ওঁ তৎসৎ—পরব্রহ্মের অবয়বত্রয় যুক্ত নাম । পুরাকালে উহা হইতে ব্রাহ্মণ, বেদসকল ও যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছিল । ওঁ ব্রহ্মর্পণ, তৎ ঐশ্বর্য নির্দেশক এবং তৎ এর নিমিত্ত যে কর্ম তাহাই সৎ । আবার যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে দৃঢ়তাকেও সৎ বলে । সূত্ররাং বৈষ্ণব্য দোষ পরিহারের নিমিত্ত ওঁ তৎসৎ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বিধিবৎ অহুষ্ঠান করিতে হয় ( গী. ১।৭।২৩-২৮ ) ।

ওঝা—রোজা, সর্প বিষের চিকিৎসক, যে ভূত নামায়, ( চৈ. চ. ৩।১৮।৫৩ ) ।

ওড়কুল—জবাফুল ( চৈ. চ. ১।১৭।৩৫ ) ।

ওড়নপাড়ন—লেপ তোষক ( চৈ. চ. ৩।১৩।১৮ ) ।

ওড়ু—উড়িয়াবাসী । ওড়ু কৃষ্ণানন্দ, ওড়ু শিবানন্দ, ওড়ু সিংহেশ্বর—শ্রীচৈতন্য শাখার উড়িয়াবাসী তিন জন ভক্ত ( চৈ. চ. ১।১০।১৩৩, ১৪৬ ) ।

ওড়ায়—প্রা. উড়ুনীর মত করিয়া গায়ে দেয় ( চৈ. চ. ৩।১২।৬৮ ) ।

ওত হৈয়া—প্রা. দেহকে গোপন করিয়া ( চৈ. চ. ২।২৪।১৫৬ ) ।

ওথা—প্রা. ঐস্থানে ( চৈ. চ. ৩।১৮।৫৬ ) ।

ওদম—১. অন্ন ; ২. ভক্ত—শ. ক. দ্র. ।

ওর—প্রা. সীমা ( চৈ. চ. ২।৩।১১১ ) ।

ওরপার—প্রা. সীমা পরিসীমা ( চৈ. চ. ৩।২০।৭১ ) ।

ওলাহন—প্রা. দোষ, তিরস্কার, যুহ অভিযোগ ( চৈ. চ. ১।১৪।৩৪ ; ৩।৭।১৪০ ; ৩।১৭।৩১ ) ।

ঔ

ঔগ্য—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ।

ঔড়ুম্বর—১. যমরাজ ; ২. তাম্রময় পাত্র ।

ঔড়ুলোমি—ব্রহ্মবাদী ঋষি । ভেদাভেদবাদের প্রবর্তক বা সমর্থক ।

ঔদার্য—অলঙ্কার দ্রঃ ( চৈ. চ. ২।৮।১৩৬ ) ।

ঔধ্বদৈহিক, ঔধ্বদৈহিক—মৃত্যুর পরে প্রেতাগ্নার উদ্দেশ্যে কৃত্যাদি ।

ঔৎসুক্য—ব্যভিচারী দ্রঃ ।

ক

কংসারিসেন—সদাশিব দ্রঃ ।

কঙ্কুক—১. কাঁচুলি, স্তন আচ্ছাদনের জামা ; ২. জীর্ণত্বক্, সর্পত্বক্ ( ভাঃ ১০।৮৭।৩৮ ) ।

কঙ্ক—ব্রহ্মা, কেশ, অমৃত, পদ্ম ( ভাঃ ২।২।৮ ) ।

কড়চা—১. স্থূল কথা ; ২. সংক্ষিপ্ত বিবরণ, দিনলিপি ; ৩. যে পুস্তকে স্মরণীয় বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হয় ( চৈ. চ. ৩।১।৩১ ) ।

কড়াল—প্রা. প্রসাদী চন্দন ( চৈ. চ. ৩।১১।৬৫ ) ।

কড়ি—১. কড়া ( চৈ. চ. ১।১৩।১০৮ ) ; ২. দধি ও বেসম সংযোগে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ ( চৈ. চ. ২।৪।৬২ ) ; ৩. ছাদের লম্বা কাঠ, লোহা ইত্যাদি ; ৪. চড়াশ্বর ।

কটক—উড়িয়ার গঙ্গা বংশীয় রাজাদের রাজধানী । বর্তমানে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে উড়িষ্যা রাজ্যের রাজধানী কটক হইতে ভুবনেশ্বরে স্থানান্তরিত হইয়াছে । কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী ।

কত্তি—প্রা. কোথায় ( চৈ. চ. ১।১২।৪০ ) । কতে—কত রকম ( চৈ. চ. ২।৪।৫৭ ) । কতেক—কত পরিমাণ ( চৈ. চ. ১।৭।৪৮ ) ।

কঙ্ক—সমূহ ( চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ ) ; বৃক্ষ বা পুষ্প বিশেষ ।

কঙ্কলক—কলা ( চৈ. চ. ২।১৪।২৪ ) ।

**কন্দুক**—খেলার লাঠি।

**কবি**—১. বিদ্বান (ভা: ৭।১৩।১২); ২. কর্মনিপুণ (ভা: ৩।২০। ৩); ৩. সর্বজ্ঞ (ভা: ১০।৮৬।১৩); ৪. ব্রহ্মবিৎ (ভা: ১১।২২।৬); ৫. অধ্যাত্মবিদ, জ্ঞানী (ভা: ৪।২২।১); ৬. নব মহাভাগবতের অষ্টম (ভা: ৫।৪।১১); ৭. যজ্ঞরূপী বিষ্ণু ও দক্ষিণার অষ্টম পুত্র (ভা: ৪।১।৬); ৮. তুষিত, দেবগণের অষ্টম (ভা: ৪।১।৭); ৯. [বিবস্বানের (স্বর্ঘের)] পুত্র (ভা: ২।১।১২); ১০. ক্ষত্রিয় হরিতপয়ের পুত্র (ভা: ২।২।১।২); ১১. শ্রীকৃষ্ণের পত্নী কালিন্দীর গর্ভজাত পুত্র (ভা: ১০।৬।১।৪); ১২. বিবেকী; ১৩. ভাবুক; ১৪. ক্রান্তদর্শী (সর্বজ্ঞ) (গী. ৮।২); ১৫. শুক্রাচার্য; ১৬. ভগবন্তকৃত, পণ্ডিত; ১৭. অম্লভবী; ১৮. সর্বাঙ্গবাক্তি (শ্রুতি); ১৯. লেখক।—বৈ. অ. ২০. সর্বদক্ (ঐশো: ৮)।

**কর্মঠ**—১. কূর্ম, কচ্ছপ (চৈ. চ. ৩।১৭।৫ শ্লো:); ২. সন্ন্যাসীদের জলপাত্র বিশেষ।

**কমলপুর**—পুরী হইতে তিন ক্রোশ দূরে একটি প্রাচীন গ্রাম। এখান হইতে পুরীর শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়।

**কমলাকর পিঙ্গলাই**—রাঢ়ীয় পিঙ্গলাই শাখাভুক্ত ব্রাহ্মণ। হুগলী জেলার মাহেশ ইহার ত্রিপাট। ষোড়শ গোপালের একতম, ব্রজের মহাবল—গোপাল। সুলন্দরবনের নিকটবর্তী খালিজুলি গ্রামে ইহার আবাস। নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত। ইহার পুত্রের নাম চতুর্ভূজ। চতুর্ভূজের পুত্রের নাম নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ এবং জগদানন্দের পুত্র রাজীব লোচন। ঐবানন্দ নামে একজন নিষ্কিঞ্চন ভক্ত মাহেশে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বুদ্ধাবস্থায় কমলাকরের হস্তে তাঁহার সেবার ভার অর্পণ করেন। ইহার বংশের রাজীব লোচন ১০৬০ সালে মুসলমান নবাবের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথের সেবার জন্য ১১৮৫ বিঘা জমি দান স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহা হইতে বিগ্রহের সেবাপূজা চলিতেছে।

**কমলাকান্ত বিশ্বাস**—অষ্টৈত শাখা। অষ্টৈতের কিস্কর ও হিসাব রক্ষক। অষ্টৈতের ঋণ দেখিয়া ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে সাহায্য চাহিয়া এক পত্র দেন। কিন্তু সে পত্র রাজার হাতে না পৌঁছিয়া পাকেচক্রে মহাপ্রভুর হাতে পড়ে। ঈশ্বর তব অষ্টৈতের দৈন্ত জানাইয়া পত্র দেওয়ায় মহাপ্রভু অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং কমলাকান্তকে তাঁহার বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিয়া ‘ভার মানা’ করেন। পরে কমলাকান্তকে অষ্টৈতের প্রিয় সেবক জানিয়া

কমা করেন এবং উপদেশ দিয়া বলেন—বাহাতে আচার্যের লজ্জা বা ধর্মহানি হয়, এমন কাজ করিও না। “প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন। বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন ॥ মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥” (চৈ. চ. ১।১২।২৬-৫২)।

**কম্প**—সাহিত্যিক ভাব দ্রঃ।

**কন্ডজ**—গ্রা. জলপাত্র (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৭)।

**কন্ডজিয়া**—জলপাত্র বহনকারী (চৈ. চ. ২।২৫।১৩৬)।

**কন্ডিয়া লোন**—এক রকম লবণ (চৈ. চ. ৩।১০।১৪৬)।

**কন্ডনা পাটব**—করণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপাটব অর্থাৎ অপটুতা। ইন্দ্রিয়ের অসামর্থ্য (চৈ. চ. ১।২।৭২)।

**কন্ডয়**—করে (চৈ. চ. ১।১৭।২৫১)।

**কন্ডয়ে লাগানি**—বিক্রমে কথা বলে (চৈ. চ. ২।১।১৬৩)।

**কন্ডগিঞা**—আসিয়া কর (চৈ. চ. ৩।১৬।১১৭)।

**কন্ডপুঙ্কর**—হস্তরূপ শুণ্ড (চৈ. চ. ৩।১৮।৮১)।

**কন্ডা**—করাইব (চৈ. চ. ৩।১৬।৭৬)।

**কন্ডাকরি**—হাতে হাতে (চৈ. চ. ৩।১৮।৮৪)।

**কন্ডিনু**—করিলাম (চৈ. চ. ১।৫।১৫২)।

**কন্ডিয়াছে**—কন্ডিয়াছি (চৈ. চ. ২।৩।৩৬)।

**কর্ণপুর**—বৈষ্ণব কবি ও পদকর্তা। প্রকৃত নাম পরমানন্দ সেন। কবি কর্ণপুর নামে প্রসিদ্ধ। মহাপ্রভু পরিহাস করিয়া ইহাকে পুরী দাস বলিয়া ডাকিতেন। শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। কাঞ্চন পল্লীতে (বর্তমান কাঁচড়া-পাড়ায়) আবিভাব। সাত বৎসরের বালক শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণ-ভূষণের বর্ণনা করায় চৈতন্তদেব ইহাকে ‘কর্ণপুর’ আখ্যা প্রদান করেন। কবি কর্ণপুরের রচিত গ্রন্থের নাম আর্ষশতক, অলঙ্কার কোষভ, শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মহাকাব্য, শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, আনন্দ বৃন্দাবন, চম্পু প্রভৃতি। ইনি পিতার সঙ্গে প্রতি বৎসর নীলাচলে গিয়া প্রভুকে দর্শন করিতেন। ইহার অনেক বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে আছে।

**করুণ রস**—গৌণ রস দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১৯।১৬০)।

**করোয়া**—জলপাত্র (চৈ. চ. ৩।১৪।২১)।

**কর্ষ**—কার্য, ক্রিয়া, লোকপ্রসিদ্ধ দেহাদি চেষ্টা, শাস্ত্রবিহিত অহুষ্ঠান।

**বিকর্ষ**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ ব্যাপার—(স্বামী)। **অকর্ষ**—ক্রিয়ার অভাব,

শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্ম ত্যাগ বা সন্ন্যাস ও তদ্বিরুদ্ধাচরণ—( স্বামী )। **অপরাধ—** কর্ম—স্বধর্মাচরণ। **বিকর্ম**—বিশেষ কর্ম। স্বধর্মাচরণের বাহ্য কর্মের সহায়ক মানসিক কর্ম। কর্মের সহিত মনের সংযোগ। **অকর্ম**—বাহ্য কর্ম ও বিকর্ম বা মানসিক কর্ম একরূপ হইয়া চিত্তের পূর্ণশুদ্ধ, শাস্ত ও বাসনাহীন অবস্থার নাম অকর্ম ( গী. ৪।১৬।১৮ )।

**কলন**—১. • দর্শন, গণন ( চৈ. চ. ৩।১৫।১৩ শ্লোঃ ) ; ২. চিহ্ন, দোষ, ভ্রণ ; ৩. বেতস বৃক্ষ।

**কলহাস্তুরিত্তা**—নাট্যিকা দ্রঃ।

**কলা**—১. অংশের অংশ ( চৈ. চ. ১।১।৭ শ্লোঃ ) ; ২. কদলী, রম্ভা ; ৩. চন্দ্রের ষোড়শ ভাগের এক ভাগ ; ৪. বিভূতি—( ক্রম সম্বর্ত ) ; ৫. নৃত্য গীতাদি চৌষট্টি বিদ্যা। ভাগবতের ( ১০।৪৫।৩৬ ) শ্লোকের অধীশ্বর স্বামিকৃত টীকায় উদ্ধৃত শিবতন্ত্রোক্ত ৬৪ কলার বিবরণ এইরূপ :—

১. গীত ; ২. বাজ ; ৩. নৃত্য, ৪. নাট্য ; ৫. আলোচ্য, ৬. বিশেষকচ্ছেদ ,
৭. তুণ্ড-কুন্ডম-বালি-বিকার ; ৮. পুষ্পাস্তরণ, ৯. দশন-সনাক্ষরাগ ;
১০. মণিভূমিকা-কর্ম ; ১১. শয়ন-রচনা ; ১২. উদক বাজ, উদক ঘাত,
১৩. চিত্র যোগ ; ১৪. মালা গ্রন্থন বিকল্প ; ১৫. শেখরা পীড় যোজন ;
১৬. নেপথ্য যোগ ; ১৭. কর্ণপত্রভঙ্গ ; ১৮. স্তম্ভ যুক্তি ; ১৯. ভূষণ যোজন,
২০. ঐন্দ্রজাল ; ২১. কোচুমার যোগ ; ২২. হস্তলাঘব ; ২৩. চিত্রশাকাপুষ ভক্ষ্য
- বিকার ক্রিয়া ; ২৪. পানক-রস-রাগাসব-যোজন ; ২৫. সূচবায় কর্ম ; ২৬.
- মূত্র ক্রীড়া ; ২৭. রীনা ডমরুক বাজাদি ; ২৮. প্রহেলিকা ; ২৯. প্রতিমালা ;
৩০. দুর্বচক যোগ ; ৩১. পুস্তক বাচন ; ৩২. নাটকাত্ম্যায়িকা দর্শন ;
৩৩. কাব্য সমস্তা পুরণ ; ৩৪. পট্টিকা বেত্রবাণ বিকল্প ; ৩৫. তর্ক কর্ম সমূহ ;
৩৬. তক্ষণ ; ৩৭. বাস্তব বিদ্যা , ৩৮. রূপ্য রত্ন পরীক্ষা ; ৩৯. ধাতুবাদ ;
৪০. মণিরাগ জ্ঞান ; ৪১. আকার জ্ঞান ; ৪২. ব্রহ্মায়ুর্বেদ যোগ ; ৪৩. মেঘ-
- কুকুট-লাবক-মুদ্রবিধি ; ৪৪. শুক-সারিকা প্রলাপন ; ৪৫. উৎসাদন ; ৪৬.
- কেশ মার্জন কোশল ; ৪৭. অক্ষর-মুষ্টিকা-কথন ; ৪৮. স্নেহিত কৃতর্ক বিকল্প ;
৪৯. দেশ ভাষা জ্ঞান ; ৫০. পুণ্য শকটিকা-নির্মিত জ্ঞান ; ৫১. যন্ত্র মাতৃকা
- ধারণ মাতৃকা ; ৫২. সম্পাট্য ; ৫৩. মানসী কাব্য ক্রিয়া ; ৫৪. অভিধান
- কোশ ; ৫৫. ছন্দোজ্ঞান ; ৫৬. ক্রিয়া বিকল্প ; ৫৭. ছলিতক যোগ , ৫৮.
- বস্ত্র গোপন ; ৫৯. দ্র্যাত বিশেষ ; ৬০. আকর্ষ ক্রীড়া ; ৬১. বাল ক্রীড়নক,

৬২. বৈনায়িকী বিজ্ঞান জ্ঞান; ৬৩. বৈজ্ঞানিকী বিজ্ঞান জ্ঞান এবং  
৬৪. বৈতালিকী বিজ্ঞান জ্ঞান।

**কলার সন্ন্যাস**—আশু কলাপাতার মধ্যবর্তী ডগা।

**কল্প**—ব্রহ্মার এক দিনকে কল্প বলে। মন্বন্তর ত্রয়ঃ।

**কল্যাণ**—পাপ, ভক্তি বিরোধী ধর্ম, অধর্ম (চৈ. চ. ২।১৫।২৭০)।

**কল্মাশ**—১. মোহ, ঘৃচ্ছা (ভাঃ ৩।১৪।১৬); ২. শিষ্টজন নির্দিত মালিন্য, মোহ (গী. ২।২)।

**কহিলে না হয়**—বলা যায় না (চৈ. চ. ১।১০।৩২)।

**কহৌ**—কহি (চৈ. চ. ১।৮।১২)।

**কাঁকর**—কঙ্কর (চৈ. চ. ২।১২।১০)।

**কংসারি মিশ্র**—মহাপ্রভুর পিতৃব্য। মহাপ্রভুর পিতৃব্য ছয়জন, যথা—কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্বেশ্বর, জনার্দন, ত্রৈলোক্যনাথ (চৈ. চ. ১।১৩।৫৫-৫৬)।

**কাকতালীয়**—গ্রায় বিশেষ। তালগাছ হইতে পাকা ফল আপনা আপনি পড়ে। গাছে কাক বসার পর স্বভাবতঃ পাকা তাল পড়িলে কাকের বসার দৃশ্য একরূপ ঘটনা ঘটয়াছে, কখন কখন অসুমান করা হয়। এ ভাবে কার্য কারণ সম্বন্ধহীন দুইটি ঘটনা ঘটিলে এই ‘গ্রায়’ প্রযোজ্য হয়।

**কাচ**—ছদ্মবেশ (চৈ. ভা. ২।৪।২।৪)।

**কাঞ্চন পঞ্চালিকা**—সোনার পুতুল (চৈ. চ. ২।৮।২২২)।

**কাটোয়া**—বর্ধমানের অন্তর্গত কটক নগর। এই স্থানে শ্রীগৌরানন্দ কেশব ভারতীর নিকটে সম্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

**কাড়**—প্রা. বাহির কর (চৈ. চ. ২।৪।৩৬)।

**কাত্যায়নী**—পরম বৈষ্ণবী শিবপ্রিয়া পার্বতী, যোগমায়া (ভাঃ ১।১২।১১, চণ্ডী—১।১২)।

**কানাই খুঁটিয়া**—নীলাচলবাসী উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ জন্ম যাত্রা লীলাভিনয়ে ইনি নন্দবেশে শ্রীমদ মহারাজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপবেশধারী মহাপ্রভুর নমস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ‘আবেশে বিলাইল ঘরে যত ছিল ধন’। (চৈ. চ. ২।১৫।২০; ৩০-৩১)।

**কানাইর মাটশালা**—গোড়ের নিকটে, রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ দূরে। মহাপ্রভু এখানে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

**কানু ঠাকুর**—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত। বৈষ্ণ। যশোহর জেলার বোধখানাবাসী পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরের পুত্র। মাতার নাম জাহ্নবা দেবী। নদীয়ার

ভাজন ঘাটের গোব্বামীগণ ইহারই বংশধর। কানু ঠাকুর, তাঁহার পিতা পুরুষোত্তম দাস, পিতামহ সদাশিব কবিরাজ ও প্রপিতামহ কংসারি সেন— এই চারি পুরুষই গৌর পরিকর ভূক্ত।

**কান্তা প্রেম**—গোপী প্রেম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা। কান্তা বলিতে পরকীয়া ভাবাপন্ন প্রিয়া বুঝায়। কান্তা প্রেমে শাস্ত্রের নিষ্ঠা, দাস্ত্রের সেবা, সখ্যের অসঙ্কোচ, ভাব, বাৎসল্যের লালন ও মমতাধিক্য ত আছেই, অধিকন্তু কৃষ্ণ-সুখার্থে নিজাঙ্গ দ্বারা সেবাও আছে। সেজন্য ইহা সর্বসাধ্যসার (চৈ. চ. ২।৮।৬৩, ২।১২।১৮২-২২)।

**কান্তারতি**—মধুরা রতি। কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেম। রতি ভ্রঃ (চৈ. চ. ২।২৪।২৭)।

**কান্তি**—অলঙ্কার ভ্রঃ।

**কাবেরী**—দক্ষিণ ভারতের নদী। পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। কাবেরীর জলপানে ভগবদ্ভক্তি জন্মে বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের সাতটি পবিত্র নদীর অন্যতম। ইহাকে অর্ধগঙ্গাও বলা হয়। শিব সমুদ্রমুখী, শ্রীরঙ্গপাটনা, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি প্রধান বৈষ্ণব তীর্থগুলি ইহার তীরে অবস্থিত। প্রায় ৫৭৪ মাইল দীর্ঘ।

**কাম**—আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি। “কাম অঙ্কতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর”—(চৈ. চ. ১।৪।১৪৭)। প্রেম ভ্রঃ। গোপী প্রেম প্রাকৃত কাম নহে, ইহাতে স্বস্থ বাসনার লেশ মাত্র নাই এবং ইহা অপ্রাকৃত। কাম ক্রীড়ার সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া গোপী প্রেমকে কাম বলা হয়, যথা—“সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম। কামক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম”—(চৈ. চ. ১।৪।১৪০-৪৭, ২।৮।১৭৪-৭৬)।

**কামকোষ্ঠীপুর**—দক্ষিণ ভারতের ত্রিশৈল ও মাতুরার মধ্যে অবস্থিত। তাঞ্জোর জেলার কুন্তকোনম্।

**কাম গায়ত্রী**—“কামদেবায় বিদ্যাহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্গপ্রচোদয়াৎ।” এই গায়ত্রী ব্রজেন্দ্রনন্দন ক্রীষ্ণের উপাসনা মন্ত্র। ইহা কৃষ্ণস্বরূপ। ইহাতে সার্থ চবিশ অক্ষর আছে। ‘কামদেবায়’ শব্দের ‘য়’-কে অর্ধ অক্ষর বলা হয় (চৈ. চ. ২।৮।১০২, ২।২১।১০৪-১৪)। ‘কাম’ শব্দে বুঝায় স্পৃহনীয়তা ও কামনীয়তা। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিলাস ও বৈদম্ব্যে কৃষ্ণই সর্বোত্তম কাম্য বস্তু। এই মন্ত্র জপে কৃষ্ণবাসনা, কৃষ্ণে গাঢ় প্রীতিময়ী উদ্বেলতা জন্মে।

**কামলেখ**—নিজের প্রেম প্রকাশক পত্র (চৈ. চ. ৩।১।১২০; উ. নী. পূর্বরাগ—২৬)।

**কাম্যবন**—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন। কাম্যবনে অনেক তীর্থ আছে।

**কায়বাহু**—কায়—মূর্তি; বাহু—সমূহ। যোগবলে এক শরীরীর বহুতর শরীর প্রকটকরণের নাম কায়বাহু। যথা—একই জীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে রস বিশেষ আশ্বাদন করাইবার জন্য ব্রজগোপী রূপে বহু হইয়াছেন। (চৈ. চ. ১।১।৪২, ২।২০।১৪২)। “আকার স্বভাব-ভেদে ব্রজদেবীগণ। কায়বাহুরূপ তাঁর রসের কারণ ॥”—(চৈ. চ. ১।৪।৬০)। ষোল হাজার মহিষী বিবাহে ও রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ কায়বাহু করেন নাই। সেখানে তাঁহার প্রকাশ-রূপ। কিন্তু সৌভাগ্যী ঋষি যোগবলে কায়বাহু প্রকাশ করিয়া বহুমূর্তিতে বহু স্ত্রী উপভোগ করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ১।১।৩৬-৩৭)।

**কারণার্ণবশায়ী, কারণাক্রিশায়ী**—আচ্য অবতার; প্রথম পুরুষ অবতার; সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী। ইনি সহস্রশীর্ষা। সৃষ্টির পূর্বে দৃষ্টি দ্বারা শক্তি সঞ্চার করিয়া ইনি সাম্যাবস্থাপন্ন মায়া বা প্রকৃতিকে বিক্ষুব্ধ করেন। এই অঙ্গাভাসেই জীবরূপ বীর্ষের আধান হয় এবং ব্রহ্মাণ্ড সকলের জন্ম হয়। ইনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা, সমস্ত বিশ্বের আশ্রয় এবং গর্ভোদকশায়ী ও কীরোদশায়ী পুরুষ ইহার অংশ। ইনি মৎস্য কুমাদি অবতারের অংশী এবং প্রকৃতির আধার ও আধেয় হইয়াও প্রকৃতির সহিত ইহার স্পর্শ নাই। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া স্বীয় ষেদজলে অর্ধেক ব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন এবং গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ রূপে পরিচিত হন। গর্ভোদকশায়ী ব্যাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী। ইহার নাভিপদ্ম হইতে ব্যাষ্টি জীব স্রষ্টা ব্রহ্মার উদ্ভব। ইনি ব্রহ্মারূপে ব্যাষ্টি সৃষ্টি, বিক্ষুব্ধে জগৎ পালন এবং রক্তরূপে সৃষ্টি সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্ধামী, সহস্রশীর্ষা, মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াভীত। ইনিই আবার তৃতীয় পুরুষ কীরোদশায়ী চতুর্ভূজ বিক্ষুব্ধে ব্যাষ্টি জীবের অন্তর্ধামী এবং জগতের পালনকর্তা। কীরোদ সমুদ্রের অন্তর্গত শ্বেতদ্বীপ ইহার নিজ ধাম বলিয়া ইহাকে কীরোদশায়ী বিষ্ণু বলে। ইনি প্রতি যুগে ও প্রতি যুগান্তরে নানা অবতার রূপে ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্ম সংহার করেন (চৈ. চ. ১।২।৪০, ১।৪।৬৪-২২, ১।৬।৭৮, ২।২০।২৩০-৪৩)।

**কারণার্ণব, কারণ সমুদ্র**—বিরাজা। সিদ্ধ লোকের বাহিরে যে চিন্ময়

জলপূর্ণ সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোমকে বেষ্টন করিয়া আছে। ইহা নিত্য, চিন্নয়, 'সর্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণ তনুসম'। ইহারই এক কণিকা—পতিত পাবণী গঙ্গা। ( চৈ. চ. ১।৫।৪৩-৪৭ )।

কারিকর—শিল্পী ( চৈ. চ. ৩।১৪।৪১ )।

কারুণ্য—করুণা। পরদুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থব্যক্তিকে করুণ বলে। করুণের ভাব কারুণ্য ( ভ.র.সি. ২।১।৬৪ চৈ. চ. ২।৮।১২৮ )।

কারে—কাহাকেও ( চৈ. চ. ১।৫।১৪২ ) ; কাহারও নিকটে ( চৈ. চ. ১।১৭।২৬ )।

কালসাম্য—তুলাধর্ম বিশিষ্ট সময় বর্ণনা প্রসঙ্গ ( চৈ. চ. ৩।১।১১৮ )।

কালাকৃষ্ণদাস—শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ শাখা। বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্তী আকাই হাটে শ্রীপাট। মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ যাত্রার সঙ্গী। ইনি ষাটশ গোপালের একতম ; ব্রজের লবঙ্গ সখা।

কার্ত্তা—মর্ষাদা ; নিত্যাধাম ( ভাঃ ১।১।২৩ )।

কালিদাস—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্যতি খুড়া। কায়স্থ। সপ্তগ্রামে শ্রীপাট। বৈষ্ণবের পদরজে ও বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টে ইহার অচলা নিষ্ঠা ছিল।

কালিন্দী—যমুনা নদী।

কাশী—উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বারাণসী।

কাশীমিশ্র—উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ। উৎকলের রাজা প্রতাপ রুদ্রের 'গুরু ও ত্রিগুণাথের সেবার অধ্যক্ষ। ইহারই গৃহস্থিত গভীরায় মহাপ্রভু অবস্থান করিতেন। মহাপ্রভুর প্রিয় সেবক।

কাশীশ্বর গোষাঞি—শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য ও সেবক। পুরী গোস্বামীর নির্ধানের পর তাঁহার আদেশে ইনি নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিতে থাকেন।

কাঁহা—কোথায় ( চৈ. চ. ১।৯।৩২ ), কি ( চৈ. চ. ৩।৬।৩৫ ), কাহাও ( চৈ. চ. ২।২।৭৫ )। কাঁহা কাঁহা—কি কি ( চৈ. চ. ২।৪।১১২ ), কাঁহাতে—কোনও স্থানে ( চৈ. চ. ৩।১।৬১ ), কাঁহাসো—কাহারও সহিত ( চৈ. চ. ২।২।৭৫ ), কাঁহে—কেন ( চৈ. চ. ১।১২।৪৭ ), কাঁহো—কোনও স্বরূপ ( চৈ. চ. ১।৫।১১১ ), কাঁহো—কোনও স্থানে ( চৈ. চ. ২।২।৫।২১২ )।

কিঙ্কর—কেশর ( ভাঃ ৩।১।৪৩, চৈ. চ. ২।১৭।২ শ্লোঃ )।

কিঙ্কর—শঠ ( ভাঃ ১।৩।১।১৬ )।

কিলকিঙ্কিত—অলঙ্কার ভ্রঃ।

কিঙ্কর—পাপ ( গী. ৩।১৩ )।

**কীড়া**—কোট, পোকা ( চৈ. চ. ২।৭।১৩৩-৩৪ )।

**কুঁজা**—জলপাত্র বিশেষ ( চৈ. চ. ৩।৬।২২০ )।

**কুটা**—ক্ষত তৃণ খণ্ড ( চৈ. চ. ২।১২।১২৮ )।

**কুটুম্বিত**—অলঙ্কার প্রঃ।

**কুড়ল**—কুণ্ড ( উ. নী. সখী—৪ )।

**কুণ্ডিকা**—ভাণ্ড ( চৈ. চ. ২।৩।৫০ )।

**কুশীলব**—১. স্ততি পাঠক; ২. নট, অভিনেতা।

**কুমার হট্ট**—বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার হালি-সহর। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর আবির্ভাব স্থান। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস পণ্ডিতও এই স্থানে আসিয়া বাস করিয়া ছিলেন।

**কুমারিল ভট্ট**—পূর্ব মীমাংসাবাদী শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে প্রভাব হইতে দেশকে উদ্ধার করেন। পূর্ব মীমাংসার ভাষ্য ও বৈদিক দেবতত্ত্ব ব্যাখ্যা ইহার প্রধান কর্মকৃতি। কথিত আছে ইনি ছদ্মবেশে বৌদ্ধ গুরু নিকটে বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং প্রকাশ্যে বিচারে গুরুদেবকে পরাজিত করেন। বিচারের সত্য অনুসারে বৌদ্ধগুরু বিচারে পরাজিত হইয়া মৃত্যুবরণ করেন। ইহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ ইনি নিজেকে তুহানলে দগ্ধ করেন। এই অবস্থায় শঙ্করাচার্যের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। ইহার পরামর্শে শঙ্কর কুমারিলের শ্রেষ্ঠ শিষ্য মণ্ডন মিশ্রকে বিচারে আহ্বান করেন এবং মণ্ডন পরাজিত হইলে তাঁহাকে শিষ্যরূপে সন্ন্যাসী সজ্জ্য গ্রহণ করেন।

**কুমুদবন**—ব্রজ মণ্ডলস্থিত দ্বাদশ বনের একটি বন।

**কুরুক্ষেত্র**—কলিকাতা হইতে ১,০৫১ মাইল দূরবর্তী থানেখর স্টেশন। এখানে মহাভারতে উল্লিখিত কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানেই অর্জুনের নিকটে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্বে এই স্থান স্রমস্তু পঞ্চক নামে খ্যাত ছিল। পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া এখানে পাঁচটি শোণিত-পূর্ণ হ্রদ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। পরে ঋষিগণের বরে ইহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। এবং মহারাজ কুরু এই ক্ষেত্রকে কর্ষণ করাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা কুরুক্ষেত্র নামে পরিচিত হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে কোন এক সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ স্রমস্তু পঞ্চক তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছিলেন এবং সেই স্থানে শ্রীরাধিকাদির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

**কুলবর ভল্লু**—কুলদনা। **কুলবর ভল্লু ধর্ম**—সত্যীত্ব ধর্ম ( বি. মা. ১।১০৬ ;— চৈ. চ. ৩।১।৪২ প্রোঃ )।

**কুলিয়া**—নবদ্বীপ গঙ্গার যে তীরে, তাহার অপর তীরের একটি গ্রাম। প্রাচীন নবদ্বীপের অধিকাংশই এখন গঙ্গাগর্ভে। বর্তমান সাতকুলিয়াই কুলিয়া বলিয়া অস্মিত হয়।

**কুলিনগ্রাম**—বর্ধমান জেলায়, মহাপ্রভুর ভক্ত গুণরাজ খান ও রামানন্দ বহুর বাসস্থান। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও কিছুকাল কুলিনগ্রামে ছিলেন।

**কুশাবর্ত**—নাসিকের নিকটবর্তী। পশ্চিমঘাট বা সহাদ্রি কুশট বা কুশাবর্ত নামক প্রদেশ হইতে গোদাবরী নদীর উদ্ভব। (চৈ. চ. ২।২।২৮২)।

**কুহক**—ঐন্দ্রজালিক, যাহারা পুতুল নাচায়।

**কুম্ভকর্ণ কপাল**—দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর জেলার অন্তর্গত বর্তমান কুম্ভকোনম্।

**কুটম্ব**—১. নির্ধিকার, গুট, চিরস্থায়ী (গী. ৬।৮); ২. কুটে মায়া প্রপঞ্চে অধিষ্ঠানত্বেন অবস্থিতম্ স্বামী; মায়াধিষ্ঠিত (গী. ১২।৩)। **কুট**—মিথ্যা হইয়াও যাহা সত্যবৎ প্রতীত।

**কূর্প**—কঙ্কর (ভাঃ ১০।৩।১২, চৈ. চ. ১।৪।২৬ শ্লোঃ)।

**কূর্পর**—অধীন, দাস, ভৃত্য (চৈ. চ. ২।১।১৮২)।

**কূর্মক্ষেত্র**—বর্তমান শ্রীকূর্মম্। দক্ষিণ ভারতের গঙ্গায় জেলায় সমুদ্রের ধারে চিকাকোল হইতে ৮ মাইল পূর্বদিকে। শ্রীবিষ্ণুর কূর্ম অবতার মন্দিরের জন্ম বিখ্যাত।

**কৃত**—১. সত্যযুগ (ভাঃ ১২।৩।৫২); ২. যাহা করা হইয়াছে, সম্পাদিত; ৩. শিক্ষিত।

**কৃতজ্ঞ**—১. কৃতকর্মাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ; কৃতকর্ম যিনি জানেন (চৈ. চ. ২।২২।৫১); ২. উপকারীর উপকার স্বীকারকারী।

**কৃতমালা**—নদী। বর্তমান নাম ভাইগা বা ভাগাই। মলয় পর্বত হইতে উৎপন্ন। মাদুরা সহর ইহার তীরে অবস্থিত। খ্রীষ্টোত্তম ইহার পবিত্র জলে স্নান করিয়াছিলেন।

**কুৎসর্গকর্মকুৎ**—(কুৎস—সকল) সর্বকর্মের অন্তর্গততা; সর্বকর্মকারী—(গী. ৪।১৮)। **কুৎসর্গবিৎ**—জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ (গী. ৩।২২)।

**কুপণ**—১. ক্ষুদ্রাশয়, দীন, কাতর (গী. ২।৪২ শ্লোঃ, ভাঃ ১০।৩০।৩২, (চৈ. চ. ১।৬।১০ শ্লোঃ); ২. ব্যয়কুণ্ঠ; ৩. যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কুপণঃ।—(বৃহঃ উপ. ৩।৮।১০) অর্থাৎ যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মাকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন তিনি কুপণ (গী. ২।৭)।

**কৃষ্ণ**—দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্র। পিতা বহুদেব। ইনি শৈশবে গোকূলে

নন্দগোপের গৃহে যশোদার পুত্ররূপে পালিত হন। ইহার লৌকিক জীবন প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—ব্রজলীলা, মথুরালীলা ও অন্ত্যালীলা (দ্বারকা ও প্রভাস লীলা)। শকট ভঙ্গ, পুতনাবধ, যমলাজুঁন ভঙ্গ, কালিয় দমন, ধেনুক—প্রলম্বাসুর বধ, গিরিয়জ্ঞ, গোবর্ধন ধারণ, অরিস্ট বধ, রাসলীলা প্রভৃতি ব্রজলীলার অন্তর্গত। কেশীবধ, ধনুভঙ্গ, কুবলয়াপীড় বধ, কংসবধ, উগ্রসেনের অভিষেক, বিজ্ঞাধ্যয়ন প্রভৃতি মথুরালীলা। মহাভারত বর্ণিত কুরু পাণ্ডব সংঘর্ষে এবং জরাসন্ধবধ, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ প্রভৃতিতে ইনি পাণ্ডব সহায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পার্থ সারথি। অন্ত্যালীলায় যদুবংশ ধ্বংস ও যোগাবিষ্ট অবস্থায় ব্যাধশরে লীলাবসান। গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে যদুবংশ ধ্বংস ও ব্যাধ শরে কৃষ্ণের দেহাবসান কৃষ্ণের মায়া বা ছল। প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। ইহার বিবরণ মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগবত, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, স্বন্দপুরাণ, কূর্মপুরাণ, আদি পুরাণ ও অগাঢ় প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতের ভীষ্ম পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম বিনিঃসৃত। যিনি ইহাকে যে ভাবে ও যতটুকু দেগিয়াছেন, ততটুকু বিবৃত করিয়াছেন। গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে ‘কৃষ্ণস্ত ভবগবান্ স্বয়ং’—( ভাঃ ১।৩।২৮, চৈ. চ. ১।২।১৩ শ্লোঃ )। ইনি সমস্ত অবতারের অবতারী। ব্রহ্ম সংহিতা ( ৫।১ ) মতে—শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর,—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, অনাদি কিন্তু সকলের আদি, গোবিন্দ এবং সমস্ত কারণের কারণ।

কৃষ্ণ শব্দের অর্থ :—কৃষিভূবাচকঃ শব্দো গচ্চ নিবৃত্তি বাচকঃ।

তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥—

( মহাভারত উদ্যোগ পর্ব ৭।১।৪, চৈ. চ. ২।২।৪ শ্লোঃ )।

কৃষ্ণ = কৃষ্ + ন + ক। কৃষিভূবাচক অর্থাৎ সস্তাবাচক আর ‘ন’ নিবৃত্তি বাচক অর্থাৎ আনন্দ বাচক শব্দ। এই উভয় শব্দের ঐক্যে বা মিলনে কৃষ্ণশব্দ নিষ্পন্ন। অতএব কৃষ্ণ শব্দে সং স্বরূপ ও আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্মকে বুঝায়। **অপর অর্থ**—কৃষি শব্দের অর্থ সংসার ও গ শব্দের অর্থ নিবৃত্তি বা মোচন করা। অতএব যিনি সংসার হইতে মোচন ( অর্থাৎ উদ্ধার ) করেন, সেই পরব্রহ্মকেই কৃষ্ণ বলে। **অর্থবা**—কর্ষণে সর্ব জগৎ স্থাবরজঙ্গম।

কালরূপেন ভগবাস্তেনায়ং কৃষ্ণ উচ্যতে ॥—অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে, সমস্ত শক্তিবর্গকে এমন কি নিজেই পর্বস্ত যিনি আকর্ষণ করিতে সমর্থ, সেই আনন্দ বিগ্রহই শ্রীকৃষ্ণ।—(বৃহৎ গৌতঃ)। বিভিন্ন

স্বরূপে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলার মধ্যে নরলীলাই সর্বোত্তম। এই লীলায় তাঁহার স্বরূপ নরবপু এবং তিনি গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর। ব্রজলীলায় তিনি দ্বিভূজ। অগ্ন্যাগ্ন স্বরূপে কখনও দ্বিভূজ কখনও চতুর্ভূজ।

**কৃষ্ণধাম ওস্ত**—“ব্রহ্মাও মধ্যে চতুর্দশ ভুবন—সপ্তস্বর্গ ও সপ্ত পাতাল। তাহার বাহিরে প্রকৃতির আটটি আবরণ, তাহার পর বিরজা, কারণ সমুদ্র। তদুর্ধ্বে সিদ্ধ লোক, সাযুজ্যমুক্তিস্থান অথবা নির্বিশেষ জ্যোতির্ময় লোক, সিদ্ধ লোকের উর্ধ্বে পরব্যোম; শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্তি—শ্রীনারায়ণ ইহার অধিপতি। পরব্যোমে মৎস্য কূর্মাদি অনন্ত ভগবৎ স্বরূপ স্ব স্ব পরিকরণের সহিত বিহার করেন। ইহাদের প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠ আছে—কাজেই—পরব্যোমে অনন্ত বৈকুণ্ঠের সংস্থিতি। যে ভগবৎ স্বরূপ যখন প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট বিহার করিতে ইচ্ছুক হন, তখন ধাম পরিকরাদির সহিত তিনি আবির্ভূত হয়েন। সন্দ পুরাণে উক্ত আছে যে প্রত্যেক ভগবদ্ধামই বৈকুণ্ঠে ও পৃথিবীতে—উপরে ও নীচে—স্থিত আছে। একই শ্রীকৃষ্ণ যেমন যুগপৎ বহু প্রকাশ মূর্তি ধরিতে পারেন, তদ্রূপ ধামও যুগপৎ বহু ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজমান থাকিতে কোনই বাধা হয় না। ভগবদ্ধাম—সবগ, অনন্ত, বিড় ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সম। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া যেমন পরমতম স্বরূপ, তদ্রূপ তদীয় ধামও সর্বোপরি বিরাজমান। সর্বোপরি বিরাজ করিলেও শ্রীবৃন্দাবনাদি শ্রীকৃষ্ণধামত্রয় তদীয় ইচ্ছায় এই পৃথিবীতেও অভিন্ন রূপে প্রকাশ পান। ধামত্রয়ের তত্ত্বতঃ অভিন্নতা থাকিলেও লীলা মাধুরী প্রকটনের তারতম্যে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপবৎ তারতম্য ভঞ্জন করেন। শ্রীরাজেন্দ্র নন্দন—স্বরূপে যেমন শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত সাধারণ মাধুরী প্রকটিত হয়, তদ্রূপ শ্রীবৃন্দাবনও অসমোর্ধ্ব ধাম বলিয়া স্বীকার্য। আবার উপরিতন গোলোক বৃন্দাবন হইতেও ভৌম গোকুলের অধিকতর মাধুরী রসগ্রস্ত সমূহে সিদ্ধাস্থিত হইয়াছে। ভৌম ধামও প্রপঞ্চাতীত, নিত্য, অলৌকিক এবং শ্রীভগবানের নিত্য বিহার ভূমি। কদাচিৎ এই অপ্রাকৃত গোলককে লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রে দ্বালোক, স্বর্গ, কাষ্ঠা ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ধামের প্রকাশ দ্বিবিধ—অপ্রকট ও প্রকট। প্রাপঞ্চিক লোকের অগোচর হইলে অপ্রকট এবং তদগোচর হইলে প্রকট প্রকাশ বলা হয়। অপ্রকট প্রকাশে ধাম পৃথিবীস্থ হইলেও অন্তর্ধান শক্তি বলে তাহাকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, পঞ্চান্তরে প্রকট প্রকাশে রূপা করিয়া ঐ ধাম পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াই থাকেন, লীলার অপ্রকট কালে দর্শন পার্থিব চক্ষুতে সম্ভবপর নহে, প্রকট কালের যথার্থ দর্শনও রূপা সাপেক্ষ। প্রকট প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণ বিহার

করিতে ইচ্ছুক হইলে ধাম স্পৃষ্ট পৃথিবীকে স্বীকার করেন। আবার অগ্রকট কালে ধামও যেমন পৃথিবীকে স্পর্শ না করিয়াই বিরাজ করেন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ পৃথিবীর অস্পর্শে বিরাজমান থাকেন। এই দুই প্রকাশ সম্বন্ধে কখনও ভেদে, কখনও বা অভেদে বিবক্ষা হয়।—বৈ. অ.।

**কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ**—শ্রীকৃষ্ণের গুণ অনন্ত, ইহার মধ্যে ৬৪টি প্রধান ( চৈ. চ. ২।২৩।৪৬)। ভক্তিরসামৃত সিদ্ধি দক্ষিণ বিভাগে, বিভাব লহরীতে (২।১।১১-১২) ইহা বিবৃত হইয়াছে এবং চৈ. চ. ২।২৩।২৪-৩৮ শ্লোকে উদ্ধৃত হইয়াছে। গুণগুলি চারিভাগে বিভক্ত। নিম্নলিখিত পঞ্চাশটিগুণ একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই পরিপূর্ণ রূপে প্রকাশিত, সাধারণ জীবে সম্ভবপর নহে; তবে কোন কোন জীবে গুণের বিন্দু বিন্দু অর্থাৎ আভাস মাত্র দৃষ্ট হয়। যথা—নায়ক শ্রীকৃষ্ণ—১. সুরম্যাস ( ইহার অঙ্গ সন্নিবেশ অত্যন্ত রমণীয় ), ২. সর্বসম্বন্ধ-গাধিত ( ইনি সমস্ত সং লক্ষণ যুক্ত ), ৩. কচির ( নয়নাভিরাম ), ৪. তেজ-সাধিত, ৫. বলীয়ান, ৬. বয়সাধিত ( নব কিশোর ), ৭. বিবিধ অদ্ভুত ভাষাবিৎ, ৮. সত্যবাক ( ইহার বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না ), ৯. শ্রিয়ংবদ, ১০. বাবদুক ( ইহার বাক্য শ্রবণপ্রিয় ও সর্বগুণাধিত ), ১১. স্থপণ্ডিত, ১২. বুদ্ধিমান, ১৩. প্রতিভাধিত, ১৪. বিদগ্ধ ( চৌষটি বিদ্যায় ও বিলাসাদিতে নিপুণ ), ১৫. চতুর ( একই সময়ে বহু কার্য সাধনে সমর্থ ), ১৬. দক্ষ, ১৭. কৃতজ্ঞ ( অগুরুত সেবাদি কার্য জানিতে সমর্থ ), ১৮. সূদৃঢ়ব্রত, ১৯. দেশকাল সুপাত্রজ্ঞ ( দেশকাল পাত্রানুসারে কাজে নিপুণ ), ২০. শাস্ত্র-চক্ষু ( শাস্ত্রানুসারে কর্ম করেন ), ২১. শুচি, ২২. বশী ( জিতেন্দ্রিয় ), ২৩. স্থির, ২৪. দান্ত ( দুঃসহ হইলেও ক্রেশ সহনশীল ), ২৫. ক্ষমাশীল, ২৬. গম্ভীর, ২৭. ধৃতমান ( পূর্ণকাম ও ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও ক্ষোভশূন্য ), ২৮. সম ( রাগদ্বेषশূন্য ), ২৯. বদান্ত, ৩০. ধার্মিক, ৩১. শূর ( যুদ্ধে উৎসাহী ও অস্ত্র প্রয়োগে নিপুণ ), ৩২. করুণ ( পর দুঃখে অসহিষ্ণু ), ৩৩. মাগ্ধমানকুৎ ( গুরু, ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধাদির পূজক ), ৩৪. দক্ষিণ ( অস্বভাব বশতঃ কোমলচরিত ), ৩৫. বিনয়ী, ৩৬. ভ্রীমান ( স্বীয় স্তবে সঙ্কচিত ), ৩৭. শরণাগত পালক, ৩৮. সুখী, ৩৯. ভক্তহৃদয়, ৪০. প্রেমবশ, ৪১. সর্বশুভঙ্কর ( সকলের হিতকারী ), ৪২. প্রেতাপী, ৪৩. কীর্তিমান, ৪৪। রক্তলোক ( সকল লোকের অহুরাগের পাত্র ), ৪৫. সাধু সমাশ্রয়, ৪৬. নারীগণ মনোহারী, ৪৭. সর্বারাধ্য, ৪৮. সমৃদ্ধিমান, ৪৯. রবীয়ান ( সর্বশ্রেষ্ঠ ) এবং ৫০. ঈশ্বর ( ইনি স্বতন্ত্র ও ইহার আত্মা দুলীভ্য )।

গিরিশাদিতে ( শিবাদিতে ) অংশতঃ বিজ্ঞমান্ থাকিলেও নিম্নলিখিত পাঁচটিগুণ শ্রীকৃষ্ণেই পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত, যথা—৫১. সদাশ্বরূপ সম্প্রাপ্ত ( সর্বদা স্বরূপে বিরাজিত ), ৫২. সর্বজ্ঞ, ৫৩. নূতন, ৫৪. সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎ ( সৎ, চিত্ত ও আনন্দ ব্যতীত অল্প বস্তুর স্পর্শও তাঁহাতে নাই ), ৫৫. সর্বসিদ্ধি নিষেবিত ( সমস্ত সিদ্ধি তাঁহাকে সেবা করে ) ।

নিম্নলিখিত পাঁচটি গুণ নারায়ণাদিতে দৃষ্ট হইলেও শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুত ভাবে বিজ্ঞমান । যথা—৫৬. অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ( ইহার মহাশক্তি চিন্তার অতীত ), ৫৭. কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহ ( ইহার দেহ কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিত ), ৫৮. অবতারাবলী বীজ ( অবতার সমূহের মূল, অবতারী ), ৫৯. হতোরি-গতি-দায়ক ( নিপাতিত শত্রুর মুক্তিদাতা ), ৬০. আত্মারামগণাকর্ষী ( আত্মানন্দে বিভোর মুগ্ধগণের চিত্ত আকর্ষণকারী ) ।

নিম্নের চারিটি অসাধারণ গুণ চরাচরের বিস্ময়, এমনটি আর কোন স্বরূপে নাই, যথা—৬১. লীলামাধুর্ঘ, ৬২. প্রেমমাধুর্ঘ, ৬৩. বেণুমাধুর্ঘ ও ৬৪. রূপ-মাধুর্ঘ ।

**কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ বিলাস**—স্বরূপ, ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ সাধারণতঃ আরো ছয় রূপে বিলাস করেন, যথা—প্রাভব ও বৈভব দুইটি প্রকাশ রূপে ; অংশ ও শক্ত্যাবেশ, —দ্বিবিধ অবতার রূপে ; এবং বাল্য ও পৌরুষ দুইটি দেহ ধর্মে । ( চৈ. চ. ১।২।৮০-৮৩ ) ।

**স্বরূপে**—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্তি,—গোপবেশ, বেহুকার, নব কিশোর, নটবর । **স্বরূপে**—অল্প নিরপেক্ষ স্বয়ং সিদ্ধরূপ । আকার, গুণ ও লীলায় সম্যক রূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে **প্রকাশ** বলে—( চৈ. চ. ১।১।৩৪ শ্লোঃ )

প্রকাশ দ্বিবিধ, প্রাভব প্রকাশ ও বৈভব প্রকাশ, যথা—প্রাভব—বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে । একবপু বহুরূপ যৈছে হৈলরাসে ॥ মহিবী বিবাহে হৈল মূর্তি বহুবিধ । ‘প্রাভব প্রকাশ’ এই শাস্ত্রে পরসিদ্ধ ।—( চৈ. চ. ২।২০।১৪০-৪১ ) ।

একই দেহ সর্বতোভাবে সমান বহু দেহরূপে আবির্ভূত হইলে সেই বহু দেহের প্রত্যেককে মূল দেহের **প্রাভব প্রকাশ** বলে । রাসলীলায় প্রত্যেক গোপীর পার্শ্বে এবং ঝাপর লীলায় ষোল হাজার মহিবী বিবাহে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব **প্রাভব প্রকাশ** । এই প্রকাশ স্বয়ং রূপ হইতে অভেদ । একই দেহে থাকিয়া যদি ভাব ও আবেশ ভেদে বর্ণ বা অঙ্গ সন্নিবেশের কিছু পার্থক্য থাকে, তবে তাহাকে **বৈভব প্রকাশ** বলে । প্রাভব প্রকাশ অপেক্ষা **বৈভব প্রকাশে**

শক্তির বিকাশ কিছু বেশী। স্বয়ং রূপ শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিশেষের জন্ত অগ্ন আকারে প্রতিভাত হইলে এবং এই অগ্ন আকারের শক্তি প্রায় স্বয়ং রূপের তুল্য হইলে, তাহাকে **বিলাস** বলে। (চৈ. চ. ১।১।৩৫ শ্লো:)।

বিলাস ত্রিবিধ—**প্রান্তব বিলাস** ও **বৈভব বিলাস**। বাহুদেব, সঙ্করণ, প্রহ্লাদ ও অনির্বন্ধ শ্রীকৃষ্ণের **প্রান্তব বিলাস**। আর কেশব, নারায়ণ, মাধবাদি **বৈভব বিলাস**। ব্রজে গোপবেশে বলরাম **বৈভব প্রকাশ** কিন্তু দ্বারকায় ক্ষত্রিয় বেশে **প্রান্তব বিলাস** (চৈ. চ. ২।২।১৫৪-১৬০)।

অংশ ও শক্ত্যাবেশের জন্ত অবতার দ্বঃ।

**কৃষ্ণলোক**—প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় পরব্যোম বৈকুণ্ঠ অবস্থিত। ইহার উপরে কৃষ্ণলোক বা শ্রীকৃষ্ণের ধাম। ইহার ত্রিবিধ অভিব্যক্তি, যথা—দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল। গোকুলের অপর্যাপন নাম ব্রজলোক, গোলক, শ্বেতদ্বীপ ও বৃন্দাবন। গোকুলের অবস্থিতি সর্বোপরি। ইহা মাধুৰ্য্য, ঐশ্বর্য্য ও রূপাদির ভাণ্ডার। এই ধর্ম্মেই রাসাদি লীলাসার প্রকটিত হয়। সমস্ত কৃষ্ণলোক—সর্বগ, অনন্ত, বিদ্যুৎ, কৃষ্ণ তত্ত্ব সম। ইহার উর্ব্ব অধের নিয়ম নাই, সর্বত্র ব্যাপিয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন এই ব্রজাণ্ডে প্রকটিত হন, তাঁহার ধামও ব্রজাণ্ডে প্রকটিত হন। প্রাকৃত চর্য্যক্ষে ইহা প্রাকৃত বস্তুর জায় মনে হইলেও সেখানকার ভূমি চিন্তামনি ও বন কল্পবৃক্ষময়। প্রেমনেত্রে দর্শন করিলে তাহার স্বরূপ ও গোপ গোপী সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস প্রকাশ পায়। (চৈ. চ. ১।৫।১৩০-১৩৮, ২।২।১৮২-১৮৩, ২।২।১৩৩-৩৪)। কৃষ্ণধাম তত্ত্ব দ্বঃ।

**কৃষ্ণদাস কবিরাজ**—শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ রচয়িতা। বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বামটপুর গ্রামে জন্ম। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন ‘বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যে’ লিখিয়াছেন—কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা ও ভ্রাতার নাম শ্রামদাস। পিতা কবিরাজী ব্যবসা করিতেন। অল্প বয়সেই কবিরাজ গোস্বামী পিতৃমাতৃহীন হন। এ সমস্ত তথ্য কোথা হইতে পাইয়াছেন, ডক্টর সেন লিপিবদ্ধ করেন নাই। কবিরাজ গোস্বামীর জন্মসন সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডক্টর রাধা গোবিন্দ নাথের মতে আনুমানিক ১৫২৮ খ্রীঃ অব্দে কবিরাজ গোস্বামীর জন্ম। শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেই তিনি ‘কবিরাজ’ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকের অভিমত। কবিরাজ গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত ছিলেন। স্বপ্ন যোগে তাঁহার আদেশে কৃষ্ণদাস বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন—“শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব

গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥”—তঁাহার শিক্ষা গুরু ছিলেন (চৈ. চ. ১।১।১৮-১৯)। ইহাদের শিক্ষায় ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণব গোস্বামীদের রূপায় ও সাহচর্যে কৃষ্ণদাস সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন এবং শ্রীরাধা গোবিন্দের অন্তর্কালীয় লীলায় ক ‘শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতম্’ এবং বিষ্ণুদত্ত ঠাকুরকৃত শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের ‘সারঙ্গ রঙ্গদা’ নামী টাকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলা ও জীবনী সম্বন্ধে তখন পর্যন্ত যে সমস্ত গ্রন্থ ছিল, তাহাদের মধ্যে প্রধান—মুরারিগুপ্তের কড়চা ( শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত চরিতামৃত ), কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্ত চন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মহাকাব্যম্, লোচনদাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্ত মঙ্গল এবং বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্ত ভাগবত। শেষোক্ত গ্রন্থ বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধার সহিত আশ্বাদন করিতেন। কিন্তু ইহাতে শ্রীচৈতন্তের অন্ত্যলীলা বিশেষ না থাকায় বৈষ্ণবগণের আদেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী—তঁাহার মতে তখন—  
“অন্ধজরাতুর আমি অন্ধ বধির। হস্ত হালে, মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥”—  
( চৈ. চ. ৩।২।১৮৪ ) হইলেও শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন আরম্ভ করেন এবং নয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৬১৫ খৃঃ অব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে রবিবারে কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে তথ্যবহুল বাষট্টি পরিচ্ছেদে এই বিশাল গ্রন্থ রচনা সমাপন করেন। এই গ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ জীবন চরিত। প্রতি পরিচ্ছেদে বিষয়বস্তুর উপাদান উল্লেখ করায় গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্বদৃঢ়। গ্রন্থ রচনার পর কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব হয়।

**কৃষ্ণদাস**—শ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত রচয়িতা কৃষ্ণদাস ব্যতীত 'সেই গ্রন্থে ও শ্রীচৈতন্ত ভাগবতে বার ( ১২ ) জন কৃষ্ণদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—১. মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের সঙ্গী। কালাকৃষ্ণ দাস ব্রঃ। ( চৈ. চ. ১।১।১৪৩ ; ২।১।৬০, ৭২, ৭৩ )।

২. কৃষ্ণদাস পণ্ডিত—দেবানন্দের ভ্রাতা, নিত্যানন্দ শাখা, ( চৈ. চ. ১।১।৪৩ )।

৩. দ্বিজ কৃষ্ণদাস, রাঢ়ে জন্ম, নিত্যানন্দ শাখা ( চৈ. চ. ১।১।৩৩, ২।১৬।১০-১১ )।

৪. কৃষ্ণদাস—অষ্টম শাখা ( চৈ. চ. ১।১২।৬০ )।

৫. কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দ শাখা, সূর্যদাস সরথেলের ভ্রাতা ( চৈ. চ. ১।১।২২ )।

৬. জগন্নাথ সেবক স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস ( চৈ. চ. ২।১।৪০ )।

৭. কৃষ্ণদাস বৈষ্ণ—শ্রীচৈতন্ত শাখা ( চৈ. চ. ১।১।১০৭ )।

৮. কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী—গদাধর শাখা (চৈ. চ. ১।১২।৮৩)।

৯. কৃষ্ণদাস রাজপুত্র—মথুরাবাসী। ব্রজ মণ্ডলে, প্রয়াগে ও আড়ৈল গ্রামে ভ্রমণ কালে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন (চৈ. চ. ২।১৮।৭৫-৮৩, ১২৮, ১৪৮-২০৮, ২।১২।৮২)।

১০. কৃষ্ণদাস হোড়—বড়গাছি নিবাসী ব্রাহ্মণ। নিত্যানন্দ শাখা। ইনি রঘুনাথ দাস প্রদত্ত চিড়া মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ৩।৬।৬১)।

১১. কৃষ্ণদাস—অষ্টৈতাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র। মহাপ্রভুর ভক্ত। (চৈ. চ. ১।১২।১৬)।

১২. প্রেমী কৃষ্ণদাস—বৃন্দাবন বাসী, ভৃগুর্ভ গোস্বামীর শিষ্য।

**কৃষ্ণাবেশা**—নদী। সহ্যাদ্রি পর্বতের মহাবালেশ্বর হইতে উদ্ভূত। ইহার তীরে বিষমঙ্গল ঠাকুরের বাসস্থান ছিল।

**কৃষ্ণা**—১. দ্রৌপদী; ২. দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র নদী।

**কেবল**—১. অধিগম দ্রঃ; ২. অভিন্ন; ৩. শুদ্ধ; ৪. বিকার রহিত (চৈ. চ. ২।১২।১৬৫)। **কেবল ব্রহ্মোপাসক**—জ্ঞানমার্গ দ্রঃ।

**কেবলারতি**—যে রতিতে ঐশ্বর্য গন্ধ নাই, শুধু নিজের মমতাময় সঙ্কল্প সর্বদা স্মৃতিত হয়, তাহার নাম কেবলারতি—(চৈ. চ. ২।১২।১৬৬)।

**কেশব**—১. কৃষ্ণ (কেশী নামক অশ্বের বধকারী)—(ভাঃ ১।১।২০);

২. শ্রীরাধার কেশ বাঁধিয়া দেন যিনি তিনি কেশব; ৩. হরি, বিষ্ণু।

**কেশবহৃত্তী**—গৌড়েশ্বর তুসেন সাহের কর্মচারী। মহাপ্রভু রামকেলিতে গেলে তুসেন সাহ ইহাকে মহাপ্রভুর গতিবিধি জানার জন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

**কেশব ভারতী**—শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসাশ্রমের গুরু। কটক নগর বা কাটোয়ায় গঙ্গাতীরে ইহার আশ্রম ছিল। ইনি শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত ‘ভারতী’ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া কাটোয়াতে গিয়া ইহার নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ লীলার অভিনয় করেন।

**কেশবভার**—কেশ+অবতার। কীরোদ শাস্ত্রী বিষ্ণুর গুরু ও কৃষ্ণ কেশ হইতে উৎপন্ন অবতার। আবার কেশ অর্থ জ্যোতিঃ। অতএব কেশবভার অর্থ গুরু ও কৃষ্ণহুতি বিশিষ্ট বলরাম ও কৃষ্ণ।

**কেশীতীর্থ**—শ্রীকৃন্দাবনে যমুনার কেশী ঘাট।

**কৈতব**—অজ্ঞানাত্মকার, কপটতা, আত্মবঞ্চনা, বাহ্য ভগবন্তক্তির সাধক।

অজ্ঞান ভয়ের নাম कहিয়ে কৈতব। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাহ্যা-  
আদি সব ॥ তার মধ্যে মোক্ষ বাহ্যা কৈতব প্রধান। বাহ্য হৈতে  
কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভানুভব কর্ম।

সেহো এক জীবের অজ্ঞান-ভয়ো ধর্ম ॥ (চৈ. চ. ১।১।৫০-৫২)।

ভগবানেক সহিত জীবের সেবা সেবক সম্বন্ধ। তাহা ভুলিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম  
ও মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা কৈতব বা আত্মবঞ্চনা। বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণে  
যে স্বর্গাদিলাভ, ধনরত্নাদি লাভে যে আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি, কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে  
যে সুখ, মোক্ষ, মুক্তি বা ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভে যে আনন্দ তাহা কৈতব অর্থাৎ  
কপটতা বা ঘোর অজ্ঞানতা প্রসূত আত্মবঞ্চনা। মানব ফল লাভের আশায়  
ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠান করে, সুতরাং এইসব ধর্মাকর্মাদি কৈতব। তবে  
ধর্মকর্মাদির অনুষ্ঠানে হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিকামী  
ব্যক্তির হৃদয়ে কখনও ভক্তির স্থান নাই, কারণ ‘সোহহম্’ অর্থাৎ আমি সেই  
ব্রহ্ম—এইভাবে মনে আলিলেই মন হইতে সেবা সেবক ভাব অর্থাৎ ভক্তি দূর হয়,  
সেজন্য মোক্ষ লাভের ইচ্ছা কৈতব প্রধান।

**কৈশোর**—১১শ হইতে ১৫শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত। কৈশোরে কৃষ্ণের নিত্যস্থিতি  
(চৈ. চ. ২।২।০৩১৮)।

কৌমারং পঞ্চমাস্তং পৌণ্ড্রং দশমাবধি।

কৌমারমাপঞ্চদশাদ্ যৌবনন্ত ততঃপরম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।৩৭ শ্রীধর  
স্বামী টীকা)।

**কৌকড়**—বাঁকা, কৌকড়া (চৈ. চ. ৩।৩।১২৭)।

**কোঙর**—কুমার, পুত্র (চৈ. চ. ২।২।১৭০)।

**কোণার্ক**—তর্কতীর্থ। বর্তমান নাম ‘কোনারক’। পুরী হইতে ১২ মাইল  
উত্তরে, সমুদ্রতীরে। ইহার সূর্য মন্দির স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন।

**কোথলী**—প্রা. থলিয়া (চৈ. চ. ৩।১।২১)।

**কোথাকে**—প্রা. কোথায় (চৈ. চ. ২।৩।২২)।

**কোনপাকে**—প্রা. কোনও প্রকারে (চৈ. চ. ১।১২।২৮)।

**কোলাপুর**—বোম্বাই প্রদেশের একটি রাজ্য। এখানে অনেক দেবমন্দির  
আছে (চৈ. চ. ২।৩।২৫৫)।

**কোলি**—প্রা. কুল, বদরি (চৈ. চ. ৩।১।২২)।

**ক্রোধ**—প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা চিত্তের দাহ; রোষ। ইহাতে পার্শ্ব, লুপ্তি, নেত্রলৌহিত্যাদি প্রকট হয় ( চৈ. চ. ২।১৪।১৭১ )।

**ক্রোশে**—চীৎকার করে ( চৈ. চ. ২।৪।১১৭ )।

**কপা**—রাত্রি।

**কর**—নশ্বর ( গী. ৮।৪ )।

**কান্তি**—কোভ শূন্যতা ( চৈ. চ. ২।২৩।৮ শ্লোঃ )

**কীরোদ**—পুরাণোক্ত দুষ্ক সমুদ্র, যাহাতে বিষ্ণু অনন্ত শয্যায় থাকেন।

**কীরোদশায়ী, কীরোদকশায়ী**—কারণার্ণব শায়ী জঃ।

**ক্ষেত্র**—১. প্রাথমিক; ২. প্রকৃতি; ৩. ভাষা; ৪. দেহ, পঞ্চমহাভূত, অহকার, বুদ্ধি ( মহত্ত্ব ); প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন, প্রোজাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ বিষয়, ইচ্ছা, ঘেষ, স্পর্শ, দুঃখ, সজ্জাত ( শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সংহতি ), চেতনা শক্তি ও ধৃতি—এ সমস্ত সবিকার (বিকারের সহিত) ‘ক্ষেত্র’। ( গী. ১৩।৬-৭ ); সাংখ্যমতে—চতুর্বিংশতি তত্ত্বই একত্রে ক্ষেত্র নামে অভিহিত। “সবিকারম্ ইন্দ্রিয়াদি বিকার সহিতম্”—শ্রীধর; “সবিকারং জন্মাদি ষড়্বিকার সহিতম্”—বিশ্বনাথ। [ জন্মাদি ষড়্বিকার=জন্ম, অস্তিত্ব, বুদ্ধি, বিপরীণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ ]।

**ক্ষেত্রজ**—১. অন্তর্ধামী ( ভাঃ ১।১।১১৪৪ ); ২. জীবাত্মা ( গীতা ১৩।১ )।

**ক্ষেত্র সন্ন্যাস**—সংসার ত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন শ্রীপুরুষোত্তমে বাসের সংকল্প ( চৈ. চ. ২।১৬।১২২ )।

**ক্ষেম**—১. কল্যাণ; ২. মোক্ষ ( ভাঃ ৭।৩।১৩ )।

**কৌণী**—পৃথিবী ( চৈ. চ. ১।১।১১ শ্লোঃ )।

**কৌর**—১. রেশমী বস্ত্র; ২. সূক্ষ্ম অতসী তন্তুজাত বস্ত্র।

## খ

**খণ্ড**—১. গুড় ( চৈ. চ. ৩।১০।২৩ ); ২. শ্রীখণ্ড, বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নর-হরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

**খণ্ডিতা**—নাগিকা জঃ।

**খদ্বিরবল**—ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশবনের একটি বন।

**খাজুরা**—গ্রা. চুলহুনি ( চৈ. চ. ৩।৪।৪ )।

**খাপরা**—গ্রা. ১. ডাঙ্গা ষটের খোলা; ২. বৃত্ত করের অঙ্গলি ( চৈ. চ. ২।১২।৩৫ )।

**খেলাতীর্থ**—ব্রজ মণ্ডলস্থ একটি তীর্থ।

**খোলা**—বকল ( চৈ. চ. ৩।১৬।৩১ ) ।

গ

**গজাঙ্গাস পণ্ডিত**—মহাপ্রভুর ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক। পরে ইনি মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব লীলায় ইনি শ্রীরাঘনাথের গুরু বশিষ্ঠ মূনি ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**গজাঙ্গাস বিপ্র**—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত। নবদ্বীপ লীলায় ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে ইনি মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ত নীলাচলেও যাইতেন। রাঢ় দেশের চতুর্ভূজ পণ্ডিতের পুত্র। ইহার অপর দুই ভ্রাতার নাম বিষ্ণুদাস ও নন্দন। কাজীর ভয়ে সপরিবারে নিশা ভাগে দেশান্তরী হওয়ার উদ্দেশ্যে থেয়া ঘাটে নৌকা না পাইয়া ইনি অগতির গতি ভগবানের শরণ লইলে মহাপ্রভু ইহাদিগকে নৌকায় গঙ্গা পার করিয়া দিয়াছিলেন।

**গজপতি**—উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের উপাধি।

**গড়খাই**—গ্রা. পরিখা ( চৈ. চ. ২।১৫।১৭৪ ) ।

**গড়বড়ি**—গ্রা. হট্টগোল ( চৈ. চ. ২।১৮।১৩৮ ) ।

**গড়া**—গ্রা. ঘড়া, ঘট ( চৈ. ভাঃ ২৩৮।১।১২ ) ।

**গড়িঘার**—গ্রা. গড়ের ( দুর্গের ) ফটক ( চৈ. চ. ২।২০।১৫ ) ।

**গল**—গ্রা. পার্শ্বদ, সঙ্গীয় লোক ( চৈ. চ. ৩।১০।১৩৫ ) ।

**গদাধর দাস**—শ্রীচৈতন্য শাখার ভক্ত। ইনি গোপী ভাবে তন্ময় থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দকে প্রেম ভক্তি প্রচারের জন্ত গোঁড়ে প্রেরণ সময়ে বাহুদেব, মাধব, রামদাসাদি ভক্তের সঙ্গে গদাধর দাসকেও নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে দিয়াছিলেন। ইনি তদবধি নিত্যানন্দের সঙ্গী। নবদ্বীপেই বাস করিতেন।

**গদাধর পণ্ডিত গোআলী**—পঞ্চতন্ত্রের শক্তি-তত্ত্ব। শ্রীগৌরাজের আবাল্য সঙ্গী ও সহপাঠী। চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম মাধব মিশ্র ও মাতার নাম রত্নাদেবী। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাণীনাথ। অধ্যয়নের জন্ত নবদ্বীপে আসেন। ইনি পণ্ডিত পুণ্ডরিক বিজ্ঞানিধির শিষ্য। ব্রজলীলায় গদাধর পণ্ডিত ছিলেন শ্রামসুন্দর-বল্লভা কৃন্দাবন-লক্ষী ( শ্রীরাধা ) । ললিতাও তাঁহাতে প্রবিষ্ট। গদাধরে কৃষ্ণী দেবীর ভাবও ছিল।

**গম্ভীরী**—অভাস্তর গৃহ, বাড়ীর ভিতরের নির্জন গৃহ (চৈ. চ. ২।২।৬)।  
মহাপ্রভু নীলাচলে কাশী মিশ্রের বাড়ীতে যে গম্ভীরায় বাস করিতেন, তাহা  
অত্য়পি বিদ্যমান আছে। তাহাতে মহাপ্রভুর পাচুকা ও ছেঁড়া কাঁথা  
রক্ষিত হইয়াছে।

**গম্বা**—ফল্গুনদীর তীরে অবস্থিত বিহারের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। গম্বায় গিড়  
তর্পণ ও বিষ্ণুপদে শিওদান প্রশস্ত।

**গন্নগন্ন**—প্রা. চঞ্চল (চৈ. চ. ২।১৭।২০২)।

**গন্নড়**—১. পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গকড় স্তম্ভ (চৈ. চ. ৩।১৬।৭২);  
২. পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন, কশ্চপ-বিনতার পুত্র; ৩. ঈগল পক্ষী।  
**গন্নড়ধ্বজ**—বিষ্ণু।

**গন্নড় পণ্ডিত**—শ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রাহ্মণ মহাস্ত। শ্রীপাট—নবদ্বীপ,  
আকনা। নামের বলে ইনি সপবিষের প্রভাব হইতেও মুক্ত থাকিতেন।  
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় মতে ইনি ছিলেন গকড়।

**গর্ষ**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদকশায়ী**—কার্ণগর্ভশায়ী দ্রঃ।

**গাগন্নী**—কলসী (চৈ. চ. ৩।১২।১০২)।

**গাড়ে**—প্রা. গর্ত (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৮)।

**গাঁঠুলি গ্রাম**—গোবর্ধন পর্বতের পশ্চিম দিকে নিকটবর্তী একটি গ্রাম।

**গাপু**—প্রা. তোষক (চৈ. চ. ৩।১৩।৭)।

**গায়ত্রী**—‘গায়ন্ত্র্য আয়তে যন্মাং গায়ত্রী স্ব ততঃ স্বতঃ।’ গানকারীকে  
যিনি জ্ঞান করেন তাহাকে গায়ত্রী বলে। প্রশ্নব দ্রঃ।

**গায়ন**—প্রা. ১. গান, কীর্তন (চৈ. চ. ১।৭।৩২); ২. গায়ক (চৈ. চ.  
২।১৩।৩৩)।

**গিরিশ**—মহাদেব (চৈ. চ. ২।২৩।৩২ শ্লোঃ)।

**গুজাকল**—কুঁচ।

**গুড়মুকু**—দাকুচিনি (চৈ. চ. ৩।১৬।১০২)।

**গুড়াকেশ**—গুড়াকা (নিজা), তাহার ঈশ (জেতা); জিতনিজ (গী ১।৪)।

**গুণ**—১. উৎকর্ষ; ২. সৎ, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই তিন গুণ;  
৩. কাব্যের বা অলঙ্কার শাস্ত্রের গুণ প্রধানতঃ তিনটি, যথা—প্রসাদ,  
মাধুর্য ও গুণঃ (চৈ. চ. ১।১৬।৪২)।

**গুণমায়ী**—শক্তি দ্রঃ।

**গুণরাজখান**—বাংলা পরারাদি' ছন্দে বিখ্যাত “শ্রীকৃষ্ণ বিজয়” রচয়িতা বর্ধমান জেলার কুলীন গ্রামবাসী মালাধর বহু। গোড়েশ্বর প্রদত্ত উপাধি গুণরাজখান। ইহার পুত্রের নাম লক্ষ্মীনাথ বহু। উপাধি সত্যরাজখান। লক্ষ্মীনাথের পুত্র ভক্ত রামানন্দ বহু। গুণরাজখান শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে’ ভাগবতের গল্পাংশ প্রধানভাবে অন্বৃত। ইহার রচনা ১৩৯৫ শকাব্দে ( ১৪৭৩-৭৪ খৃঃ ) আরম্ভ এবং ১৪০২ শকাব্দে ( ১৪৮০-৮১ খৃঃ ) শেষ বলিয়া অনুমিত।

**গুণাবতার**—অবতার দ্রঃ।

**গুণোৎপন্ন লক্ষণ**—মহাপুরুষের লক্ষণ দ্রঃ।

**গুণ্ডি**—গ্রা. গুঁড়া, চূর্ণ ( চৈ. চ. ৩।১০।১৫ )।

**গুণ্ডিতা**—রথযাত্রা ( চৈ. চ. ২।১।৪৩-৪৪ )। **গুণ্ডিতা মন্দির**—পুরীধামে জগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে এক ক্রোশ পূর্বোক্তরে এই মন্দির অবস্থিত। রথযাত্রার সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ এক সপ্তাহকাল এই মন্দিরে অবস্থান করেন ( চৈ. চ. ২।২।২৭০ )।

**গুণ্ড**—গ্রা. গুণ্ড বা রঞ্জিত ( চৈ. চ. ১।১০।২৪ )।

**গুরু**—জ্ঞানাজ্ঞান শলাকা দ্বারা যিনি শিষ্যের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করেন, তিনিই গুরু। গুরু দ্বিবিধ—দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা গুরু। উপাস্ত দেবের মূলমন্ত্র প্রদাতা দীক্ষা গুরু, আর শাস্ত্রাদি বা ভজন বিষয়ে শিক্ষাদাতা শিক্ষাগুরু। ভক্তি শাস্ত্রানুসারে দীক্ষা গুরু কৃষ্ণচূলা, শ্রীকৃষ্ণ গুরু রূপেই ভক্তগণকে রূপা করিয়া থাকেন। শিক্ষা গুরুকেও কৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। চিত্তের অন্তর্ধামী ভগবান্ গুরুরূপে জীবের দৃষ্টি গোচর হন না, কিন্তু তঁহান মহাস্তরের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া ভক্তকে রূপা করিয়া থাকেন। তাঁহাকে ‘চৈতন্য গুরু’ বলা হয়। আর যাহা হইতে ভগবানের নাম লীলাদি শুনা যায়, তিনি কখনও কখনও ‘শ্রবণ গুরু’ বলিয়া কথিত হন। বিষ্ণু হইউন, সন্ন্যাসীই হইউন, শূত্রই হইউন, যিনি কৃষ্ণভক্তবেত্তা তিনিই গুরু হইতে পারেন ( চৈ. চ. ১।১।২৭, ২৯ ; চৈ. চ. ২।৮।১০০ এবং ভাঃ ১১ )। গুরু শাস্ত্রজ্ঞ, নিম্পাপ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। বিবেক চূড়ামণি ( ৩৩ ) মতে সঙ্গুর লক্ষণ—‘শ্রোত্রিয়োহ ব্রজিনোহ কামহতো যো ব্রহ্মসি’ ইত্যঃ’। গুরুর আদেশ শাস্ত্র বিরুদ্ধ হইলে পালনীয় নয়। অবলিপ্ত, উপগামী গুরু পরিত্যাজ্য, যথা—গুরোরপ্যবলিপ্ত কার্যকার্যম্ জানতঃ। উপপথ প্রতিপন্ন পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ভক্তি সঙ্গর্ভ—২৩৮।

**গুরু পরম্পরা**—মাধবগোড়েশ্বর গুরুপরম্পরা ( মহাপ্রভু পর্বত ) দ্রঃ।

**গুহবিজ্ঞা**—হুদাদিনী শক্তির অভিব্যক্তি—আনন্দ-প্রাধান্য লাভ করিলে বিত্তক সত্ত্বকে গুহবিজ্ঞা বলে। গুহবিজ্ঞার দুইটি বৃত্তি—ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্তক। ইহা দ্বারা প্রীত্যাশ্রিত ভক্তি বা প্রেমভক্তি প্রকাশিত হয়।

**গেলাঙ**—প্রা. গিয়াছিলাম (চৈ. চ. ১।৮।৬৮)।

**গেলু**—প্রা. গেলাম (চৈ. চ. ১।১৭।১৮২)।

**গৈরিক**—প্রা. গিরিমাটী (চৈ. চ. ৩।১৩।৬)।

**গোকুল**—১. ব্রজ, গোলক, বৃন্দাবন ও যেতদ্বীপ (চৈ. চ. ২।১৮।৬২); ২. মথুরার দক্ষিণ পূর্ব দিকে, যমুনার অপর পারে, মথুরা হইতে ২।৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

**গো-ধন**—প্রা. গোগণের মধ্যেও অবিবেকী; অতিমূর্থ (চৈ. ভা. মধ্য পঞ্চদশ-অধ্যায় ২৩৩।১।১৫)।

**গোড়াইতে**—প্রা. কাটাইতে (চৈ. চ. ২।২।৫০)। **গোড়াইলু**—কাটাইলাম (চৈ. চ. ২।২০।২৩)।

**গোদাবরী**—নাসিক হইতে ২২ মাইল দূরবর্তী ব্রহ্মগিরি পর্বত (মতাস্তরে জটাকটকা পর্বত) হইতে উৎপন্ন দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান নদী। দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল। বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর অন্যতম।

**গোপাল**—১. গোপালক, গোয়াল; ২. কৃষ্ণ; ৩. অদ্বৈতাচার্যের পুত্র। ইনি নীলাচলে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জনের সময়ে মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অদ্বৈতাচার্য নৃসিংহ মন্ত্র পাঠ করিয়া বালকের চৈতন্য সম্পাদনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও ফল লাভ না করায় বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখন মহাপ্রভু তাঁহার বৃকে হাত দিয়া “উঠহ গোপাল বলি উচ্চস্বরে কৈল”। ইহাতে গোপাল উঠিয়া হরি হরি বলিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। (চৈ. চ. ২।১২।১৪০-১৪৬)।

**দ্বাদশ গোপাল**—নিয়োক্ত দ্বাদশ জন গোঁরাঙ্গ-পরিকর ব্রজলীলায় কৃষ্ণ-সখা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি,—যথা—১. উদ্ধারণ দত্ত—ব্রজের সুবাহ গোপাল, ২. কমলাকর পিল্লাই—ব্রজের মহাবল গোপাল, ৩. গোঁরীদাস পণ্ডিত—ব্রজের সুবল সখা, ৪. ধনঞ্জয় পণ্ডিত—ব্রজের বহুদাম সখা, ৫. পরমেশ্বর দাস—ব্রজের অর্জুন সখা, ৬. পুরুষোত্তম দাস—ব্রজের দাম সখা, ৭. পুরুষোত্তম পণ্ডিত—ব্রজের স্তোক কৃষ্ণ, ৮. মহেশ পণ্ডিত—ব্রজের মহাবাহ সখা, ৯. রামদাস অভিরাম—ব্রজের প্রীদাম সখা, ১০. প্রীধর পণ্ডিত

(খালাবেচা শ্রীধর)—ব্রজের কৃষ্ণদাস সখা বা মধু মঙ্গল, ১১. সুন্দরানন্দ ঠাকুর—ব্রজের সুদাম সখা, ১২. কালা কৃষ্ণদাস—ব্রজের শ্রীলবঙ্গ। ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

**গোপাল ভট্ট গোপান্বামী**—শ্রীরঙ্গম্বাসী বেকট ভট্টের পুত্র। দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে মহাপ্রভু বেকট ভট্টের গৃহে চতুর্দশ যাপনের সময়ে ইনি প্রাণ ভরিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতৃব্য প্রবোধানন্দ সরস্বতীর নিকটে দীক্ষিত। পরে ইনি মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীকৃন্দাবনে আসিয়া রূপ সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। ইনি কৃন্দাবনের ছয় গোপান্বামীর অন্যতম। শ্রীশ্রীহরি ভক্তি বিলাস প্রভৃতি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণেতা এবং শ্রীকৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা।

**গোপী**—গুপ্তধাতু রক্ষণে। যে সমস্ত রমণী শ্রীকৃষ্ণ বলীকরণ যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাঁহারা গোপী। গোপীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ষাঁহারা অনাদিকাল হইতেই কাস্তাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা **নিত্যসিদ্ধা**, স্বরূপতঃ ফ্লাদিনী শক্তি। ইহাদের দেহাদি চিন্ময়, প্রাকৃত কিছুই নাই। আর ষাঁহারা সাধন প্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রজে গোপীত্ব লাভ করিয়া নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিতেছেন, তাঁহারা **সাধন সিদ্ধা**। ইহারা স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব।

গোপীগণ রস বৈচিত্রীর জগৎ আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে শ্রীরাধার কাষব্যাহ রূপ। (চৈ. চ. ১।৪।৬৮)। শৃঙ্গার রাসাত্ত্বিকা লীলার সহায়ের জগৎই শ্রীরাধার ব্রজদেবী বিগ্রহে বহু কাস্তারূপে প্রকাশ। গোপী প্রেম নিত্যসিদ্ধ, কামগন্ধহীন এবং দম্ব হেমের গায় শুদ্ধ, নির্মল ও উজ্জল। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্ব, তাঁহার গুরু, বান্ধব, প্রেমসী, প্রিয়া, শিষ্যা, সখী ও দাসী (চৈ. চ. ১।৪।১৭৩-৭৪)।

**গোপী প্রেম**—অধিরূঢ় মহাভাব, বিশুদ্ধ ও নির্মল। ইহা প্রাকৃত কাম নহে। কামক্ৰীড়ার সাম্যে ইহাকে রস শাস্ত্রে কাম বলা হয়। ইহা ফ্লাদিনী শক্তির বিলাস বৈচিত্রী। কামের তাৎপর্য নিজ স্তম্ভ সন্তোষ, তাহার গন্ধমাত্রও গোপী প্রেমে নাই। গোপী প্রেম কৃষ্ণ স্তম্ভ তাৎপর্যময়। সাধন সিদ্ধা গোপীগণ **যৌথিকী ও অযৌথিকী** ভেদে দ্বিবিধ। ষাঁহারা একইভাবে ভাবিত হইয়া দলবদ্ধভাবে সাধন ভজন করেন, তাঁহারা **যৌথিকী** আর ষাঁহারা দলবদ্ধ না হইয়া গোপী ভাবের প্রতি অহুরাগী হইয়া রাগানুগা মার্গে সাধন করেন তাঁহারা **অযৌথিকী**। যৌথিকী গোপীগণ **ঋষিচরী ও প্রকৃতিচরী** ভেদে আবার দ্বিবিধ। যৌথিকী ঋষিচরী গোপীগণ সাধনকালে দণ্ডকারণ্যবাসী

মুনি ছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বরে যোগমায়ার সহায়তায় ইহার শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলার গোপীগর্ভ হইতে গোপকন্ডারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

**গোপীনাথ আচার্য**—শ্রীচৈতন্য শাখা। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি। নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। পরে নীলাচলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে বাস করিতেন। নবদ্বীপে ও নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গী। ব্রজলীলার ইনি রত্নাবলী সখী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**গোপীনাথ পট্টনায়ক**—রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা ও ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ইনি উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ চন্দ্রের অধীনে মালজাঠাদণ্ডপাটের শাসন কর্তা ছিলেন। এক সময়ে রাজার প্রাণ্য দুই লক্ষ টাকা বাকী পড়ায় ও বড়রাজপুত্রকে উপহাস করায় রাজপুত্র ইহার প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চৈতন্য প্রভুর রূপা ভাজন জানিয়া রাজা তাঁহাকে ক্ষমা করেন।

**গোফা**—গুহা (চৈ. চ. ২।১০।৫৫)।

**গোবর্ধন**—মথুরা হইতে ৮ ক্রোশ দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ পর্বত। ইহার অন্নকূট নামক গ্রামে গোপাল দেবের মন্দির অবস্থিত ছিল। গোবর্ধন পর্বতকে মহাপ্রভু ও বৈষ্ণব আচার্যগণ কৃষ্ণতুল্য জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা ইহাতে আরোহণ করিতেন না। শ্রীগোপাল দেব কোন অছিলায় নিম্নে নামিয়া আসিতেন। তখন ইহার সোথানেই বিগ্রহ দর্শন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ বসন্ত ঋতুতে গোবর্ধন পর্বতে রাসলীলা করিয়াছিলেন।

**গোবিন্দ (বিগ্রহ)**—১. গো (ইন্দ্রিয়) বিন্দতি, ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা; অথবা গাং বিন্দতীতি, পৃথিবীর পরিপালক শ্রীকৃষ্ণ; ২. নীলাচলে জগন্নাথ মন্দিরস্থ বিগ্রহ বিশেষ, ইনি জলকেলি আদি লীলাতে জগন্নাথ দেবের প্রতিনিধিত্ব করেন (চৈ. চ. ৩।১০।৪০, ৫০), ৩. শ্রীকৃন্দাবনস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ; ৪. পরব্যোম চতুর্ভূহর অন্তর্গত সঙ্কর্ষণের বিলাস, ইনি ব্রজেন্দ্র নন্দন গোবিন্দ নহেন।—(চৈ. চ. ২।২০।১৩৫, ১৬৮)।

**গোবিন্দ (জাস)**—১. নীলাচলে চৈতন্য প্রভুর অঙ্গ সেবক। শূত্র। ইনি পূর্বে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সেবক ছিলেন। অন্তর্ধানের সময়ে পুরী গোস্বামী গোবিন্দ দাসকে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সেবা করিবার আদেশ করিয়াছিলেন। সেভাবে মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ইনি তাঁহার সেবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত মহাপ্রভুর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের স্তোত্র “গোবিন্দ দাসের কড়চা” নামে প্রসিদ্ধ। ব্রজলীলার

ইনি ভক্তুর নামক শ্রীকৃষ্ণভৃত্য ছিলেন। (চৈ. চ. ২।১০।১২৮-১৩৮)।  
কড়চাতে ইনি নিজেকে 'কর্মকার' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। ২. শ্রীনিবাস  
আচার্যের শিষ্য প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ দাস ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত  
হন। ইনি বিজ্ঞাপতির অম্বুতরণে ব্রজবলীতে বহু পদ রচনা করায় ইহাকে  
'দ্বিতীয় বিজ্ঞাপতি' বলা হইত। ইহার রচিত প্রায় ৫৫০টি পদ আবিষ্কৃত  
হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি সংস্কৃতে 'সঙ্গীত মাধব' নাটক ও 'কর্ণামৃত'  
কাব্য রচনা করেন। প্রসিদ্ধ কবি হিসাবে ইনি 'কবিরাজ' উপাধিতে  
ভূষিত হন।

**গোবিন্দ কবিরাজ**—নিত্যানন্দ শাখার ভক্ত (চৈ. চ. ১।১১।৪৮)।

**গোবিন্দ কুণ্ড**—গোবর্ধন-পর্বত-তটে একটি প্রসিদ্ধ কুণ্ড বা সরোবর।

**গোবিন্দ গোসাঞি**—কালীশ্বর গোস্বামীর শিষ্য ও বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ  
দেবের প্রিয় সেবক।

**গোবিন্দ ঘোষ**—বিখ্যাত পদকর্তা। ইনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। বাসুদেব  
ঘোষ ও মাধব ঘোষ ইহার সহোদর। নীলাচলে ইহাদের কীর্তনে গৌর-  
নিত্যানন্দ নৃত্য করিতেন। কাটোয়ার নিকটবর্তী কুলাই গ্রামে আবির্ভাব।  
রামকেলি গমন সময়ে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দ ঘোষকে অগ্রদ্বীপে রাখিয়া যান।  
সেখানে ইনি গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পরে  
ইহার একমাত্র পুত্র দেহত্যাগ করিলে ইহার আর শ্রাদ্ধাধিকারী নাই বলিয়া  
ইনি বিচলিত হইলেন। তখন গোপীনাথ স্বপ্নযোগে জানাইলেন, তিনি  
ঘোষ ঠাকুরের পুত্ররূপে ইহার শ্রাদ্ধ করিবেন। তাহাই হইয়াছিল এবং  
এখনও গোপীনাথ বিগ্রহ দ্বারাই তিরোভাব তিথিতে ঘোষ ঠাকুরের শ্রাদ্ধ  
ক্রিয়া সম্পন্ন করান হয়। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন কলাবতী। ইনি বিশাখা  
রচিত গীত গান করিতেন।

**গোবিন্দ দত্ত**—খড়দহের নিকটে সূর্যচর গ্রামে শ্রীপাট। নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের  
কীর্তনের সঙ্গী, মূল গায়ক। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বৃহদ বৈষ্ণব  
তোষণীর সূচনায় বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ ও মুকুন্দের বন্দনা করিয়াছেন।  
একান্ত ইহার তিন জন সহোদর ছিলেন বলিয়া অনেকে অমুমান করেন।  
ইনি পূর্বলীলায় বৈকুণ্ঠ মণ্ডলে পুণ্ডরীকাক্ষ ছিলেন।

**গোবিন্দ**—ইন্দ্রিয় বর্গ (উ. নী. সখী—৪)।

**গোবিন্দ**—প্রা. কাটাইব (চৈ. চ. ২।১১।১১)।

**গোলোক**—বৈকুণ্ঠের উপরিতন স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ লোক। গোকুলের বৈভব বিশেষ। (চৈ. চ. ২।২১।৭৪)।

**গোসাঞি, গৌসাঞি**—গোস্বামী (চৈ. চ. ১।৭।৭৮), ভগবান্ (চৈ. চ. ২।১।১৫২)।

**গোহারি**—(উড়িয়া) নালিশের আর্জি (চৈ. ভা. ১২১।২।১৬)।

**গৌড়**—১. বঙ্গদেশের প্রাচীন নাম। নবদ্বীপ ও তদুত্তরে 'মালদহের অন্তর্গত রামকেলি প্রভৃতি স্থান; ২. উৎকল দেশীয় গোয়াল। (চৈ. চ. ২।১৩।২৬)। ৩. 'কালাপিঠিয়া' নামে খ্যাত শ্রীজগন্নাথের রথ আকর্ষণকারী লোক। **গৌড়ীরীতি**—ওজোপ্তা প্রকাশক দীর্ঘ সমাস বহুল রচনাই গৌড়ীরীতি।

**গৌড়েরে**—গৌড়দেশে (চৈ. চ. ২।১।১৩৮)।

**গৌণভক্তি রস**—গৌণভক্তি রস ৭টি। যথা—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়। (চৈ. চ. ২।১২।১৬০)।

**হাস্য**—বাক্য, বেশ ও চেষ্টাদির বিকৃতি বশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস্য বলে। নয়নের বিকাশ, নাসা, ওষ্ঠ ও কপালের স্পন্দনাদি ইহার চেষ্টা (ভ. র. সি. ২।৫।৩০)। কৃষ্ণ সঙ্ঘক্তি চেষ্টা জনিত হাস্য, স্বয়ং-সঙ্কোচময়ী কৃষ্ণরতি কর্তৃক অমুগৃহীত হইলে হাস্যরতি বলিয়া কথিত হয়। এই হাস্যরতি স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট হইলে হাস্য-ভক্তি রসে পরিণত হয়। (ভ. র. সি. ৪।১২)।

**অদ্ভুত**—অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদিবশতঃ চিত্তের যে বিভূতি জন্মে তাহাকে বিস্ময় বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৩)। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ঘক্তি অলৌকিক বিষয়াদির দর্শনাদি জনিত বিস্ময় শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অমুগৃহীত হইলে, বিস্ময় রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও আশ্বস্ত হইলে বিস্ময় রতিকে অদ্ভুত ভক্তিরস বলে। নেত্র বিস্তার, অশ্রু, ক্রন্দ, পুলকাদি ইহার অমুভাব। আবেগ, হর্ষ, জড়তা প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব।

**বীর**—যাহার ফল সাধুগণের প্রশংসার যোগ্য, সেই যুদ্ধাদি কার্যে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৪)। কাল বিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ ও উত্তম প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ঘক্তি সুদ্ধাদি কার্যে উৎসাহ, শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অমুগৃহীত হইলে উৎসাহ রতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ও আশ্বস্ত হইলে উৎসাহ-

রতিকে বীর ভক্তি রস বলে। স্তম্ভাদি সাধিক অহুভাব। গর্ভ, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ, স্তুতি প্রভৃতি সঞ্চারী।

**কক্লণ**—ইষ্ট বিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৫)। শ্রীকৃষ্ণ সষষ্টি শোক, শ্রীকৃষ্ণরতি কর্তৃক অহুগৃহীত হইলে শোকরতি বলিয়া কথিত হয়। আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা পুষ্ট হইলে শোক রতিকে কক্লণ ভক্তি রস বলে। মুখশোষ, বিলাপ, সন্তগাজ্ঞতা, শ্বাস, ক্রোশন, ভূপতন, ও বক্ষ তাড়নাদি অহুভাব। জাভা, নির্বেদাদি সঞ্চারী ভাব।

**রোদ্র**—প্রাতিফুল্যাদি জনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৬)। শ্রীকৃষ্ণ সষষ্টি প্রাতিফুল্যাদি জনিত ক্রোধ, শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অহুগৃহীত হইলে ক্রোধরতি বলিয়া কথিত হয়। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা ভক্ত-হৃদয়ে পুষ্ট লাভ করিলে ক্রোধরতি রোদ্র ভক্তি রসে পরিণত হয়। রক্তনেত্রতা, ওষ্ঠ দংশন, মৌন প্রভৃতি অহুভাব। স্তম্ভাদি সাধিকভাব। আবেগ, জড়তা, গবাদি সঞ্চারী।

**বীভৎস**—অহুত বস্তুর অহুভব জনিত চিত্ত-নিমীলনকে জুগুপ্সা বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৭)। শ্রীকৃষ্ণরতি-কর্তৃক অহুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সারতি বলে। স্বযোগ্য বিভাবাদি দ্বারা পুরিপুষ্ট জুগুপ্সারতিকে বীভৎস ভক্তি রস বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ বাঁকা করা, ধাবন, কম্প, পুলকাদি অহুভাব। মানি, শ্রম, উন্নাদ, মোহ, দৈন্ত্যাদি সঞ্চারী।

**ভয়**—পাপ ও ভয়ানক দর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাকল্যকে ভয় বলে (ভ. র. সি. ২।৫।৩৮)। শ্রীকৃষ্ণ-রতি কর্তৃক অহুগৃহীত ভয়কে ভয়-রতি বলে। স্বযোগ্য-বিভাবাদি দ্বারা পরিপুষ্ট ভয়-রতিকে ভয়ানক-ভক্তি রস বলে। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, উদ্‌ঘর্গা, রক্ষাকর্তার অশেষগাদি অহুভাব। অশ্রু ভিন্ন সাধিক ভাব; জ্বাস, মরণ, আবেগ, দৈন্ত্যাদি সঞ্চারী।—(নাথ)

**গৌণী-বৃত্তি**—বৃত্তি ত্রয়ঃ।

**গৌর, গোরাল, শ্রীগৌরাল**—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রিঃ (১৪০৭-১৪৫৫ শকাব্দ)। আটচল্লিশ বৎসর কাল প্রকট ছিলেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর, মাতা শচী দেবী। জগন্নাথ মিশ্র ও শচী দেবীর পিতা নীলাধর চক্রবর্তীর পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলার ছিল। পরে তাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার নীঠস্থান, পুণ্যভীর্ষনবধীপে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। এখানে ১৪৮৫ খ্রিঃ অক্টোবর ফাঙ্কনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাল্লের জন্ম হয়। শৈশবে তিনি

বিশ্বম্ভর, গৌর, গোরা, গৌরান্ধ ও নিমাই নামে সাধারণতঃ পরিচিত ছিলেন । আরো বহু নামে ভক্তগণ তাঁহাকে ডাকিতেন, যথা—গৌরকৃষ্ণ, গৌরচন্দ্র, গৌরধাম, গৌর ভগবান্, গৌর রায়, গৌর হরি, চৈতন্ত কৃষ্ণ, প্রভু, মহাপ্রভু, শচীশূত, শচীনন্দন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, শ্রীচৈতন্ত । যৌবনারম্ভে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীগৌরান্ধের বিবাহ হয় । কিন্তু অতি অল্প বয়সে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর তিরোধান ঘটিলে নিমাই পণ্ডিত সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন । নিমাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সে নবদ্বীপে টোল স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা করিতে থাকেন । ইনি পিতৃবিরোধের পরে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের জন্ত গয়ায় গমন করেন এবং সেখানে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন । ৩৭পর হইতে কৃষ্ণ ভক্তিতে বিভোর হইয়া নাম কীর্তনে মগ্ন হইয়া পড়েন । ২৪ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া ১৫০২ খ্রীঃ মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে কাটোয়ায় শ্রীপাদ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । চৈতন্ত চরিতামৃত আছে (২।৩।২)—‘চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস । তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস’ । সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত । সন্ন্যাসের পরে মাতৃ আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ইনি প্রকট লীলার বাকী ২৪ বৎসর নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন । ইহার মধ্যে (১৫০৯-১৫১৫ খ্রীঃ) ছয় বৎসর দক্ষিণ ভারত, দ্বারকা, গোড়, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া সারা ভারতবর্ষ কৃষ্ণ-নাম-প্রেমের বজায় ভাসাইয়া দেন । শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে “গজ্জীয়ায়” বাস করিয়া রাধাভাবে কৃষ্ণ প্রেমের অনন্ত বৈচিত্রীর স আশ্বাদন করিয়াছিলেন । ইনি গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক ও অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের উদগাতা । শ্রীমৎ গৌর গোবিন্দানন্দ ভাগবত স্বামি পাদের মতে গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূত একটি শাখা, যথা—“স্বনিঃস্বসিত বেদোহপি গৌর মাধবমতং গতঃ ।” “সম্প্রদায়ৈক দীক্ষাণাং মিথঃ কিঞ্চিন্নতাস্তরাং । শাখা ভেদো ভবেন্মাজ্ঞং সম্প্রদায়ো ন ভিঞ্জতে” ॥—কুন্ডমসরোবরস্থ শ্রীলকৃষ্ণদাসজী মহারাজের সম্পাদিত ‘শ্রীব্রহ্মসংহত গোবিন্দ ভাষ্য’ গ্রন্থে ধৃত শ্রীমৎ ভগবৎ স্বামিপাদের ‘মীমাংসাপত্রম্’ ।

শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্ত চরিতামৃত ভগবান্ শ্রীচৈতন্তের সর্ব প্রধান ও প্রামাণিক জীবন চরিত । এতদ্ব্যতীত বাংলা পণ্ডে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্ত ভাগবত, লোচনদাস ঠাকুরের চৈতন্ত মঙ্গল, সংস্কৃতে স্বরূপ দামোদর ও মুরারি গুপ্তের কড়্‌চা, কবি কর্ণপুরের

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মহাকাব্যম্ ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকম্—শ্রীচৈতন্যের প্রসিদ্ধ জীবন চরিত। বাংলা পণ্ডে গোবিন্দ দাসের কড়্‌চার প্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। গোবিন্দ দাসের কড়্‌চার প্রামাণ্য সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে।

**গৌর অবতারের হেতু**—ভগবান্ যশোদা নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শচীনন্দন রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহা সমস্ত শ্রীচৈতন্য-জীবনীকারেরই সিদ্ধান্ত। কিন্তু কৃষ্ণাবতরণের কারণ সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—শ্রীঅষ্টোত্তর আরাধনা ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরের নাম সংকীর্তনে আকৃষ্ট হইয়াই কলিত জীবকে নাম প্রেম বিতরণের উদ্দেশ্যে ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরানন্দ রূপে অবতীর্ণ হন। কিন্তু নাম প্রেম বিতরণ আত্মসঙ্গ বা বহিঃসঙ্গ কারণ। মুখ্য কারণ—ঈশ্বর লীলার তিনটি অপূর্ণ বাসনার পূরণ, যথা—শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা বিরূপ, শ্রীকৃষ্ণের নিজের মাধুর্য বা বিরূপ এবং সেই মাধুর্য আশ্বাদন করিয়া শ্রীরাধা যে স্থখ অমৃতভব করেন, তাহাই বা বিরূপ—ইহা আশ্বাদন। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়্‌চা অবলম্বনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন (চৈ. চ. ১।১।৫-৬ শ্লোঃ, ১।৪।৮২-২২৩)। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলিয়াছেন—যে উন্নত উজ্জল রসে রসাল নিজস্ব প্রেম ভক্তি চিরদিন অনর্পিত ছিল, সেই প্রেম ভক্তি সম্পদ সর্ব সাধারণকে বিতরণের উদ্দেশ্যে গৌরহরি কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন (চৈ. চ. ১।১।৪ শ্লোঃ)। বাসুদেব সার্বভৌম বলিয়াছেন—কালক্রমে নষ্ট নিজ ভক্তি যোগ ও বৈরাগ্য বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই পুরাণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের আবির্ভাব (চৈ. চ. ২।৬।২০-২১ শ্লোঃ)। রায় রামানন্দ বলিয়াছেন—‘রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আশ্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥ নিজ গুঢ়কার্য তোমার প্রেম আশ্বাদন। আত্মসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন ॥’ তৎপরে তিনি দেখিলেন—‘রসরাজ মহাভাব তুই একরূপ।’ (চৈ. চ. ২।৮।২৩-৩১, ২৩৩), শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী ভাগবত সন্দর্ভে (ষট্ সন্দর্ভের প্রথম (১।২) সংখ্যকতম সন্দর্ভে) বলিয়াছেন—সংকীর্তন প্রধান যজ্ঞ প্রচারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবতারের উদ্দেশ্য ছিল (‘চৈ. চ. ১।৩।১৪ শ্লোঃ)। শ্রীল বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বলিয়াছেন—অধর্মের অভ্যুত্থান নিবারণ, ধর্ম-সংস্থাপন এবং নাম-প্রেম-প্রচারই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ।

**গৌর অবতারের শাস্ত্রীয় প্রমাণ**—চৈতন্য চরিতামৃত বলেন—ভাগবত ভারত শাস্ত্র আগম পুরাণ। চৈতন্যকৃষ্ণ অবতারে প্রকট প্রমাণ— (চৈ. চ. ১।৩।৬৭)

শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রমাণ :—আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্ত গৃহতোহমুখং তনুঃ ।

তুঙ্গো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥—ভাঃ ১০।৮।২

কৃষ্ণবর্ণং স্থিযা কৃষ্ণং সাদ্বোপাঙ্গাস্ত্র পার্শদং ।

যজ্ঞৈঃ সংকীৰ্তন-প্রার্থৈর্ষজ্জন্তি হি স্মমেধসঃ ॥—ভাঃ ১১।৫।৩২

অর্থাৎ সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির অবতারের অঙ্গের বর্ণ যথাক্রমে—  
তুঙ্গ, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পীত । কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ ভগবান্ অকৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ পীতকান্তি  
ধারণ করেন এবং অঙ্গ ও উপাঙ্গ রূপ অস্ত্র ও পার্শদগণ দ্বারা পরিবৃত্ত থাকেন ।  
স্ববুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সংকীৰ্তন প্রধান যজ্ঞ দ্বারা অর্চনা করিয়া থাকেন ।  
এই সমস্ত গুণাবলী একমাত্র শ্রীগৌরান্দেই প্রযোজ্য হয় । মহাভারত, দান  
ধর্মে, বিষ্ণু সহস্র নাম স্তোত্রের ( ১২৭।৭৫ ) শ্লোকও শ্রীগৌরান্দেই অবতারত্বের  
প্রমাণ স্বরূপ, যথা—“সুবর্ণ বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গচন্দনানঙ্গদী । সন্ন্যাস কৃচ্ছমঃ  
শাস্তোনিষ্ঠা শাস্তি পরায়ণঃ ॥” অর্থাৎ হরিনাম প্রচার উপলক্ষে “কৃষ্ণ” এই  
উত্তম বর্ণদ্বয় সর্বদা বর্ণন করেন বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘সুবর্ণ বর্ণ’ । অঙ্গ  
স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘হেমাঙ্গ’ । সাধারণ লোক  
অপেক্ষা তাঁহার অঙ্গ সমূহ শ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘বরাঙ্গ’ । চন্দনের  
অঙ্গদ ( কেয়ুর ) পরিধান করেন বলিয়া তাঁহার নাম ‘চন্দনানঙ্গদী’ । সন্ন্যাস  
গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম ‘সন্ন্যাসী’ । ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি বলিয়া তাঁহার  
নাম ‘শম’ । অচঞ্চল চিত্ত বলিয়া তাঁহার নাম ‘শাস্ত’ । কৃষ্ণ ভক্তিতে  
নিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি পরায়ণ বলিয়া তাঁহার একটি নাম ‘নিষ্ঠা-শাস্তি-পরায়ণ’ ।  
এই সমস্ত নামই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের প্রতি প্রযোজ্য । দেবী পুরাণাদি উপপুরাণে  
ইহার সমর্থক শ্লোক আছে, যথা—“অহমেব কচিদ্ ব্রহ্মণ, সন্ন্যাসাশ্রম মাস্ত্রিতঃ ।  
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্” ॥—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে  
বলিতেছেন—হে ব্যাসদেব ! কোনও কলিযুগে আমি স্বয়ং সন্ন্যাসাশ্রম  
গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকে হরিভক্তি গ্রহণ করাইব ॥—ইহাও শ্রীচৈতন্তের  
অবতারত্বের সমর্থক ।

মুক্তোপনিষদে ( ৩।১।৩ ) পর ব্রহ্মের এক কল্পবর্ণ ( স্বর্ণবর্ণ ) স্বরূপের উল্লেখ  
আছে, যথা—“যদা পশুঃ পশুভে কল্পবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ ।  
তদা বিদ্বান্ পুণ্যাপাণে বিদ্যুঃ নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥” অতএব  
ভাগবত, মহাভারত, উপপুরাণ ও শ্রুতি—সকলেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের অবতারত্বের  
সমর্থক ।

**গৌর গোপাল মন্ত্র**—চারি অক্ষর যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র—ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং ।

**গৌরীদাস পণ্ডিত**—দ্বাদশ গোপালের এক গোপাল । ব্রজের স্থবল সখা । নবদ্বীপ হইতে পাঁচ-ছয় কোশ দূরবর্তী শালিগ্রামে আবির্ভাব । পিতা কংসারি মিশ্র ( ঘোষাল ), মাতা কমলা দেবী । কংসারি মিশ্রের ছয় পুত্র—দামোদর, জগন্নাথ, সূর্যদাস, গৌরীদাস, কৃষ্ণদাস ও নৃসিংহ চৈতন্য । সকলেই পরম বৈষ্ণব । গৌরীদাস শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরবর্তী অধিকায় আসিয়া নির্জনে সাধন ভজন করিতে থাকেন । পরে মহাপ্রভুর ইচ্ছায় শ্রীমতী বিমলা দেবীকে বিবাহ করেন । তাঁহাদের দুই পুত্র—বলরাম দাস ও রঘুনাথ দাস । গৌরীদাস সখ্যভাবে উপাসক ও নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য ।

**গ্রাব**—প্রস্তর ( চৈ. চ. ৩।১।৪২ শ্লোঃ ) ।

**গ্রাহ**—কুষ্ঠীর ( চৈ. চ. ১।২।১১ শ্লোঃ ) ।

**গ্রামি**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ।

## ঘ

**ঘটপটিয়া**—প্রা. তর্কিক ( চৈ. চ. ৩।৩।১৮৮ ) ।

**ঘটি একে**—প্রা. এক ঘটিকার মধ্যে ( চৈ. চ. ১।১৬।৩৪ ) ।

**ঘড়া**—প্রা. কলস ( চৈ. চ. ১।১০।১৪২ ) ।

**ঘরভাত**—প্রা. ঘরে রান্না করা অন্নাদি ( চৈ. চ. ৩।১০।১৫২ ) ।

**ঘর্ম**—প্রা. রোজ ( চৈ. চ. ৩।২০।১২ ) ।

**ঘটাইয়া**—প্রা. কমাইয়া ( চৈ. চ. ৩।২।২২ ) ।

**ঘাতি**—প্রা. কর আদায়ের স্থান ( চৈ. চ. ২।৪।১৮৩ ) । **ঘাতিআল**—প্রা. কর আদায়কারী ।

**ঘাতিমূল্য**—প্রা. কম মূল্য ( চৈ. চ. ৩।২।২৫ ) ।

**ঘোড়াগিটা**—প্রা. ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিষ ( চৈ. চ. ২।১৮।১৬৪ ) ।

## চ

**চকিত**—প্রিয়তমের অগ্রভাগে ভয়ের অস্থানেও যে গুরুতর ভয়, তাহাকে চকিত বলে ( চৈ. চ. ২।১৪।১৬৩-৬৪ ) ।

**চক্রজমি**—প্রা. চাকার মত ঘুরিয়া ( চৈ. চ. ২।১৩।৭৭ ) ।

**চটকপর্বত**—পুরীতে সমুদ্র তীরস্থ বালুর পাহাড়কে চটক পর্বত বলে ।

**চঢ়াঞা**—প্রা. উঠাইয়া ( চৈ. চ. ২।৩।৩৭ ) । **চঢ়াইয়া**—উঠাইয়া ( চৈ. চ. ৩।১।৬১ ) । **চঢ়াইল**—উঠাইল ( চৈ. চ. ২।১৬।১১৬ ) ; **বসাইল** ( চৈ. চ.

৩।১৩।৪৮)। **চড়াইলা**—লাগাইলেন (চৈ. চ. ২।৪।১৭৩)। **চড়ি, চড়িচা**—আরোহণ করিয়া (চৈ. চ. ২।২।১৮২)। **চড়ে**—উঠে (চৈ. চ. ১।৫।১৪২)।

**চণ্ডীদাস**—শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা। চণ্ডীদাস নামে বহু পদকর্তা ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচয়িতা বড় চণ্ডীদাস এবং পদাবলী রচয়িতা দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস সমধিক প্রসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যদেব স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত দিবারাত্র চণ্ডীদাস ও বিষ্ণুপতির পদাবলী, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটক ও পদাবলী এবং বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুরকৃত ‘কৃষ্ণকর্ণামৃত’ গ্রন্থের রসাস্বাদন করিতেন (চৈ. চ. ২।২।৬৬)। চৈতন্যদেব বড় চণ্ডীদাসের পদাবলীই আশ্বাদন করিতেন। বড় চণ্ডীদাসের পিতা নান্দুর গ্রামে বাঙালী-দেবীর পূজারী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস দেবীর পূজার ভার গ্রহণ করেন। মন্দিরের পরিচারিকা রামী রজকিনী তাঁহার সাধনার নায়িকা ছিলেন। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন—‘রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ কাম গন্ধ নাহি তায়। রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, বড় চণ্ডীদাস গায়’ ॥

**চতুর্দশ ভুবন**—চৌদ্দভুবন অঃ।

**চতুর্দশ মনু**—সায়ম্ভব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সার্বণি, দক্ষ সার্বণি, ব্রহ্ম সার্বণি, ধর্ম সার্বণি, রুদ্র সার্বণি, দেব সার্বণি এবং ইন্দ্র সার্বণি (চৈ. চ. ১।৩।৭)।

**চতুর্দার**—মহানদীর যে তীরে কটক, তাহার অপর তীরে চতুর্দার অবস্থিত। সাধারণ নাম চৌদার।

**চতুর্ধর্গ**—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। প্রযুক্তি লক্ষণ ধর্ম দ্বারা প্রথম ত্রিধর্গ এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মদ্বারা চতুর্থ ধর্গ মোক্ষ লাভ হয়।

**চতুর্ভূহ**—বাসুদেব, সর্ধ্বণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত চতুর্ভূহ। ইহার মধ্যে দ্বারকা চতুর্ভূহ অগ্ন্যায় চতুর্ভূহের অংশী, তুরীয় (মায়াতীত) ও বিশুদ্ধ (চিদ্গুণ মূর্তি)। পরব্যোম বৈকুণ্ঠে নারায়ণের চারি পার্শ্বে দ্বারকা চতুর্ভূহের দ্বিতীয় প্রকাশ। ইহারাও তুরীয় ও বিশুদ্ধ। **বাসুদেব**—দেবকী গর্ভজাত, পিতা বহুদেব। ইনি ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপ। ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন বিভূজ, তাঁহার গোপবেশ এবং গোপ অভিমান। বাসুদেব কখনও বিভূজ, কখনও চতুর্ভূজ। বাসুদেবের ক্ষত্রিয় বেশ ও ক্ষত্রিয় অভিমান।

**সর্ধ্বণ**—বলরাম যে স্বরূপে দ্বারকা মথুরায় লীলা করেন, তাঁহার নাম সর্ধ্বণ। দেবকী গর্ভ হইতে আকুণ্ঠ হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে সর্ধ্বণ বলে। বর্ষে ও অঙ্গসঙ্গিবশে ব্রজবিলাসী

বলরামে ও ঝারকা-মথুরা-বিলাসী সঙ্ঘর্ষণে কোনও প্রভেদ নাই, উভয়েই ষিভুজ ও খেতবর্ণ। ব্রজে ইঁহার গোপভাব, ঝারকা মথুরায় কত্রিয় ভাব। **প্রদ্যুম্ন**—কল্পিণী দেবীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। **অনিরুদ্ধ**—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। কল্পীর কন্যা কল্পবতীর (বিষ্ণুপুরাণ মতে ককুদ্বতীর) গর্ভে প্রদ্যুম্নের পুত্র (চৈ. চ. ১।১।৩২, ১।৫।১২-২০, ৩০-৩৪ ; ২।২০।১৪৬-১৬৬, ১৭৫, ১৯৪)।

**চতুঃশ্লোকী**—শ্রীমদ্ভাগবতের ২য় স্কন্ধের ২ম অধ্যায়ের ৩০; ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ও ৩৫ সংখ্যক ছয়টি শ্লোক (চৈ. চ. ২।২৫।১৮-২৩ শ্লোক) শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন। প্রথম দুইটি ভূমিকা এবং ৩২-৩৫ শ্লোক চতুঃশ্লোকী। ইহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্ত ও তদঙ্গ—এই চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। জ্ঞান—শাস্ত্রার্থ বোধ এবং বিজ্ঞান—তত্ত্বানুভূতি ; শ্রীভগবান্ সঘন্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানই সম্বন্ধ তত্ত্ব। রহস্ত—প্রেমভক্তি বা প্রয়োজন তত্ত্ব এবং তদঙ্গ—সাধন ভক্তি বা অভিধেয় তত্ত্ব। এই চারিটি বিষয়কে দর্শনে **অনুবন্ধ চতুষ্টয়** বলে।

**চতুঃষষ্টি কলা**—কলা ঙ্রঃ।

**চতুঃসম্প্রদায়**—বেদান্তের ভাষ্য ভেদে চারিজন প্রধান আচার্যের প্রবর্তিত চারিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়। রামানুজ স্বামী শ্রীসম্প্রদায়ের, মধ্বাচার্য বা মাধ্ব স্বামী চতুর্মুখ সম্প্রদায়ের, বিষ্ণুস্বামী রুদ্র সম্প্রদায়ের এবং নিম্বাদিত্য স্বামী চতুঃসন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ঙ্রঃ।

**চতুঃসম**—চন্দন, অগুরু, কঙ্গুরী ও কুম্ভুমের মিশ্রণে প্রস্তুত স্নগন্ধি দ্রব্য বিশেষ।

**চন্দ্রশেখর আচার্য**—আচার্য রত্ন ঙ্রঃ।

**চন্দ্রশেখর বৈষ্ণ**—শ্রীচৈতন্য শাখার কাশীবাসী ভক্ত। জাতিতে বৈষ্ণ। লিখনবৃত্তি দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতেন। তপন মিশ্রের বন্ধু। কাশী বাস কালে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করিতেন এবং তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন। চন্দ্রশেখরের গৃহেই মহাপ্রভুর সহিত সনাতন গোষ্ঠাস্থীর মিলন হয়। চন্দ্রশেখর ও কাশীবাসী অগ্রাগ্র ভক্তের অহুরোধে মহাপ্রভু যারাবাদী সন্ন্যাসীদের নিকটে বেদান্তসূত্রের ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা করিলে ইঁহারা সকলে বৈষ্ণব হইয়া যান।

**চব্বিশ ঘাট**—যমুনার চব্বিশ ঘাট, যথা—অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, সংসার মোচন, প্রয়াগ, কনকল, তিন্দুক, সূর্য, বটস্বামী, ধ্রু, ঋষি, মোক্ষ, বোধ, নব, ধারাপতন, সংযমন, নাগ, ঘণ্টাভরণ, ব্রহ্মলোক, লোম, সরস্বতী, চক্র, দশাশ্বমেধ, বিষ্ণুরাজ ও কোটি।

**চরাঞা**—প্রা. উপভোগ করিয়া (চৈ. চ. ৩।২।১১৮)

**চরায়**—প্রা. পালন করে ( চৈ. চ. ১১০৮১ ) ।

**চলয়ে**—প্রা. নড়ে ( চৈ. চ. ২১৬৯ ) ।

**চলিলা**—প্রা. বিচলিত হইলে ( চৈ. চ. ৩৭১৪৫ ) ।

**চলে হালে**—প্রা. নড়ে বা হেলিয়া পড়ে ( চৈ. চ. ২১৩৪৮ ) ।

**চাখি**—প্রা. পরীক্ষার্থ আশ্বাদন করি ( চৈ. চ. ১১২১২৩ ) ।

**চাখড়া**—প্রা. ভাঙ ( চৈ. চ. ৩১১১৭৪ ) ।

**চাঙ্গে**—প্রা. উচ্চমঞ্চে ( চৈ. চ. ৩৯১১২ ) ।

**চাতুর্দশান্ত**—শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্যন্ত চারিমাস ( চৈ. চ. ২১৯৭৮ ) ।

**চামা চাবামা**—গুরু ছোলা ( চৈ. চ. ২১২৫১৫৭ ) ।

**চান্দপুর**—হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম ; সপ্তগ্রামের পূর্বদিকে । হিরণ্য দাস—গোবর্ধন দাসের পুরোহিত বলরাম আচার্য এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরু যত্নন্দন দাস এই চান্দপুরে বাস করিতেন ।

**চাপল**—ব্যভিচারী ভাব প্রঃ ।

**চাম**—চর্ম ( চৈ. চ. ২১০১১৫২ ) ।

**চারিবিধ পাপ**—পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক । অথবা, অপ্রারক ফল, ফলোন্মুখ, বীজ ও কুট । **কুট**—প্রারক ভাবে উন্মুখ, **বীজ**—বাসনাময়, **ফলোন্মুখ**—প্রারক, **অপ্রারক ফল**—যাহা এখনও কুটাদি রূপ কার্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই ( চৈ. চ. ২১২৪১৪৫ ) ।

**চারিভিভে**—চারিদিকে ( চৈ. চ. ২১৯২১৫ ) ।

**চালাইল**—কেপাইবার চেষ্টা করিল ( চৈ. চ. ৩৭১১৪৫ ), ছুড়িয়া দিল ( চৈ. চ. ২১২১২৫ ) ।

**চালায়**—আচরণ করে ( চৈ. চ. ১১৭১১২২ ) ।

**চাহয়ে**—প্রা. চাহে ( চৈ. চ. ১১৬৮২ ) ।

**চিংকণ**—চিং শক্তির কণিকা, জীব ভগবানের চিংকণ অংশমাত্র ( চৈ. চ. ২১৮১১০৫ ) ।

**চিন্ত**—অচলজ্ঞানাস্তিকা বৃত্তি ( চৈ. চ. ২১২১২৭ ) ।

**চিত্র**—অঙ্কিত, আশ্চর্য ( চৈ. চ. ২১৩১১৩৬ ) ; **চিত্রবর্ণ**—বিচিত্র বর্ণের ( চৈ. চ. ১১৩১১০২ ) ।

**চিত্রজ্ঞ**—মোহনাখ্য মহাভাবের বৃত্তি বিশেষ । প্রিয়তমের কোনও হৃদয়ের দর্শনে গূঢ় রোষ বশতঃ বিবিধ ভাবময় জল্প বা বাগ্‌বিত্তাস । ইহার অবসানে

তীর্থ উৎকর্ষা প্রকাশ পায়। চিত্রজন্মের দশটি অঙ্গ, যথা—প্রজন্ম, পরিজন্ম, বিজন্ম, উজ্জন্ম, সংজন্ম, অবজন্ম, অভিজন্ম, আজন্ম, প্রতিজন্ম ও হুজন্ম। ভ্রমর-গীতায় ইহাদের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে (চৈ. চ. ২।২৩।৩৮-৪০)। সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই : **প্রজন্ম**—অশ্রু, ঈর্ষা, মদযুক্ত বাক্যাদি দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্বক প্রিয় ব্যক্তির অকৌশল (অপটুতা) বর্ণন। **পরিজন্ম**—প্রভু কর্তৃক প্রেরিত দূতের নিকটে প্রভুর নিদয়তা, শঠতা ও চাপল্যাদির উল্লেখ করিয়া ভক্তীতে মোহন ভাববতীর নিজের বিচক্ষণতা প্রকাশক জল্পকে পরিজন্ম বলে। **বিজন্ম**—প্রিয়তমের প্রতি ভিতরে গৃঢ় মান, অথচ বাহিরে স্থম্পষ্ট অশ্রু প্রকাশক কটাক্ষোক্তি। **উজ্জন্ম**—যাহার ভিতরে গৃঢ় গর্ব আছে, এরূপ ঈর্ষা দ্বারা প্রিয়তমের কুহকতা কীর্তন ও অশ্রুযুক্ত আক্ষেপ। **সংজন্ম**—দুর্গম সৌন্দর্য (উপহাসাত্মক) আক্ষেপ দ্বারা প্রিয়তমের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশক বাক্য। **অবজন্ম**—প্রিয়তম অত্যন্ত নিষ্ঠুর, কামুক ও ধূর্ত, তাঁহাতে আসক্তিতে ভয়ের কারণ আছে, এরূপ ভাব প্রকাশক ঈর্ষাপূর্ণ উক্তি। **অভিজন্ম**—প্রিয়তম পক্ষিগণকে পর্যন্ত খেদায়িত করেন বলিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করা কর্তব্য, এরূপ অহুতাপমূলক বচন। **আজন্ম**—অহুতাপ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের কুটিলতা ও দুঃখ-প্রদাদি এবং ভঙ্গিক্রমে অস্ত্রের স্থদায়িতার কীর্তন। **প্রতিজন্ম**—‘দ্বন্দ্বভাব (মিথুনাভূত অবস্থা) যাহার পক্ষে দৃষ্ট্যজ্য, তাহার সঙ্গপ্রাপ্তি বাঞ্ছনীয় নহে’—এই বিনয়গত অথচ দূতের সম্মানসূচক বাক্য যে অবস্থায় উক্ত হয়, তাহাকে প্রতিজন্ম বলে। **হুজন্ম**—যাহাতে সরলতা নিবন্ধন গান্ধীর্ঘ, দৈন্ত, চপলতা এবং অত্যন্ত উৎকর্ষার সহিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সংবাদাদি জিজ্ঞাসিত হয়, তাহাকে হুজন্ম বলে। (উ. নী. স্থা. ১৪০-১৪৩)।

**চিত্রোৎপলা নদী**—মহানদীর যে অংশ কটকের নিকটে তাহাকে চিত্রোৎপলা নদী বলে।

**চিৎশক্তি**—শক্তি ত্রয়ঃ।

**চিন্তা**—ব্যভিচারী ভাব ত্রয়ঃ।

**চিরিচিরি**—ছিন্ন করিয়া (চৈ. চ. ৩।১৩।১৭)।

**চিহ্নিতে**—চিনিতে (চৈ. চ. ৩।১৮।৮২)।

**চিহ্নোপলক্ষণ**—মহাপুরুষের লক্ষণ ত্রয়ঃ।

**চীর ঘাট**—যমুনার একটি ঘাট। এখানে বজ্রহরণ লীলা হইয়াছিল।

**চুলা**—চুল্লী, উত্তন (চৈ. চ. ৩।১৩।৫৪)।

**চেতী**—দাসী (চৈ. চ. ১।১৩।১১০)।

**চৈতন্য**—১. চেতনা, ২. জীবনের লক্ষণ, ৩. জ্ঞান, ৪. চৈতন্যদেব, গৌর ভ্রঃ।

**চৈতন্য**—চিন্তা+ঋ। চিন্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্ধ্যামী (চৈ. চ. ১।১।২২)। **চৈতন্য**—বৌদ্ধমঠ; মন্দির।

**চোকা**—প্রা. যাহা চুষিয়া খাওয়া হইয়াছে (চৈ. চ. ৩।১৬।৩২)।

**চৌঠাজন**—প্রা. চতুর্থজন (চৈ. চ. ২।৪।১২৩)।

**চৌঠা**—প্রা. চারিভাগের একভাগ (চৈ. চ. ৩।৮।৫০)।

**চৌতরা, চবুতরা**—প্রা. চত্বর (চৈ. চ. ৩।৬।৫২)।

**চৌদোলা**—প্রা. চতুর্দোলা (চৈ. চ. ২।১৪।১২৬)।

**চৌদ্দভুবন**—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ, সত্য, অতল, বিতল, স্থতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। বিরাট পুরুষের পদযুগল ভূলোক, নাভিযুগল ভুবলোক, হৃদয় স্বলোক, বক্ষ মহলোক, গ্রীবা জনলোক, ওষ্ঠদ্বয় তপোলোক, মস্তক সত্যলোক, কটি অতল, উরুদ্বয় বিতল, জাহ্নুদ্বয় স্থতল, জঙ্ঘাদ্বয় তলাতল, গুলফদ্বয় মহাতল, চরণযুগলের অগ্রভাগ রসাতল এবং পদতল পাতাল (চৈ. চ. ১।৫।৮২)। ভাঃ ২।৫।৩৬-৪২ অনুসারে বিরাট পুরুষের চরণ হইতে কটি পর্যন্ত অবয়বে অতলাদি সপ্তপাতাল এবং অঘন হইতে মস্তক পর্যন্ত অবয়বে ভূরাদি সপ্ত উর্ধ্বলোক কল্পিত। বিষ্ণুপুরাণ মতে পাতালগুলির নাম কিঞ্চিৎ ভিন্ন, যথা—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমং, মহাতল, শ্রেষ্ঠ স্থতল ও পাতাল (বি. পু. ২।৫।২)।

**চৌরাশী লক্ষ যোনি**—জীব ৯ লক্ষ বার জলজ যোনিতে, ২০ লক্ষ বার স্থাবর যোনিতে, ১১ লক্ষ বার কুমি যোনিতে, ১০ লক্ষ বার পক্ষি যোনিতে, ৩০ লক্ষ বার পশু যোনিতে এবং ৪ লক্ষ বার মনুষ্য যোনিতে ভ্রমণ করে। পরে সাধন বলে সকল যোনি ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম যোনি প্রাপ্ত হয়। (চৈ. চ. ২।১২।১২৫)।

**চৌষষ্ঠি অল সাধন ভক্তি**—সাধন ভক্তি ভ্রঃ।

ছ

**ছটা**—প্রা. লেশমাত্র (চৈ. চ. ৩।১৫।১২)।

**ছত্র**—প্রা. সত্র, অন্নাদি বিতরণের স্থান (চৈ. চ. ৩।৬।২১৭)।

**ছত্রতোর্গ**—চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর-মজিলপুর হইতে দুই-তিন ক্রোশ দক্ষিণে। এই গ্রামকে কেহ কেহ 'খাড়ি' বলেন। এ স্থানে 'বৈষ্ণবকানাথ' শিবলিঙ্গ এবং তাহার কিছু দূরে 'দেবী ত্রিপুরেশ্বরী' আছেন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদে নন্দ-ব্রজ উপলক্ষে এখানে মেলা হয়।

**ছন্ন—ছল** ( চৈ. চ. ২।১০।১৫০ ) ।

✓ **ছন্ন গোআমী**—শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ দাস । যথা—“জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ । শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥ এ ছন্ন গোসাঞ্জির করি চরণ বন্দন । যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অতীষ্ট পূরণ ॥ এ ছন্ন গোসাঞ্জি যবে ব্রজে কৈলেন বাস । রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলেন প্রকাশ ॥”—নরোত্তম দাস ঠাকুর ।

**ছন্ন তত্ত্ব**—ষড়্, তত্ত্ব ত্রয়ঃ ।

**ছল**—বক্তার উক্তির মর্মের বহির্ভূত কল্পিত দোষারোপ ( চৈ. চ. ২।৩।১৬১ ) ।

**ছাওনি**—প্রা. চালা, ডেরা ( চৈ. চ. ৩।১৩।৬২ ) ।

**ছাওয়াল**—প্রা. সস্তান ( চৈ. চ. ১।১৭।১০৫ ) ।

**ছানি**—প্রা. মিশাইয়া ( চৈ. চ. ৩।১২।৩২ ) ।

**ছার**—প্রা. তুচ্ছ ( চৈ. চ. ২।১৫।২৭৫ ) ।

**ছিণ্ডাকানি**—প্রা. ছেঁড়া পুরাতন বস্ত্র ( চৈ. চ. ৩।৩।৩০৬ ) ।

**ছিণ্ডিয়া**—প্রা. ছিড়িয়া ( চৈ. চ. ১।১৭।৫৮ ) ।

**ছুঁই**—প্রা. স্পর্শ করিয়া ( চৈ. চ. ১।১৭।২১২ ) ; **ছুঁইতে**—স্পর্শ করিতে ( চৈ. চ. ১।৭।২৮ ) ।

**ছুটিলু**—নিস্তার পাইলাম ( চৈ. চ. ২।২০।২২ ) ।

✓ **ছোট হরিদাস**—ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুকে নিত্য কীর্তন শুনাইতেন । ভগবান্ আচার্যের আদেশে ইনি মহাপ্রভুর ভিকার জগ্ন বৃদ্ধা তপস্বিনী মাধবী দাসীর নিকট হইতে ভাল চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন । প্রকৃতি ( নারী ) সম্ভাষণে মহাপ্রভুর নিবেদন ছিল । এই আদেশ অমান্য করায় মহাপ্রভু ইহাকে বর্জন করেন ( চৈ. চ. ৩।২।১০০-১৪৫ ) ।

## জ

**জগজ্জন**—প্রা. জগদ্বাসী লোক ( চৈ. চ. ২।২৫।২২৮ ) ।

**জগদানন্দ পণ্ডিত**—কাকন পল্লী নিবাসী মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ ভক্ত । পূর্ব লীলায় সত্যভামা । সম্যাসের পরে মহাপ্রভু যখন শান্তিপুত্র হইতে নীলাচলে আসেন, তখন ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে নীলাচলে আসিয়াছিলেন । সাধারণতঃ নীলাচলে থাকিতেন । মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর আদেশে নবদ্বীপে যাইতেন । ইনি মহাপ্রভুকে স্তখে রাখিবার জগ্ন সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন । মহাপ্রভুর বায়ুরোগ নিবারণের জগ্ন ইনি এক ভাণ্ড স্বগন্ধি পাক তৈল গোড় হইতে

আনিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহা অঙ্গীকার না করায় ইনি অভিমান ভরে উপবাস করিতে থাকেন। মহাপ্রভু ইহার হস্তে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ইহার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন। মথুরায় তীর্থযাত্রা কালে ইনি সনাতন গোস্বামীর সঙ্গে বাস করিতেন। একদা গোস্বামী পাদ মহাপ্রভু ভিন্ন অত্র এক সন্ন্যাসীর রক্তবর্ণ বহির্বাঁস মস্তকে ধারণ করায় ইনি সনাতন গোস্বামীকে প্রহার করিতে উত্তত হন। জগদানন্দের মহাপ্রভুর প্রতি নিষ্ঠা পরীক্ষার জগ্গাই গোস্বামী-পাদ এরূপ করিয়াছিলেন। তিনি সেই বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া দেন।

**জগদীশ পণ্ডিত**—শ্রীচৈতন্য পার্শদ। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট, পরে নবদ্বীপবাসী। ইহার সহোদরের নাম হিরণ্য। ইহার কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং অদৈতাচার্যের সভায় সর্বদা কৃষ্ণকথা শুনিতেন। একদা এক একাদশী তিথিতে তাঁহার প্রহর সহিত বিবিধ উপচারে বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীগোরাঙ্গ তখন শিশু। তিনি কিজগ্গ খুব কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। সকলে হরিনাম কীর্তন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অত্রাত্ত দিনের জায় হরিনামে প্রভুর কান্না বন্ধ হইল না। তিনি বলিলেন—জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত বিষ্ণুর নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই নৈবেদ্য তাঁহাকে আনিয়া দিলে কান্না বন্ধ হইবে। সকলে বিস্মিত হইলেন। কারণ সেই শিশুর পক্ষে পণ্ডিতত্বের বিষ্ণুপূজার আয়োজনের কথা জানা সম্ভব নয়। কান্না যখন কিছুতেই থামিল না, তখন জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিতকে সমস্ত জানানো হইল। তাঁহার গোপাল জ্ঞানে মহাপ্রভুকে সেই নৈবেদ্য প্রদান করিলেন, নৈবেদ্য খাইয়া মহাপ্রভুর কান্নাও বন্ধ হইল। পূর্ব লীলায় উভয় পণ্ডিত যজ্ঞপত্নী ছিলেন।

**জগন্নাথ (ক্ষেত্র)**—পুরী। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্থান।

**জগন্নাথ মিশ্র**—শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর পিতা এবং উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র। ইহার পূর্ব নিবাস শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি ধার্মিক ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। পূরন্দর ইহার উপাধি ছিল। ইনি গঙ্গাতীরে বাস ও সংস্কৃত চর্চার উদ্দেশ্যে স্থায়ীভাবে নবদ্বীপে চলিয়া আসেন। এখানে নীলাশ্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচী দেবীর সহিত ইহার বিবাহ হয়। ক্রমে ক্রমে জগন্নাথ-শচীমাতার আটটি কন্যার মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে ১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খ্রিঃ) শ্রীগোরাঙ্গের জন্ম হয়। বিশ্বরূপ অদৈতাচার্যের নিকটে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অল্প বয়সেই অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠেন। ইনি ঘোবনে পদার্পণ করিলে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহ দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু বিশ্বরূপের সংসারে স্পৃহা ছিল না। তিনি গোপনে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

শ্রীগোরাঙ্গ অসাধারণ প্রতিভাধর হইলেও শৈশবে অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। শিশুর অঙ্গে নানারূপ ভগবৎ চিহ্ন থাকিলেও জগন্নাথ ইহাকে পুত্রবৎ লালন পালন করিতেন এবং নানাভাবে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেন। বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করায় জগন্নাথের দেহ-মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইনি অল্পকাল পরে পরলোক গমন করেন।

**জগন্নাথ-বল্লভ-উত্তান**—পুরীধামে জগন্নাথ মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী একটি উত্তানের নাম।

**জগত্তরি**—প্রা. জগৎ ভরিয়ী, সমস্ত জগতে ( চৈ. চ. ১।১৩।২৪ )।

**জগমোহন**—দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ দালান যাহা হইতে বিগ্রহ দর্শন করা হয় ( চৈ. চ. ২।৪।১১২ )।

**জগাই মাধাই**—ইহারা নবদ্বীপের কোটাল ছিলেন। ভাল নাম জগন্নাথ ও মাধব। সদব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পূর্ব জন্মে ইহারা বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয় ও বিজয় ছিলেন। সদবংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ইহারা অতিশয় মথপ, অত্যাচারী ও অসৎ-চরিত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ ও হরিদাস হরিনাম প্রচার করিতেন। কিন্তু ইহারা তাহাতে বাধা দিতেন। শেষে একদিন মাতাল অবস্থায় মাধাই কলসীর কানা ছুড়িয়া নিত্যানন্দ প্রভুর মাথায় আঘাত করেন এবং ইহাতে রক্ত ঝরিতে থাকে। মাধাই আবার মারিতে চাহিলে জগাই তাহাকে বাধা দেন। মহাপ্রভু এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ছুটিয়া আসেন এবং ক্রোধে ইহাদিগকে শাস্তি দিতে উদ্যত হন। দয়াল নিতাই প্রভুকে শাস্ত করেন এবং ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রভুর চরণে বিনীত আবেদন করেন। জগাই নিত্যানন্দ প্রভুকে আবার প্রহারে মাধাইকে বাধা দিয়াছেন জানিয়া মহাপ্রভু জগাইকে কোল দেন। তিনি ইহাতে কৃষ্ণপ্রমে বিভোর হইয়া পড়েন। প্রভুর ইঙ্গিতে মাধাই নিত্যানন্দের চরণে লুটাইয়া পড়িলে নিতাইও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আলিঙ্গন করেন। তখন মহাপ্রভুও মাধাইকে কোল দেন। সেই হইতে ইহারা সমস্ত দুর্কর্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম ভাগবত কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠেন। ইহারা প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া দুইলক্ষ বার কৃষ্ণনাম জপ করিতেন।

**জগাতি**—প্রা. ১. চুঙ্গী, বিক্রয় দ্রব্যের ক্রয় আদায়ের স্থান; ২. জঙ্গল; ৩. বজ্রাট; ৪. আপদ বিপদ ( চৈ. চ. ২।৪।১৮২ )।

**জলম**—উরুধরের মধ্যবর্তী স্থান ও নিকট।

**জলম**—গতিশীল ( চৈ. চ. ২।১২।১২৭ ) ; যথা—মহুয়া, পল্ল, পক্ষী প্রভৃতি।

**জাবর**—স্থিতিশীল, যথা—বৃক্ষাদি।

**জড়শক্তি**—শক্তি দ্রঃ ।

**জড়িমা**—জড়তা ( চৈ. চ. ৩।১৭।১৬ ) ।

**জন্মসন্ন**—জন্মস্থান ( চৈ. চ. ২।২০।২৪৫ ) ।

**জন্মাইহ**—প্রা. উৎপাদন করিও ( চৈ. চ. ৩।৩।২৮ ) ।

**জপ**—নামাভাস দ্রঃ । পতঞ্জলি মতে মন্ত্রের অর্থ ভাবনাই জপ এবং মন্ত্রোক্ত দেবতার মূর্তি চিন্তাই ধ্যান । মন্ত্রস্থ স্থলযুঃ উচ্চারো জপঃ ( ভ. র. সি. ২।৬৫ ) ।

**জরজরে**—প্রা. জর্জরিত ( চৈ. চ. ২।২।২০ ) ।

**জরদগব**—বৃদ্ধ গরু ( চৈ. চ. ১।১৭।১৫৫ ) ।

**জরে**—প্রা. জর্জরিত হয় ( চৈ. চ. ২।৩।১২১ ) ।

**জলাভ্রলি**—প্রা. জল ফেলাফেলি ( চৈ. চ. ৩।১৮।৮৪ ) ।

**জন্ম**—পরম্পর গোষ্ঠী ও বাদাম্বুবাদ যুক্ত কথা ( উ. নী., গোণ সন্তোগ—১০ ) ।

**জাড্য**—১. জড়তা ( চৈ. চ. ১।৫।১৪৪ ) ; ২. ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ( চৈ. চ. ২।৮।১০৫ ) ।

**জাড়ি**—প্রা. জালা, পাত্র ( চৈ. চ. ২।২০।১২০ ) ।

**জাতপ্রেমভক্ত**—ব্রজভাবে সাধকের চিত্তে কৃষ্ণরতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া প্রেম পর্যায়ে উন্নীত হইলে তাহাকে **জাতপ্রেমভক্ত** বলে । সাধন মার্গে প্রেম বিকাশের স্তর এইরূপ :—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গেহথ ভজন ক্রিয়া ।

ততোহনর্থ নিবৃত্তিঃ শ্রাৎ ততো নিষ্ঠা কচিস্ততঃ ॥

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদয়তি ।

সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাকৃত্যবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥ ( ভ. র. সি. ১।৪।১১ ) ।

—অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহে প্রেম বিকাশের পূর্বে সাধু সঙ্গে শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারা প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে ক্রমশঃ স্বীয় উত্তমে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থ নিবৃত্তি, ভজনে নিষ্ঠা, ভজনে কচি, ভজনে আসক্তি, তৎপরে রতি বা প্রেমাস্কুর এবং সর্বশেষে প্রেম প্রকাশ পায় । সাধক যথাবস্থিত দেহে প্রেমের পরবর্তী স্নেহ, মান, প্রণয়াদি স্তরে উন্নীত হইতে পারেন না । ধাঁহার রতি পর্যায়ে উন্নীত হন, তাঁহাদিগকে **জাতরতিভক্ত** বলে এবং ধাঁহার প্রেম পর্যায়ে উন্নীত হন, তাঁহাদিগকে **জাতপ্রেমভক্ত** বলে । জাতরতিভক্তদের সম্যকরূপে অনর্থ নিবৃত্তি হয় না । ইহাদিগকে **সাধকভক্ত**-ও বলা হয় । বিষমঙ্গল ঠাকুর **জাতরতিভক্ত** ।— ( ভ. র. সি., দক্ষিণ বিভাগ—১।১৩৮ ) ।

জাতপ্রেমভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীপাদকে বলিয়াছেন—

যার চিন্তে কৃষ্ণ প্রেমা করয়ে উদয়।

তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা ( অর্থাৎ চেষ্টা ) বিজে না বুঝয় ॥

—( চৈ. চ. ২।২৩।২১ ) ।

শ্রীমদ্ ভাগবতে ইহাদের লক্ষণ ( ভাঃ ১।১।২।৪০ ) এইরূপ :—

\* এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা, জাতানুগাণো জ্ঞতচিত্ত উচ্চৈঃ ।

হস্যতাথো রোদিতি রোতি গায়ত্যান্মাদবম্ভ্যতি লোকবাহঃ ॥

অর্থাৎ জাত প্রেম ভক্তের সাংসারিক মান অপমান বোধ লুপ্ত হয়। তিনি

উন্নতের হ্রায় ক্ষণে ক্ষণে হাস্য, চীৎকার, গান বা নৃত্য করিয়া থাকেন।

জাতরতিভক্ত—জাতপ্রেমভক্ত দ্রঃ ।

জাতু—কদাচিৎ ( গী. ৩।৫ ) ।

জানা—প্রা. রাজপুত্র ( চৈ. চ. ৩।২।১২ ) ।

জানি—প্রা. যেন, মনে হয় ( চৈ. চ. ১।১৪।৭ ) । জানিল—জানিতে পারিল  
—( চৈ. চ. ২।৬।২৫২ ) ।

জানুচক্রমণ—হামাগুড়ি দেওয়া ( চৈ. চ. ১।১৪।১৮ ) ।

জানোঁ—প্রা. জানি ( চৈ. চ. ২।২।১২০ ) ।

জানুবন্ত, জানুবান্—শ্রীকৃষ্ণ মহিষী জানুবতীর পিতা ( চৈ. ভা. ২।৭।২।২২ ) ।

জারণ—দাহ ( চৈ. চ. ১।৫।৫২ ) ।

জারে—প্রা. জর্জরিত করে ( চৈ. চ. ২।২০।২৬ ) ।

জালিক—প্রা. জালিয়া ( চৈ. চ. ৩।১৮।৪৩ ) ।

জিহ্বাসু—অর্ত দ্রঃ ।

জিহ্বাগীর—প্রা. জীবমুক্ত মহাপুরুষ ( চৈ. চ. ২।২০।৪ ) ।

জীভে—প্রা. জীবিত থাকিতে ( চৈ. চ. ৩।১২।৪২ ) ।

জীব—প্রা. জীবিত থাকিব ( চৈ. চ. ২।৩।১৭৩ ) ।

জীবকোটিব্রজা—ব্রজা দ্রঃ ।

জীবকোটি রুদ্র—ঈশ্বর কোটি রুদ্র দ্রঃ ।

জীব গোস্বামী—শ্রীজীব গোস্বামী দ্রঃ ।

জীবন্ত—ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীব বিজ্ঞান, তাহার চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ  
করিয়া থাকে। ভগবান্ বিভূচিৎ আর জীব ভগবানের চিৎকণ অংশমাত্র।  
খেতাস্থতর উপনিষদ বলেন—জীব একটি চুলের অগ্রভাগের শতাংশের

গ্রায় ক্ষুদ্র। জীব স্বাবর ও জঙ্গম ভেদে দ্বিবিধ। বৃকলতাদি স্বাবর এবং মনুষ্য পশুপক্ষী প্রভৃতি গতিশীল জীব জঙ্গম। জঙ্গমের মধ্যে মনুষ্যের সংখ্যা অতি অল্প। এই অল্প সংখ্যক মনুষ্যের মধ্যে স্নেহ পুণ্ড্রাদি বহু আছে যাহারা বেদ মানে না। যাহারা বেদনিষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে অর্ধেকই মুখে মাত্র বেদ মানে, বৈদিক ধর্ম পালন করে না। যাহারা ধর্মাচারী, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আবার ভক্তিহীন কর্মনিষ্ঠ। কোটি কর্মনিষ্ঠের মধ্যে কদাচিৎ একজন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখা যায়। কোটি জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে একজন মুক্ত পুরুষ থাকিতে পারেন। আর কোটি মুক্ত পুরুষের মধ্যেও একজন কৃষ্ণভক্ত দুর্ভাগ (চৈ. চ. ২।১২।১২৫-১৩১)।

জীব স্বরূপতঃ ভগবানের শক্তি। বিষ্ণুপুরাণ (৬।৭।৬১) বলেন—

“বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাত্যা তথাপর্য।

অবিদ্যা কর্ম-সংজ্ঞাত্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে”।

অর্থাৎ বিষ্ণুশক্তি বা অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি পরাশক্তি, আর একটি শক্তির নাম ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি বা তটস্থ জীবশক্তি এবং তৃতীয় শক্তির নাম অবিদ্যা কর্ম সংজ্ঞা বা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি।

জীব ভগবানের অংশ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

“মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ”।—(গী. ১৫।৭)।

বেদান্ত মতেও জীব ব্রহ্মের অংশ। ভগবানের অংশ দুই প্রকার—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। লীলাবতার গুণাবতারাদি স্বাংশ এবং জীব ভগবানের বিভিন্নাংশ অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হইতে বিশেষ রূপে ভিন্ন অংশ। জীব দুই প্রকার—নিত্যমুক্ত ও অনাদিবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীব কৃষ্ণ পার্শ্বদ শ্রেণীভুক্ত। অনাদিবদ্ধ জীব অনাদি কাল হইতে কৃষ্ণ বহিমুখ। সেজন্ত মায়া তাহাকে শাস্তি দিয়া থাকে (চৈ. চ. ২।২২।৫-১১)। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। সাধুসঙ্গে শাস্ত্রাচ্ছাসনে চলিলে জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন মায়া তাহাকে ত্যাগ করে ও সে সংসারের দুঃখ যন্ত্রনা হইতে অব্যাহতি লাভ করে (চৈ. চ. ২।২৪।১৩০-১৩১)।

**জীবমুক্তি**—স্ব স্বরূপাথও ব্রহ্মণি সাংক্য কৃতেহজ্ঞান-তৎকার্য সক্ষিত কর্মাদীনাং বাধিতত্বাদখিল বন্ধ রহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবমুক্তঃ—বেদান্তসার। অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে জীবের অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত কর্মাদি ধ্বংস হইলে তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। এই অবস্থার নাম জীবনমুক্তি (চৈ. চ. ২।২২।২০)।

**জীবমায়ী**—স্বরূপ লক্ষণে জীবমায়ী শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি, আর যোগমায়ী তাঁহার অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি। যোগমায়ী প্রকট লীলার সহায়কারিণী। তটস্থ লক্ষণে জীবমায়ার কার্য প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে, আর যোগমায়ার কার্য চিন্ময় ভগবদ্ধামে। জীবমায়ী শ্রীকৃষ্ণ বহিমুখ জীবের মুখস্থ জন্মায়। আর যোগমায়ী প্রকট লীলায় লীলারস আন্বাদনের জগু শ্রীকৃষ্ণ, তৎপরিকর বা ভক্তগণের মুখস্থ জন্মায়। যোগমায়ী দ্রঃ।

**জীবশক্তি**—শক্তি দ্রঃ।

**জীন্সিংহক্ষেত্র**—মাদ্রাজের বিশাখাপত্তনম্ জেলার একটি তীর্থস্থান। সেখানে পর্বতের চূড়ায় ত্রীনৃসিংহদেবের মন্দির আছে।

**জীবাতু**—১. জীবনৌষধি ; ২. জীবন ধারণের উপায় ( চৈ. চ. ১।৪।২০৫ )।

**জীবিত**—প্রা. জীবন ( চৈ. চ. ৩।১৬।১২৬ )।

**জীবে**—প্রা. জীবিত থাকিবে ( চৈ. চ. ২।২।২২ )। **জীবের স্বরূপ**—

১. কেশাগ্র শত ভাগশু শতাংশ সদৃশাত্মকঃ।

জীবঃস্থম্ স্বরূপোহয়ং সঙ্খ্যাভীতো হি চিৎকনঃ ॥

( ভাঃ ১০।৮৭।৩০,—শ্রুতি ব্যাখ্যাপ্রত শ্লোক )।

—অর্থাৎ কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের ছায় স্থম্—ভগবানের চিৎকণ অংশ জীবের স্বরূপ। ২. জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবতত্ত্ব দ্রঃ।

**জীন্স**—প্রা. জীবিত থাকে ( চৈ. চ. ২।২।৩৮ )।

**জীন্সাইতে**—প্রা. বাঁচাইতে ( চৈ. চ. ১।১৭।১৫৪ ) **জীন্সাইল**—প্রা. জীবিত করিল ( চৈ. চ. ১।১২।৬৬ )।

**জীলা**—প্রা. জীবিত হইল ( চৈ. চ. ২।২৫।১৭৭ )।

**জুন্স**—প্রা. সঙ্গত হয় ( চৈ. চ. ১।৪।১৮৮ )।

**জ্ঞানদাস**—বিখ্যাত পদকর্তা। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিউড়ি ও কাটোয়ার মধ্যবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্ম। ব্রাহ্মণ। পদকর্তা বলরাম দাস ও গোবিন্দ দাসের সমসাময়িক। গোবিন্দদাস ছিলেন বিভূষণের অহুকরণকারীদের মধ্যে প্রধান এবং জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অহুকরণকারীদের মধ্যে প্রধান। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্র শিষ্য ছিলেন।

**জ্ঞানমার্গ**—নির্বিশেষ ব্রহ্মহুসন্ধানাত্মক সাধন পথ। জ্ঞানমার্গের সাধক দ্বিবিধ, যথা—**কেবলব্রহ্মোপাসক** ও **মোক্ষাকাঙ্ক্ষী**। **কেবলব্রহ্মোপাসক**—ব্রহ্ম সম্পত্তি লাভের আশায় যাহারা উপাসনা করেন, যারামুক্তি বাসনা

ঋহাদের উপাসনার প্রবর্তক নয়, তাঁহারা কেবলব্রহ্মোপাসক। ইহার৷ ত্রিবিধ—সাধক, ব্রহ্মময় এবং প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়। **সাধক**—নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপাসনায় শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত নব যোগেন্দ্ৰাদির দ্বায় মুক্ত হইয়াও যিনি সাধকের দ্বায় আচরণ করেন, তিনি সাধক। **ব্রহ্মময়**—ঋহার সর্বত্রই ব্রহ্মমুর্তি হয়, অথচ যিনি ব্রহ্মে লীন না হইয়া যথাবস্থিত দেহে আছেন, তিনি ব্রহ্মময়। **প্রাপ্ত ব্রহ্মলয়**—যিনি ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন তিনি প্রাপ্ত, ব্রহ্মলয়। **মোক্ষাকাজী**—মাত্র মুক্তিলাভের আশায় ঋহারা ব্রহ্মোপাসনা করেন, তাঁহারা মোক্ষাকাজী। মোক্ষাকাজী জ্ঞানমার্গের উপাসক তিন প্রকার, যথা—মুমুক্শু, জীবমুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপ। **মুমুক্শু**—মুক্তিকামী। **জীবমুক্ত**—য স্বরূপাথও ব্রহ্মণি সাক্ষাৎ রুতেহজ্ঞান তৎকার্য সঞ্চিত কর্মাদীনাং বাধিতত্বাদখিল বন্ধরাহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবমুক্তঃ,—(বেদান্তসার)। অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে জীবের অজ্ঞান ও অজ্ঞানরুত কর্মাদি ধ্বংস হইলে তিনি বন্ধনমুক্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ হন। এই অবস্থায় তাঁহাকে জীবমুক্ত বলে। **প্রাপ্ত স্বরূপ**—মায়িক স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ-বন্ধন হইতে মুক্ত জ্ঞান মার্গের সাধক যখন মায়াজনিত কর্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা অবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত স্বরূপ বলে (চৈ. চ. ২।২৪।৭৬-৯৩)।

**জ্ঞানমিশ্রাভক্তি**—কৈবল্যকামাভক্তি। তত্ত্বজ্ঞান লিপ্সার সহিত মিশ্রিত ভক্তিমার্গের ভজন। জ্ঞানের তিনটি অঙ্গ, যথা—তৎপদার্থের জ্ঞান বা ভগবন্ত্ব জ্ঞান, তৎ পদার্থের জ্ঞান বা জীবতত্ত্ব জ্ঞান এবং জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান। ভজনে প্রযুক্ত হইয়া এই সমস্ত তত্ত্বালোচনার লোভ হইলে, ভজনে বিঘ্ন ঘটে। সুতরাং ইহা দ্বারা সাধ্যবস্ত লাভ হয় না (চৈ. চ. ২।৮।৫৭-৫৮)।

**জ্ঞানশূন্য ভক্তি**—“জ্ঞানাপেক্ষা রহিত স্বরূপ সিদ্ধা অকিঞ্চনা ভক্তি”। ভগবানের মহিমাদি জ্ঞান, তত্ত্বাদি জ্ঞানশূন্য ভক্তি। ভগবানের মহিমাদি, তত্ত্বাদি জানিবার কোন চেষ্টা না করিয়া কেবল সাধুগুণে ভগবৎ কথাদি শ্রবণ করিয়া যে ভগবৎ-প্রেম মনে উদ্ভিত হয়। এই প্রেম দ্বারা সাধ্যবস্ত লাভ হয় (চৈ. চ. ২।৮।৫৮-৫৯)। জ্ঞানমিশ্রাভক্তি দ্রঃ।

**জ্ঞানী**—আর্ত দ্রঃ।

**জলিপুড়ি**—প্রা. জলিয়া পুড়িয়া, অন্তর্দাহ ভোগ করিয়া (চৈ. চ. ১।১৭।৩২)।

**জ্যামসী**—শ্রেষ্ঠ (গী. ৩।১)।

**জ্যোতিষচক্র**—১. যে চক্রে সূর্যাদি ও অগ্নিহোত্রাদি নক্ষত্রগণ অবস্থান করে, তাহাকে জ্যোতিষচক্র বলে; ২. রাশিচক্র; ৩. জ্যোতিষশাস্ত্র মতে গ্রহনক্ষত্রাদির ভ্রমণ পথ (চৈ. চ. ২।২০।৩২০)।

ঝ

**ঝাটিল**—প্রা. ঝাট দিয়া সংগৃহীত আবর্জনা (চৈ. চ. ২।১২।৮৮)।

**ঝামটপুর**—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দুই ক্রোশ উত্তরে নৈহাটীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ত্রীপাট।

**ঝারিখণ্ড**—বাংলাদেশের পশ্চিমে অবস্থিত জঙ্গলময় প্রদেশ। বর্তমান আটগড়, ঢেকানল, আজুল, লাহারা, কিয়েগুর, বামড়া, বোলাই, গাজপুর, ছোটনাগপুর, যশপুর, সরগুজা প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চল। এই অঞ্চল দিয়া ত্রিচৈতন্যদেব পুরীধামে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

**ঝালি**—পেটেরা (চৈ. চ. ১।১০।২৪)।

**ঝিকড়**—প্রা. মাতীর পাত্র ভাঙ্গা খোলা (চৈ. চ. ১।১২।৮৫)।

**ঝুট**—প্রা. উচ্ছিষ্ট (চৈ. চ. ২।৩।৮৪)।

**ঝুরি**—প্রা. দক্ষ হইয়া (চৈ. চ. ২।১।৫০)।

**ঝুরে**—প্রা. ঝুরি, চিন্তায়-ম্রিয়মান হই (চৈ. চ. ৩।১৩।১৪২)।

**ঝুলনি**—প্রা. শিরোবেষ্টন, পাগড়ি (চৈ. চ. ৩।১৪।২২)।

ঞ

**ঞিহা**—প্রা. এইখানে (চৈ. চ. ১।১২।৩৪)।

ট

**টাটি**—প্রা. বেড়া (চৈ. চ. ২।৪।৮১)।

**টানাটানি**—প্রা. বর্ণনার বৃথা চেষ্টা (চৈ. চ. ২।৯।৩৩১)।

**টুকী**—মঞ্চ (চৈ. চ. ২।১৫।১২১)।

**টুটি**—ছিঁড়িয়া (চৈ. চ. ২।১৪।২৩১)।

**টোটা**—বাগান (চৈ. চ. ২।১১।১৫১)।

ঠ

**ঠাই, ঠাঞি**—প্রা. স্থানে (চৈ. চ. ১।১৬।৫২)।

**ঠাকুর**—১. শাসনকর্তা (চৈ. চ. ১।১৭।২০৩); ২. দেবতা; ৩. পূজ্য ব্যক্তি।

**ঠাকুর মহাশয়**—নরোত্তম দাস ঙ্রঃ।

**ঠাকুরালি**—প্রা. ঠাকুরের ভাব বা লীলা, প্রভুত্ব, রঙ্গ, ছলনা।

ঠাট—প্রা. ১. সমূহ (চৈ. চ. ১১৭১২৭৫); ২. ভাবভঙ্গী, ছলাকলা;  
৩. কাঠামো।

ঠাল—প্রা. স্থান, স্থিতি (চৈ. চ. ৩১২১৩৭)।

ঠায়—প্রা. ভঙ্গী (চৈ. চ. ১১৩১১১)।

ঠারে—প্রা. ইঙ্গিতে (চৈ. চ. ৩১৬১৫০)।

ঠিকারী—প্রা. ছোট ছোট টুকরা (চৈ. চ. ২১৪১৩৮)।

### ড

ডঙ্ক, ডাক—মন্ত্র দ্বারা যাহারা সর্প চিকিৎসা করেন (চৈ. ভা. ১০৫১২১৮)।

ডয়—প্রা. ভয় (চৈ. চ. ৩৬১২২)।

ডাকা—প্রা. ডাকাইত (চৈ. চ. ৩১২১৮২)। ডাকাভিয়ারা—প্রা. ডাকাইতের  
হায়া (চৈ. চ. ৩১৫১৬৫)।

ডারা—প্রা. টেলিয়া দেওয়া (চৈ. চ. ৩১২১৬)। ডারি, ডারিয়া—প্রা.  
ফেলিয়া—(চৈ. চ. ৩১২১৩, ৪০)।

ডিঙ্গা—প্রা. নৌকা (চৈ. চ. ২১২১৩০)।

ডোঙ্গা—প্রা. কলা গাছের খোলা দ্বারা প্রস্তুত পাত্র (চৈ. চ. ২১৩১৪২)।

ডোর—প্রা. বস্ত্রখণ্ড (চৈ. চ. ২১০১১৬৫)। ডোরী—দড়ি, কাছি (চৈ. চ.  
২১৪১২৩৪)।

### ড

ঢাকা দক্ষিণ—শ্রীহট্ট জেলায়, বর্তমান বাংলাদেশে। শ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃ-  
পুরুষের আদি নিবাস। এখনও এখানে মহাপ্রভুর বাড়ীতে বিগ্রহ আছেন।  
রথযাত্রাদি উপলক্ষে রথ হয় ও মেলা বসে। চৈত্রমাসেও প্রতি রবিবারে  
মেলা বসে।

ঢেকা—প্রা. ধাকা (চৈ. চ. ২১২১২২৫)।

### ত

তড়া—প্রা. টাকা (চৈ. চ. ১১২১৩০)।

তটস্থ লক্ষণ—স্বরূপ লক্ষণ দ্বঃ।

তটস্থা শক্তি—জীবশক্তি। জীবশক্তিকে তটস্থা শক্তি বলা হয়। কারণ  
তাহা চৈতন্যমুক্ত বলিয়া শ্রীভগবানে প্রবিষ্ট, আবার বহিমুখী বলিয়া অপ্রবিষ্ট।  
শক্তি দ্বঃ।

“কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ।

‘হৃদ্যাংশ কিরণ যৈছে অগ্নি জ্বালাচয়’ ॥ (চৈ. চ. ২১২০১০১-০২)।

**ভক্তি**—প্রা. সমূহ, সকল ( চৈ. চ. ১।১৩৯২ ) ।

**ভক্তেকে**—প্রা. তাহাতে ( চৈ. চ. ৩।২০৮০ ) ।

**ভক্ত**—১. পারমার্থিক জ্ঞান ; ২. তথ্য, স্বরূপ, যথার্থ অবস্থা ; ৩. উপঢৌকন ।

**ভক্তবাদী**—শ্রীমধ্বাচার্য সম্প্রদায়ী দ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীবিশেষ ।

**ভক্তমসি**—তৎ ( তাহাই, সেই ব্রহ্মই ) অম্ ( তুমি, জীব ) অসি ( হও ) অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম । ইহা সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বিশেষ বাক্য ( ছান্দো. ৬।১৪।৩ ) । ইহাতে জীব ও ব্রহ্মে একত্ব বুঝায় । শঙ্করাচার্য এরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন । কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ কালে 'ভক্তমসি' সম্বন্ধে কেশব ভারতীকে বলেন—তত্ত্ব অম্=তত্ত্বম্ ( যষ্টীতৎ ) । অতএব তত্ত্ব ( তাহার—সেই ব্রহ্মের ) তম্ ( তুমি—জীব ) অসি ( হও ) ; জীব ব্রহ্মেরই হয় অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের দাস হয় । মধ্বাচার্যের ব্যাখ্যাও অম্লরূপ । মহাবাক্য জঃ ।

**তথা**—সেই ব্যাপারে, সেই স্থানে ( চৈ. চ. ১।১৪।১৮ ) ।

**তথাগত**—১. বৃক্ষ ; ২. তথা ( যে রূপে পুনরাবৃত্তি না হয় সেই রূপ ) গত ( জাত ) ।

**ভক্তি**—সে স্থানে ( চৈ. চ. ১।৫।৪৫ ) ।

**ভক্তিলাগি**—সেজন্ত ( চৈ. চ. ১।৩।৩১ ) ।

**ভদেকাত্মরূপ**—স্বয়ং রূপের সহিত যে রূপের স্বরূপতঃ ভেদ নাই, কিন্তু আকৃতি ও ভাববেশাদির কিছু পার্থক্য থাকায় অন্তরূপ বলিয়া মনে হয়, অথচ বাস্তবিক পক্ষে অন্তরূপ নহে ( ল. ভা. মৃ. ১৪, চৈ. চ. ২।২০।১৫২ ) ।

**ভক্ত**—১. আগম নিগম শাস্ত্র ; ২. মন্ত্রবিদ্যা ( তন্ত্রমন্ত্র ) ; ৩. অধীন ( পরভক্ত ) ।

**ভগ্ন মিত্র**—পূর্ববঙ্গের পদ্মাতীরবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ । চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে গেলে ইনি তাঁহার সঙ্গে বাস করিয়া সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে কাশীবাসের ও তারক ব্রহ্মনাম জপের পরামর্শ দেন । মহাপ্রভু বলেন, ষোল নাম বক্ত্রিশ অক্ষরাব্যক তারক ব্রহ্মনাম জপ করিতে করিতে প্রেমাস্কুর ঠুংপন্ন হইবে ও সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিতে পারিবে । সেই উপদেশ অনুসারে ইনি কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন । মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাতায়াতের পথে কাশীতে ভগ্ন মিত্রের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া চন্দ্রশেখর বৈষ্ণব গৃহে বাস করিতেন । ভগ্ন মিত্রের আগ্রহে মহাপ্রভু কাশীতে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসীদের প্রতি রূপা

প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম বিখ্যাত রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী তপন মিশ্রের পুত্র।

**ভরুণি**—১. নৌকা, ভেলা; ২. স্বর্ষ (চৈ. চ. ৩।৩।১০ শ্লো.); আকন্দ বৃক্ষ; তাম্র; ৩. উদ্ধারকর্তা।

**ভর্জা**—দুর্বোধ্য বাক্য। হেঁয়ালির স্থায় ইহার যথাক্রম অর্থ এক এবং প্রকৃত অর্থ অন্য (চৈ. চ. ২।১৬।৫২)।

**ভলানে**—প্রা. তলায় (চৈ. চ. ৩।৬।৬৫)।

**ভহিঁ**—প্রা. সেজ্ঞ (চৈ. চ. ১।৬।২৮)।

**ভহিমধ্যে**—প্রা. তাহার মধ্যে (চৈ. চ. ১।১।১২)।

**ভা'ত**—প্রা. তাহাতে (চৈ. চ. ৩।১৪।৬১)।

**ভাৎপর্য**—উদ্দেশ্য।

**ভাদাত্ম্য**—তাহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নতা; তদ্রূপতা; তদ্ভাব।

**ভাপীন্দ্রী**—বর্তমান 'ভাপ্তী' নদী। সুরাট নগর ইহার তীরে। বর্তমান সাতপুরা পর্বত (বিদ্যাপাদ) হইতে উৎপন্ন হইয়া পশ্চিম সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহার তীরে বহু তীর্থ বিদ্যমান।

**ভাঙ্গপনী নদী**—দক্ষিণ ভারতের একটি পবিত্র নদী। কোর্টেলাম পর্বতশ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া তিম্নাভেলী ও টিউটিকোরিনের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। মহাপ্রভু ইহাতে স্নান করিয়া নয়ত্রিংশদী দর্শন করিয়াছিলেন (চৈ. চ. ২।২।২০১-২)।

**ভারক**—মুক্তিদাতা। শ্রীরামচন্দ্রের ষড়ঙ্করাদি মন্ত্র ও নাম (চৈ. চ. ৩।৩।২৪৪)।

**ভালবন**—ব্রজ মণ্ডলের ছাদশ বনের একটি বন।

**ভালাক**—প্রা. ১. শপথ, দিব্য (চৈ. চ. ১।১৭।২১৫); ২. মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদ।

**ভা-লাগি**—প্রা. সেইজ্ঞ (চৈ. চ. ১।৪।৪৭)।

**ভালি**—কানে তালি (চৈ. চ. ১।১৭।২০০), হাতে তালি দ্বারা বাস্ত (চৈ. চ. ২।৬।২১৫)।

**ভাই**—সেই স্থানে (চৈ. চ. ১।৫।৮৪)। **ভাইহই**—সেই স্থানেই (চৈ. চ. ১।৭।৪৫)।

**ভিত্তিকা**—সহিষ্ণুতা, দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা (চৈ. চ. ২।১২।৩৭ শ্লো:)।

**ভিন্ন ভব**—গৌর, নিভাই, অষ্টমত (চৈ. চ. ১।৭।১১)।

**ভিন্ন রঘুনাথ**—১. তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী; ২. স্বরূপের রঘুনাথ

অর্থাৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামী; ৩. রঘুনাথ বৈষ্ণ (চৈ. চ. ৩।৬।২০১, ১।১০।১২৪)। প্রথম দুইজন কৃন্দাবনের বিখ্যাত ছয় গোস্বামীর দুইজন। রঘুনাথ বৈষ্ণ নীলাচলে মহাপ্রভুর ভক্তদের অন্ততম।

**ভিন্নিভিল**—তিমিকে পর্যন্ত গিলিতে পারে এরূপ অতিকায় সমুদ্রজীব (চৈ. চ. ২।১৩।১৩৫)।

**ভিষক**—বক্সীভূত; পশুপক্ষী প্রভৃতি (চৈ. চ. ২।১৯।১২৭)।

**ভিরোহিত**—বর্তমান জিহত জেলা, প্রাচীন নাম মিথিলা।

**ভিলকাশী**—দক্ষিণ ভারতে ‘ভিন্নাভেলী’-র উত্তর-পূর্ব দিকে। বর্তমান ‘তেনকাশী’ বা দক্ষিণ কাশী। এখানে শিব বিগ্রহ আছেন।

**ভিঁহো**—তিনি (চৈ. চ. ১।২।২১)।

**ভুলভদ্রা নদী**—ভূঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটি নদীর সম্মিলনে উৎপন্ন নদী। স্থানীয় নাম ‘ভূবুদ্রা’। এই উভয় নদী ‘শিমোগা’ জেলায় মিলিত হইয়াছে। সম্মিলিত ভূঙ্গভদ্রা নদী মাদ্রাজ ও প্রাচীন নিজাম রাজ্যের সীমা ছিল।

**ভুও**—বদন, মুখস্থিত জিহ্বা।

**ভুডুক**—ভূরঙ্গ দেশীয় মুসলমান (চৈ. চ. ৩।৬।১৮)।

**ভুড় কথারী**—যবন শ্রেষ্ঠ। ভুড়ক (যবন)+ধাড়ী (প্রধান)।

**ভুরীয়**—১. মায়াগন্ধহীন (চৈ. চ. ১।৫।২০)। স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম দেহ ও মায়ী বা প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ শূন্য যে বস্তু তাহা ভুরীয় (চৈ. চ. ১।২।১০ শ্লোঃ); ২. ব্রহ্ম; ৩. চতুর্থ।

**ভুলী**—ভুলার বালিশ (চৈ. চ. ২।১৩।১০)।

**ভেঁহ, ভেঁহো**—তিনি (চৈ. চ. ১।২।৫০, ১।১।২৫)।

**ভৈছে**—সেইরূপ (চৈ. চ. ১।২।১৩)।

**ভোত্র**—চাবুক (চৈ. চ. ২।৯।২৩)।

**ভট্টা**—বিশ্বকর্মা; তক্ষণকর্তা।

**দ্বিষা**—দ্বিষ্ট অর্থ কান্দি, অতএব দ্বিষা অর্থ কান্দিতে, রূপের ছটায় (ভা. ১।১।৫।৩২)। **দ্বিষাকৃষ্ণ**—দ্বিষা+অকৃষ্ণ; কান্দিতে পীতবর্ণ (চৈ. চ. ১।৩।১০ শ্লোঃ, চৈ. চ. ১।৩।৪৫)। **দ্বিষাম্পতি**—(দ্বিষ-তেজ) সূর্য।

**জপা**—লজ্জা। **হস্তজপ**—নির্মল্জ (চৈ. চ. ২।২।৪ শ্লোঃ)।

**জয়ী**—ঋক, যজুঃ ও সামবেদ; ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব।

**জসরেণু, জ্যাসরেণু**—আলোক রশ্মিতে দৃশ্যমান ধূলিকণা, ছয়টি পরমাণু একত্র হইলে জ্যসরেণু হয়।

**ত্রাস**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ।

**ত্রিকচ্ছবসন**—দেবক্রিয়ায় ত্রিকচ্ছ অর্থাৎ কাছা, কোঁচা ও কোঁচার প্রান্তভাগ  
বাম কক্ষের দিকে গুঁজিয়া বস্ত্র পরিধান ( চৈ. ভা. ৫।১।২৪ ) ।

**ত্রিকাল** - তৃত্ত ভবিষ্যৎ বর্তমান ।

**ত্রিকালহস্তী স্থান**—দক্ষিণ ভারতে উত্তর আর্কটে তিরুপতি হইতে বাইশ মাইল  
উত্তর-পূর্ব দিকে সুবর্ণমুখী নদীর তীরে অবস্থিত । রেগুগুটা জংশন হইতে ২৪  
কিলোমিটার । এখানে মহাদেবের তেজোলিঙ্গ । বর্তমান নাম ‘কালহস্তী’ ।

**ত্রিভূকুপ**—কোচিন রাজ্যের পশ্চিম উপকূলে ত্রিচূর বা তিরুশিবপুর নগর ।  
মতান্তরে সরস্বতী নদীর তীরবর্তী কুপ বিশেষ ।

**ত্রিভাপ**—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ । **আধ্যাত্মিক  
তাপ**—শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ—বাত পিত্ত শ্লেষ্মাদির প্রকোপ-  
জনিত তাপ—শারীরিক তাপ, আর কাম ক্রোধাদি জনিত তাপ—মানসিক  
তাপ । মানুষ, পশু-পক্ষী প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ তাহা **আধিভৌতিক**, আর  
প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যে দুঃখ তাহা **আধিদৈবিক** ( চৈ. চ. ২।২০।২৬ ;  
২।২২।১১ ) । আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দ্রঃ ।

**ত্রিপদী**—তিরুপতি ; তিরুপাট্টুর । উত্তর আর্কটে বেক্টাচলের উপত্যকায়  
অবস্থিত । উহা দুই অংশে বিভক্ত—নীচে নগর, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের  
মন্দির ; পর্বতের উপরে বালাজী বেক্টেটেশ্বরের মন্দির । শ্রীচৈতন্য উভয় মন্দির  
দর্শন করিয়া স্তব-স্ততি করিয়াছিলেন । বর্তমানে এখানে শ্রীবেক্টেটেশ্বর বিশ্ব-  
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ।

**ত্রিপূর্ত**—সত্যলোক ( ভাঃ ২।৭।৪০ ) ।

**ত্রিবিক্রম**—বামনদেব ( চৈ. চ. ২।৩।১২ ) ।

**ত্রিবেণী**—প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থল ।

**ত্রিমল্ল**—তিরুমলয় । তাঞ্জোর জেলায় অবস্থিত ।

**ত্রিমুগ**—বিষ্ণু । সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে বিষ্ণুর লীলাবতার আছে, কলিতে  
নাই । সেজন্ত তিনি ত্রিমুগ ( চৈ. চ. ২।৬।২৭-২৮ ) ।

**ত্রিশক্তিধ্বক্**—ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির নিয়ন্তা ; মায়া বাহ্যর শক্তি সেই—  
ভগবান্ ( স্বামী ) । অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তিসম্পন্ন  
ভগবান্ ( ভাঃ ২।৬।৩২ ) ।

**ত্রিসর্গ**—ত্রি রচিত সর্গ ( সৃষ্টি ) ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণের এবং এই  
গুণত্রয় প্রধান বস্তুর সৃষ্টি ( ভাঃ ১।১।১, চৈ. চ. ২।৮।৫১ শ্লোঃ ) ।

**ক্রুটি, ক্রুটী**—১. ন্যূনতা, ২. ক্ষতি, ৩. দগ্ধাৰ্ধ সময় (শ্রীধর স্বামী); এক কণের সাতাশ ভাগের একভাগ সময়।

**ত্র্যম্বক**—শিব।

**ত্র্যধীশ্বর**—১. ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের অধীশ্বর; ২. তিন পুরুষাবতারের অধীশ্বর; ৩. গোলোক, পরব্যোম ও ব্রহ্মাণ্ড—এই তিনের অধীশ্বর; ৪. গোলোকাখ্যা গোকুল, মথুরা ও দ্বারকা—এই তিন ধামের অধীশ্বর (চৈ. চ. ২।১।২৭-৭৫)।

থ

**থেহ**—প্রা. স্থিরতা (চৈ. চ. ২।১।৩১১)।

দ

**দক্ষিণ নায়িকা**—যে নায়িকার মান নায়ক বিনয় দ্বারা ভাস্কাইতে সমর্থ তাহাকে দক্ষিণা বলে। যেমন চন্দ্রাবলী প্রভৃতি (চৈ. চ. ২।১৪।১৫৬)।

**দক্ষিণ মথুরা**—বর্তমান 'মাদুরা', মাদ্রাজ রাজ্যে অবস্থিত। এখানকার মীনাক্ষী মন্দির ভারতে বিখ্যাত।

**দধীহেম**—আগুনে পোড়ানো সোনা।

**দণ্ডকারণ্য**—উত্তরে খান্দেশ হইতে দক্ষিণে আহাম্মদনগর এবং মধ্যে নাসিক ও আউরঙ্গাবাদ পর্যন্ত গোদাবরী নদীর তীরস্থিত বিস্তৃত ভূখণ্ডে দণ্ডকারণ্য নামে বন ছিল।

**দণ্ডপরগাম**—প্রা. দণ্ডবৎ প্রণাম (চৈ. চ. ২।১২৬০)।

**দন্তাজেয়**—মহর্ষি অত্রির ঔরসে ও কর্দম কন্যা অনশ্ব্যার গর্ভে নারায়ণের অংশ সঞ্চিত। মন্বন্তরাবতার (ভাঃ ৯।২৩২৪)।

**দম**—বহিরিঙ্গিয় নিগ্রহ (চৈ. চ. ২।১৯৩৭ শ্লোঃ; ২।২২।৪০ শ্লোঃ)।

**দময়ন্তী**—রাঘব পণ্ডিতের ভগিনী। পানিহাটীতে শ্রীপাট। শ্রীচৈতন্য শাখা। ব্রজলীলায় গুণমালা। ইনি শ্রীচৈতন্যের প্রতি অতিশয় স্নেহবশতঃ বার মাসের উপযোগী নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া ঝালি ভরিয়া প্রতি বৎসর রাঘব পণ্ডিতের সঙ্গে নীলাচলে পাঠাইতেন। প্রভুও ভক্তের প্রীতিরস-সিক্ত দ্রব্য বার মাস উপভোগ করিতেন। এই ঝালি 'রাঘবের ঝালি' বলিয়া কীর্তিত হইত।

**দয়িত**—প্রিয় ব্যক্তি (চৈ. চ. ২।১৯।১৩ শ্লোঃ)। **দয়িতা**—জগন্নাথের পাণ্ডা বিশেষ (চৈ. চ. ২।১৩।৭)।

**দলই, দলুই**—দ্বারপাল (চৈ. চ. ৩।১৬।৭৪)।

**দশ দশা**—কৃষ্ণ বিরহে গোপীদের যে দশটি অবস্থা হয়, যথা—চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, ক্রশতা, মলিনাক্রতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

**দশ দেহ**—ছত্র, পাত্ৰকা, শয্যা, উপাধান ( বালিশ ), বসন, উপবন ( বাগান ), বাসগৃহ, যজ্ঞস্থত্র, সিংহাসন ও পৃথিবী ধারণ। সহস্র বদন শেষ সঙ্কৰ্ণ এই দশ দেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ( চৈ. চ. ১।৩।৬৫ )।

**দশনামী সম্প্রদায়**—তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, পুরী, ভারতী, সাগর ও সরস্বতী,—শঙ্করাচার্য-পন্থী সন্ন্যাসিগণ এই দশ নামে খ্যাত।

**দশবাণ হেম**—বিশুদ্ধ স্বর্ণ; বাণ অর্থ পাঁচ, পাঁচ দশ অর্থাৎ পঞ্চাশবার দণ্ড স্বর্ণ।

**দহর**—স্বস্তত্ব, জীবাস্তর্ধামী। জীব-হৃদয়ে অবস্থিত অদ্বীত পরিমিত বুদ্ধি বৃত্তির প্রবর্তক বিগ্রহ ( ভাঃ ১০।৮৭।১৮ ; চৈ. চ. ২।২৪।১৫ শ্লোঃ )।

**দাটুকা**—লোহার বেড়ী ( চৈ. চ. ২।২০।১১ )

**দান**—পথকর ( চৈ. চ. ২।৪।১৮৩ ) ; ভিক্ষা ( চৈ. চ. ১।১৭।২১৪ ) ; মানে ছলপূর্বক ভূষণাদি প্রদান ( উ. নী., মান-৫০ )।

**দান ঘাটি**—খেয়া ঘাট।

**দানী**—কর আদায়কারী ( চৈ. চ. ২।৪।১১ )

**দাস্ত**—জিতেদ্রিয়।

**দামোদর পণ্ডিত**—ইনি শ্রীচৈতন্যের বিশেষ ভক্ত ব্রাহ্মণ। নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গী শঙ্কর পণ্ডিত ইহার কনিষ্ঠ সহোদর। ইহার লোকাপেক্ষাহীনতায় ও নিরপেক্ষতায় মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রীত ছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন—“আমার গণের মধ্যে দামোদরের মত নিরপেক্ষ কেহ নাই; নিরপেক্ষ হইতে না পারিলে কৃষ্ণ ভজন হয় না”। ইনি মহাপ্রভুর উপরেও বাক্যদণ্ড করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শচীমাতার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মহাপ্রভু ইহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় প্রথরা শৈব্য ছিলেন এবং কখনও সরস্বতীও ইহাতে প্রবেশ করিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**দারবী**—দারু ( কাষ্ঠ ) নির্মিত ( চৈ. চ. ৩।২।১১৭ )।

**দারী**—পরস্ত্রী ( চৈ. চ. ৩।২।৩১ )। **দারী লাটুয়া**—পরস্ত্রী ও নর্তকাদি ( চৈ. চ. ৩।২।৩১ )।

**দারুভ্রজ**—দারু ( কাষ্ঠ ) নির্মিত বিগ্রহ অগমাথ।

**দালি**—ডাইন ( চৈ. চ. ২।৪।৬৬ )।

**দান্তরতি**—রতি ত্রঃ।

**দিব্যোন্মাদ**—‘এতন্ম মোহনাথ্যন্ত গতিং কামাপ্য পেষুঃ ।

ভ্রমাভাকাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীৰ্য্যতে’ ॥

—মোহনাথ্য ভাব কোনও অনির্বচনীয় বৃত্তিবিশেষ প্রাপ্ত হইলে যে ভ্রম সদৃশ বিচিত্র দশা লাভ করে তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে ।

**দ্বিষ্টা**—ভাগ্যবশতঃ ( ভাঃ ১০।৮২।৪৪ ) ।

**দীপার্চি**—দীপের অর্চি ( শিখা ) = দীপশিখা ( ব্র. সং. ৫।৪৬ ) ।

**দীপ্ত, দীপ্তি**—অলঙ্কার প্রঃ ।

**দীপ্টি, দেউটি**—মশাল ( চৈ. চ. ৩।১৪।৫৭ ) ।

**দুর্গা**—১. “( ভাঃ ১০।২।১১ ) যোগমায়া ; ২. ( ভগবৎ সন্দর্ভ ১২০ ) জগৎপ্রলয় শক্তি ; ৩. ( ভক্তি চন্দ্রিকা পটল ২।২ ) মাতৃকাক্রান্তাসে ক বর্ণের শক্তি ; ৪. শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । এই দুর্গা কিন্তু শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ শক্তি, মায়াংশভূতা দুর্গা নহেন । শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে ইহার নাম—নিকুন্ঠি দ্রষ্টব্য । দুঃখে অর্থাৎ গুরু-আরাধনাদি প্রয়াস স্বীকারে গমন ( জ্ঞান ) হয় ইহার—তিনিই দুর্গা । যিনি সর্বশ্রেষ্ঠা, তিনিই মাত্র কান্ত শ্রীকৃষ্ণকে সম্যক্ জানেন, সেই তদুৎপত্তিস্তা প্রকৃতিকেই ‘দুর্গা’ কহে । ইহা পরাংপর মহাবিশ্ব স্রুপিনী শক্তি ঈত্যাди । এই অথও রসবল্লাভ পরমা প্রকৃতিকে অতি দুঃখেই জানা যায় বলিয়া ইনি ‘দুর্গা’ । ইহারই আবয়িক শক্তির নাম মহামায়া, অখিলেশ্বরী ; তাঁহার মায়াতে নিখিল জগৎ ও দেহাভিমानी জীবনিচয় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে । অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে যে স্বরূপশক্তি আছেন, তিনি শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অভিন্না বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হইলেও কখনও দুর্গাকেও অভেদোপচারে বলা হয় ; ৫. অপরাজিতা—” ( বৈ. অ. ) । ৬. সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাম্বিকা শক্তি ( ব্র. সং. ৫।৪৪ ) । ৭. কাত্যায়নায় বিদ্বাহে, কন্ঠাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ—তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকা উপনিষদ । এখানে দুর্গি ও দুর্গা সমার্থক ।

৮. দুর্গো দৈত্যো মহাবিশ্বে ভববন্ধে কুর্কর্মণি ।

শোকে দুঃখে চ নরকে যমদণ্ডে চ জন্মনি ॥

মহাভয়েহতিরোগে চাপ্যা শব্দো হস্ত্বাচকঃ ।

এতান্ হস্ত্যোব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্তিতা ॥—শব্দকল্পদ্রুম ।

—অর্থাৎ দুর্গ শব্দের বাচ্য দুর্গনামক দৈত্য, মহাবিশ্ব, ভববন্ধ, কুর্কর্ম, শোক,

দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয় এবং অতিরোগ। আ-শঙ্ক হস্ত-বাচক।  
যিনি এ সকলকে হনন করেন, তিনিই দুর্গা।

\* \* \*

দৈত্যনাশার্থ বচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।

উকারো বিঘ্ননাশস্ত বাচকো বেদ-সম্মতঃ ॥

রেকো রোগঘ্ন বচনো গশ্চ পাপঘ্ন বাচকঃ।

ভয় শত্রুঘ্ন বচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ ॥—শঙ্ককল্পদ্রুম।

\* \* \*

দুর্গেতি দৈত্যবচনোহপ্যাকারো নাশবাচকঃ।

দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা ॥

বিপত্তি বাচকো দুর্গশ্চাকারো নাশবাচকঃ।

তং ননাশ পুরা তেন বৃধৈর্দুর্গা প্রকীর্তিতা ॥—শঙ্ককল্পদ্রুম।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীমতে—দুর্গাদেবী হস্তর সংসার সমুদ্রের তরঙ্গী।  
অধিতীয়া ব্রহ্মময়ী। নারায়ণের হৃদয়বিলাসিনী লক্ষ্মী এবং মহাদেবের  
হৃদয় বিহারিণী গৌরী। যথা—

দুর্গাসি দুর্গ ভব সাগর নৌরসঙ্গ।

শ্রীঃ কৈটভারিহৃদয়েক কুতাধিবাস।

গৌরী স্বমেব শশিমৌলিকৃত প্রতিষ্ঠা ॥—চণ্ডী ৪।১১

দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ—চণ্ডী ৫।১২

**দুর্বেশন**—দক্ষিণ ভারতে রামনাদ হইতে সাত মাইল পূর্বে সমুদ্রতীরে অবস্থিত।  
বর্তমান নাম দর্ভশায়ন। এখানে জগন্নাথ, শ্রীদেবী, ভূদেবী, রাম-লক্ষণ-  
সীতা, হনুমান প্রভৃতি বিগ্রহ আছেন। শ্রীচৈতন্যদেব কৃতমালা (বর্তমান  
নাম ভাইগা) নদীতে স্নান করিয়া দর্ভশায়নে রঘুনাথ দর্শন করিয়াছিলেন।

**দুঃসঙ্গ**—অসৎ সঙ্গ, কুসঙ্গ (চৈ. চ. ২।২৪।৭০)।

**দেউতি**—মশাল (চৈ. চ. ১।১০।৩৫)।

**দেউল**—দেবালয়, মন্দির (চৈ. চ. ২।৫।১৪৩)।

**দেখিছোঁ**—দেখিতেছ (সম্মার্থে) (চৈ. চ. ৩।১৮।৫২); **দেখিলু**—  
দেখিলাম (চৈ. চ. ২।২।৩৩); **দেখিলাঙ**, **দেখিলুঁ**—দেখিলাম (চৈ. চ.  
১।১৭।১০৬, ২।৪।৬; **দেখোঁ**—দেখি (চৈ. চ. ১।১৩।৮১), **দেখিব** (চৈ. চ.  
১।১৭।১২৮)।

দেঙ্—দিয়া থাকি ( চৈ. চ. ৩৯।১১২ )।

দেবানন্দপণ্ডিত—কুলিয়া গ্রামবাসী। উপাধি ভাগবতী। ইনি ভক্তিহীন জ্ঞানমার্গী পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রূপায় শেষে ইনি ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন। ইনি পূর্বলীলায় নন্দমহারাজের সভাপণ্ডিত ভাণ্ডারি মুনী ছিলেন বলিয়া কথিত।

দেবীধাম—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড; মায়াদেবীর ধাম ( চৈ. চ. ২।২।৩২ )।

দেহধর্মকর্ম—কুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি নিবৃত্তির জন্তু কর্ম।

দেহলী—বহির্দ্বার ( উ. নী., সখী—৩৬ )।

দৈন্ত্য—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

দৈবত—যথার্থতঃ ( চৈ. চ. ১।১২।৩২ )।

দোলা—ডোঙ্গা ( চৈ. চ. ২।৩।৮৭ )।

দ্বাদশ—সন্ন্যাসীদের হাতের দণ্ড ( চৈ. চ. ৩।১৪।৪২ )।

দ্বাদশ কানন—ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত বারটি বন, যথা—১. মধুন, ২. তালবন, ৩. কুমুদবন, ৪. কাম্যবন, ৫. বহলাবন, ৬. ভদ্রবন, ৭. খদিরবন, ৮. মহাবন, ৯. লোহজঙ্গবন, ১০. বেলবন, ১১. ভাণ্ডীরবন, ১২. বৃন্দাবন ( চৈ. চ. ২।১।২২৫ )।

দ্বারকা—দ্বারাবতী। কাঠিয়াবার প্রদেশে কচ্ছ উপসাগরের উপরে স্থিত, প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

দ্বারকা চতুর্বৃহ—আদি চতুর্বৃহ দ্রঃ।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র।

দ্বিষৎ—দ্বৈষকারী, শত্রু ( ভাঃ ১।১।২।৪৬ )।

দ্বৈপায়নী—দাক্ষিণাত্যের তীর্থ বিশেষ, সম্ভবতঃ গোকর্ণ তীর্থের নিকটে। শ্রীমদভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীবলদেব গোকর্ণ তীর্থে শিবমূর্তি দর্শন ও দ্বৈপায়নী আরাধ্যা দর্শনের পরে স্থপারিকে গমন করেন। ‘আরাধ্যা’—এক দেবীর নাম।

জীবাপৃথিবী—স্বর্গ ও পৃথিবী।

জ্যোতি—স্বর্গাদির লোকপাল ( ভাঃ ১।০।৮।৭।৪১ শ্লোঃ )।

জ্যোতি পটল—সূর্য সমূহ ( উ. নী., সখী—২৮ )।

জ্যেব—আর্দ্র হওয়া ( চৈ. চ. ১।১।০।৪৭ )

জ্যৈশ—ধন ( চৈ. চ. ৩।৩।৩ শ্লোঃ )।

জ্যেব—টাকাকড়ি ( চৈ. চ. ৩।২।১২ )।

শ

শচী—ধড়া ( চৈ. চ. ৩৯।১০৫ )।

শড়া—বস্ত্রশিশ্য ( চৈ. চ. ২।৪।১২৭ )।

শড়ে—দেহে ( চৈ. চ. ৩।১৮।৫০ )।

**ধনঞ্জয় পণ্ডিত**—নিত্যানন্দ শাখা। চট্টগ্রামের জাড়গ্রামে আবির্ভাব। পিতার নাম শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা কালিন্দী দেবী। হরিশ্রিয়া নাম্নী একটি স্বন্দরী কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়। পিতা শ্রীপতি খুব ধনী ছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয় পণ্ডিত সংসার ত্যাগ করিয়া বর্ধমানের নিকটে শীতল গ্রামে আসিয়া লোকদিগকে হরিনাম মহামন্ত্র দান করেন। পরে তিনি নবদ্বীপে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া কীর্তনানন্দে বিভোর হইয়া পড়েন। বর্তমান বোলপুরের নিকটে জলন্দি গ্রামে ও শীতল গ্রামে শ্রীবিগ্রহ সেবা প্রকাশ করেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম ছিলেন। পূর্ব লীলায় ব্রজের বনুদাম সখা ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**ধনুতীর্থ**—সেতুবন্ধে। বর্তমান “পঞ্চম প্যাসেজ্”। লক্ষণের ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের সেতু বিচ্ছিন্ন হওয়ায় “ধনুতীর্থ” নাম হইয়াছে।

**ধন্নিয়**—চূড়ের খোঁপা ( চৈ. চ. ২।৮।১৩৩ )।

**ধর্ম**—ধু+মন্=ধর্ম। ধু ধাতুর অর্থ ধারণ করা আর মন্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্য ও করণবাচ্য উভয়েই প্রয়োজিত হয়। মন্ প্রত্যয় কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত হইলে ধর্ম শব্দের অর্থ হইবে—ধারণ করে যে, ধন্নিয়া রাখে যে। আর মন্ প্রত্যয় করণ বাচ্যে প্রযুক্ত হইলে অর্থ দাঁড়ায়—ধারণ করা যায় যদ্বারা, ধারণ করিয়া রাখা যায় যদ্বারা। অগ্নিনির্বাপকত্ব জলকে জলত্ব দান করে বা জলকে জলত্বে ধারণ করিয়া রাখে, জলকে তাহার নিজের স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে; তাই অগ্নি-নির্বাপকত্ব জলের ধর্ম ( কর্তৃবাচ্যের অর্থে )।

বরফ ও বাষ্প জলের বিকৃত রূপ। উত্তাপ প্রয়োগে বরফ এবং শৈত্য প্রয়োগে বাষ্প তরল হইয়া জলে পরিণত হইলে উহার অগ্নিনির্বাপকত্ব গুণ লাভ হয়। সুতরাং উত্তাপ ও শৈত্য বিকৃতি প্রাপ্ত জলকে স্বীয় স্বরূপে আনয়ন করিবার উপায় বা করণ। এই উত্তাপ বা শৈত্য দ্বারাই জল বিকৃত অবস্থা হইতে স্বীয় স্বরূপে ধৃত হয়। সুতরাং উত্তাপ বা শৈত্য প্রয়োগ করণবাচ্যের অর্থে জলের ধর্ম বা জলত্বের সাধন।

**জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের দাস**। কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণসেবায় বাসনা জীবকে স্বীয় স্বরূপে (কৃষ্ণ দাসত্বে) ধারণ করিয়া রাখে। সুতরাং ইহা জীবের সাধ্য ধর্ম

(কর্তৃবাচ্যের অর্থে)। আর মায়াবদ্ধ জীবের স্বরূপ অবস্থা প্রকটিত করিবার নিমিত্ত যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গাদির শাস্ত্রানুসারে অতুষ্ঠান প্রয়োজন। সুতরাং এই সমস্ত ভজনাঙ্গ জীবের সাধন ধর্ম (করণবাচ্যে)।

**ধর্মসেতু**—ধর্মের মর্যাদা রক্ষক (চৈ. চ. ১।৩৮২)।

**ধাম**—১. ভগবানের লীলার স্থান, তীর্থস্থান; ২. তেজঃ, দীপ্তি (চৈ. চ. ২।১১১ শ্লোঃ); ৩. ভগবানের স্বরূপশক্তি (ভাঃ ১।১১১—বিশ্বনাথ)।

**ধামভক্ত**—১. গৃহ, দেহ, প্রভাব, রশ্মি, স্থান, জন্ম—শ. ক. ক্র.। ২. প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড ভোগলোক—‘তাহাতে স্বর্গলোক, তপোলোক, সত্যলোক বিদ্যমান। তাহার উপরে বিরজা বা কারণ সমুদ্র, মহা প্রলয়ে জীব সূক্ষ্মরূপে স্বীয় কর্মফল আশ্রয় করিয়া ইহাতে অবস্থিতি করে। তাহার উপরে জ্যোতির্ময় ব্রহ্মলোক বা সিদ্ধলোক। জ্ঞানমার্গের সাধক ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিয়া এই ধামে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন থাকেন। ব্রহ্মলোকের উপরে পরব্যোম। ইহা **ভগবদ্ধাম**,—বৈকুণ্ঠ, শিবলোক প্রভৃতি এই ধামে অবস্থিত। মুক্তিকামী এই ধাম প্রাপ্ত হন। ইহার উপরে কৃষ্ণলোক—বৃন্দাবন বা ব্রজলোক। শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা অন্তরে ভক্তির উন্মেষ হইলে কর্মফল ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়। তখন সাধক ক্রমশঃ ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া গোলোক ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্লবৃক্ষে উপনীত হন। কৃষ্ণধামতত্ত্ব ও সিদ্ধলোক দ্রঃ।

**ধীরা, ধীরাধীরা, ধীরপ্রগল্ভা, ধীরমধ্যা, ধীরললিত**—নায়িকা দ্রঃ।

**ধুনী**—নদী (চৈ. চ. ১।১৩।১১২)।

**ধৃতি**—বাণ্ঠিচারী ভাব দ্রঃ। “জিহ্বোপস্থজয়োদ্রুতিঃ”—জিহ্বা ও উপস্থের বেগ ধারণ। অর্থাৎ ভোজ্যবস্তু ভোগের লালসার এবং যৌন সংসর্গের লালসার বেগ ধারণ (ভাঃ ১।১১২।৩৬; চৈ. চ. ২।১২।৩৭ শ্লোঃ)।

**ধৈর্য**—অলঙ্কার দ্রঃ।

**ধোয়াপাখানা**—ধোত করা, প্রক্ষালন করা (চৈ. চ. ২।১২।২০০)।

**ধ্রুবঘাট**—মথুরায় যমুনার একটি ঘাট।

**নকুলব্রজচারী**—নৃসিংহের উপাসক। কালনার নিকটবর্তী শিয়ারীগঞ্জে শ্রীপাট।

ইহার পূর্ব নাম **প্রদ্যুম্ন ব্রজচারী**; স্বীয় উপাস্ত নৃসিংহদেবে অতিশয় প্রীতি দেখিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ইহার নাম রাখেন **নৃসিংহানন্দ**। মহাপ্রভু গোড়পথে বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে নীলাচল হইতে কুলিয়ার উপস্থিত হইয়াছেন, সঙ্গে

অজস্র ভক্ত। নৃসিংহানন্দ মনে মনে মহাপ্রভুর গমনের জন্তু ছায়াঘন রত্নখচিত পথ রচনা করিতে লাগিলেন। কানাই'র নাটশালা পর্যন্ত পথ রচিত হইল। এর পরে নৃসিংহানন্দের কল্পনা অগ্রসর হয় না দেখিয়া ইনি বলিয়াছিলেন, এবার মহাপ্রভুর কৃন্দাবন যাওয়া হইবে না। বাস্তবিকই মহাপ্রভু কানাই'র নাটশালা হইতে ফিরিয়াছিলেন। নৃসিংহানন্দের দেহে একবার অধিকান্তে মহাপ্রভুর আবেশ হইয়াছিল। ইহার সাক্ষাতে অন্তের অগোচরে মহাপ্রভুর আবির্ভাবও হইত।

**নাগরিয়া লোক**—প্রা. নগরবাসী লোক ( চৈ. চ. ১।১৭।১১৫ )।

**নাগজিত**—ত্রীকৃষ্ণ মহিষী নাগজিতীর পিতা কোশলরাজ ( চৈ. ভা. ২৭।২।২২ )।

**নটকায়**—প্রা. খুলিয়া আছে, নড় বড় করে ( চৈ. চ. ৩।১৮।৬২ )।

**নড়বড়ে**—প্রা. খুলিয়া নড়ে চড়ে ( চৈ. চ. ৩।১৮।৫০ )।

**নন্দন আচার্য**—ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপের চতুর্ভূজ পণ্ডিতের পুত্র এবং শ্রীগৌরাস্বরের কীর্তনের সঙ্গী। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া নিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে আসিয়া ইহার গৃহে গোপনে অবস্থান করেন এবং ইহার গৃহেই নিত্যানন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর ও ভক্তবৃন্দের মিলন হয়। একবার মহাপ্রভুকে পরীক্ষার জন্তু অদ্বৈতাচার্য ইহার গৃহে লুকাইয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্ধামী মহাপ্রভুর ইহা অজ্ঞাত রহিল না। তিনি অদ্বৈতকে আনার জন্তু রামাই পণ্ডিতকে নন্দনাচার্যের গৃহেই পাঠাইলেন। মহাপ্রভুও একবার শ্রীবাস ও অদ্বৈতকে পরীক্ষার জন্তু নন্দনের গৃহে লুকাইয়াছিলেন। কাজী দমনের দিনে কীর্তনে ও শ্রীধরের গৃহে মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্য প্রকটনের সময়েও নন্দন আচার্য সঙ্গী ছিলেন। ইনি রথযাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্তু প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন।

**নন্দাই**—শ্রীচৈতন্য শাখার বৈষ্ণব। ইনি নীলাচলে গোবিন্দের আনুগত্যে মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে গোড়েও আসিয়াছিলেন। ব্রজ-লীলায় ইনি ছিলেন জলসংস্কারকারী বারিদ।

**নন্দীশ্বর**—মথুরা জেলায়। এখানে নন্দ মহারাজের বাড়ী ছিল।

**নবখণ্ড**—জম্মু স্বীপের নয়টি ভাগ, ইহাদিগকে বর্ষও বলে। যথা—ইলাবৃত্ত, কেতুমাল, হিরণ্যক, ভদ্রাশ, হরিবর্ষ, হিরণ্য, কুক, কিংপুরুষ ও ভারত ( চৈ. চ. ৩।২।১০ )।

**নবদ্বীপ**—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। এখানেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় এবং তিনি সংসারাত্মকের ২৪ বৎসর পার্শ্বদগণের সহিত নানা লীলা প্রকট করিয়াছিলেন।

**নববিধাভক্তি**—শ্রবণ কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ সেবনম্ ।

অর্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যামাত্ম নিবেদনম্ ॥

ইতি পুংসাপিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশেষব লক্ষণা ।

ক্রিয়েত ভগবত্যাঙ্ক তদ্ব্যগ্রেহধীতমুদ্ভবম্ ॥—ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪ ।

—অর্থাৎ বিষ্ণুর নামাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পূজন, বন্দন, পরিচর্যা, দাস্ত, সখ্যা ও আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি-অঙ্গ পূর্বে শ্রীবিষ্ণুতে অপিত হইয়া পরে অল্পাঙ্কিত হইলে শুদ্ধা-ভক্তি-সাধন বলিয়া গণ্য হয় ।

**নববাহু**—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হর্যগ্রীব, বরাহ ও ব্রহ্মা (হরি),—এই নয় মূর্তি মথুরাদি পুরীর নয় দিকে বাহুরূপে প্রকাশিত থাকেন ( ল. ভা., পূর্বখণ্ড—৫।১৭৫ ;—চৈ. চ. ২।২০।২২ শ্লোঃ ) ।

**নবমত**—বৌদ্ধদিগের নয়টি সিদ্ধান্ত, যথা : (১) বিশ্ব অনাদি অর্থাৎ ঈশ্বরবিহীন, (২) জগৎ মিথ্যা, (৩) অহং তত্ত্ব, (৪) জন্মান্তর ও পরলোক প্রকৃত, (৫) বুদ্ধই তত্ত্ব লাভের উপায়, (৬) নির্বানই পরমতত্ত্ব, (৭) বৌদ্ধ দর্শনই দর্শন, (৮) বেদ মানবরচিত এবং (৯) দয়াদি সদাচরণই বৌদ্ধ জীবন ।

**নবযোগেশ্বর**—কবি, হাবি, অস্তরীক, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, জ্রাবিড়, চমশ ও করভাজন ।

**নব্য গ্রন্থ**—তর্কশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্রবিশেষ । ইহার প্রধান বিচার্য বিষয়—প্রমাণের সংখ্যা ও প্রকৃতি । এই শাস্ত্রমতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার । ইহাদের জানে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হয় । ১৩শ হইতে ১৯শ শতাব্দী পর্যন্ত মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার রঘুনাথ, রামনাথ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ এই শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । **প্রাচীন গ্রন্থ**—গৌতমের গ্রন্থমত ।

**নবমঙ্গল**—আশীর্বাদ দ্রঃ ।

**নয়**—অগ্নিগম দ্রঃ ।

**নয় দ্বারক**—নয় বালক । চৈ. চ. ২।৮।১৪ শ্লোঃ ) ।

**নরহরি দাস**—খ্রীষ্টচৈতন্যের প্রিয় ভক্ত নরহরি সরকার ঠাকুর । বর্মান্বর্তী খ্রীঃ ১৪৭৮ খ্রীঃ অব্দে বৈষ্ণব বংশে আবির্ভাব । পিতা নারায়ণ দাস সরকার । নরহরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ সরকারের পুত্র রঘুনন্দন খ্রীষ্টচৈতন্যের অন্তিম তত্ত্ব ছিলেন বলিয়া কীর্তিত । নরহরি রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতি বৎসর নীলাচলে যাইতেন । ব্রজের মধুমতী সখী বলিয়া প্রসিদ্ধি । ইহার অনেকগুলি গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহার লিখিত ‘ভক্তি চক্রিকা পটল’ ও ‘ভক্তামৃত ষটক’ নামে দুইখানা সংস্কৃত

গ্রন্থও আছে। **নরহরি চক্রবর্তী**—নামে আর একজন পদকর্তা নরহরি দাস ছিলেন। তিনি ঘনশ্যাম-নরহরি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। নরহরি চক্রবর্তীর গ্রন্থ ‘ত্ৰিনিবাস চরিত্র’, ‘নরোত্তম বিলাস’, ‘ভক্তি রত্নাকর’ প্রভৃতি। ‘ভক্তি রত্নাকর’ বৈষ্ণব ইতিহাসের বিশ্বকোষবিশেষ। কিন্তু ইহার প্রামাণ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

**নরেন্দ্র সরোবর**—পুরীর একটি বৃহৎ জলাশয়। এই সরোবরে চন্দন যাত্রাদি উৎসব হইয়া থাকে।

**নরোত্তম দাস**—বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজসাহী জেলার গোপালপুর গ্রামে আবির্ভাব। পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা নারায়ণী দাসী। ইনি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি বৈষ্ণব সমাজে ঠাকুর মহাশয় বলিয়া পরিচিত। নিজে শূদ্র হইলেও ইহার বহু ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ—সম্ভাব চন্দ্রিকা, রসভক্তি চন্দ্রিকা, সিদ্ধভক্তি চন্দ্রিকা, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা, স্মরণ মঙ্গল, কুঞ্জ বর্ণন, চমৎকার চন্দ্রিকা ও প্রার্থনা প্রভৃতি। বিখ্যাত কীর্তনীয়, আখর বর্জিত বড় তালের ‘গরেন হাটা’ কীর্তনের প্রথম প্রবর্তক।

**নর্যদা**—দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ পবিত্র নদী। ভারতের সপ্ত মোক্ষদায়িকা নদীর একটি।

**নহিব উদ্দাল**—প্রা. ভুলিব না ( চৈ. চ. ২।৩।১৪৪ )।

**নহিল**—প্রা. হইল না ( চৈ. চ. ১।১০।৪৩ ), হয় নাই ( চৈ. চ. ২।১।১৮১ )।

**নাচায়ল**—প্রা. নাচানো ( চৈ. চ. ২।৩।১০৩ )।

**নাট**—নৃত্য ; বাসস্থান ( চৈ. চ. ১।১৩।১০২ )।

**নাট্য**—নাট্যিয়াল বংশজাত। অষ্টমতাচার্যের পূর্ব পুরুষের নাট্যিয়াল গাঁই ছিল, এজন্য ইহাকে কৌতুক করিয়া ‘নাট্য’ বলা হইত। রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাট্যিয়াল অষ্টমতাচার্যের পূর্বপুরুষ ছিলেন ( চৈ. ভা. ১৪৫।১।১৪ )।

**না দে**—প্রা. দেয় না ( চৈ. চ. ৩।১৩।৩৪ )।

**নান্দা**—বিবিধ ( চৈ. চ. ১।৪।৭০ ), মাতামহ ( চৈ. চ. ১।১৭।১৪৩ )।

**নান্দী**—মঙ্গলাচরণ। আশীর্বাদ, নমস্কার বা বস্তু নির্দেশযুক্ত মঙ্গলাচরণকে নান্দী বলে ( চৈ. চ. ৩।১।৩০ )।—“নন্দাস্ত দেবতা যস্মাং তস্মান্নান্দী প্রকীর্তিতা”।

**নান্দীমুখ**—বিবাহাদি শুভকর্মে কৃত্য আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ—এই ছয়জনের নাম নান্দীমুখ। নান্দীর ( শুভের ) মুখ ( আরম্ভ ) বাহা হইতে।

**নাম**—১. নময়তি ইতি নাম। যে নামাইয়া আনে তাহাই নাম। নাম ও নামী অভিন্ন। নাম তাই নামীকে নিকটে নামাইয়া আনে। ২. আখ্যা, সংজ্ঞা; ৩. খ্যাতি; ৪. বাক্যমাত্র; ৫. ঈশ্বর।

**নামাপরাধ**—যে অপরাধে ভগবৎ নাম (শ্রীহরি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি) গ্রহণে হৃদয়ে বিকার জন্মে না, বা বিকার জন্মিলেও নেত্রে জল বা শরীরে রোমাঞ্চ হয় না তাহাকে নামাপরাধ বলে (ভাঃ ২।৩।২৪)। নামাপরাধ দশ প্রকার, যথা—  
১. সাধুনিন্দা; ২. শিবের সন্তা, নাম, গুণ প্রভৃতি নারায়ণ হইতে পৃথক জ্ঞান করা; ৩. গুরুদেবে অবজ্ঞা; ৪. হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা; অর্থাৎ হরিনাম মহিমাকে কেবল প্রশংসা মাত্র মনে করা; ৫. নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি; ৬. বেদাদি ধর্ম শাস্ত্রের নিন্দা; ৭. ধর্ম, ব্রত, দান প্রভৃতির সহিত হরিনামের তুলনা; ৮. শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে শুনিতে অনিচ্ছুক, তাহাকে নাম করিতে উপদেশ দেওয়া; ৯. নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া নাম করিতে প্রবৃত্ত না হওয়া; ১০. নামে অহং মমতাপর হওয়া।

অনবধান প্রযুক্ত নামাপরাধ ক্ষালনের উপায়—সর্বদা নাম সংকীর্তন, যথা—  
“জাতে নামাপরাধেহপি প্রসাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্তয়ন্মাম তদেক শরণে ভবেৎ ॥ (হ. ভ. বি. ১।১২৮৭, চৈ. চ. ১।৮।২৬)।

**নামাভাস**—নামীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে নাম উচ্চারণ তাহার নাম **জপ**। আর নামীর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াও যে নাম উচ্চারণ, তাহার নাম **নামাভাস**।

**নাম সংকীর্তন**—চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাধন (সিদ্ধ ১।২২।৩০)।

...নাম সংকীর্তন কলৌ পরম উপায় ॥

সংকীর্তন-যজ্ঞে করে কৃষ্ণ আরাধন।

সেই ত হৃমেধাপায় কৃষ্ণের চরণ ॥

নাম সংকীর্তন হৈতে সর্বানর্থনাশ।

সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস ॥

সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।

চিত্ত শুদ্ধি, সর্বভক্তি-সাধন-উদগম ॥

কৃষ্ণ প্রেমোদগম, প্রেমামৃত আশ্বাদন।

কৃষ্ণ প্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন ॥—চৈ. চ. ৩।২০।৭-১১

নাম সংকীৰ্তন প্রণালী সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যের উপদেশ—

তৃণাদপি স্থনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীঃ সদা হরিঃ ॥—চৈ. চ. ৩।২০।৫ শ্লোঃ ।

—অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা স্থনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু ও নিজে নিরভিমান হইয়া এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সর্বদা হরিনাম কীর্তন করিবে ।

**নায়ক**—১. নেতা ; ২. গল্প নাটকাদির প্রধান ব্যক্তি ; ৩. প্রণয়ী ।

**নায়িকা**—শৃঙ্গার রসের আশ্রয়ালম্বন রূপা নারী। উজ্জল নীলমণি গ্রন্থে (৫।১০০-১০২) নায়িকার বহু ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। স্থূল গণনায় ৩৬০টি প্রসিদ্ধ।

নায়িকা স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। **স্বকীয়া**—যাহারা বিধি অল্পসারে বিবাহিতা, পতির আদেশ পালনে তৎপর। এবং যাহারা শাস্ত্রোক্ত পাতিব্রত্যা ধর্মে অটলা, তাঁহারা স্বকীয়া। যেমন—শ্রীকৃষ্ণের রূপকর্ণী, সত্যভামা প্রভৃতি মাহাত্ম্য (উ. নী. ৩।৪)। **পরকীয়া**—যে নায়িকা ইহলোক ও পরলোকের ধর্মাদি উপেক্ষা করিয়া অন্তরঙ্গ অমুরাগেই পরপুরুষে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্ম সমর্পণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ও যাহাকে বিবাহাত্মক ধর্মে স্বীকার না করিয়া অমুরাগেই অঙ্গীকার করেন, তিনিই ‘পরকীয়া নারী’। যেমন শ্রীকৃষ্ণের ব্রজদেবীগণ (উ. নী. ৩।১৭)।

**স্বকীয়া ও পরকীয়া** নায়িকারা প্রত্যেকে মুখ্য, মধ্য ও প্রগল্ভা। মধ্য ও প্রগল্ভা প্রত্যেকে আবার তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরধীরা। ইহাদের প্রত্যেকে অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, বিপ্রলক্সা, কলহাস্তুরিতা, প্রোষিত ভর্তৃকা ও স্বাধীন ভর্তৃকা ভেদে ১২০ প্রকার। নায়িকা আবার ব্রজেন্দ্র নন্দনের প্রতি প্রেম তারতম্যে উত্তমা, মধ্যমা ও কনিষ্ঠা ভেদে ৩৬০ প্রকার।

**মুখ্য নায়িকা**—মান সম্বন্ধে বিশেষ চতুরা নহেন। মান হইলে তিনি মুখ আচ্ছাদন করিয়া কেবল রোদন করেন। কিন্তু কাস্তুর বিনয় বাক্যে প্রসন্ন হন। **প্রথমা নায়িকা**—সদম্বাক্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার বাক্য কেহ খণ্ডন করিতে পারে না। যাহার প্রগল্ভ বচন ও দুল্লভ্য ভাষণ অপেক্ষাকৃত নূন তিনি **মুখ্য**। আর এই গুণের যাহাতে সমভাবে স্থিতি তিনি **সমা** বা **মধ্যমা**।

**প্রগল্ভা নায়িকা**—পূর্ণ যৌবনা, মদাঙ্কা, অত্যন্ত-সন্তোষেচ্ছা-শালিনী, প্রচুর ভাবোদগমে অভিজ্ঞা, রসধারা কাস্তকে স্বায়ত্ত করিতে সমর্থ। তাঁহার বচন ও চেষ্টা অতি প্রোচভাবাপন্ন এবং তিনি মানে অত্যন্ত কঠিনা (উ. নী., নায়িকা ২৪)। **মধ্যমা নায়িকা**র কাম ও লজ্জা সমান; তিনি নবযৌবনা, কিঞ্চিৎ প্রগল্ভা, মোহ পর্বন্ত স্রবতক্ষমা, মানে কখনও কোমলা, কখনও কর্কশা।

**ধীরা নায়িকা**—মানের অবস্থায় কান্তকে দূরে দেখিয়া গাত্ৰোত্থান করেন ও নিকটে আসিলে আসন প্রদান করেন। হৃদয়ে কোপ থাকিলেও মুখে মধুর বচনে কথা বলেন। প্রিয় আলিঙ্গন করিতে চাহিলে তাঁহাকে আলিঙ্গনও করেন। অন্তরে মান বাহিরে সরল ব্যবহার অথবা পরিহাস বাক্যে প্রিয়কে প্রত্যাখ্যান। **অধারা নায়িকা**—নিষ্ঠুর বাক্যে কান্তকে ভৎসনা করেন, কর্ণভূষণ দ্বারা তাঁহাকে তাড়না করিয়া মালাদ্বারা তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখেন। **ধীরাধীরা নায়িকা**—বক্রবাক্যে কান্তকে উপহাস করেন। কখনও তাহাকে স্তুতি, কখনও নিন্দা করেন, কখনও বা তাহার প্রতি উদাসীন হন। **অভিসারিকা**—প্রণয়ীর সহিত মিলনাভিলাসে সঙ্কেত স্থানে গমনকারিণী নারী। **বাসকসজ্জা**—বাসকে বা বাসে সজ্জা যাহার। যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করেন। **উৎকণ্ঠিতা**—উদ্বিগ্না। নির্দিষ্টকালে বাসস্থানে নায়কের অনাগমন জ্ঞাত নানা কারণ চিন্তা করিয়া যে নায়িকা অতিশয় শোকাকুলা হন। **খণ্ডিতা**—নায়কের দেহে অস্ত্র-স্রী-সঙ্গ চিহ্ন দর্শনে কুণ্ঠিতা ও ঈর্ষান্বিতা নায়িকা। **বিপ্রলক্কা**—সঙ্কেত স্থানে নায়কের অদর্শনে হতাশ নায়িকা। **কলহাস্তুরিতা**—নায়কের সহিত কলহের পর অহুতাপিনী নায়িকা। **প্রোষিত ভর্তৃকা**—প্রোষিত (প্র-বস্ + ভৃ কতৃ-বা—বিদেশগত, নিবৃত্ত, অপগত) ভর্তা (স্বামী বা নায়ক) যাহার। যে নায়িকার স্বামী বা নায়ক দূর দেশে গমন করিয়াছেন। প্রবাসী স্বামীর বিয়হে দুঃখকাতরা নারী। **স্বাধীন ভর্তৃকা**—স্বয়ং (নিজের) অধীন ভর্তৃ (পতি) যাহার। নায়ক যে নায়িকার বশীভূত (চৈ. চ. ২।১৪।১৭১-১৫১; উ. নী., নায়িকা ভেদ)।

**নায়নার**—দক্ষিণ ভারতে শৈবধর্ম প্রচারক প্রাচীন সিদ্ধ পুরুষ। তেষ্ট্রিজন নায়নার ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

**নায়**—পারনা (চৈ. চ. ১।১৭।১৫৮); জীবসমূহ (চৈ. চ. ১।২।২২)।

**নায়ক**—কমলালেবু।

**নায়ক পঞ্চরাত্র**—বৈষ্ণব তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ। অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ নামক পাঁচটি উপাসনার বিষয় ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

**নারায়ণী**—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা এবং শ্রীচৈতন্য ভাগবতের রচয়িতা শ্রীল কৃদাবন দাস ঠাকুরের মাতা। শ্রীগৌরাক্ষ যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তনাদি করিতেন, তখন নারায়ণীর বয়স মাত্র চারি বৎসর ছিল। এ সময়ে একদিন প্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—‘নারায়ণী, কৃষ্ণ বলিয়া কীদ’। অমনি নারায়ণী

প্রভুর রূপায় “কৃষ্ণ কৃষ্ণ” বলিয়া প্রেমাভিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন। প্রভু এই শিশুকে নিজের চর্চিত তাৎপল্যরূপ অবশেষেও দিয়াছিলেন। সেজন্ত ইহার খ্যাতি ছিল—“চৈতন্তের অবশেষ পাত্র”। প্রেমবিলাস গ্রন্থমতে নারায়ণীর স্বামী ছিলেন—কুমার হট্টবাসী বিশ্র বৈকুণ্ঠ দাস। নারায়ণীর গর্ভাবস্থায় স্বামী বিয়োগ হয় এবং পরে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়। ইনি অতি ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। মামগাছি গ্রামে গৌর পার্শদ বাহুদেব দত্ত তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সেবার ভার নারায়ণী দেবীর হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন ; সেই হইতে এই সেবা “নারায়ণীর সেবা” নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ব্রজলীলায় নারায়ণী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভোজনকারিণী কিলিখিকা—অধিকার ভগিনী।

নারে—পারে না ( চৈ. চ. ১২১২ )।

নাশাবে—নষ্ট করাইবে ( চৈ. চ. ২১১২৫৭ )

নাসিক—বোম্বাই রাজ্যে নাসিক জেলার সদর—নাসিক নগর। গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত, অপর তীরে পঞ্চবটী। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগরে অনেক দেবালয় আছে। মহাপ্রভু এই স্থানে ত্র্যম্বক-মহাদেব দর্শন করিয়াছিলেন।

নাস্তিক—বেদে অবিশ্বাসী। জৈন, বৌদ্ধ ও চার্বাক নাস্তিক দর্শন।

নিকাসিল—প্রা. বাহির হইল ( চৈ. চ. ১১১১৩ )।

নিকাসিয়া—প্রা. বাহির করিয়া ( চৈ. চ. ৩১১৩১ )।

নিগ্রহ—নিরাকরণ। শাস্ত্র বিচার কালে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অকারণ ভৎসনা। ( চৈ. চ. ২১৬১৬১ )।

নিতি—প্রা. প্রত্যাহ ( চৈ. চ. ২১১৩১৪৭ )।

নিত্যজিহ্ব পার্শদ—যে সমস্ত ভগবৎ পার্শদ নিজ দেহ হইতেও শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেম বহন করেন, যাহারা শ্রীকৃষ্ণবৎ নিত্য ও আনন্দ স্বরূপ। পার্শদ ত্রঃ।

নিত্যসিদ্ধাগোপী—গোপী ত্রঃ।

নিত্যানন্দ প্রভু—মহাপ্রভুর আবির্ভাবের আনুমানিক বার বৎসর পূর্বে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার অন্তর্গত এক চক্রা গ্রামে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। মহাপ্রভুর আবির্ভাব ১৪৮৫ খ্রীঃ। সুতরাং নিত্যানন্দের আবির্ভাব আনুমানিক ১৪৭৩ খ্রীঃ-এর কাছাকাছি। ইহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়াই ওঝা ( আসল নাম—মুকুন্দ বল্লভাধার্য ) ; মাতা পদ্মাবতী দেবী। গৃহস্থান্ধমে ইহার নাম ছিল ‘চিনামন্দ’। কাহারো কাহারো মতে ‘কুবের’। বার বৎসর বয়সে ইনি

এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তীর্থ পর্যটনে বাহির হন এবং বিশ বৎসর কাল ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ পরিক্রমা করিয়া নবদ্বীপে নন্দন আচার্যের বাড়ীতে আসিয়া লুকাইয়া থাকেন। মহাপ্রভু দৈবযোগে ইহা জানিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে আবিষ্কার করেন। এরপরে উভয়ে ‘একই স্বরূপ দৌহে ভিন্নমাত্র কায়’—হইয়া নবদ্বীপে ব্যাস পূজাদি বিবিধ লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। জগাই মাধবই উদ্ধারে ইনি ও হরিদাস মহাপ্রভুর সহায় ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ ব্রজলীলায় ছিলেন—কৃষ্ণ বলরাম বা কানাই বলাই, নবদ্বীপ লীলায়ও ইহারা গৌর নিত্যানন্দ বা গৌর নিতাই। সন্ন্যাসাশ্রমে নিত্যানন্দ ‘অবধূত’ ও ‘নিত্যানন্দ স্বরূপ’ রূপে কীর্তিত হইতেন। ‘স্বরূপ’ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের অন্ততম। মহাপ্রভুও দশনামী ‘পুরী’ সম্প্রদায়ে দীক্ষা এবং ‘ভারতী’ সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থ পরিক্রমার সময়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং উভয়ে কিছুকাল কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হইয়া একত্রে বাস করিয়াছিলেন। অনেকের মতে ইনি পুরী গোস্বামীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিলীলা ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে আছে “মাধবেন্দ্র বোলে.....নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইলু” সংহতি। আবার “মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। গুরুবৃদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়”। ভক্তিরত্নাকরের মতে ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর গুরুদেব শ্রীপাদ লক্ষ্মীপতির শিষ্য। শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর মতে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য সঙ্কষণ-পুরীর নিকটে নিত্যানন্দ দীক্ষা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। নিত্যানন্দ ও হরিদাস নবদ্বীপে হরিনাম প্রচারে মহাপ্রভুর প্রধান সহায় ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দ নীলাচলে তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। কিন্তু হরিনাম প্রচারের জন্ত মহাপ্রভু ইহাকে গোড়দেশে পাঠাইয়া দেন। নিষেধ সত্ত্বেও ইনি মধ্যে মধ্যে রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন, শ্রীচৈতন্যের প্রতি ইহার ছিল এতই প্রীতি। পরে গৃহস্থদের মধ্যে হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মহাপ্রভু ইহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ইনি তখন প্রভুর আজ্ঞায় গৌরীদাস পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ সহোদর নৃসিংহদাস পণ্ডিতের দুই কন্যা জাহ্নবী দেবী ও বসুধা দেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীচৈতন্য ভক্তি মণ্ডপের মূল স্তম্ভ শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দের পুত্র। তাঁহার এক কন্যার নাম—গঙ্গামাতা। মহাপ্রভুর অগ্রকটের পরে কয়েক বৎসর মাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রকট ছিলেন। **নিভ্যামল্লভ**—নিত্যানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ। যিনি ছাপর লীলায় হলধর বলরাম ছিলেন, তিনিই

নবদ্বীপ লীলায় নিত্যানন্দ। স্বয়ং বলরাম বলিয়া ইনি ছারকার ও পরব্যোমের চতুর্বাহ অন্তর্গত সংকর্ষণের এবং কার্ণার্ববশায়ী, গর্ভোদশায়ী ও কীরোদশায়ী—এই তিন পুরুষের অংশী। ধরণীধর শেষ ও সহস্রবদন অনন্ত নিত্যানন্দের অংশ। ত্রেতাযুগে ইনি লক্ষ্মণ ছিলেন। নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্তের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু মহাপ্রভু ইহাকে গুরুপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন। নিত্যানন্দ কিন্তু নিজেকে শ্রীচৈতন্তের দাস বলিয়া জ্ঞান করিতেন (চৈ. চ. ১।৫)।

**নিজ্ঞা**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**নিবর্তিতা**—নিবারণ করিলেন (চৈ. চ. ২।১৬।২৬)।

**নিমিত্ত কারণ**—কর্তা। যিনি বস্তু প্রস্তুত করেন তিনি নিমিত্ত কারণ আর যে দ্রব্য দ্বারা বস্তু প্রস্তুত হয় তাহাকে বলে উপাদান কারণ। সাংখ্য মতে জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই মায়া; ত্রিগুণাত্মিকা মায়া আপনা আপনিই বিধে পরিদৃশ্যমান বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন উপাদানে পরিণত হইতে পারে।

বেদান্ত দর্শনের (২।২।১) সূত্রাভাসে শ্রীগোবিন্দ ভাস্ত্রে সাংখ্যমত এইরূপে উক্ত হইয়াছে—“একৈব বিষমগুণা সতী পরিণাম শক্ত্যা মহাদাদি বিচিত্র রচনং জগৎ প্রসূতে ইতি জগন্নিমিত্তোপাদানভূতা সেতি”। —অর্থাৎ একা (প্রকৃতি) বিষমগুণা হইয়া (অর্থাৎ ত্রিগুণের সাম্য হইতে বিচ্যুত হইয়া) পরিণাম শক্তিদ্বারা মহৎ-আদি বিচিত্র বস্তু রচিত জগৎ প্রসব করে। এই প্রকারে প্রকৃতি জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ হইয়াছে। কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন মতে—প্রকৃতি জড়বস্তু, ইহার স্বতঃপরিণামমূল্যতা নাই। সূতরাং জড়রূপা প্রকৃতি মুখ্য জগৎ কারণ বা নিমিত্ত কারণ নহে। শ্রীকৃষ্ণই মূল নিমিত্ত কারণ (চৈ. চ. ১।৫।৫০-৫৪)।

**নিষাক্ষাচার্য**—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য চতুষ্টিয়ের অন্যতম। অপর তিনজন—রামানুজ, মধ্বাচার্য ও বিষ্ণুস্বামী। বেদান্তের দ্বৈতাদ্বৈত ভাষ্যকার। ইনি চতুঃসন সম্প্রদায়ের মূল আচার্য। চতুঃসন—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার। রাধাকৃষ্ণ যুগল এই সম্প্রদায়ের উপাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবত প্রধান শাস্ত্র। ভাগবতের শ্রীপাদ বিংশনাথ চক্রবর্তীকৃত ব্যাখ্যা ইহাদের আদৃত। বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ, মধ্বমুখমর্দন, বেদান্ত তত্ত্ববোধ, বেদান্ত সিদ্ধান্তবোধ, সঙ্কর্মাস্ববোধ, ঐতিহ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বহুগ্রন্থ ইহার রচিত। দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী তীরে বৈষ্ণব পন্থনের নিকটে অরুণাশ্রমে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ইহার আবির্ভাব বলিয়া অনেকের অভিমত। ইহার আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে

মতভেদ আছে। কাহারো কাহারো মতে ইহার আবির্ভাব কাল ষাটশ শতাব্দী। ইনি সূর্যাবতার বলিয়া খ্যাত। ইহার নামকরণ সম্বন্ধে কিঞ্চদন্তি এইঃ একদা এক জৈন সন্ন্যাসী ইহার অতিথি হইলে, অতিথি সেবা সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ইহার তপঃপ্রভাবে সূর্যদেব ( অর্থাৎ অর্ক ) নিম্ন বুদ্ধের মধ্য দিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। সেজন্য জৈন সন্ন্যাসী ইহার প্রভাবে বিন্মিত হইয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য।

**নিয়ম**—বেদান্ত সার মতে শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান—এই পাঁচটিকে নিয়ম বলে। তন্ত্রসার মতে নিয়ম দশটি, যথা—তপ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধাস্ত শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম ( চৈ. চ. ২।২২।৩৩ )।

**নিরঞ্জন**—নির্ ( নাই ) + অঞ্জন ( উপাধি = ইহপরলোকে স্থখ-ভোগ বাসনা ) যাহাতে ; নিরুপাধি ( ভাঃ ১।৫।১২, চৈ. চ. ২।২২।৪ শ্লোঃ )।

**নিরোধ**—পদার্থ জঃ।

**নির্গর্তযোগী**—যোগমার্গে পরমাত্মার উপাসক যোগীগণ দ্বিবিধ—নির্গর্ত ও সগর্ত। **নির্গর্ত যোগী**—যাহারা পরমাত্মাকে হৃদয় মধ্যে চিন্তা করেন না কিন্তু হৃদয়ের বাহিরে ( ক্ষীরোদ সমুদ্রে ) শম্ভুচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ পুরুষকে চিন্তা করিয়া তাঁহাতে মনঃসংযোগ করেন। **সগর্ত যোগী**—যাহারা শম্ভুচক্রগদাপদ্মধারী প্রাদেশ প্রমাণ চতুর্ভুজ পরমাত্মা পুরুষকে হৃদয় মধ্যে ধারণ করিয়া তাহাতে মনঃসংযোগ করেন ( চৈ. চ. ২।২৪।১০৬ )।

**নিগ্রহ**—অবিজ্ঞা গ্রন্থহীন ( মায়াব বন্ধন শূন্য ); শাস্ত্রজ্ঞান বিহীন ; মূর্থ, নীচ ও স্নেহাদি শাস্ত্র বহির্ভূত ব্যক্তি, ধন সঞ্চয়ী, নির্ধন ( চৈ. চ. ২।২৪।১৩-১৪ )।

**নিঘূর্ণ**—কুর্কমরত ( চৈ. চ. ১।৫।১৮৫ )।

**নির্জিভে**—পরাজিত করিতে ( চৈ. চ. ১।২।৫১ )।

**নির্বচন**—কথা বলার শক্তিহীন ( চৈ. চ. ১।২।৫৪ )।

**নির্বিক্যা**—উজ্জয়িনীর নিকটবর্তী নদী। বিক্যা পর্বত হইতে উদ্ভূত, চম্বলে আসিয়া পড়িয়াছে।

**নির্বিশেষ**—নিরাকার ( চৈ. চ. ২।৬।১৩৩ )।

**নির্বিল্ল**—বিয় ( চৈ. চ. ২।৩।১৭০ )।

**নির্বৈষ**—ব্যভিচারী ভাব জঃ।

**নির্বন্ধ**—সমর্পণ ( চৈ. চ. ৩।৩।১৪ )।

**নির্মলসর**—পরের উৎকর্ষ দেখিলেও যাহারা স্কন্ধ হন না ; ফলাভি-সন্ধান-শূন্য ব্যক্তি ( চৈ. চ. ১।১।৩৭ শ্লোঃ ) ।

**নির্মাণ**—অস্তর্ধান ( চৈ. চ. ৩।১১ ) ।

**নির্মাণ**—সার ( চৈ. চ. ১।৪।১৪ ) ।

**নির্ধোগ**—দোহন কালে গাভীগণের পাদ বন্ধন রজ্জু ( ভাঃ ১০।৩৫।২ ) ।

**নিময়**—বাসস্থান ( চৈ. চ. ২।১৫।৫ ) ।

**নিশিত**—শানিত ( চৈ. চ. ৩।১।৪২ শ্লোঃ ) ।

**নিমল**—কলা ( অংশ ) নাই যাহার, পূর্ণ ( চৈ. চ. ১।২।৫ শ্লোঃ ) ।

**নিমিত্ত**—বিরক্ত, সংসার বিরাগী ( ভাঃ ৭।৫।৩২, চৈ. চ. ২।২২।২১ শ্লোঃ ) ।

**নিস্কৃতি**—যাহা অন্ন পর্যায়ভুক্ত নহে, যথা—ফলমূলাদি ( চৈ. চ. ৩।৭।৭১ ) ।

**নিষ্কর্তা**—দুতী—নায়ক-নায়িকার মধ্যে একজন কোন কার্যভার দিয়া কোন দুতীকে অপরের নিকটে পাঠাইলে, যদি সেই দুতী যুক্তিতর্কদ্বারা উভয়কে মিলিত করিতে পারেন, তবে তাহাকে নিষ্কর্তা দুতী বলে ( ললিত মাধব ১।৫০, চৈ. চ. ৩।১।৫১ শ্লোঃ ) ।

**নীলী**—কোমরের সম্মুখভাগের বস্ত্র গ্রন্থি ( চৈ. চ. ২।২১।১২১ ) ।

**নীলাক্ষর চক্রবর্তী**—শচীমাতার পিতা। মহাপ্রভুর মাতামহ। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের সমাধ্যায়ী। আদি নিবাস শ্রীহট্টে। পরে নবদ্বীপে বেল পুকুরিয়াতে বাস করিতেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর কোণী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছাপর-লীলায় গর্গাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**নৃসিংহানন্দ**—নহুল ব্রহ্মচারী ঋষি।

**নেউটি**—ফিরিয়া ( চৈ. চ. ৩।১৩।৮৭ ) ।

**নেভখটী**—শিরোপা ( চৈ. চ. ৩।২।১০৫ ) ।

**নৈমিষারণ্য**—লক্ষ্য প্রদেশে গোমতী নদী তীরে বর্তমানে 'নিমখার বন' বা 'নিমসার' নামে পরিচিত অরণ্য।

**নৈহাটী**—বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটবর্তী একটি গ্রাম। প্রাচীন নাম নবহট্ট। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবির্ভাব স্থান ঝামটপুর নৈহাটীর নিকটবর্তী।

**নৈকর্য্য**—১. নিধর্ম ( শুভাশুভ কর্মলেশশূন্য ব্রহ্মের সহিত একাকার বলিয়া নিধর্ম শব্দে ব্রহ্ম বুঝায় ) + ক্ষ্য ; ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ( ভাঃ ১।৫।২২ ) ; ২. কর্মবন্ধ-মোচক ( ভাঃ ১।৩।৮ ) ; ৩. নিকাম কর্ম ( ভাঃ ১২।১২।৩২ ) ।

**ভগ্নোৎসব পরিমণ্ডল**—নিজ বাহ পরিমিত চারিহাত দীর্ঘ ও চারিহাত বিস্তৃত মহাপুরুষ ( চৈ. চ. ১।৩।৩৩-৩৪ )।

**ভাস্কর্য**—তর্কশাস্ত্র। ষড়্‌দর্শনাস্তর্গত দর্শন শাস্ত্র। বিচারার্থ নালিশ ( চৈ. চ. ২।৫।৪১ ) ; তর্কিত বিষয়, যোকদ্দমা ( চৈ. চ. ২।৫।৬৩ )।

## প

**পঞ্চ**—পাঁচ। **পঞ্চকর্মেস্ত্রিয়**—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। **পঞ্চগব্য**—গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত। **পঞ্চজন্ম**—চৈতন্য, নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ ( চৈ. চ. ২।৪।২০৪ )। **পঞ্চজ্ঞানোস্ত্রিয়**—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। **পঞ্চভূত**—ভক্তরূপ—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, ভক্তস্বরূপ—শ্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতার—শ্রীঅষ্টৈতাচার্য, ভক্তাখ্য—শ্রীবাসাদি এবং ভক্ত-শক্তিক—শ্রীগদাধর ( চৈ. চ. ১।১।১৪ শ্লোঃ )। **পঞ্চভূতাত্ম**—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অমিশ্রতাব। ( সাংখ্যদর্শনে ) স্থলভূত। **পঞ্চনিত্যবস্তু**—কাল, কর্ম, মায়া, জীব ও ঈশ্বর। ইহার মধ্যে কাল, কর্ম ও মায়া জড় বা অচেতন ; ঈশ্বর চিদ্বস্তু, বিভূচিৎ ; জীব অণুচিৎ বা চিৎকণ। এখানে মায়া অর্থ প্রকৃতি এবং কর্ম অর্থ অদৃষ্ট। **পঞ্চবটী**—১. দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত একটি বন। বর্তমান ‘নাসিক’ সহরের নিকটে গোদাবরী নদী তীরে অবস্থিত। এখানে লক্ষণ সূর্যনথার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন। মতান্তরে বিদর জিলায় ইহা অবস্থিত। ২. পঞ্চ-বৃক্ষের বন, যথা—অশ্বথ, বট, বিষ্ণু, আমলকী ও অশোক। **পঞ্চবাণ**—১. সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন—মদনের পঞ্চশর। ২. অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা বা শিরীষ নীলোৎপল। এই পঞ্চপুষ্পে পঞ্চবাণ। **পঞ্চভূত বা পঞ্চমহাভূত**—ক্ষিতি, অপ্ ( জল ), তেজঃ ( অগ্নি ), মক্ ( বায়ু ), ব্যোম ( আকাশ )। **পঞ্চমহাবস্তু**—ব্রহ্মযজ্ঞ বা বেদপাঠ, নৃযজ্ঞ বা অতিথি সংকার, পিতৃযজ্ঞ বা শ্রাদ্ধ তর্পণাদি, দেবযজ্ঞ বা দেবতাপূজা, ভূতযজ্ঞ বা ইতর প্রাণীর সেবা। **পঞ্চমুখ্যারতি**—শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। মুখ্যারতি স্বার্থ ও পরার্থ ভেদে দুই প্রকার। রতি ত্রঃ। **পঞ্চাপ্‌সরাভীর্ষ**—শাতকর্ণিঋষির ( মতান্তরে মাণ্ডকর্ণি অথবা অচ্যুত ঋষির ) তপস্তা ভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত পাঁচটি অপ্‌সরা অভিশপ্তা হইয়া কুন্তীর রূপে একটি লম্বাবরে বাস করে। অর্জুন তীর্থ যাত্রাকালে এখানে আসিলে অপ্‌সরাদিগকে কুন্তীর ঘোনি হইতে উদ্ধার করেন। তদবধি এই সরোবর তীর্থরূপে পরিণত

হয়। **পঞ্চাশত**—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, চিনি। **পঞ্চরূপ**—সংকর্ষণ ( বলরাম ), কার্ণার্ণবশায়ী ( মহাবিষ্ণু ), গর্ভোদকশায়ী ( সহস্রশীর্ষা দ্বিতীয় পুরুষাবতার, ব্যাষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী ), কীরোদশায়ী ( চতুর্ভূজ বিষ্ণু ) ও শেষ (অনন্তদেব)। **পঞ্চরোগ**—অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিভিবেশ। **পঞ্চাশিখা**—পঞ্চ-প্রদীপ ( চৈ. ভা. ১৭০।১।১১ )।

**পঞ্চালিকা**—প্রতিমা, পুতুল ( চৈ. চ. ২।৮।২২ )।

**পট্টভোরি**—রেশমের দড়ি ( চৈ. চ. ২।১৪।২৩ )।

**পড়িছা**—ছড়িদার, শ্রীজগন্নাথের সেবক বিশেষ ( চৈ. চ. ২।৬।৪ )।

**পড়িমাছোঁ**—প্রা. পড়িয়াছি ( চৈ. চ. ৩।২০।২৬ )। **পড়িমুঁ**—পড়িলাম ( চৈ. চ. ২।৫।১৪৮ )।

**পড়ু**—প্রা. পড়ুক ( চৈ. চ. ২।২।২৬ )। **পড়েঁ**—পড়ি, পতিত হই ( চৈ. চ. ৩।৪।১২ )।

**পড়ুয়া**—প্রা. ছাত্র ( চৈ. চ. ১।৭।২৭ )।

**পড়েঁ**—প্রা. পাঠ করি ( চৈ. চ. ২।২।২৫ )।

**পতিব্রতা**—সাক্ষী নারী। পতি পরায়ণা। পতিব্রতার লক্ষণ : “আর্ডার্ভে মুদিত্তে হৃষ্টা প্রোষিত্তে মলিনা কৃশা। যুতে স্মিয়তে যা পতৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা” ॥—অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতর হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্ট হন, পতি বিদেশে গেলে যিনি কৃশা, মলিনা হন এবং পতির মৃত্যু হইলে যিনি মৃতবৎ অথবা সহমৃত্যু হন, তিনিই পতিব্রতা। আবার ভাগবতে ( ভাঃ ৭।১।২৮ ) সাক্ষী নারীর আদর্শ সম্বন্ধে নারদ বলিয়াছেন :

সমুপাশ্রয়লোপা দক্ষা ধর্মজ্ঞা প্রিয় সত্যভাক্ ।

অগ্রমস্তা শুচিঃ স্নিগ্ধা পতিং অপতিতং ভজেৎ ॥

—অর্থাৎ যথালোভে সমুপাশ্রয়, ভোগ বিষয়ে লোভহীনা, সর্বদা আলমুহীনা, ধর্মজ্ঞা, প্রিয়বাদিনী, সত্যবাদিনী, শুচি ও স্নিগ্ধা হইয়া সাক্ষী নারী অপতিত ( অর্থাৎ মহাপাতক শূন্য ) পতিকে ভজনা করিবে ( চৈ. চ. ২।১৫।৬ স্তোঃ )। সার্বভৌমের কল্পা ঘাটীর পতি অমোঘ মহাপ্রভুর নিন্দা করিলে, অমোঘ পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া সার্বভৌম ব্যবস্থা দিলেন—

ঘাটীকে কহ—তারে ( পতিকে ) ছাড়ুক সে হইল পতিত ।

পতিত হইলে ভর্ষা ত্যজিতে উচিত ॥ ( চৈ. চ. ২।১৫।২৩ ) ॥

**পদভেদ্যঙ্গণ**—পারে হাঁটা ( চ. চ. ১।১৪।২০ )।

**পদার্থ**—পদার্থ দশটি, যথা : সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উত্তি, মনস্তর, দৈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি, এবং আশ্রয়। **সর্গ**—প্রকৃতির গুণ পরিণাম দ্বারা পরমেশ্বর কর্তৃক পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্ত্র, মহত্ত্ব ও অহঙ্কারের সৃষ্টির নাম সর্গ। **বিসর্গ**—ব্রহ্ম হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম বিসর্গ। স্থান—বৈকুণ্ঠ বিজয়। **বৈকুণ্ঠ**=ভগবান্ ; **বিজয়**=উৎকর্ষ। **পোষণ**—ভক্তানুগ্রহ। **উত্তি**—কর্ম-বাসনা। **মনস্তর**—মনস্তরাধিপতিগণের সঙ্ঘর্ম। অনুগ্রহীত সাধুদিগের চরিত্রে যে ধর্ম ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই মনস্তর। **দৈশানুকথা**—দৈশরের অবতার ও সাধুদিগের চরিত্র কথা। **নিরোধ**—মহাপ্রলয়ে ভগবান্ যোগনিদ্রাগত হইলে উপাধির সহিত জীবের তাহাতে লয়। **মুক্তি**—মুক্তিহিমাশ্রয়ার্থে স্বরূপে ব্যবস্থিতিঃ ( ভাঃ ২।১০।৬ )। অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া জীবের ভগবৎ স্বরূপে ব্যবস্থিতিই মুক্তি। **আশ্রয়**—ঐহা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় এবং ঐহা হইতে বিশ্বের প্রকাশ, তাহার নাম আশ্রয়। ইহা হইতেই সর্গাদি নয়টি পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে ( ভাঃ ২।১০।১-২, চৈ. চ. ১।২।১৫ শ্লোঃ )।

**পদ্ধতি**—পরিসর প্রঃ।

**পদ্মাসন**—ব্রহ্মা ( চৈ. চ. ১।৫।১২৮ )।

**পদ্মাণ**—প্রা. প্রয়াণ, গমন ( চৈ. চ. ২।১৬।২৩ )।

**পদ্মিনী নদী**—ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যে “তিরুবঙ্গুর” নদী।

**পয়োক্ষী**—দাক্ষিণাত্যে ত্রিবাঙ্গুর রাজ্যে নদী। বিদ্যাপাদ পর্বতের ( বর্তমান সাতপুরা রেঞ্জ ) দক্ষিণে প্রবাহিত। বর্তমান নাম ‘পূর্তি’, মতান্তরে ‘পারপুনী’ নদী। মহাভারত, বনপর্বে ৮৫শ অধ্যায়ের বর্ণনানুসারে কৃষ্ণবেশে জলোদ্ভূত জাতিস্বরূপে পুরন্দর পরে সর্বভূত, তাহার পরে পয়োক্ষী, ইহার পরে দণ্ডকারণ্য।

**পরকীয়া**—যে সকল জীলোক ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় ধর্মের অপেক্ষা না করিয়া আসক্তি বশতঃ পর পুরুষের প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং যাহাদিগকে বিবাহ বিধি অনুসারে স্বীকার করা হয় না, তাহারাই পরকীয়া ( উ. নী., কৃষ্ণবল্লভ ৬ )। কন্যা ও পুরোচা ভেদে পরকীয়া দুই প্রকার ( উ. নী., কৃষ্ণবল্লভ ৮ )। প্রকটব্রজে কান্তাভাবময়ী ব্রজ সুন্দরীগণ পরকীয়া। পরম্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ পতি-পত্নীর মধ্যে যে ভাব, তাহার নাম পরকীয়া কান্তাভাব। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের কল্লিণী, সত্যভামা প্রভৃতি। “পরকীয়া ভাবে অতিরসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্তঃ-নাহি বাস” ( চৈ. চ. ১।৪।৪১-৪২ )।

**পরম্পর**—শত্রুতাপন ( গী. ২।৩ )।

**পরব্যোম**—মহা বৈকুণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপের ধাম সমষ্টির সাধারণ নাম পরব্যোম। পরব্যোম শ্রীকৃষ্ণলোকের নিম্নদেশে অবস্থিত। পরব্যোমের অধিপতি শ্রীনারায়ণ—শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভূজ বিলাস রূপ। পরব্যোমে চিয়ন্ন নিত্যবস্তু ও চিচ্ছক্তির বিলাস (চৈ. চ. ১।৫।১১-১২)।

**পরব্রহ্ম**—১. পরতত্ত্বের যে স্বরূপে শক্তি আদির পূর্ণতম অভিব্যক্তি বা বিকাশ তাহাই পরব্রহ্ম। ২. গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণ। —‘একোহপি সন্ যো বহুধা বিভাতি’ (গো. তা. শ্রুতি.)। ‘বহু মূর্ত্যোক মূর্ত্তিকম্’ (ভাঃ ১০।৪০।৭)। যিনি একরূপে বহুমূর্ত্তি আবার বহুমূর্ত্তিতে একমূর্ত্তি তিনি পরব্রহ্ম। ৩. নির্বিশেষ পরতত্ত্ব (ভাঃ ৮।২৪।৩৮)। ব্রহ্ম ব্রঃ।

**পরমধর্ম**—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশ্যে সেবা ব্যতীত যাহাতে অত্র কোন বাসনা নাই, তাহাই পরম ধর্ম। চতুর্ভূজ লাভ বা পঞ্চবিধা মুক্তিলাভের বাসনা যাহাতে আছে তাহা পরমধর্ম নহে। জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান সেবা-সেবকত্ব ভাবের প্রতিকূল বলিয়া ভক্তি মার্গের ভজন বিরোধী, হুতরাং ইহা পরমধর্ম নহে।

**পরমাত্মা**—অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের যে স্বরূপ অন্তর্ধামী, সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সর্বব্যাপক, সর্বসাক্ষী ও পরমস্বরূপ। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম বা শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মধ্যবর্তী যে সমস্ত স্বরূপ, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় সর্বিশেষ, সাকার। এই সর্বিশেষ স্বরূপ সমূহের মধ্যে যাহাতে সর্বাপেক্ষা নূন শক্তির বিকাশ, তিনিই যোগীদের ধ্যেয় পরমাত্মা। ইনি সাকার, কিন্তু লীলা বিলাসের যোগ্য শক্তির বিকাশ তাঁহাতে নাই (চৈ. চ. ২।২৪।৫৬-৬০)।

**পরমানন্দ পুরী**—ত্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ত্রিহতে আবির্ভাব। ভক্তি-কল্পতরুর মধ্যমূল। চৈতন্যদেবের দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ সময়ে ঋষভ পর্বতে (বর্তমান নাম পালনি হিল্) ইহার সঙ্গে মিলন হয়। মহাপ্রভু ইহাকে নীলাচলে বাসের জন্য অহুরোধ করেন। ইনি ঋষভ পর্বত হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার গৃহে কিছুকাল বাসের পর নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভু কানীমিশ্রের গৃহে ইহার বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে গোড়ো গিয়াছিলেন। পরে নীলাচলেই স্থায়ীভাবে থাকিতেন। মহাপ্রভু ইহার প্রতি গুরুবুদ্ভি পোষণ করিতেন। ইনি ছাপর লীলার উৎসব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**পরমানন্দ মহাপাত্র**—মহাপ্রভুর পরমভক্ত। নীলাচলবাসী। জগন্নাথের সেবক।

**পরমেশ্বর দাস**—শ্রীনিত্যানন্দ শাখা। দ্বাদশ গোপালের অন্ততম। ব্রজের অর্জুন সখা। কাউ গ্রামে আবির্ভাব। পরে খড়দহে আসিয়া বাস করেন। জাহ্নবা মাতা গোস্বামীর আদেশে ইনি হুগলী জেলার তড়া আটপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথের সেবা প্রকাশ করেন। ইনি জাহ্নবা মাতার সঙ্গে খেতুরীর মহোৎসবে ও বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। ইহার অনেক অলৌকিক শক্তি ছিল।

**পরমানন্দ সেন**—কর্ণপুর প্রঃ।

**পরমেশ্বর মোদক**—নবদ্বীপবাসী মিষ্টান্ন বিক্রেতা। চৈতন্যদেবের বাল্যকাল হইতেই ইহার মহাপ্রভুর প্রতি স্নেহ ছিল। বাল্যকালে মহাপ্রভু বার বার ইহার গৃহে যাইতেন এবং সেখানে ‘দুগ্ধখণ্ড-মোদকাদি’ গ্রহণ করিতেন। একবার রথযাত্রা উপলক্ষে ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের জন্ত পত্নী ও পুত্র মুকুন্দ সহ নীলাচলে গিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের নাম শুনিয়া মহাপ্রভু অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রীতি বশতঃ কিছু বলেন নাই।

**পরম্পর বেগুণীত**—দুইটি বাঁশের পরম্পর সংঘর্ষে যে শব্দ হয়।

**পরাসুনিষ্ঠা**—জীবাশ্মার স্বরূপ জ্ঞান। দেহ ও দৈহিক বস্তুতে অভিমান শূন্য শুদ্ধ জীবাশ্মার নিষ্ঠা বা স্বরূপ জ্ঞান (—চক্রবর্তী) (ভাঃ ১১।২৩।৫৭)।

**পরাবহু**—ভগবানের যে অবতারে পূর্ণভাবে সর্বশক্তির প্রকাশ, তাহাকে ‘পরাবহু’ বলে। এই প্রকাশে ষড়ঋণের পরিপূর্তি থাকে।

**পরাবিষ্ঠা**—পর্য = শ্রেষ্ঠ। প্রকৃতি বিষ্ঠা, যথা—‘যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে’—(মণ্ডক),—যাহা দ্বারা সেই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায় তাহাই পরাবিষ্ঠা।

**পরশক্তি**—শক্তি প্রঃ।

**পরিকর**—লীলাঙ্গদী।

**পরিজন্ম**—চিত্রজন্ম প্রঃ।

**পরিণামবাদ**—১. আত্মকৃতে: পরিণামাৎ (ব্রহ্ম সূত্র ১।৪।২৬)। বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণামবাদ। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মুক্তিকার পরিণাম ঘট, সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মের পরিণতি। অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে ব্রহ্মই জগৎরূপে পরিণত হইয়া স্রামন্তক মণিবৎ ‘অবিকারী’ আছেন (চৈ. চ. ১।৭।১১৪, ২।৬।১৫৪)। ২. গোড়ীয়-বৈষ্ণব দর্শন মতে এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, আবার ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াও নিজ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইতে অবিচ্যুত। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবেই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

**পরিণাম ব্রহ্মের পারিভাষিক অর্থ**—‘তত্ত্বতোহন্তথাভাব’—অর্থাৎ তত্ত্ব হইতে

অনুগ্রহ ভাবই পরিণাম, তন্ময় অনুগ্রহ ভাব নহে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের বহিরঙ্গী  
মায়াক্রিয়াকার হইতেই এই জড় জগৎ উদ্ভূত। কিন্তু মায়াক্রিয়াকার  
শক্তি বলিয়া মায়াক্রিয়াকার বা প্রকৃতিকে জগতের গোণ কারণ এবং ব্রহ্মকে মুখ্য কারণ  
বলা হয়। প্রকৃতি ত্রয়ঃ।

**পরিদেবনা**—পরিভাষা (গী. ২।২৮)।

**পরিমির্বাণ**—মহানির্বাণ, ভব বন্ধন হইতে মুক্তি।

**পরিভ্রম**—প্রভুত্ব (চৈ. চ. ১।৩।১৭ শ্লোকঃ)।

**পরিভাষা**—১. কোনও তত্ত্ব বিষয়ে প্রামাণ্য ব্যক্তিদিগের সার সিদ্ধান্ত  
(চৈ. চ. ১।২।৪৮); ২. বিশেষ অর্থবোধক শব্দ, সংজ্ঞা।

**পরিমুখা**—নির্মল, (জগৎপথের) চরণোপরি মন্তক স্থাপন, যেমন : ‘জগৎমোহন  
পরিমুখা যাতু’ (চৈ. চ. ৩।১০।৩ শ্লোকঃ)।

**পরিমল**—পরিমল : (চতুর্দিকে) সরস্বতী (প্রসারিত হয়) ইতি পরিমলঃ।  
একস্থান হইতে সর্বদিকে প্রসারিত হয় বলিয়া নাদীদিগকে পরিমল বলে।  
অম্বা নাদী হৃদয় দিয়া ব্রহ্মরক্ত পর্ষস্ত প্রসারিত হইয়াছে বলিয়া হৃদয়কে বলে  
পরিমল (মার্গ বা রাস্তা) (ভাঃ ১।৮।৭।১৮; চৈ. চ. ২।২।৪।৫৫ শ্লোকঃ)।

**পরিমল**—প্রা. অসাক্ষাতেও (চৈ. চ. ২।৮।৩০)।

**পশা**—সিঁড়ি, যথা—“বাইশ পশার তলে আছে এক নিম্ন গাড়ে”। গাড়ে—  
গর্ত (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৮)।

**পশার**—প্রা. দোকান (চৈ. চ. ৩।১।৭৫)। **পশারি**—দোকানদার  
(চৈ. চ. ৩।৩।২০); প্রসারিত করিয়া (চৈ. চ. ২।২।১।১০)।

**পহিলি**—প্রা. প্রথমে (চৈ. চ. ২।৮।১৫২)। **পহিলে**—প্রথমে (চৈ. চ.  
২।২।২৮)।

**পাখালি, পাখালিয়া**—প্রা. ধূইয়া (চৈ. চ. ২।৬।৩২)।

**পাত**—প্রা. পাই (চৈ. চ. ২।১।১২২)।

**পাঁচবাণ**—মদনের পঞ্চবাণ। পঞ্চ ত্রয়ঃ।

**পাটুয়া খোলা**—কলাগাছের খোলা দ্বারা প্রস্তুত ঠোকা (চৈ. চ. ৩।১৬।৩৩)।

**পাড়ম**—প্রা. তোষকের মত পাতিবার জিনিষ (চৈ. চ. ৩।১।১৮)।

**পাণ্ডুর**—পদ্মপুত্র। বোম্বাই রাজ্যে শোলাপুরের ৩৮ মাইল পশ্চিমে।  
ভীমরথী তীরে অবস্থিত নগর।

**পাণ্ডু বিজয়**—উৎকল ভাষায় পাণ্ডু অর্থ—হাত ধরিয়া পদব্রজে গমন। জগন্নাথ

দেবকে হাত ধরাধরি করিয়া রথের উপর লইয়া যাওয়ার নাম পাণ্ডু বিজয় ( চৈ. চ. ২।১৩।৪ ) ।

**পাণ্ড্যদেশ**—দাক্ষিণাত্যে কেরল ও চোল রাজ্যের মধ্যবর্তী প্রদেশ ।

**পাণ্ডনা**—চাউলশূন্য ধান, চিটা ধান ( চৈ. চ. ১।১২।১০ ) ।

**পাণ্ডনা, পাণ্ডনাহা**—বাদশা, রাজা ( চৈ. চ. ২।১৮।১৫৮, ১৫৯ ) ।

**পাতিয়ান্ন**—প্রা. প্রত্যয় ( বিশ্বাস ) করে ( চৈ. চ. ২।২।৪৩ ) ।

**পাত্র**—১. নাট্যোক্ত ব্যক্তি ; ২. পরিবর ; ৩. শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী ।  
রাধিকার গণ দ্বয় ।

**পাথার**—সাগর ( চৈ. চ. ২।১৭।২১৯ ) ।

**পাথোজনি**—পাথো অর্থাৎ জলে জন্ম যাহার, পদ্ম ( চৈ. চ. ১।২।২ শ্লোঃ ) ।

**পানাগড়ী তীর্থ**—ত্রিবাঙ্গুরের পথে তিনেভেলী হইতে ত্রিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত ।

**পান্না-মরসিংহস্থান**—কৃষ্ণ জেলার বেজওয়াদা সহরের সাত মাইল দূরে মঙ্গল গিরির মধ্যে অবস্থিত । এ স্থানে পর্বতের উপরে শ্রীনৃসিংহ বিগ্রহ আছেন । কথিত আছে, এই নৃসিংহ দেবকে সরবত ভোগ দিলে, তিনি তাহার অর্ধেক গ্রহণ করিয়াছিলেন ( চৈ. চ. ২।২।৬০ ) ।

**পাণিহাটী**—কলিকাতার উত্তরে সাড়ে চারি ক্রোশ দূরে, গঙ্গাতীরে । শ্রীরাঘব পণ্ডিতের শ্রীপাট । এইস্থানে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দণ্ড মহোৎসব হইয়াছিল ।

**পানি, পানী**—প্রা. জল ( চৈ. চ. ১।২।৭ ) ; **পানীতোলা**—প্রা. গামোছা ( চৈ. ভা. ৭৫।২।৩০ ) ।

**পাপনাশন**—কুন্তকোণম্ হইতে আট মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত । তিনেভেলী জেলার অন্তর্গত পালম্-কোটা হইতে উনত্রিশ মাইল পশ্চিমেও পাপনাশন নামে একটি নগর আছে ।

**পাবন কুণ্ড**—পাবন সরোবর । মথুরা জেলায় নন্দীশ্বরের নিকটে ।

**পারক**—১. প্রেমদাতা, যথা—“কৃষ্ণনাম ‘পারক’ হয়ে—করে প্রেমদান” ( চৈ. চ. ৩।৩।২৪৪ ) ; ২. শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষরাদি মন্ত্র ও নাম ; ৩. পবিত্র কারক ।

**পারাবার শূভ**—সীমাহীন, অসীম ( চৈ. চ. ২।১২।১২৪ ) ।

**পারাবরণ**—সম্পূর্ণতা । পুরাণাদি গ্রন্থের সম্পূর্ণ পাঠ ।

**পার্বদ**—লীলাসঙ্গী ভক্ত। পার্বদ দুই প্রকার, যথা—নিত্যসিদ্ধ পার্বদ ও সাধন-সিদ্ধ পার্বদ। **নিত্যসিদ্ধ পার্বদ**—ঐহারা অনাদি কাল হইতেই ভগবানের পরিকররূপে তাঁহার লীলার সহায়ক, ঐহাদিগকে মায়ার কবলে পতিত হইয়া সংসারে আসিতে হয় না, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পার্বদ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভগবানের স্বাংশ বা স্বরূপের অংশ, যেমন সংকর্ষণাদি। আবার কেহ কেহ ভগবানের শক্তির বিলাস, যেমন ব্রজদেবীগণ। **সাধনসিদ্ধ পার্বদ**—ঐহারা মায়ামুগ্ধ অবস্থায় সংসার ভোগ করিয়া পরে ভজন প্রভাবে সিদ্ধিলাভের পর ভগবৎ-পার্বদ লাভ করেন, তাঁহারা সাধনসিদ্ধ পার্বদ (চৈ. চ. ১।১।৩১, ২।২।৮-২)।

**পালিগান**—গানের দোহার (চৈ. চ. ২।১।৩৩)।

**পাল**—রজ্জু; দুর্দান্ত গরুর বন্ধন রজ্জু (ভাঃ ১০।৩৫।২)।

**পালক**—প্রা. পাশা (চৈ. চ. ৩।১৬।৭)।

**পাশুলি**—প্রা. পাইজোড় (চৈ. চ. ১।১৩।১০৮)।

**পাষণ্ড**—হিন্দুধর্মবিরোধী (চৈ. চ. ১।১৭।২০৩)।

**পাসরায়**—ভুলায় (চৈ. চ. ৩।১৬।১১২)।

**পিণ্ড**—প্রা. পান করিব (চৈ. চ. ৩।১৬।১১৬); **পিণ্ডোপিণ্ডো**—পান করিব, পান করিব (চৈ. চ. ৩।১৯।২১)।

**পিঙ্গলা**—ইড়া ঙ্গঃ।

**পিঙ্গলক**—তমলুকের নিকটবর্তী রূপনারায়ণ নদের তীরে একটি গ্রাম।

**পিছোড়া**—প্রা. বহনকারী লোক (চৈ. চ. ৩।১১।৭৬)।

**পিচ্ছ**—প্রা. শিখি পুচ্ছ (চৈ. চ. ২।২১।২১)।

**পিয়াস**—প্রা. পিপাসা (চৈ. চ. ৩।১৫।৫৭)।

**পিণ্ডম**—দুর্জন (চৈ. চ. ৩।১।১২ শ্লোঃ)।

**পীর**—মহাপুরুষ (চৈ. চ. ২।১৮।১৭৫)।

**পুহঁ**—প্রা. জিজ্ঞাসা করিব; **পুহে**—জিজ্ঞাসা করেন (চৈ. চ. ৩।১৭।৪৮, ৩।৩।২৭৭)।

**পুজা**—প্রা. তূপ (চৈ. চ. ৩।১১।৭৭)।

**পুণ্ডরীক**—শ্বেতপদ্ম। **পুণ্ডরীকাক**—পুণ্ডরীকের (শ্বেতপদ্মের) পাপড়ির স্তায় অক্ষি (চক্ষু) ঐহার; পদ্মপলাশলোচন; ত্রীকূক্ষ, হরি, বিষ্ণু।

**পুণ্ডরীক বিভানিধি**—চট্টগ্রামের অন্তর্গত হাটবাজারী থানার নিকটবর্তী মেথলা গ্রামে বায়েজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরিবারে বিভানিধির আবির্ভাব। পিতার নাম:

বাণেশ্বর, মাতার নাম গঙ্গাদেবী। বিজ্ঞানিধি চট্টগ্রামের চক্রশালার জমিদার ছিলেন। নবদ্বীপেও ইহার বাড়ী ছিল। সেখানে গিয়াও মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। ইনি বাহিরে বিলাসী, কিন্তু অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমে ভরপুর ছিলেন। সেজন্য ইহার আর এক নাম ছিল ‘প্রেমনিধি’। ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভু ইহাকে ‘পুণ্ডরীক বাপ’ বলিয়া ডাকিতেন। ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্তদের তত্ত্বতম ছিলেন। ব্রজলীলায় ইনি ছিলেন শ্রীরাধিকার পিতা। বৃষভানু মহারাজ এবং ইহার পত্নী রত্নাবতী ছিলেন। শ্রীরাধিকার জননী কীর্তিদা।

**পুনরাস্ত দোষ**—ক্রিয়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত অঘযুক্ত কোন বাক্য সমাপ্তির পরও ঐ বাক্যের অন্তর্গত কোনও শব্দের সহিত অঘযুক্ত কোনও পদের পুনঃপ্রয়োগকে ‘পুনরাস্ত দোষ’ কহে (চৈ. চ. ১।১৬।৬২)।

**পুনরুক্তবদান্তাস**—কোন বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ একার্থবাচক বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও যদি তাহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে তাহাকে অলঙ্কার শাস্ত্রে ‘পুনরুক্তবদান্তাস’ অলঙ্কার বলে (চৈ. চ. ১।১৬।৬৮-৭২)।

**পুরন্দর আচার্য**—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভু ইহাকে ‘পিতা’ বলিতেন। মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ম ইনি নীলাচলেও যাইতেন।

**পুরন্দর পণ্ডিত**—নিত্যানন্দ শাখা। চৈতন্যদেব পাণিহাটীতে রাখব পণ্ডিতের গৃহে গেলে ইনি সেখানে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর গোড়ে নাম-প্রেম প্রচারের সময় ইনি অনেক সময় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

**পুরট**—স্বর্ণ (চৈ. চ. ১।১৮ শ্লো:)।

**পুরস্কার**—পুরঃ (অগ্রে, প্রথমে) অহুষ্ঠিত হয়, যে চরণ (আচরণ, অহুষ্ঠান)। শ্রীকৃষ্ণ রূপায় যে মন্ত্র লাভ করা যায়, তাহার সিদ্ধির নিমিত্ত সর্বপ্রথমে যে অহুষ্ঠানের প্রয়োজন হয়, তাহাকে পুরস্কার বলে।

**পুরস্কার**—১. কৃতার্থ (চৈ. চ. ১।১৭।১০৮); ২. পারিতোষিক, সম্মান।

**পুরী গোস্বামী**—পরমানন্দ পুরী ত্রঃ।

**পুরীদাস**—কর্ণপুর ত্রঃ।

**পুরন্দরবতান**—অবতার ত্রঃ।

**পুরুষার্থ**—পুরুষের (জীবের) অর্থ (প্রয়োজন, কাম্যবস্তু)। জীবের কাম্যবস্তু। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। প্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ। প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্মদ্বারা ত্রিবর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্মদ্বারা চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ রসস্বের চরমতম বিকাশ। স্বস্থ বাসনামুক্ত

কৃষ্ণদেব আশ্বাদনের একমাত্র উপায় প্রেম। তাই প্রেমকে বলা হয় ‘পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন’ (চৈ. চ. ২।২০।১১০)।

**পুরুষোত্তম**—১. নীলাচল; ২. শ্রেষ্ঠ পুরুষ; ৩. জগন্নাথদেব, ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ।

**পুরুষোত্তম আচার্য**—স্বরূপ দামোদর ঙ্রঃ।

**পুরুষোত্তম দাস**—নিত্যানন্দ শাখা। ইনি নাগর পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত। নদীয়া জেলার বালীডাঙ্গা গ্রামে বৈষ্ণব বংশে আবির্ভূত। পিতা সদাশিব কবিরাজ। বালীডাঙ্গা বা বেলডাঙ্গা গ্রাম নষ্ট হইলে স্বধ সাগরে শ্রীশাট স্থানান্তরিত হয়। স্বধ সাগরে জাহ্নবা মাতারও শ্রীবিগ্রহ ছিলেন। স্বধ-সাগর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে জাহ্নবা মাতারও পুরুষোত্তম দাসের শ্রীবিগ্রহ সাহেবডাঙ্গা বেড়ুগ্রামে আনীত হন। বেড়ুগ্রামও ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে শ্রীবিগ্রহ চাকদহের নিকটবর্তী চান্দু গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়। ইনি দ্বাদশ গোপালের অন্ততম। ব্রজের দাস সখা।

**পুরুষোত্তম পণ্ডিত**—ব্রজের স্তোক কৃষ্ণ। দ্বাদশ গোপালের একতম। নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভূত। পিতা রত্নাকর। ইনি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর “মহাভূত্যমর্থ” ছিলেন।

**পুত্রীষয়**—মথুরা ও দ্বারকা (চৈ. চ. ২।১২।১৬৬)।

**পুলক**—রোমাঞ্চ (চৈ. চ. ২।২।৬২)

**পুল্পারাম**—ফুলের বাগান (চৈ. চ. ২।১৪।১০৩)।

**পুল্ল**—জলপ্রবাহ (চৈ. চ. ২।২৫।২২২)।

**পূর্ব ভগবান্**—সমস্ত অংশের (ভগবৎ স্বরূপের) সহিত সম্মিলিত ভগবান্ (চৈ. চ. ১।৪।২)।

**পূর্বপক্ষ**—প্রাণ, আপত্তি। সিদ্ধান্তের প্রতিকূল অর্থ (চৈ. চ. ২।৬।১৬০)।

**পূর্বরাগ**—রতির্থা সঙ্গমাৎ পূর্ব দর্শন অবগাদিজ্ঞা।

তয়োরুন্মীলতি প্রাণৈঃ পূর্বরাগঃ সউচ্যতে ॥—উ. নী., পূর্ব ৫।

—যে রতি নারক নারিকার সঙ্গমের পূর্বে পরস্পর দর্শন অবগাদি হইতে জাত হইয়া উভয়ের বিভাবাদি সম্মিলনে আশ্বাদময়ী হয়, তাহাকে পূর্বরাগ বলে। পূর্বরাগ প্রৌঢ়, সামঞ্জস্য ও সাধারণ ভেদে ত্রিবিধ। সমর্থ্যরতির স্বরূপকে প্রৌঢ় পূর্বরাগ, সমঞ্জস্য রতির স্বরূপকে সামঞ্জস্য পূর্বরাগ এবং সাধারণ-প্রায় রতিকে সাধারণ পূর্বরাগ বলে। রতি ঙ্রঃ।

**পেটাজী**—প্রা. জামা (চৈ. চ. ৩।১২।৩৬)।

**পেটারি**—প্রা. বাস (চৈ. চ. ১।১৪।১১০)।

**শোষণ**—ভক্ত্যুগ্রহ। পদার্থঃ।

**শৈছা**—প্রা. পরসা (চৈ. চ. ২।২৫।১৫৬)।

**শৈশব, শৈশব**—পরিনিদা। খলতা, ক্রুরতা (গী. ১৬।২)।

**শোষ্টা**—পালন কর্তা (চৈ. চ. ৩।৫।৫৮)।

**শৌণ্ড**—দশম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত।

**প্রকট**—অবিহৃত। যে লীলা ভগবান্ কৃপা করিয়া সময় সময় লোক নয়নের গোচরীভূত করেন তাহা প্রকট লীলা। শ্রীজীব গোস্বামীর মতে প্রকট লীলায় স্বকীয়ায় পরকীয়া ভাব। ব্রহ্মার একদিনে বা এক কল্পে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাণ্ডে একবার লীলা প্রকট করেন। ভক্তের প্রেমনির্ধাস আনন্দন এবং তদ্বারা জগতে রাগমার্গের ভক্তির প্রচারই ব্রজলীলা প্রকটনের উদ্দেশ্য। যে লীলা কখনও লোক নয়নের গোচরীভূত হয় না, তাহাকে অপ্রকট লীলা বলে।

**প্রকটেহ**—প্রকাশ্যভাবেই (চৈ. চ. ২।১৩।১৪৮)।

**প্রকল্প**—সমূহ, পুষ্পাদির স্তবক (বি. মা. ১।৪১, চৈ. চ. ৩।১।৩৩ শ্লোঃ)।

**প্রকাশ**—ভগবান্ ‘প্রকাশ’ ও ‘বিলাস’ রূপে আত্ম প্রকট করেন। আকার, গুণ ও লীলায় সম্যকরূপে একরূপ থাকিয়া একই বিগ্রহের একই সময়ে অনেক স্থানে যে আবির্ভাব, তাহাকে প্রকাশ বলে। আর একই বিগ্রহ লীলাবশে ভিন্ন আকৃতিতে কিন্তু শক্তিতে প্রায় মূলের তুল্যরূপে প্রকটিত হইলে তাহাকে বিলাস বলে। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের একই সময়ে একই রূপে ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহসময়ে এবং শারদীয় মহারাসে শ্রীকৃষ্ণের একই মূর্তিতে প্রত্যেক গোপীর নিকট অবস্থিতিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য ‘প্রকাশ’ হইয়াছিল। আবার বলদেব, পরব্যোমের অধিপতি নারায়ণ এবং দ্বারকায় চতুর্বাহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রহ্লাদ ও অনিরুদ্ধ)—ইহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ‘বিলাস’ রূপ (চৈ. চ. ১।১।৩৬-৩৮; ল. ভা. য়., পূর্বখণ্ড ১।২১; ল. ভা. য়., তদেকাত্মরূপ কথন ১।১৫)।

**প্রকাশানন্দ সন্ন্যস্তী**—অতিশয় প্রভাবপ্রতিপত্তিশালী কানীবাসী মায়াবাদী সন্ন্যাসী। ইহার বহু সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্য ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুকে ‘নাথে মাত্রে সন্ন্যাসী, ভাবক, লোক প্রতারক’ প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিতেন। পরে চৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্ত এক মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের চেষ্টায় মহাপ্রভুর সহিত সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎকার ঘটে। তখন মহাপ্রভুর মুখে বেদান্ত শ্রবণের অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনিয়া এবং কৃষ্ণনামে মহাপ্রভুর অষ্ট সাত্তিক ভাব উপলব্ধ হয় দেখিয়া

প্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তদীয় শিষ্যগণের মন পরিবর্তিত হয় এবং তাঁহারা বৈষ্ণব হন।

**প্রকৃতি**—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। সাংখ্যদর্শন, ১।৬১ পৃঃ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। সাংখ্য মতে মায়ার দুইটি বৃত্তি, —নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। জগতের উপাদান রূপে প্রাণ বা শুণমায়ী এবং নিমিত্তরূপে প্রকৃতি বা জীবমায়ী। অর্থাৎ সাংখ্য মতে জগতের উপাদান কারণও মায়ী। এবং নিমিত্ত কারণও মায়ী। কিন্তু গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারে প্রকৃতি ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া প্রকৃতিকে জগতের মূখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। এই মতে ব্রহ্মই মূখ্য নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। প্রকৃতি গোণ কারণ মাত্র। কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষ দূর হইতে মায়ী বা প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এই অঙ্গাভাসেই মায়ী বা প্রকৃতিতেই জীবরূপ বীর্ষের আধান হয়। এইরূপ বীর্ষাধানে মহন্ত জন্মে। ইহা হইতে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের উদ্ভব হয়। সাত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চমহাভূতের জন্ম হয়। ব্রহ্মাও সৃষ্টির ইহাই প্রকরণ।

**প্রকৃতির পার**—প্রকৃতির অতীত, মায়াতীত, চিন্ময়।

**প্রথরা**—নারিকা দ্রঃ।

**প্রগল্ভা**—অলঙ্কার দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১৪।১৪২-১৫০)।

**প্রচার**—১. অধিকরূপে যাতায়াত (চৈ. চ. ৩।৪।১২১); ২. ঘোষণা, সর্বসাধারণকে জ্ঞাপন।

**প্রজ্ঞ**—চিত্তজ্ঞ দ্রঃ।

**প্রণব**—ওঁ=অকার, উকার, মকার ও অর্ধচন্দ্র (গো. তা. ২।৪)। “ইহার চারি অংশে রাম, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণ-ব্যূহ বর্তমান। সৃষ্টি শক্তি, পালনী শক্তি ও নাশিনী শক্তির শক্তিমান”। বৈঃ অঃ।

... পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড মতে—“প্রণব ঐক, বজ্রঃ ও সামের আত্মস্বরূপ; প্রণবের অ-কার বিষ্ণুকে, উ-কার লক্ষ্মীকে ও ম-কার নিত্যসেবক জীবকে বুঝায়”। ... প্রণব বেদের নিদান ও মহাবাক্য (ভক্তি ১৭৮)। ... অ উ ম্ অর্থাৎ বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা—এই ত্রয়ীময় বীজ, যথা—প্রণবঃ সর্ববেদেহুঃ। অকারো বিষ্ণু কদ্রিষ্ট উকারস্ত মহেশ্বরঃ।

মকারোগোচ্যন্তে ব্রহ্মা প্রণবেণো জয়োমতাঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ চারি বেদে ঔকার রূপে বিরাজ করেন (গী. ৭।৮) ...  
 ঔ মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ঔ (গী. ৮।১৩)।  
 ... প্রণবই ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ব্রহ্ম। ওম্ ইতি ইদং সর্বং (তৈ. উ. ১।৮);  
 ... এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ। হে সত্যকাম! এই  
 ওঙ্কারই পরব্রহ্ম ও অপর ব্রহ্ম। (প্রশ্ন. উ. ৫।২) -- এষ সর্বেশ্বরঃ এষ সর্বজ্ঞ  
 এষো অস্তুর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্বত্র প্রভবাণ্যর্যো হি ভূতানাম্।—এই ওঙ্কার  
 সর্বেশ্বর, সর্বজ্ঞ, সর্বাস্তুর্য্যামী, সর্বযোনি (সমস্তের কারণ), সমস্ত ভূতের উৎপত্তি,  
 স্থিতি ও বিনাশের হেতু (মাণ্ড্যুকা, উঃ)। ... চৈতন্য চরিতামৃতের মতে  
 (চৈ. চ. ২।২৫।৭৮-৮৪) প্রণবের অর্থ বিশ্লেষণ গায়ত্রী, গায়ত্রীর অর্থ  
 বিশ্লেষণ চতুঃশ্লোকী, চতুঃশ্লোকীর ব্যাখ্যা ব্যাসসূত্র এবং ব্যাসসূত্রের ভাষ্য  
 শ্রীমদভাগবত। অতএব প্রণবে যে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের  
 বীজ নিহিত হইয়াছে, তাহাই ভাষ্যাকারে শ্রীমদভাগবতে বিবৃত হইয়াছে।

**প্রণয়**—প্রেম দ্রঃ।

**প্রতাপরুদ্র**—উড়িষ্যা রাজ্যের গঙ্গাবংশীয় স্বাধীন রাজা। উপাধি গজপতি।  
 পিতা পুরুষোত্তম দেব। রাজধানী কটক। মধ্যে মধ্যে পুরীতেও বাস  
 করিতেন। জগন্নাথের সেবক ও মহাপ্রভুর পরমভক্ত। রাজা প্রতাপরুদ্র  
 মহাপ্রভুর গুণাবলী শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল  
 হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজদর্শন সন্ন্যাসীর অকর্তব্য বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহার  
 অগ্ররোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করেন। শেষে সার্বভৌমের পরামর্শে রাজা  
 রাজবেশ ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের বেশে বনগুপ্তি স্থানের উচ্চানে ভাবাবিষ্ট  
 মহাপ্রভুকে রাসপঞ্চাধ্যায়ী পাঠ করিয়া সেবা করিতে গিয়াছিলেন। তখন  
 মহাপ্রভু ভাবাবেশে রাজাকে কোল দিয়াছিলেন। এর পরে মহাপ্রভু রাজাকে  
 কয়েকবার দর্শন দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর রাজা অত্যন্ত  
 শোকাবল হইয়া পড়েন। তাঁহার চিন্তের সাক্ষ্যনার জন্য কবিকর্ণপুরের  
 ত্রিপ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক লিখিত হয়। ইনি পূর্বলীলায় ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন  
 বলিয়া কথিত।

**প্রতিজ্ঞ**—চিহ্নজ্ঞ দ্রঃ।

**প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা**—গদাধর পণ্ডিতের শ্রীকৃষ্ণে বাস ও শ্রীকৃষ্ণ সেবার  
 সঙ্কল্প (চৈ. চ. ২।১৬।১৩৬)।

**প্রত্যাগাত্মা**—অন্তরাত্মা (গী. ১৪।২৭)।

**প্রত্যুদগম**—আগত ব্যক্তির সম্মানার্থ তদুদ্দেশে অগ্রগমন (চৈ. চ. ১।৫।১৪৮)।

**প্রদ্যম্ব**—চতুর্বাংহ দ্রঃ।

**প্রদ্যম্ব ব্রহ্মচারী**—নকুল ব্রহ্মচারী দ্রঃ।

**প্রদ্যম্ব মিশ্র**—মহাপ্রভুর পরম ভক্ত। আদি নিবাস শ্রীহট্ট জেলার ঢাকা দক্ষিণ। পিতা কংসারি মিশ্র। পরে ইনি নীলাচলে গিয়া বাস করেন। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে রায় রামানন্দের নিকটে সাধ্যসাধনতত্ত্বাদি বিষয় শ্রবণ করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, চতুর্থ ভাগে উল্লেখ আছে,—ইনি মহাপ্রভুর শ্রীহট্টে পিতামহী দর্শনের ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী’ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ‘শূদ্রাঙ্কিকাচার’ নামক আর একখানা গ্রন্থ ইহার রচিত।

**প্রধান**—প্রকৃতি দ্রঃ।

**প্রপঞ্চ**—১. জীব জড়াত্মক মায়িক জগৎ; ২. প্রত্যয়ণ; ৩. মায়।

**প্রপঞ্চিত**—১. ভ্রান্তিজ্ঞান বিষয়রূপে সম্পাদিত; ২. ভ্রমসঙ্কুল; ৩. বিস্তারিত (ভাঃ ১০।১৪।২৫)।

**প্রপত্তি**—শরণ, ভজন, সেবা (গী. ১৫।৪)। **প্রপন্ন**—১. ভক্ত; ২. শরণাগত; ৩. প্রাপ্ত (ভাঃ ১১।২।২৯)।

**প্রবন্ধ**—১. যুক্তি, অতিসঙ্কি (চৈ. চ. ২।৩।১৪); ২. বন্দর্ভ।

**প্রবর্তক**—নাট্যোক্ত ব্যক্তির রঙ্গস্থলে প্রবেশস্থচক নাটকের অঙ্গ (চৈ. চ. ৩।১।১১৮)।

**প্রবাস**—পূর্বমিলিত নায়ক নায়িকার দেশ, গ্রাম, বন বা স্থানের ব্যবধান (উ. নী., প্রবাস ৬০)।

**প্রব্রজ্যা**—সন্ন্যাস ধর্ম, প্রবাস (ভাঃ ১।২।২)।

**প্রভু**—যিনি নিগ্রহ ও অহুগ্রহে সমর্থ। গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে প্রভু দুই জন, যথা—শ্রীঅষ্টৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু একজন, ইনি শ্রীচৈতন্যদেব। কিন্তু বৈষ্ণব শাস্ত্রে শ্রীচৈতন্য সন্থকেও ‘প্রভু’ শব্দের বহু প্রয়োগ আছে।

**প্রমাণ**—জীব, জগৎ ও পদার্থ (পরমাট্মা)—দর্শনের মূল জিজ্ঞাসা। হুতরাং ইহাদিগকে **প্রমেয়** বলে। আর ইহাদের সন্থকে জ্ঞানলাভের জন্ত যে বিচার বা অবলম্বন করা হয়, তাহাকে **প্রমাণ** বলে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ (শ্রুতিবাক্য) ভেদে প্রমাণ তিন প্রকার। কাহারও কাহারও মতে এই তিনটি ব্যতীত উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য, অভাব, চেষ্টা ও সত্ত্ব—মোট দশটি প্রমাণ।

**প্রমাণী**—মহনকারী; বলবান (গী. ২।৬০)।

**প্রমাদ**—অনবধানতা (শ. ক. দ্র.)।

**প্রমেন**—প্রমাণ দ্রঃ।

**প্রমাণ**—জিবেণী। এলাহাবাদে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থল।

**প্রয়োজনতত্ত্ব**—যে উদ্দেশ্যে সাধন বা উপাসনা করা হয়, তাহাই প্রয়োজন। যদ্বারা সেবাবাসনার স্বাভাবিকতার ক্ষুণ্ণি হয় এবং কৃষ্ণসেবা লাভ করিয়া সেবাবাসনা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, সেই প্রেমই মুখ্য প্রয়োজনতত্ত্ব (চৈ. চ. ২।২.১০২-১১০)। অভিধেয় দ্রঃ।

**প্রয়োচনা**—অঙ্গ দ্রঃ।

**প্রায়**—সাত্ত্বিকভাব দ্রঃ।

**প্রালাপ**—ব্যর্থ আলাপ (চৈ. চ. ৩।১।১৩)।

**প্রসঙ্গ**—বলপূর্বক (গী. ২।৬০)।

**প্রসাদ**—১. ধর্ম প্রজাপতির পুত্র (ভাঃ ৪।১।৫০); ২. অমুগ্রহ; কৃপা; প্রসন্নতা; ৩. ভগবানের অধরায়ত—সনা।

**প্রস্তাবনা**—প্রতিপাত্ত বিষয়ের ভূমিকা রচনা। ইহার প্রারম্ভে নান্দীপাঠ। নাটকের যে অঙ্গবিশেষে নটী, বিদূষক বা পারিপার্শ্বিক নিজেদের সংক্রান্ত কোন বিষয় নিয়া নাটকের বিষয়বস্তুসূচক কথাবার্তা বলে।

**প্রস্থানক্রম**—উপনিষদ, বেদান্তদর্শন ও শ্রীমদ্ভগবদগীতা। ইহাদিগকে যথাক্রমে শ্রুতি প্রস্থান, স্মৃতি প্রস্থান ও স্মৃতি প্রস্থান বলে।

**প্রসেদ**—স্বেদ, ঘর্ম (চৈ. চ. ২।২।৬২)।

**প্রহসন**—হাস্তরসাত্মক পরিহাসময় নাট্যাংশ।

**প্রহরণ**—নমস্কার, প্রণাম (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬, চৈ. চ. ১।৬।৫ শ্লোঃ)।

**প্রাকৃত**—১. নীচ, অধম; ২. নৈসর্গিক, স্বাভাবিক; ৩. কনিষ্ঠ (ভাঃ ১১।২।৪৭, চৈ. চ. ২।২।৩২); ৪. ভাষাবিশেষ।

**প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড**—কারণ সমূহের বাহিরে বহিরঙ্গা মায়া শক্তির বিলাসস্থান।

**প্রাকৃতজ্ঞান, প্রাকৃতজ্ঞান**—জ্ঞানমার্গ দ্রঃ।

**প্রান্তব প্রকাশ, প্রান্তব বিলাস**—কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ বিলাস দ্রঃ।

**প্রিয়া**—১. পতিব্রতা পত্নী; ২. প্রণয়িনী।

**প্রেম**—আত্মপ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি 'কাম'।

কৃষ্ণপ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥ (চৈ. চ. ১।৪।১৪১)।

কৃষ্ণের স্বথই বাহার তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য তাহাই প্রেম। আর কামের উদ্দেশ্য নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। প্রেম প্রাকৃত মনের একটি প্রাকৃত বৃত্তিবিশেষ

নহে। প্রেম স্বরূপতঃ চিদ্বস্ত। ইহা প্রয়োজনতঃ। কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়িত্ব (চৈ. চ. ২।২৩২-২)। ভগবৎ রূপায় সাধন প্রভাবে জীবের চিত্ত হইতে ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা-আদি সমস্ত মলিনতা নিঃশেষে দূরীভূত হইলে তাহার চিত্তে শুদ্ধ সত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া ভক্তি বা প্রেমরূপে পরিণত হইতে পারে। শ্রবণ কীর্তনাদি সাধন ভক্তির অমুষ্ঠানের ফলে চিত্ত নির্মল হইলে শ্রীকৃষ্ণে অত্যন্ত মমতা জন্মে এবং তাঁহার ভগবন্তা জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। ঐশ্বৰ্য্যে অমুগন্ধান বিনুগ্ধ হয়। ভক্ত তখন শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না, পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করেন। - **প্রেমের পরিণতি**—প্রেম ঘনীভূত হইলে যথাক্রমে স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাব আখ্যা প্রাপ্ত হয় (চৈ. চ. ২।২৩২২)। **স্নেহ**—প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহে প্রেমের অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য। স্নেহের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনাদির দ্বারাও দর্শনাদির লালসা পরিতৃপ্ত হয় না (চৈ. চ. ২।১২।১৫১-১৫৩)।

সাক্ষিচিত্ত জবং কুর্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীৰ্য্যতে।

ক্ষণিকস্তাপি নেহস্তাঙ্গিল্লেক্ষন্ত সহিসুতা ॥ (ভ. র. সি. ৩।২।৩৩)।

**মান**—পৃথকভাবে বা একত্রে অবস্থিত, পরস্পর অমুরক্ত নায়ক নায়িকার স্বীয় অভিমত অনুযায়ী আলিঙ্গন দর্শনাদির রোধকারী ব্যাপারকে মান বলে। মানে নির্বেদ, শঙ্কা, অমৰ্শ (ক্রোধ), চপলতা, গৰ্ব, অশ্রুয়া, অবহিখা (ভাব গোপন), গ্লানি এবং চিন্তা প্রভৃতি সঞ্চারিতাব থাকে। ইহাতে স্নেহ অপেক্ষা মমতাবুদ্ধির আধিক্য। তাই স্বীয়ভাব গোপন করিয়া কৃত্রিম কুটিলতা প্রকাশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করা হয়। “প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভৎসন। দেবত্ত্বি হৈতে হরে সেই মোর মন।” (চৈ. চ. ১।৪।২৩)।

“স্নেহস্ত্যুক্তষ্টতা প্রাপ্তো মাধুর্য্য মানয়নবম্।

যো ধারয়ত্য দাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্যতে ॥” (উ. নী. স্থা. ৭১)।

**প্রণয়**—মানের যে অবস্থায় নিজের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদাদির সহিত প্রিয়জনের প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দেহ, পরিচ্ছদাদিকে অভিন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহাকে প্রণয় বলে। “প্রাপ্ত্যায়ং সঙ্গমাদীন্যং যোগ্যতায়ামপি ক্ষুণ্ণম্। তদগন্ধেনাপ্য সংস্পৃষ্টা রতিঃ প্রণয় উচ্যতে ॥...মানো দধানো বিপ্রভঃ প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥” (উ. নী. স্থা. ৭৮)। এ স্থানে বিপ্রভ অর্থ বিখ্যাস বা সঙ্গমশূন্যতা। **রাগ**—অভিলষিত বস্তুতে আভাবিক আবেশ পরাকাষ্ঠা। যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত হৃৎকণ্ঠে হৃৎ বলিয়া এবং কৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে

অভ্যন্তরস্থকেও পরম দুঃখ বলিয়া প্রতীতি হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। “দুঃখমপ্যধিকং চিন্তে স্থখত্বেনৈব ব্যজতে। যতস্ত প্রণয়োৎকর্ষণং স রাগ ইতি কীর্ত্যতে।” (উ. নী. স্থা. ৮৪)। **অমুরাগ**—‘রাগ’-বশতঃ যখন সর্বদা অমুতৃত প্রিয়জনকে প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাকে অমুরাগ বলে। “সদামুতৃতমপি যঃ কুর্ধ্যাম্রবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ সোহমুরাগ ইতীর্থ্যতে।” (উ. নী. স্থা. ১০২)। **ভাব**—অমুরাগের চরম পরিণতিকে ভাব বলে। যে দুঃখের নিকট প্রাণ বিসর্জনের দুঃখকেও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই দুঃখকেও ভাবোদয়ে পরম স্থখ মনে হয়। “অমুরাগঃ স্বসবেচ্ছদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেষ্টাব ইত্যভিধীয়তে।” (উ. নী. স্থা. ১০২)। **মহাভাব**—ভাবের পরবর্তী উর্দ্ধস্তর (চৈ. চ. ১।৪।৫২)। **মাদন**—মহাভাবের দুইটি স্তর মোদন ও মাদন। শ্রীকৃষ্ণের মিলনে যত আনন্দ বৈচিত্রী জন্মে, মাদনে তৎসমস্ত যুগপৎ উদ্ভিত হয়। শ্রীরাধা ব্যতীত আর কাহারো মধ্যে ইহা ব্যক্ত হয় না। **মোদন**—সাম্বিক ভাবসমূহ যাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোদন বলে। বিরহ অবস্থায় এই মোদনকে **মোহন** বলে। বিরহবিবশতাহেতু সাম্বিক ভাবসকল ইহাতে স্তম্ভরূপে প্রকাশ পায় (উ. নী. স্থা. ১২৫, ১৩০, ১৫৫)।

**প্রেমবিলাসবিবর্ত**—প্রেমবিলাস অর্থ প্রেমজীড়াঃ বিবর্ত অর্থ। ১. পরিপক্ব অবস্থা (শ্রীজীব) ; ২. বিপরীত (বিশ্বনাথ চক্র) ; ৩. ভ্রম (সাধারণ অর্থে)। প্রেমের উৎকর্ষতায় যখন নায়ক নায়িকার মধ্যে এমন ভ্রান্তির উদয় হয় যে কে নায়ক কে নায়িকা এই ধারণা পর্যন্ত লোপ পায়, তখন তাহাকে প্রেম-বিলাসবিবর্ত বলে। তখন নায়ক নায়িকা ‘না সো রমণ না হাম রমণী’—অবস্থা প্রাপ্ত হয়। (চৈ. চ. ২।৮।১৫০-১৫৫)। “প্রেমের বহিবিলাসের পুনর্বার অন্তর্মুখতা প্রেম প্রথমতঃ বহিবিলাসে স্ত্রী-পুরুষ ভেদভাবে প্রকাশিত হইয়া পুনরায় অন্তর্মুখতায় স্ত্রী-পুরুষের পরৈক্য-প্রতিপাদক হয়। প্রেম স্বরূপে অবস্থিত হইয়া যখন বিপ্রলম্বে বিরাগাভাসরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন আদৌ ভিন্নভাবে প্রকাশিত শক্তি ও শক্তিমান্ আবার অভিন্নভাবেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। প্রেমের যে অবস্থায় এই প্রকার বৈপরীত্য ঘটে, সেই অবস্থাই প্রেম-বিলাস-বিবর্ত। উহা শক্তি ও শক্তিমানের একান্ত অর্ধৈক্যভাব—তৎস্বভাদি বাক্যের চরম বিশ্রান্তি।”—বৈঃ অঃ।

**প্রেমবৈচিত্র্য**—প্রেমজনিত বিচিত্রতা অর্থাৎ যথা স্থানে চিন্তের অনবস্থিতি।

প্রিয়জনের নিকটে থাকিয়াও প্রেমোৎকর্ষ স্বভাববশতঃ বিচ্ছেদ বুদ্ধিতে পীড়া (চৈ. চ. ২।৮।১৩৭, ২।২৩।৪৩; উ. নী., প্রেমবৈচিত্র্য ৫৭)।

**প্রেমভক্তি**—তত্ত্বভক্তি দ্রঃ।

**প্রের্ত**—প্রিয়তম পরিকর ভক্ত (চৈ. চ. ২।২২।২১)।

**প্রোদ্ধিত**—প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত (চৈ. চ. ১।১।৩৭ শ্লোকঃ)।

**প্রোষিতভর্তৃকা**—নারিকাদ্রঃ।

**প্রোচ**—১. অতিশয় বুদ্ধিযুক্ত (চৈ. চ. ১।৪।৪৪); ২. সমর্থ রতি স্বরূপকে

প্রোচ বলে (উ. নী., পূর্ব ২)। **প্রোঢ়ি**—প্রগল্ভতাময় (চৈ. চ. ৩।২০।৩৬)।

### ফ

**ফলিত**—ফলযুক্ত (চৈ. চ. ১।১৭।৭৫)।

**ফল্গু**—তুচ্ছ, অতিতুচ্ছ বস্তু (চৈ. চ. ২।২।২৪৩)।

**ফাঁকি**—শাস্ত্রীয় বিতর্কের সময়ে সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন (চৈ. চ. ১।১৬।৩০)।

**ফুটা**—প্রা. ভাঙ্গা, ছিন্নযুক্ত (চৈ. চ. ১।১০।৬৬)।

**ফেরাকেরি**—প্রা. ঘুরাঘুরি (চৈ. চ. ২।২।৪)।

**ফেলা**—ভুক্তাবশেষ (চৈ. চ. ৩।১৬।২১)। **ফেলালব**—ভুক্তাবশেষের কণিকা।

**ফৈজতি**—প্রা. গোলমাল (চৈ. চ. ২।১২।১২৪)।

### ব

**বঁকপাতি**—প্রা. বকের সারি (চৈ. চ. ২।২।১২১)।

**বক্রেশ্বরপণ্ডিত**—শ্রীচৈতন্য শাখা। মহাপ্রভুর অতি প্রিয় ব্রাহ্মণ ভক্ত ও কীর্তন সঙ্গী। নবদ্বীপ লীলার ও নীলাচল লীলার ইনি কীর্তন ও নৃত্য করিতেন। গৌরগণোদ্দেশের মতে ইনি স্বায়ক চতুর্ভূহের অনিরুদ্ধ। প্রকাশ বিশেষে শশিরেখাও ইহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। ধ্যানচক্রে গোস্বামীর মতে, বক্রেশ্বর পণ্ডিতে ব্রজের তুঙ্গভদ্রা নিত্য অবস্থান করেন।

**বজ্র**—শ্রীকৃষ্ণের প্রপোজ। অনিরুদ্ধের পুত্র (চৈ. চ. ২।১।৪০)।

**বকল**—অবস্থান (চৈ. চ. ২।৪।১৬)। **বক্ষিয়া**—বাস করিয়া (চৈ. চ. ২।৪।১৬)।

**বট**—কপদক, কড়ি (চৈ. চ. ২।৪।১৮৩)।

**বটু**—বালক। **বটুয়া**—বটুক, ছাত্র (চৈ. চ. ৩।৪।১৫৩)।

**বড়আমা**—বড় রাজপুত্র ( চৈ. চ. ৩১১২ ) ।

**বড় হরিদাস**—কীর্তনীয়া । ইনি নীলাচলে গোবিন্দের সহিত মহাপ্রভুর সেবা করিতেন । ইনি বিখ্যাত হরিদাস ঠাকুর নহেন । নীলাচলে তিনজন হরিদাস ছিলেন ( চৈ. চ. ১১০৮১, ১৪৫ ) ।

**বড়াগ্রি**—প্রা. প্রাধান্তস্থাপন, আত্মপা ( চৈ. চ. ১১৩৬২ ) ।

**বত**—আব্দার ( চৈ. চ. ৩১১৪৫ শ্লোঃ ) ।

**বতংস, বতংসক**—ভূষণ ।

**বজ্রিশা আঁঠিয়া কলা**—বজ্রিশ কান্দিসুক্ত কলার ছড়া যে আঁঠিয়া কলা গাছে আছে ( চৈ. চ. ২১৩৪০ ) ।

**বয়ঃসন্ধি**—বালা অর্থাৎ পৌগণ্ড ও যৌবনের সন্ধি ; প্রথম কৈশোরকে বয়ঃসন্ধি বলে ( উ. নী., উদ্বীপন ৬ ) ।

**বর্ণসঙ্কর**—বর্ণসঙ্করের লক্ষণ, যথা—

ব্যভিচারেণ বর্ণানাম্ অবেতা-বেদনেন চ ।

স্বকর্মণাং চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করাঃ ॥ ( মহু ১০১২৪ ) ।

অর্থাৎ বর্ণের ব্যভিচার ( অধম বর্ণের পুরুষের সহিত উত্তম বর্ণের কন্ডার বিবাহ ), অবেতা বেদন ( মাতার সপিণ্ডা, পিতার সগোত্রা ও সমান প্রবরা কন্ডার বেদন বা বিবাহ ) ও স্ব কর্মত্যাগ ( বর্ণানুযায়ী যে কর্ম তাহার ত্যাগ )—এই ত্রিবিধ প্রকারে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয় ।

আত্মলোম্যেন বর্ণানাং যৎ জন্ম সঃ বিধিঃ স্মৃতঃ ।

প্রাতিলোম্যেন যৎ জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ সঙ্করঃ ॥

( নারদ সংহিতা ১২১০২ ) ।

অর্থাৎ সকল বর্ণের আত্মলোম ( অধম বর্ণের স্ত্রী ও উত্তম বর্ণের পুরুষ ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহা বৈধ এবং প্রাতিলোম ( উত্তম বর্ণের স্ত্রী ও অধম বর্ণের পুরুষ ) ক্রমে যে জন্ম হয় তাহাকে বর্ণসঙ্কর বলে ( গীতা ১৪০-৪১ ) ।

**বর্ত্তন**—বেতন, মাহিয়ানা ( চৈ. চ. ৩১১০৪ ) ।

**বর্ষ্য**—শ্রেষ্ঠ ।

**বলগণ্ডিশ্রাম**—জগন্নাথ দেবের মন্দির ও গুণ্ডিচা মন্দিরের মধ্যবর্তী স্থানে জগন্নাথ দেবের মাসীর বাড়ী ( চৈ. চ. ২১৩১৮৫ ) ।

**বলদেব বিভাভূষণ**—ব্রহ্মহত্রেয় ত্রীগোবিন্দ ভাষ্যকার । উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার রেঙ্গুণার নিকটে আত্মমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্ম । ইনি ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্তায় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া মহাশূরে গিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন ।

পরে ইনি মাধব সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। ইনি কান্তকুজবাসী শ্রীল রাধা দামোদরের নিকটে ষট্ সন্দর্ভ ও শ্রীল বিখনাথ চক্রবর্তীপাদের নিকটে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন। ইনি শ্রীমুন্দাবনে শ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

**বলদেব, বলরাম**—ভগবানের অষ্টম অবতার। পিতা বহুদেব ও মাতা রোহিণী। কংসভয়ে ইনি দেবকীর গর্ভ হইতে আকৃষ্ট হইয়া রোহিণীর গর্ভে স্থাপিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে সংকর্ষণ বলে। ইনি নন্দালয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে লালিত পালিত হন। সান্দীপনি মূনির শিষ্য। লঙ্কল ইহার অস্ত্র। ব্রজে কৃষ্ণ বলরাম কানাই বলাই নামে বিখ্যাত ছিলেন। ব্রজ-লীলায় ইনি শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ, শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ, আত্মকায়বাহ, মূল সংকর্ষণ। ব্রজে ইহার গোপভাব, গোপবেশ, মথুরা দ্বারকায় ক্ষত্রিয়ভাব ক্ষত্রিয়বেশ।

সংকর্ষণরূপে ইনি দ্বিতীয় চতুর্বাহু; গোলোক বৈকুণ্ঠাদি অপ্ৰাকৃত ভগবদ্ধাম-সমূহ চিৎশক্তি দ্বারা প্রকাশ করেন। ছয় রূপে ইনি শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সৃষ্টি লীলা সম্পন্ন করিয়া থাকেন, যথা—বলরাম, সংকর্ষণ, সংকর্ষণের অবতার কারণার্ণবশায়ী, কারণার্ণবশায়ীর অবতার গর্ভোদশায়ী, গর্ভোদশায়ীর অবতার ক্ষীরোদশায়ী এবং ক্ষীরোদশায়ীর অবতার শেষ বা অনন্ত। শেষরূপে ইনি সহস্র ফণার উপরে পৃথিবী ধারণ করেন। শেষরূপে ইনি ভক্ত অবতার। সহস্র বদনে কৃষ্ণগুণ গান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের ছত্র, পাছুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম (উপবন), আবাস, যজ্ঞস্থত্র এবং সিংহাসন রূপে কৃষ্ণ সেবা করেন। গোয় অবতারে ইনিই নিত্যানন্দ স্বরূপ। নিত্যানন্দ তত্ত্ব ব্রহ্ম (টী. চ., আদিলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ এবং ২।২০।১৪৫-১৬২)।

**বলভদ্র ভট্টাচার্য**—মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণের সঙ্গী। ইনি চৈতন্তদেবের বৃন্দাবন, কালী, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের সমস্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। শেষে নীলাচলে আসিয়া বাস করেন।

**বলরাম**—বলদেব ব্রহ্ম।

**বলরাম দাস**—বৈষ্ণব সাহিত্যে বলরাম দাস নামে কয়েক জন পদকর্তা আছেন। ইহাদের মধ্যে ‘প্রেম বিলাস’-রচয়িতা বলরাম দাসই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহার মূল নাম নিত্যানন্দ দাস। অন্য শ্রীধরের বৈষ্ণবশে ১৫৩৭ খ্রিঃ অব্দে। পিতা আত্মারাম দাস, মাতা সোদামিনী। ইনি নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা মাতার মন্ত্রশিষ্য এবং পদকর্তা ধোবিন্দ দাসের

ভাগিনেয়। পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাস, বিজাপতি, গোবিন্দ দাস ও জ্ঞান দাসের পরেই ইহার স্থান।

**বলাহক**—মেঘ ( চৈ. চ. ৩।১৫।৫৭ )।

**বল্লভ**—প্রিয় ( চৈ. চ. ১।৪।১২১ )।

**বল্লভ ভট্ট, বল্লভাচার্য**—মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। আবির্ভাব ত্রৈলোক্য দেশের চম্পারণে ১১৪৭ খ্রীঃ অব্দে। পিতা লক্ষণ দীক্ষিত। পত্নী মহালক্ষ্মী দেবী। ইহার দুই পুত্র—গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। ইনি প্রয়াগের নিকটে আড়ৈল গ্রামে চৈতন্যদেবকে নিয়া ভিক্ষা করাইয়াছিলেন এবং সবংশে মহাপ্রভুর পাদোদক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে ইনি শ্রীমদ্ ভাগবতের এক টীকা লিখিয়া নীলাচলে আসেন। কিন্তু ইহার মনে বিচার গর্ব লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু ইহা শোনে নাই। পরে ইনি স্বরূপ দামোদরের রূপায় নিজের ক্রটি বুঝিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভুর পরম ভক্ত হইয়াছিলেন। ইনি আড়ৈল গ্রাম হইতে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন। সেখানে চৈতন্যদেবের শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিতেন। পূর্ব লীলায় ইনি শুকদেব ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি। ইনি প্রথমে বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। পরে নীলাচলে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর গোপাল মন্ত্র গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের স্তবোধিনী নামক বিখ্যাত টীকা ইহার রচিত। ইনি বল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের ভজন রীতিকে পুষ্টিমার্গ বলে। এই সম্প্রদায়ে ত্রত উপবাসের কঠোরতা নাই। ইহাদের ৮৪ বৈঠক, ৮৪ গ্রন্থ, ৮৪ ভক্ত ও ৮৪ কথা প্রসিদ্ধ। যশোমতী ক্রোড়ে লালিত শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব। ইনি ১৫৩১ খ্রীঃ অব্দে কান্দীর হুম্মান ঘাটে গঙ্গায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন।

**বল্লভ মিশ্র, বল্লভাচার্য**—মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা। ইনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতার জ্ঞাত ‘আচার্য’ উপাধি লাভ করেন। ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ ও ‘স্বরূপ চরিত’ নামক গ্রন্থ অল্পম্বারে ইহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল। পরে ইনি মথুরীপবাসী হন। ইনি বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন।

**বঙ্গব**—দক্ষিণ ভারতে লিঙ্গায়ৎ শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

**বহু**—অষ্ট বহু প্রঃ।

**বহুনির্দেশ**—বহুলাচরণ প্রঃ।

**বহুগুণ**—কাপড়ের ঢাকা ( চৈ. চ. ১।১৩।১১০ )।

**বহাইরা**—প্রা. বহন করাইরা ( চৈ. চ. ২।৬।৭ )।

বহি—প্রা. বিনা, ব্যতীত ( চৈ. চ. ২।১।১৮০ )।

বহিরজাশক্তি—মায়াজ্ঞান। শক্তি ত্রঃ।

বহুবৈশ্ব—প্রা. বহুবীর ( চৈ. চ. ৩।১৪।২৫ )।

বা—১. কিংবা; ২. বাতাস; ৩. জল ( স্বামী ) ( ভাঃ ১০।৩৩।২২ শ্লেঃ )।

বাউল্লি—প্রা. পাগলিনী ( চৈ. চ. ৩।১২।২০ )।

বাউল—প্রা. বাতুল, পাগল ( চৈ. চ. ২।২।৪ ); বাউলি—প্রা. পাগলিনী ( চৈ. চ. ৩।১৭।৪৩ )। বাউলিয়া—পাগলা ( চৈ. চ. ১।১২।৩৪ )।

বাওয়াল—প্রা. তবলার বাঁয়া ( চৈ. ভা. ২২।২।৬ )।

বাকোবাক্য—প্রা. উত্তর প্রত্যুত্তর ( চৈ. ভা. ৭।৩।৭৩ )।

বাখানি—প্রা. প্রশংসা করি ( চৈ. চ. ১।১৬।২৬ ); বাখানে—প্রশংসা করে ( চৈ. চ. ৩।৫।১০২ )।

বাকাল—বঙ্গদেশীয় ( চৈ. চ. ৩।২০।১০২ )।

বাঞ্ছা—ইচ্ছা করি, চাহি ( চৈ. চ. ৩।২০।৪৩ ); বাঞ্ছিলে—প্রা. ইচ্ছা করিলে ( চৈ. চ. ২।১৫।১৬৭ )।

বাট—পথ ( চৈ. চ. ১।১৭।২৭৫ ); বাটপাড়—ঠগ, যাহারা পথে রাহাজানি করে ( চৈ. চ. ২।১৮।১৬৫ )।

বাঁটি—ভাগ করিয়া ( চৈ. চ. ২।৭।৮৪ )।

বাটোয়ার—বাটপাড়, দস্য ( চৈ. চ. ২।১৮।১৫৫ )।

বাড়—লও, দাঁও, পরিবেশন কর ( চৈ. চ. ৩।১২।১২৬ )।

বাড়য়ে—বৃদ্ধি পায় ( চৈ. চ. ১।৪।১১১ ); বাড়ল—বর্ধিত হইল ( চৈ. চ. ২।৮।১৫২ )।

বাঁনীমাথ পট্টনায়ক—শ্রীচৈতন্য শাখা। নীলাচলবাসী। ভবানন্দ রায়ের পুত্র এবং রামানন্দ রায় ও গোপীনাথ পট্টনায়কের ভ্রাতা। ইনি মহাপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। রথযাত্রা উপলক্ষে গোড়ীয় ভক্তগণ নীলাচল গেলে ইনি মহাপ্রভুর আজ্ঞার তাঁহাদের সেবা ও বাসস্থানাদির ব্যবস্থা করিতেন।

বাক্ত—প্রা. বার্তা, কথা ( চৈ. চ. ২।১৫।১২৭ )।

বাৎসল্যরতি—রতি ত্রঃ।

বাতাপানি—ভূতপণ্ডি। ত্রিবাঙ্গুর রাস্তায়, নাগমন্ডলের উত্তরে, তেবল তালুকের মধ্যে।

বাতুল—প্রা. পাগল ( চৈ. চ. ২।৮।২৪২ )।

বাধাম—প্রা. গুরু রাধার স্থান ( চৈ. চ. ৩।৬।১৭২ )।

বাধ—কথা কাটাকাটি, তর্ক ( চৈ. চ. ১।৫।১৫০ ), বাধাবিঘ্ন ( চৈ. চ. ১।১৬।৫৪ ),  
অগ্রধা ( চৈ. চ. ২।১১।১০৭ )।

বাদ্যবায়ন—শ্রীকৃষ্ণধৈপায়ন বেদব্যাস। ব্যাস ঙ্রঃ।

বাদল—প্রা. বর্ষা ( চৈ. চ. ২।১৩।৪৮ )।

বাদিমার বাজী—বাদিমার মত আসর সাজাইয়া ( চৈ. চ. ২।১৬।২৭০ )।

বাঙ্গী—বড় পুতুল ( চৈ. চ. ২।১৬।৪২ )।

বান্ধা—যে নায়িকা মান গ্রহণে সর্বদা উদ্যোগ করেন এবং নায়ক বাহার মান  
ভাঙ্গাইতে অসমর্থ। যেমন—শ্রীরাধিকাদি ( চৈ. চ. ২।১৪।১৫৬ )।

বারমাসী—বার মাসের ( সম্বৎসরের ) উপযোগী ( চৈ. চ. ১।১০।২৩ )।

বারাগসী—কানী। ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত।

বারি, বাড়ি—প্রা. বেড়া ( চৈ. চ. ৩।১৩।৮০ )।

বাল্কা—প্রা. ছেলেমাহুষ ( চৈ. চ. ৩।৪।১৫৫ )।

বাল্লাই—দুঃখ কষ্ট ( চৈ. চ. ৩।১২।২২ )।

বালিশ—১. উপাধান, ২. মূর্খ, অজ্ঞান ( ভাঃ ১।১২।৪৬ )।

বাল্য—পঞ্চম বর্ষ পর্যন্ত।

বাস—গৃহ ( চৈ. চ. ২।৩।৩৫ ); বস্ত্র ( চৈ. চ. ২।১২।৮৬ ); বাসহ—মনেকর  
( চৈ. চ. ৩।৩।২০৬ )।

বাসকসজ্জা—নায়িকা ঙ্রঃ।

বাসুদেব—চতুর্বাংহ ঙ্রঃ। বাসু—যিনি সমস্ত বস্তুতে বাস করেন; দেব—  
জ্যোতনশীল। অতএব বাসুদেব—যিনি সমস্ত বস্তুকে প্রকাশ করেন।

বাসুদেব ( কুঞ্জী )—দাক্ষিণাত্যের কুর্মক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণ। ইহার সর্বদে  
গলিত কুষ্ঠ হইয়াছিল; মহাপ্রভুর আলিঙ্গনে ব্যাধিমুক্ত হন।

বাসুদেব ঘোষ—উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলে আবির্ভূত। গোবিন্দ ঘোষ ও  
মাধব ঘোষ ইহার সহোদর। ইহারা তিন ভ্রাতাই চৈতন্ত দেবের সমসাময়িক  
ও ভক্ত এবং প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়। তিনজনেই গৌরাঙ্গবিষয়ক পদাবলী রচয়িতা।  
বাসুদেব ব্রজলীলার তুঙ্গভদ্রা। ইনি বিশাখা-রচিত গীত কীর্তন করিতেন।  
ইনি বলিতেন, 'যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ'।

বাসুদেব দত্ত—মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ও গায়ক। চট্টগ্রাম, পটুয়া খানার চক্র-  
শালায় বৈষ্ণবংশে আবির্ভূত। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরে ইনি  
কুমার হটে ( কাঞ্চন পল্লীতে ) বাস করিতেন। শ্রীধাস পণ্ডিত ও শিবানন্দ

সেন ইহাকে পরম সুদৃঢ় জ্ঞান করিতেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর গুরুদেব যত্নন্দন আচার্য ইহার বিশেষ অমুগ্ধহীত ছিলেন। ইনি এতই মহৎ ছিলেন যে মায়াবন্ধ জীবের উদ্ধারের জন্ত তাঁহাদের সমস্ত পাপের বোকা গ্রহণ করিয়া নিজে নরক ভোগের প্রার্থনা মহাপ্রভুকে জানাইয়াছিলেন। মহাপ্রভু বলিতেন, “আমার এ দেহ বাহুদেব দত্তের।” শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের ত্রিপাট মামগাছিতে ইনি শ্রীমদন গোপালের সেবা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পরে ‘প্রভুর অবশেষ পাত্র’ নারায়ণী দেবীর হস্তে এই সেবার ভার অর্পণ করেন। ইনি ব্রজলীলায় মধুব্রত নামে গায়ক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

বাহাড়ি—প্রা. ফিরিয়া (চৈ. চ. ৩।১৩।৮৩)। বাহাড়িয়া—ফিরাইয়া (চৈ. চ. ২।৪।২০৪)।

বাহু—বাহু দশা (চৈ. চ. ১।১৭।৮৮), বাহিরের কথা (চৈ. চ. ২।৮।৫৫)।

বাহু সাধন—অন্তর সাধন দ্রঃ।

বিকর্ম—কর্ম দ্রঃ।

বিকাইলাঙ—বিক্রীত হইলাম (চৈ. চ. ৩।৫।৭৩)।

বিকৃত—অলঙ্কার দ্রঃ।

বিগীত—নিদ্দিত (চৈ. চ. ১।১৬।৬৬)।

বিচ্ছিন্ন—অলঙ্কার দ্রঃ।

বিচ্ছেদ—ভেদ (চৈ. চ. ১।৬।৭)।

বিজয়—গমন (চৈ. চ. ২।১৪।২২২); তিরোধান।

বিজয়—চিত্রজয় দ্রঃ।

বিজাতীয়ভাব—ভিন্ন জাতীয় ভাব। যে ভাবের দ্বারা শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য আবাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাবের বিষয় ও শ্রীরাধা আশ্রয়। সেবা করিয়া সেবকের যে সুখ তাহা আশ্রয় জাতীয়, আর সেব্যের যে সুখ তাহা বিষয়জাতীয়। আশ্রয়জাতীয় সুখের পক্ষে বিষয়জাতীয় ভাব বিজাতীয় (চৈ. চ. ১।৪।১২১)।

বিজাতীয় ভেদ—ভেদ দ্রঃ।

বিভক—পানের থিলি। বিভা—পান (চৈ. চ. ২।৪।৭২)।

বিভক্তা—পরের মতে দোবারোপ; স্বপক্ষ স্থাপনা; মিথ্যা বিচার (চৈ. চ. ২।৩।১৬১)।

বিভূর্ক—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

বিদিত্তে—দৃষ্টগোচর (চৈ. চ. ২।৪।৫১)।

**বিদ্যা**—পূর্ব তিথির সহিত যুক্ত তিথি। বিদ্যা তিথিতে উপবাসাদি নিষিদ্ধ, অবিদ্যাতেই তাহা কর্তব্য (চৈ. চ. ২।২৪।২৫৪)।

**বিজ্ঞানগর**—গোদাবরী তীরে রায় রামানন্দের রাজকার্যস্থান। এখানে মহাপ্রভুর সহিত রামানন্দ রায়ের প্রথম মিলন হয়। এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণাবন হইতে শাক্তী গোপালের আগমন হয়। কুলিয়ার নিকটে আর একটি বিজ্ঞানগর আছে। সেখানে সার্বভৌমের ভ্রাতা বিজ্ঞাবাচম্পতির গৃহে মহাপ্রভু আসিয়া কয়েক দিন বাস করিয়াছিলেন।

**বিজ্ঞাপতি**—(আনুমানিক ১৪০০—১৫০৬ খ্রিঃ) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইহার কবিতা বাংলা-মৈথিলী মিশ্রিত ‘ব্রজবুলি’তে লিখিত। তৎকালে বাংলা ও মৈথিলী ভাষা ও লিপি প্রায় একরূপ ছিল। সূতরাং ইনি বঙ্গদেশ ও মিথিলার আদি কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অনেকের মতে ইনি মিথিলা-প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। ইহার রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। এই সমস্ত পদাবলী চৈতন্যদেব স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দের সহিত আশ্বাদন করিতেন (চৈ. চ. ২।২।৬৬)। পদাবলী ব্যতীত গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী, পুরুষ পরীক্ষা ও বিবাদসার প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া কথিত।

‘বিজ্ঞাপতি’ উপাধি বিশিষ্ট একাধিক পদকর্তা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডাবানী বৈষ্ণব কবি বিজ্ঞাপতি বিখ্যাত।

**বিজ্ঞাবাচম্পতি**—মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ভ্রাতা। ইনি কুলিয়ার নিকটবর্তী বিজ্ঞানগরে বাস করিতেন। নীলাচল হইতে চৈতন্যদেব যখন গোড়ে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি বিজ্ঞানগরে গিয়া কয়েকদিন ইহার গৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং বহু লোককে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব বিজ্ঞাবাচম্পতিকে “জল ব্রহ্মের” (গঙ্গার) উপাসনা করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর বন্দনা হইতে জানা যায়, ইনি সনাতন গোস্বামীর গুরু ছিলেন। বিজ্ঞাবাচম্পতি ব্রজলীলায় তুঙ্গভদ্রার প্রিয়া স্মধুরা নায়ী গোপী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**বিবিস্বর্গ**—শাস্ত্রনির্দিষ্ট বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম। ‘লোকধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহধর্ম কর্ম’। (চৈ. চ. ২।১১।১২, ২।২২।৮০)।

**বিবিস্বক্তি, বিবিস্বজ্ঞ**—শাস্ত্রাংশাসনের ভয়ে যে ভজনের অহুষ্ঠান (চৈ. চ. ১।৩।১৬, ২।৮।১৮, ২।২২।৫২)।

**বিধিমার্গ**—মনে ভজনের অঙ্গুরাগ না থাকিলেও শাস্ত্রের শাসনে ও নরকভয়ে যে ভজন তাহাকে বিধিমার্গ বলে (চৈ. চ. ২।৮।১৮২)।

**বিধিলিঙ্**—সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ‘অবশ্য কর্তব্য’ অর্থে বিধিলিঙের প্রয়োগ হয়। সেই কর্তব্য না করিলে প্রত্যবায় হয়।

**বিধেয়**—অনুবাদ প্রঃ।

**বিধেয়াত্মা**—জিতেন্দ্রিয় পুরুষ (গী. ২।৬৪)

**বিদু**—ব্যতীত (চৈ. চ. ১।৪।১৮৫)।

**বিজি**—বিক্র করিয়া (চৈ. চ. ২।২।২০)।

**বিপশ্চিত্ত**—জানী (গী. ২।৪২)।

**বিপ্রলঙ্কা**—নারিকা প্রঃ।

**বিপ্রলঙ্ঘ**—মিলনান্ত বিয়োগ। অমিলিত বা মিলিত নায়ক নায়িকার পরস্পর অতীষ্ট আলিঙ্গন চুম্বনাদির অপ্ৰাপ্তিবশতঃ উদ্গত ভাব। ইহা সন্তোগ রসের সংপৃষ্টিকারক। বিপ্রলঙ্ঘ চতুর্বিধ, যথা—পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত ও প্রবাস। রাধিকাদি ব্রজহৃদয়ীগণের পূর্বরাগ, মান ও প্রবাস এবং ক্লিষ্টপ্রভৃতি মহিষীগণের প্রেমবৈচিত্ত প্রসিদ্ধ (চৈ. চ. ২।২৩।৪২-৪৪; উ. নী. স্থায়ী ২-৪)।

**বিপ্রলিঙ্গা**—বকনা করিবার ইচ্ছা (চৈ. চ. ১।২।৭২)।

**বিবরিঙে**—বিস্তৃত করিতে (চৈ. চ. ৩।১।৫২)।

**বিবর্ত**—১. পরিণক অবস্থা (শ্রীজীব গোষামী); ২. বিপরীত (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী); ৩. ভ্রম, অবস্থান্তর প্রাপ্ত না হইলেও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া যে ভ্রম।

**বিবর্তবাদ**—ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন নাই অথচ অজ্ঞ ব্যক্তি যেরূপ রজ্জ্বকে সর্প বলিয়া ভ্রম করে, অজ্ঞ জীবও সেইরূপ ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করে, ইহার নামই বিবর্তবাদ (চৈ. চ. ১।৭।১১৫-১৬, ২।৬।১৫৬)।

**বিকোঁক**—অলঙ্কার প্রঃ।

**বিভাব**—যাহা দ্বারা এবং যাহাতে রতি প্রভৃতি ভাবের আশ্বাদন করা যায় তাহাকে বিভাব বলে। বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন আবার দুই প্রকার, বিষয়ালম্বন ও আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণই ভক্তির বিষয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণকে বলে বিষয়ালম্বন; আর ভক্তগণে ঐ ভক্তি থাকে, এজন্য শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। যাহা দ্বারা ভাবের উদ্দীপন হয়, তাহাকে বলে উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাবের (শ্রীকৃষ্ণের ও কৃষ্ণভক্তের) ক্রিয়া, স্তোত্র, রূপ, কৃষ্ণাদি এবং দেশ কালাদি ভাবের উদ্দীপন করে। সুতরাং ঐ

সকলকে উদ্দীপন বিভাব বলে। কৃষ্ণের বংশীধ্বনি—উদ্দীপন ( চৈ. চ. ২।২৩।৩০, ৪২, ২।১২।১৫৪ )।

বিভূ—সর্বব্যাপক, ঈশ্বর।

বিভূতি—শক্ত্যাবেশ অবতার দ্রঃ। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের পৃথিব্যাदि সমস্তই ব্রহ্মের বিভূতি ( চৈ. চ. ১।২।১০ )।

বিজয়—অলঙ্কার দ্রঃ।

বিমৎসর—মৎসর ( বৈরবুদ্ধি ) রহিত ; দ্বেষরহিত ( গী. ৪।২২ )।

বিয়োগ—বিরহ ( চৈ. চ. ২।২৩।৩৬ )।

বিরক্ত—সংসারবিরাগী, বিষয়-বাসনা শূন্য ( চৈ. চ. ২।২।১৬৪, ১।১।১২৮ )।

বিরজা—সিদ্ধলোকের বাহিরে যে চিন্ময় জলপূর্ণ কারণসমূহ পরিধাকারে পরব্যোমকে বেষ্টিত করিয়া আছে, তাহাকে বিরজা বলে ( চৈ. চ. ১।৫।৪৩-৪৬ )। ভগবানের শ্বেদজলবাহিনী বিরজার অপর নাম কারণার্ণব। বিরজার একপারে ত্রিপাদ-বৈভব বা পরব্যোম ও অপর পারে পাদ-বৈভব বা মায়াধাম।

বিন্নাট—সমষ্টি শরীর।

বিরুদ্ধমতিক্রম—কোন বাক্যে বিকৃত বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া সহৃদয়গণের রসাস্বাদনে বাধা উৎপাদক দোষ।

বিরোধাত্মক—অর্থালঙ্কারবিশেষ। প্রকৃত বিরোধ না থাকা সত্ত্বেও বিরোধ বলিয়া প্রতীত হইলে তাহাকে বিরোধাত্মক অলঙ্কার বলে ( চৈ. চ. ১।১৬।৭৩-৭৪ ; ৩।১৮।২৫ )।

বিলান্ত—প্রাপ্য টাকা ( চৈ. চ. ৩।২।৩১ )।

বিলাস—প্রকাশ দ্রঃ।

বিশুদ্ধসত্ত্ব—মায়ার সহিত শুদ্ধসত্ত্বের কোনও সংশ্রব নাই বলিয়া শুদ্ধসত্ত্বকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। শুদ্ধসত্ত্ব দ্রঃ।

বিশ্বস্তর—বিশ্ব—ভূ+থ। বিশ্বস্তরতি ইতি। যিনি বিশ্বকে ভরণ অর্থাৎ ধারণ ও পোষণ করেন তিনি বিশ্বস্তর ( চৈ. চ. ১।৩।২৫ )।

বিশ্বালখানা—রাজদপ্তরের গোপনীয় বিভাগ ( চৈ. চ. ৩।১৩।২০ )।

বিশ্রান্ত—সঙ্কোচবিহীন ভাবে পরম্পরের মধ্যে সর্বপ্রকার অভেদ প্রতীতি ( চৈ. চ. ২।১২।১৮৩ ), স্বচ্ছন্দ বিহার।

বিশ্রাম—নিত্য স্থিতি ( চৈ. চ. ১।৫।১২ ), দ্বাস্ত, সমাপন ( চৈ. চ. ৩।৫।৩৩ )।

বিশ্ব—আশ্রয় দ্রঃ। বিশ্বব্রহ্মালয়—বিভাব দ্রঃ।

বিশ্বাক্ষ—ব্যক্তিচারী ভাব দ্রঃ।

**বিষ্ণু**—বিষ্ + হু। সর্বব্যাপক ভগবান্। নারায়ণ।

**বিষ্ণুকাঞ্চী**—কাঞ্চিভেরাম্ বা কাঞ্চীপুরম্ হুই ভাগে বিভক্ত। রেলওয়ে স্টেশনের এক মাইল দূরে শিবকাঞ্চী এবং শিবকাঞ্চী হইতে তিন মাইল দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী। বিষ্ণুকাঞ্চীর বিগ্রহের নাম বরদ রাজ বা ভরদ্বাজ স্বামী এবং বৈকুণ্ঠ পরমল।

**বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী**—নবদ্বীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মী দেবীর অন্তর্ধানের পর তিনি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। শিশুকাল হইতে ইনি পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। এই পতিব্রতা কিশোরীকে ত্যাগ করিয়াই মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত শচীমাতার সেবা করিতেন। স্বামীর বিচ্ছেদে ইনি আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। কদাচিৎ ভূমিতে শয়ন করিতেন এবং সারাদিন হরিনাম জপ করিতেন। সংখ্যা রাখিতেন তওল দ্বারা। সেই তওল দিনান্তে পাক করিয়া প্রভুকে নিবেদন করিয়া কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে সনাতন মিশ্র ছিলেন রাজা। সত্রাজিৎ এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কন্যা ভূ-স্বরূপিনী।

**বিষ্ণুলোক**—পরব্যোম; নারায়ণাদি অনন্তস্বরূপের ধাম (চৈ. চ. ২।২।১৩৫)।

**বিষ্ণুস্বামী**—হুগ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য চতুষ্টিয়ের (রামানুজ, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কচার্য) অন্যতম। ইনি বেদান্তের বিস্তৃতধর্মত ভাষ্যকার এবং রুদ্র সম্প্রদায়ের মূল আচার্য।

**বিষ্ণু সেন**—বিষ্ণু (ভাঃ ১।২।৮, চৈ. চ. ৩।৫।২ শ্লোঃ)।

**বিসর্গ**—১. স্রষ্টা, পদার্থ জঃ; ২. দ্বিবিন্দুবর্ণ; ৩. বিসর্জন; ৪. দেবোদ্দেশে অব্যাত্যাগরূপ যজ্ঞ—স্বামী (গীতা ৮।৩)।

**বিসলয়ে**—বিহার করেন (চৈ. চ. ১।৫।১২)।

**বীথী**—অঙ্গ জঃ।

**বীতৎস রস**—গৌণ রস জঃ।

**বীরভদ্র গোস্বামী** (বীর চন্দ্র গোস্বামী)—নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র ও বহুখা মাতার গর্ভজাত। জাহ্নবা মাতার শিষ্য। ইনি রাজবলহাটের নিকটবর্তী ঝামটপুর গ্রামবাসী যদুনন্দন আচার্যের হুই কন্যা—শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণী দেবীকে বিবাহ করেন। বীরভদ্র প্রভুর তিন পুত্র—গোপীজন-বল্লভ, রামকৃষ্ণ ও রামচন্দ্র। জাহ্নবা মাতা উভয় পুত্রবধূকে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং বীরভদ্র গোস্বামী যদুনন্দন আচার্যকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীবীরভদ্র

গোবামী শ্রীচৈতন্যভক্তিকল্পতরুর স্বরূপ মহাশাখা এবং শ্রীচৈতন্যভক্তিমণ্ডপের স্থল স্তম্ভ। ইনি স্বরূপে সংকর্ষণের বাহু পয়োক্ষিপায়ী নারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধি।

বীর রস—গৌণ রস ত্রয়ঃ।

বুদ্ধিমন্ত খান—নবদ্বীপবাসী মহাধনী। মহাপ্রভুর প্রতি অভ্যাস্ত প্রীতিসম্পন্ন। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত মহাপ্রভুর বিবাহের সমুদয় ব্যয় ইনি স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর দর্শন লাভের জন্য ইনি নীলাচলেও গাইতেন।

বুলুম—ভ্রমণ করুন (চৈ. চ. ২।১।১৬০); বুলে—ভ্রমণ করে (চৈ. চ. ১।১৭।১৩১)।

বুড়ন গ্রাম—খুলনা জিলার সাতক্ষীরা মহকুমায় অবস্থিত হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান। বুড়ন পরগনার 'ভাটকলাগাছি' নামক গ্রামে হরিদাস ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন (চৈ. ভাঃ ৯৯।২।৫)।

বুজিম—ক্লেশ, অসঙ্গ (ভাঃ ১০।৯০।৪৮, চৈ. চ. ২।১৩।৪ শ্লোকঃ)।

বুত্তি—১. জীবিকানির্বাহ (চৈ. চ. ৩।১৪।৪৫); ২. শব্দের শক্তি যাহা দ্বারা অর্থ ব্যক্ত ও প্রসারিত হয়। শব্দের তিনটি বুত্তি—মুখ্যা (বা অভিধা), লক্ষণা ও গোণী। মুখ্যা বা অভিধাবুত্তি—শব্দের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা যে অর্থ প্রতিপন্ন হয় বা শব্দের উচ্চারণ মাত্রই যে অর্থ মনে উদ্ভূত হয়, তাহাই শব্দের মুখ্যার্থ। শব্দের যে বুত্তি বা শক্তি দ্বারা এই মুখ্যার্থের প্রতীতি জন্মে, তাহাকে মুখ্যাবুত্তি বা অভিধাবুত্তি বলে (চৈ. চ. ১।৭।১০৩)।

গৌণীবুত্তি—মুখ্যার্থের অসঙ্গতি ঘটিলে মুখ্যার্থের কোনও একটি গুণ লইয়া মুখ্যার্থের সাদৃশ্যযুক্ত যে অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহাকে গৌণার্থ এবং যে বুত্তি দ্বারা এই অর্থ লাভ করা যায়, তাহাকে গৌণীবুত্তি বলে। যেমন—এই দেবদত্ত একটি সিংহ। অর্থাৎ 'সিংহের ছায় বিক্রমশালী' ধরিতে হইবে (চৈ. চ. ১।৭।১০৪)। লক্ষণাবুত্তি—মুখ্যার্থের অসঙ্গতি ঘটিলে বাচ্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট অন্তর পদার্থের প্রতীতিকে লক্ষণা বলে। যেমন—'গঙ্গায় ঘোষ বাস করে' বলিলে 'গঙ্গাতীরে' বাস করে ধরিতে হইবে (চৈ. চ. ১।৭।১২৪-২৫)।

বুদ্ধকানী—বর্তমান নাম বুদ্ধাচলম্। দক্ষিণ আর্কট জেলার ভেলার নামক নদীর একটি উপনদী মণিমুখের তীরে অবস্থিত।

বুদ্ধকলাতীর্থ—মহাবলীপুরম্ বা সপ্তমন্দিরের অন্তর্গত বলিপীঠম্ হইতে প্রায় এক মাইল দক্ষিণে তীর্থবিশেষ।

বুদ্ধাবল—মথুরা জেলায় অতি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ। রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থল। কৃষ্ণলোক ত্রয়ঃ।

**বৃন্দাবন দাস ঠাকুর**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রথম প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচয়িতা। এই মহাগ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি ‘চৈতন্যলীলার ব্যাস’ বলিয়া বৈষ্ণব জগতে কীর্তিত হইয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম বিপ্র-বৈকুণ্ঠ দাস। মাতা—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃহতা নারায়ণী দেবী। শ্রীগোরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্বে যখন শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্তন করিতেন, তখন চারি বৎসর বয়স্কা দেবী নারায়ণীকে অতিশয় স্নেহবশতঃ স্বীয় ভূক্তাবশেষ তাৎসল্য প্রসাদ প্রদান করিতেন। ইহা ১৪৩০ শকের ঘটনা বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। নারায়ণী দেবীর ১৪ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইলে তাঁহার আবির্ভাবকাল আনুমানিক ১৪৪০/৪১ শক। তবে অনেকের মতে ইনি ১৫৩৭-১৬১২ খ্রিঃ অব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। ইনি যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন পিতা বিপ্রবৈকুণ্ঠ দাসের মৃত্যু হয়। বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শৈশব কালেই নারায়ণী দেবী মামগাছি গ্রামে বাসুদেব দত্তের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ সেবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখানেই বৃন্দাবন দাসের শৈশব-কাল অতিবাহিত হয়। ক্রমশঃ ইনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। ইনি শ্রীনিত্যানন্দের সর্বশেষ শিষ্য। গুরুদেবের আদেশেই ইনি শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচনা করেন। প্রথমে এই গ্রন্থের নাম ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ ছিল। শ্রীল লোচন দাস ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ নামে আর একখানা গ্রন্থ রচনা করায় শ্রীল বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম ‘শ্রীচৈতন্যভাগবত’ করা হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই গ্রন্থের রচনা ১৪৭০ শকে সমাপ্ত হয় বলিয়া পণ্ডিতগণের অভিমত। এই গ্রন্থ ব্যতীত তত্ত্ববিলাস, দক্ষিণও, বৈষ্ণব-বন্দনা, ভক্তিচিন্তামণি, নিত্যানন্দবংশমালা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা মতে ইনি ছাপরের ব্যাসদেব। ইনি ব্রজের কুসুমাপীড় সখায় ভাবে আবিস্ট ছিলেন।

**বৃষ্ণি**—কুরু, যজু বংশ। **বৃষ্ণিপুত্র**—যজু বংশের রাজধানী, দ্বারকা (ভ. র. সি. ৩১১১৩, চৈ. চ. ২১২৪৩২ শ্লোকঃ)।

**বৈষ্ণবভট্ট**—শ্রীরঙ্গমবাসী শ্রীগঙ্গাদায়ী বৈষ্ণব। লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে ইহার আগ্রহাতিশয্যে মহাপ্রভু চাতুর্য্য কাল ইহার গৃহে অংশ্বান করিয়াছিলেন। ইহার সহিত চৈতন্যদেবের সখ্যভাব অন্বিয়াছিল। মহাপ্রভু বিদায় গ্রহণ করিলে ইনিও তাঁহার সঙ্গী হইলেন। মহাপ্রভু নিবেদন করায় ইনি মুগ্ধিত হইয়া পড়েন। ইহার পুত্রই শ্রীবৃন্দাবনের ছয় গোষ্ঠামীর অন্ততম শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোষ্ঠামী।

**বৌদ্ধিয়াছে**—বিক্রয় করিয়াছি ( চৈ. চ. ২।১৫।১৪২, ৩।৪।৩২ )।

**বোতা কীর্তন**—চারিদিকে ঘুরিয়া কীর্তন ( চৈ. চ. ৩।১০।৫৬ )।

**বেনীমুজ**—যে কাস্ত প্রবাস হইতে আসিয়া কাস্তার বেণী উন্মোচন করেন—  
( চৈ. চ. ২।২।১১ শ্লোঃ )।

**বেনাপোল**—যশোর জেলার গ্রামবিশেষ। হরিদাস ঠাকুর কিছুকাল বেনাপোলের জঙ্গলে বাস করিয়া হরিনাম কীর্তন করিয়াছিলেন।

**বেণু**—দ্বাদশ অঙ্গুলী দীর্ঘ, অঙ্গুষ্ঠের মত স্থূল, ছয়টি ত্রিভুজ বংশী।

**বেদ**—১. ভারতের প্রাচীনতম অপৌরুষেয় শাস্ত্র। যথা—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব; ২. শ্রুতি; ৩. জ্ঞান (স্থধা: ১০৫); ৪. ঋগাদিস্বরূপ নারায়ণ (স্থধা. ২৭)। **বেদধর্ম**—বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম। **বেদপত্রতন্ত্র**—বেদের অধীন ( চৈ. চ. ২।১০।১৩৩ )। **বেদমাতা**—গায়ত্রী। **বেদব্যাস**—ব্যাস ঋঃ ( চৈ. চ. ২।২৫।৮০ )।

**বেদাঙ্গ**—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃষ্ট, ছন্দ ও জ্যোতিষ।

**বেদান্ত**—উপনিষৎ। ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্ম প্রতিপাদক দর্শনশাস্ত্র। **বেদান্তসূত্র**—চারিবেদ ও উপনিষদের সারমর্ম বেদব্যাস যে সূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহার অপর নাম ব্রহ্মসূত্র, ব্যাসসূত্র, বেদান্তদর্শন।

**বেদাবন**—তাঞ্জোর জেলায়, তিরুন্তরাইগুড়ি তালুকের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। তাঞ্জোর হইতে বিশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে।

**বেগথু**—কম্প ( গী. ১।২২ )।

**বৈকুণ্ঠ**—প্রকৃতির পারে মায়াতীত চিন্ময় ভগবদ্ধাম। ইহা সর্বগ, অনন্ত ও বিভূ। বৈকুণ্ঠনাথ কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ অবতারগণ সেখানে বাস করেন। চিন্ময় কারণার্গব ইহাকে বেটন করিয়া আছে ( চৈ. চ. ১।৫।৪৩-৪৫ )।

**বৈজয়ন্ত**—ইন্দ্রপুরী, ইন্দ্রধ্বজ। **বৈজয়ন্তী**—পতাকা, ধ্বজা, মালা।

**বৈজ্ঞানিক**—কলাবিশেষ। বিজয়বিষয়ক।

**বৈজ্ঞানিক**—স্তুতিপাঠক, বন্দী।

**বৈদীভক্তি**—ভক্তি ঋঃ।

**বৈমল্য**—বিনতার পুত্র, অরুণ, গরুড়।

**বৈবর্ণ্য**—সাম্বিক ভাব ঋঃ।

**বৈভব**—যে সকল ভগবদ্ভিগ্রহ স্বরূপে মূলস্বরূপের তুল্য, কিন্তু শক্তির বিকাশে মূলস্বরূপ অপেক্ষা নূন, তাঁহাদিগকে বৈভব বা প্রাভব বলে। প্রাভব অপেক্ষা বৈভবে শক্তির বিকাশ অধিক। **বৈভবপ্রকাশ**—‘কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ বিলাস’

জঃ। মূলস্বরূপের তুল্য আবির্ভাব সকলকে প্রকাশ বলে। স্বাকার মহাবীগণ  
শ্রীরাধার বৈভবপ্রকাশ। কারণ তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা অপেক্ষা শক্তির  
(সৌন্দর্য মাধুর্যাদির) বিকাশ কম।

**বৈভববিলাস**—লীলাবিশেষের জন্ত স্বয়ংরূপ ভিন্ন আকারে প্রকট করিলে  
তাঁহাকে বিলাস বলে। শক্তিবিকাশে বিলাসরূপ স্বয়ংরূপের কিঞ্চিৎ ন্যূন।  
লীলাবিশেষের জন্ত স্বয়ংরূপ অপেক্ষা ভিন্ন আকারে প্রকটিত কিঞ্চিৎ ন্যূন  
শক্তিসম্পন্ন রূপকে **বৈভববিলাস** বলে।

**বৈভববিলাসাংশ**—বৈভববিলাসরূপে অংশ রূপ। যথা : লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার  
বৈভববিলাসরূপে অংশরূপ (চৈ. চ. ১।৪।৬৭, ২।২০।১৪০, ১৪৩, ১৪৭,  
১৬০-৭২)।

**বৈল**—প্রা. বলিল (চৈ. চ. ১।১৪।২১)।

**বৈষ্ণব**—বিষ্ণুভক্ত। ষাঁহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তিনিই বৈষ্ণব।  
ষাঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণ নাম তিনিই বৈষ্ণবভক্ত এবং ষাঁহাকে দেখিলেই কৃষ্ণ  
নাম মুখে আসে, তিনি বৈষ্ণবভক্ত (চৈ. চ. ২।১৬।৭১-৭৪)। ‘কে বৈষ্ণব’  
কহ তার সামান্য লক্ষণে।—এই প্রশ্নের উত্তরে :

প্রভুকে—যার মুখে শুনি একবার।

কৃষ্ণনাম, পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাচার ॥

চৈ. চ. ২।১৫।১০৬-০৭।

\* \* \*

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।

সেই বৈষ্ণব, করি তার পরম সন্মান ॥

চৈ. চ. ২।১৫।১১১।

\* \* \*

কৃষ্ণনাম নিরন্তর ষাঁহার বদনে।

সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ্য তাঁহার চরণে ॥

চৈ. চ. ২।১৬।৭১।

\* \* \*

ষাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।

তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান ॥

চৈ. চ. ২।১৬।৭৩।

**বৈষ্ণব লক্ষণ**—বৈষ্ণবের শরীরে সর্বপ্রকার মহৎগুণ বিদ্যমান থাকে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান : বৈষ্ণব—১. কৃপালু ( পরহঃখ মোচনে আগ্রহ-শীল ); ২. অকৃতদ্রোহ ( নিজ দ্রোহিজনের বা অন্য কাহারো তিনি অনিষ্ট করেন না ); ৩. সত্যসার ( সত্যই তাঁহার বল ); ৪. সম ( সুখে দুঃখে তাঁহার সমান জ্ঞান ); ৫. নির্দোষ ( তাঁহার আত্মা অনবচ্ছিন্ন, অশ্রুয়াদি দোষ-রহিত ); ৬. বদান্ত ( দাতা ); ৭. মুহ ( কোমল স্বভাব ); ৮. শুচি ( সদাচার-লম্পর ); ৯. অকিঞ্চন ( যিনি শ্রীকৃষ্ণের জগৎ সমস্ত ত্যাগ করিয়াছেন ); ১০. সর্বোপকারক; ১১. শান্ত ( তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর অর্থাৎ সংযত ); ১২. কৃষ্ণেকশারণ; ১৩. অকাম ( কামনাশূন্য ); ১৪. অনীহ ( কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্যবিষয়ে চেষ্টাশূন্য ); ১৫. স্থির ( ফলপ্রাপ্তি পর্বন্ত অবচলিত ); ১৬. বিজিত ষড়্গুণ ( ক্ষুৎ, পিপাসা, জরা, ব্যাধি, শোক, মোহ—এই ছয়টিকে, অথবা কাম ক্রোধাদি ষড়্গুণকে যিনি জয় করিয়াছেন ); ১৭. মিতভুক ( মিতাহারী ); ১৮. অগ্রমন্ত ( সাবধান, মমতাশূন্য ); ১৯. মানদ ( অন্তের মান দাতা ); ২০. অমানী ( সম্মানপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না ); ২১. গম্ভীর ( নির্বিকার ); ২২. কক্ষ ( পরহঃখকাতর ); ২৩. মৈত্র ( মিত্রভাবাপন্ন ); ২৪. কবি; ২৫. দক্ষ ( কর্মকুশল ) এবং ২৬. মৌনী ( বৃথা আলাপ বর্জিত ) ( চৈ. চ. ২।২২।৪৪-৪৭ )।

**বৈষ্ণব-অপরাধ—**

হস্তি নিন্দতি বৈ ষ্ঠেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভি নন্দতি ।

ক্রোধাতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ঘট ॥

—হ. ভ. বি. ১০।২৩২।

বৈষ্ণবতাড়ন, নিন্দা, ঘেঘ, অনভিনন্দন, ক্রোধ ও বৈষ্ণব দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ না করা বৈষ্ণব-অপরাধ। বৈষ্ণব-অপরাধে ভক্তিমার্গ হইতে পতন হয়। অপরাধক্ষালনের জন্ত সেই বৈষ্ণবের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাঁহাকে না পাইলে একান্তভাবে শ্রীহরিনাম আশ্রয় কর্তব্য ( চৈ. চ. ২।১২।১৩৮ )।

**বৈসন্নে**—গ্রা. বসে, অবস্থিত হয় ( চৈ. চ. ১।৪।৭২ )।

**বোঝান্নি**—গ্রা. বোঝা বহনকারী ( চৈ. চ. ৩।১০।৩৬ )।

**বোধ**—ব্যভিচারী ভাব প্রঃ।

**বোধায়ন**—বেদান্তের প্রাচীন ভাষ্যকার ও আচার্য। মূল বোধায়ন বৃত্তি দুস্ত্রাণ্য। কথিত আছে, আচার্য রামানুজ বোধায়ন বৃত্তি অধ্যয়নের জন্ত স্বীয় প্রধান শিষ্য কুরেশকে কান্দীরে প্রেরণ করেন। উহা লিখিয়া আনার অল্পমতি

না থাকায় কুরেশ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া দক্ষিণ ভারতে প্রত্যাবর্তন করিলে  
রামানুজাচার্য এই বৃত্তির সাহায্যে বিখ্যাত শ্রীভাষ্য প্রণয়ন করেন।

**বোল**—প্রা. বাক্য, কথা (চৈ. চ. ১।৫।১৬৭)। **বোলয়ে**—কহেন (চৈ. চ. ৩।২।২২)।

**বোলাইয়া**—ডাকাইয়া (চৈ. চ. ৩।১৩।৩২)। **বোলাইল**—কহাইল (চৈ. চ. ১।১৪।১২), ডাকিল (চৈ. চ. ১।১৪।১২)। **বোলাঞাছে**—ডাকিয়াছেন (চৈ. চ. ৩।৪।১১৪)। **বোলাবুলি**—পরস্পরের প্রতি বলা (চৈ. চ. ২।১২।১২৩)। **বোলাহ**—ডাক (চৈ. চ. ৩।২।২৬)।

**বৌলি**—প্রা. বকুলের বীজ (চৈ. চ. ১।১৩।১০৮)।

**ব্যভিরেক বিধি**—অভিধেয় ভ্রমঃ।

**ব্যবসায়ান্তিকা**—নিষ্চয়াত্মিকা (গী. ২।৪১)।

**ব্যভিচারী ভাব**—সঞ্চারীভাব। বি ( বিশেষরূপে )+অভি ( আভিমুখে )+চরু ( গতি, সঞ্চরণ )+নির্ন=ব্যভিচারী। যে ভাব স্থায়ীভাবে ( কৃষ্ণরতিই স্থায়ীভাব ) অভিমুখে বিশেষরূপে সঞ্চরণ করে, তাহাকে **ব্যভিচারী ভাব** বা **সঞ্চারীভাব** বলে। ব্যভিচারীভাব তেত্রিশটি, যথা—নির্বৈদ, বিষাদ, দৈন্ত্য, মানি, ভ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপন্থতি, ব্যাধি, মোহ, ম্রুতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিখা, স্থুতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্রা, অমর্ষ, অশ্রয়া, চাপল্য, নিদ্রা, স্থপ্তি এবং বোধ (চৈ. চ. ২।৮।১৩৫)। **অপন্থতি**—হুঃখোৎপন্ন ধাতু বৈষম্যাদিজনিত চিন্তের বিপ্লব। ভূমিপতন, ধাবন, অঙ্গব্যথা, ভ্রম, কল্প, ফেনস্তাব, বাহুক্ষেপণ এবং উচ্চ শব্দাদি ইহার লক্ষণ। **অবহিখা**—কোন কৃত্রিম ভাব দ্বারা গোপনীয় ভাবের অহুভাব সঞ্চরণ করাকে অবহিখা বলে। ভাবপ্রকাশক অঙ্গাদির গোপনতা, অঙ্গদিকে দৃষ্টিপাত, বৃথা চেষ্টা, বাগ্‌ভঙ্গি প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। **অমর্ষ**—

“অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্নাদমর্ষোহসহিষ্ণুতা।

তত্র শ্বেদঃ শিরঃ কল্পো বিবর্ণঙ্ক বিচিন্তনম্ ॥

উপায়াদ্বেষণাক্রোশ বৈমুখ্যোস্তাড়নাদয়ঃ ॥”

তিরস্কার ও অপমানাদিজনিত অসহিষ্ণুতার নাম অমর্ষ। মর্ষ, শিরঃকল্পন, বিবর্ণতা, চিন্তা, উপায় অন্বেষণ, আক্রোশ, বিমুখতা ও তাড়না ইহার কার্য (চৈ. চ. ২।২।৫৪)। **অসুয়া**—সৌভাগ্য ও গুণাদিবশতঃ পরের সম্বন্ধে ষেষ্টকে অশ্রয়া বলে। ঈর্ষা, অনাদর, আক্ষেপ, গুণসমূহেও দোষারোপ, অপবাদ, বক্রদৃষ্টি, জড়ঙ্গী প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।১৪।১৭১)।

**আবেগ**—চিন্তাবিভ্রম। ইহা প্রিয়, অপ্রিয়, অগ্নি, বায়ু, বর্ষা, উৎপাত, হস্তী ও শত্রু হইতে উৎপন্ন হইয়া আট প্রকার হয়। **আলম্ব**—তৃপ্তি ও ভ্রমাদি নিবন্ধন সামর্থ্য থাকিতেও কর্মে অগ্রবৃত্তি। ইহাতে অঙ্গভঙ্গ, জ্ঞান, কার্যের প্রতি ঘেঘ, চক্ষুর্মদন, তন্ত্রা ও নিদ্রাদি প্রকাশ পায়। **উন্মাদ**—“উন্মাদো হৃদভ্রমঃ প্রোঢ়ানন্দাপন্থিরহাদিজঃ। অত্রোদ্‌হাসো নটনং সঙ্গীতং বার্থচেষ্টিতম্। প্রলাপো ধাবনাক্রোশবিপরীত ক্রিয়াদয়ঃ॥” অতিশয় আনন্দ, আপদ ও বিরহাদিজনিত চিন্তাবিভ্রম। অদ্‌হাস, নটন, সঙ্গীত, বার্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, চীৎকার ও বিপরীত ক্রিয়াদি ইহার কার্য (চৈ. চ. ২।১।৭৮, ২।২।৫৪)। **ঔগ্র**—অপরাধ ও দিক্কতি প্রভৃতি হইতে জাত ক্রোধ। বধ, বন্ধ, শিরঃকম্প, ভৎসন, তাড়নাদি ইহার লক্ষণ। **ঔৎসুক্য**—“ইষ্টানবাঞ্ছেরৌৎসুক্যং কালক্ষেপা-সহিযুতা।” অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও প্রাপ্তির জন্ত উৎকর্ষাবশতঃ কালবিলম্ব যখন অসহ্য হইয়া উঠে, তখনই তাহাকে ঔৎসুক্য বলে (চৈ. চ. ২।২।৫৪, ৩।১।৪৬)। **গর্ব**—সৌভাগ্য, রূপ, তারুণ্য, গুণ, সর্বোত্তম আশ্রয় এবং ইষ্ট লাভাদি হেতু অস্ত্রের অবজ্ঞাকে গর্ব বলে। সোপহাসবাক্য, লীলাবশতঃ নিরন্তর, নিজস্বদর্শন, স্বাভিপ্রায়গোপন, অস্ত্রের বাক্য না শুনা—ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।২।৫৬, ২।৮।১৩২, ২।১৪।১৭১)। **গ্লানি**—শ্রম, মনঃপীড়া ও রত্যাদি দ্বারা দেহের ওজঃ ধাতুর ক্ষয়জনিত দুর্বলতা। ওজঃ ধাতু শুক্ল হইতেও উৎকৃষ্ট ধাতু বিশেষ। গ্লানিতে কম্প, অঙ্গজড়তা, বৈবর্ণ্য, কৃম্বতা ও চক্ষুর্ঘৃণাদি হইয়া থাকে। **চাপল্য**—রাগ ও ঘেঘাদিজনিত চিন্তের লঘুতা বা গান্ধীর্ঘহীনতাকে চাপল বা চাপল্য বলে। অবিচার, পারুণ্য এবং স্বচ্ছন্দ আচরণাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।২।৫২)। **চিন্তা**—অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি এবং অনভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তিনিবন্ধনভাবনা। নিঃশ্বাস, অধোবদন, ভূমিবিদারণ, নিজাশূন্যতা, বিলাপ, উত্তাপ, ক্লেশতা, বাষ্প, দৈন্ত প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১।১৩)। **জাড্য**—ইষ্ট ও অনিষ্টের প্রবণ-দর্শন ও বিরহাদিজনিত বিচারশূন্যতা। **জ্ঞান**—বিদ্যা, ভয়ানক প্রাণী এবং প্রথর শব্দ হইতে হৃদয়ের কোভ। পার্শ্বস্থ বস্তুর অবলম্বন, রোমাঞ্চ, কম্প, স্তম্ভ, ভ্রমাদি ইহার লক্ষণ। ইহা যৌহের পূর্বের ও পরের অবস্থা। অনিমেষ নয়ন, তৃষ্ণাভাব এক বিষয়গাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।৭।১৩১, ৩।৭।৪৬)। **জৈন্ত**—দুঃখ, জ্ঞান এবং অপরাধাদিবশতঃ আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করাকে দৈন্ত বলে (চৈ. চ. ২।২।৩২, ২।২।৫৪)। **জুতি**—১. ধৈর্য ; ২. জ্ঞান, দুঃখের অভাব, উত্তম বস্তুপ্রাপ্তি অর্থাৎ ভগবৎসম্বন্ধীয় প্রেমলাভ

দ্বারা মনের যে পূর্ণতা, তাহার নাম ধৃতি । ইহাতে অপ্রাপ্ত বস্তু বা বিনষ্ট বস্তুর জন্ত দুঃখ হয় না ; ৩. জিহোপন্থজয়োধৃতি: অর্থাৎ জিহ্বা ও জননেন্দ্রিয়ের সংঘর্ষই ধৃতি (চৈ. চ. ২।১২।৩৭ শ্লোঃ, ২।২৪।১১৬, ১১৮) । **মিত্রা**—চিন্তা, আলস্ত, স্বভাব এবং শ্রমাদি দ্বারা চিন্তের যে বাহবৃত্তির অভাব, তাহাকে মিত্রা বলে । **অজ্ঞভঙ্গ**, **জ্ঞতা**, **জড়তা**, **নিঃশ্বাস**, **নেত্রনিমীলন** প্রভৃতি ইহার লক্ষণ । **নির্বেদ**—মহাদুঃখ, বিরহ, ঈর্ষ্যা ও সখিবৈকাদিজনিত নিঃস্বের অবমাননা জ্ঞানকে নির্বেদ বলে । চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দীর্ঘ নিঃশ্বাসাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ২।২।৩২, ৬৫, ২।২।২৩ শ্লোঃ) । **বিতর্ক**—হেতু পরামর্শ ও সংশয়াদি নিমিত্ত বস্তুতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্ত বিচার । **ক্রক্ষেপ**, **মস্তকচালন** ও **অঙ্গুলি সঞ্চালন**াদি ইহার লক্ষণ । **বিবাদ**—ইষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারম্ভ কার্যের অসিদ্ধি, বিপত্তি ও অপরাধাদি হইতে অমৃতাপ (চৈ. চ. ২।২।২৫, ৬৫; ৩।১।৪৬) । **বোধ**—অবিজ্ঞা (অজ্ঞান), মোহ ও নিদ্রাদির ধ্বংস জন্ত যে প্রবুদ্ধতা অর্থাৎ জ্ঞানের আবির্ভাব, তাহাকে বোধ বলে । **ব্যাধি**—অতিশয় ঘেষ ও বিচ্ছেদাদি দ্বারা যে জ্বরাদি উৎপন্ন হয় তাহার নাম ব্যাধি । অতীষ্ট বস্তুর অলাভে শরীরের পাণ্ডুতা ও উত্তাপ । ইহাতে অঙ্গশিথিলতা, নিঃশ্বাস, শুষ্ক, উত্তাপ, মানি প্রভৃতি প্রকাশ পায় । **স্ত্রীভা**—লজ্জা । নব সঙ্গম, অকার্য, স্তব এবং অবজ্ঞাদি হেতু উৎপন্ন ঘৃণ্তাবিরোধী ভাব । মৌন, চিন্তা, মুখাচ্ছাদন, ভূমিলিখন, অধোমুখতা প্রভৃতি ইহার লক্ষণ । **মত্তি**—শাস্ত্রাদির বিচারজাত যাতার্থ্য নির্ধারণ । সংশয় ও ভ্রমের ছেদনহেতু কর্তব্যকরণ, শিষ্টদিগকে উপদেশদান, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১।৪৬) । **মদ**—জ্ঞাননাশক আহ্লাদ । ইহা দ্বিবিধ, মধুগানজনিত এবং কন্দর্প বিকারাতিশয়জনিত । গতি, অঙ্গ ও বাক্যের স্থলন, নেত্রঘূর্ণা, রক্তিমাদি ইহার লক্ষণ । **মুত্তি**—বিবাদ, ব্যাধি, জ্বালা, প্রহার ও মানি প্রভৃতি দ্বারা প্রাণত্যাগের পূর্বাবস্থা । অম্পষ্ট বাক্য, দেহবৈবর্ণ্য, অন্ন শ্বাস ও হিকাদি ইহার লক্ষণ । **মোহ**—১. হর্ষ, বিচ্ছেদ, ভয় ও বিবাদাদি হইতে মনের যে বোধশূন্যতা, তাহার নাম মোহ । ইহাতে ভূমিতে পতন, শূন্তেন্দ্রিয়তা, ভ্রমণ এবং নিশ্চেষ্টতা প্রকাশ পায় ; ২. ভ্রম (স্বামী) ; ৩. দেহাদিতে অহংবুদ্ধি ; ৪. মঙ্গলকে অমঙ্গল বোধ । **শঙ্কা**—স্বীয় চৌধাপদাদে, অপরাধে এবং পরের ক্রুরতাবশতঃ নিজের অনিষ্ট দর্শন । মুখশোষ, বৈবর্ণ্য, দিক্ নিরীক্ষণ—পলায়নাদি ইহার লক্ষণ । **শ্রম**—পথ-ভ্রমণ, নৃত্যাদিজনিত খেদ । নিদ্রা, বেদ, অঙ্গসংঘর্ষ, জড়তা, দীর্ঘশ্বাসাদি

ইহার লক্ষণ। স্মৃতি—নানা প্রকার চিন্তা ও নানা বিষয় অনুভবজনিত নিদ্রার নাম স্মৃতি। ইহাতে ইন্দ্রিয়ের অবসন্নতা, নিঃশ্বাস, নেত্রনিমীলনাদি প্রকাশ পায়। স্মৃতি—সদৃশ বস্তুদর্শন, অথবা দৃঢ় অভ্যাসজনিত পূর্বানুভূত অর্থের প্রতীতি। শিরঃকম্পন ও ক্রবিক্ষেপাদি ইহার লক্ষণ (চৈ. চ. ৩।১।৪৬)। হর্ষ—অভীষ্ট বস্তুর দর্শন ও লাভাদিজনিত চিন্তের প্রফুল্লতা। ইহাতে রোমাঞ্চ, ঘর্ম, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা, মোহ প্রভৃতি প্রকাশ পায় (চৈ. চ. ২।২।৬৫; উ. নী., ব্যভিচারি—১-১০)।

ব্যষ্টি—পৃথক পৃথক ভাব (চৈ. চ. ২।২।২৫৩, ২৬০)।

ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার বলে (চৈ. চ. ২।২।৫৬)।

ব্যাস্থি—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

ব্যালী—সর্পিণী (উ. নী., সখী. ২৮)।

ব্যাঙ্গ—কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাঙ্গ, পরাশর-সত্যবতীর পুত্র। ইনি বেদবিভাগ কর্তা ঋষি। ব্যাঙ্গকূট—ব্যাঙ্গের রচনার দুর্বোধ্য অংশ। ব্যাঙ্গপূজা—আষাঢ়ী পূর্ণিমা বা শুক্ল পূর্ণিমায় সন্ন্যাসিগণ মন্তক মুণ্ডনপূর্বক সন্ন্যাসের আদিগুরু ব্যাঙ্গদেবের পূজা করেন। যতিধর্মনির্ণয় নামক গ্রন্থে ইহার বিধান আছে।

ব্যাঙ্গবাক্য—(বাকরণে) যে বাক্য সমাসের পদসমূহ পৃথক করিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, বিগ্রহবাক্য। ব্যাঙ্গসূত্র—চারি বেদ ও উপনিষদের সারমর্ম বেদব্যাঙ্গ বেদান্তসূত্র বা ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে ব্যাঙ্গসূত্র বলে। এই ব্যাঙ্গসূত্রের ব্যাখ্যাই চতুঃশ্লোকী (চৈ. চ. ২।২।৭৮-৮১)।

বুদ্ধন্ত—দুরীভূত (ভাঃ ১২।১২।৬২; চৈ. চ. ২।২।৪।১২ শ্লোঃ)।

বুদ্ধ—বৃহৎ (গী. ১।৩)।

ব্রজ—শ্রীমথুরামণ্ডলবর্তী চৌরাশী ক্রোশব্যাগী শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল (ভাঃ ২।৭।২৮)।

ব্রজ প্রেম—ভগবানে. ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলা প্রেম। স্বল্পবাসনাহীন, কৃষ্ণ স্নেহকতাৎপর্যময়ী, কেবলা প্রীতির সহিত সাধন ভজন প্রভাবে সাধকের মনে ভগবানের প্রতি ঐশ্বর্য বুদ্ধি লোপ হইয়া মমন্ত বুদ্ধি বুদ্ধি পাইলে ও শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হইলে তিনি সাধকে ব্রজ প্রেম দিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেহ ব্রজ প্রেম দিতে পারেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন, ‘আমা বিনা অন্তে নারে ব্রজ প্রেম দিতে’ (চৈ. চ. ১।৩।২০)। ব্রজ প্রেমের প্রথম স্তরে রতি বা ভাব বা প্রেমাঙ্কুর সাধকের মনে উদ্ভূত হয়। এই রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে

প্রেমে পর্যবসিত হয়। ব্রঞ্জে দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারি ভাবেই লীলা আছে। ব্রজভাবের সাধক ইহার যে কোন একটি ভাবের লীলার ত্রিক্ষণের ভজনা করিতে পারেন। রতি গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অমুরাগ, ভাব ও মহাভাবে পর্যবসিত হইতে পারে। কিন্তু সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেমের উর্দ্ধতর স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভবপর নয় (টী. চ. ২।২১।২৪)। শ্রীমদ্ গৌরগোবিন্দ ভাগবত স্বামিপাদ সাধন কুহুমাল্লিতে ‘প্রারূপ খণ্ডন’ নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “সাধক দেহে ভক্তির পূর্ণাবির্ভাব প্রেম পর্যন্তই হয়, ইহা প্রায়িক সাধারণ নিয়ম” (পৃ: ১৪০)।

**ব্রজা**—বৃহ ধাতু হইতে ব্রজ শব্দ নিষ্পন্ন—বৃহতি বৃহয়তি চ ইতি ব্রজ। বৃহতি—যিনি বড় হয়েন, অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং বৃহয়তি—যিনি বড় করেন, তিনি ব্রজ। বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৫৭) বলেন—বৃহদ্বাদ্ বৃহনভ্যচ্চ তদ্বৃক্ষ-পরমং বিদুঃ—অর্থাৎ যিনি সর্বত্র বিদ্যমান ও সকলের মূল তিনি ব্রজ। কড়ি-বৃত্তিতে জ্ঞানমার্গের সাধকের পক্ষে ব্রজ নিরাকার নির্বিশেষ। “ন তৎসমোহভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।... পরাস্ত শক্তির্বিবিধৈব ক্ষয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ”।—শ্বেতাশ্বর ৬।৮। অর্থাৎ যিনি বৃহত্তম তত্ত্ব ও সর্বব্যাপক তিনিই ব্রজ। ব্রজের অনন্ত শক্তি। তাঁহার জ্ঞানের ও ইচ্ছার ক্রিয়া স্বাভাবিকী। **ব্রজনির্বাক**—মোক (গী. ৫।২৪)। **ব্রজভূত**—ব্রজস্বরূপ, ব্রজভাব-প্রাপ্ত (গী. ৫।২৪, ৬।২৭, ১৮।৫৪)। **ব্রজভূয়**—ব্রজবলাভ, ব্রজভাব মোক্ষ—স্বামী (গী. ১৪।২৬)। **ব্রজময়**—জ্ঞানমার্গ দ্রঃ। **ব্রজযোগযুক্তাত্মা**—ব্রজে যোগ (সমাধি)=ব্রজযোগ, ব্রজের সহিত আত্মার অভেদ অমুভব, তদ্বারা যুক্ত (সমাহিত) আত্মা (অন্তঃকরণ, অথও সাক্ষাৎকাররূপ চিত্তবৃত্তি) যাহার তিনি ব্রজযোগযুক্তাত্মা (গী. ৫।২১)। **ব্রজাসূত্র**—ব্রজসূচক সূত্র, ব্যাসসূত্র। ব্যাস দ্রঃ। **ব্রজসায়ুজ্য**—নিরাকার ব্রজে লয়। আর ভগবদ্ বিগ্রহে অর্থাৎ সাকার ভগবানে লয়ের নাম ঈশ্বর সায়ুজ্য। সাধিকী ভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধ হইয়া ব্রজ সায়ুজ্য প্রাপ্ত হইলে ভক্তিবাসনাবশতঃ ‘মুক্তা-অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে’ [ভাবার্থ দীপিকার (ভাঃ ১০।৮৭।২১) শব্দর ভাষ্য] ইত্যাদি বচন দ্বারা তাদৃশ মুক্তগণের মধ্যে কাহারও কদাচিৎ পুনরায় প্রেমভক্তি লাভ হয়। কিন্তু ঈশ্বরসায়ুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তগণের আর ভক্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে না।

**ব্রজা**—সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি লোকপিতামহ। গুণাবতার। রজোগুণ অস্বীকার করিয়া ইনি সৃষ্টি করেন। গর্তোদশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম ইহার জন্মস্থান,

এজন্ত ইহার এক নাম কমলযোনি বা কমলাসন। ব্রহ্মা দুই প্রকার—  
জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। যে পুরুষ শত জন্ম ভক্তি ও নিষ্ঠা সহকারে  
স্বধর্ম পালন করেন, তিনি ব্রহ্মার পদ লাভ করেন। যথা—‘স্বধর্মনিষ্ঠঃ শত-  
জন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি’ (ভাঃ ৪।২৪।২২)। সৃষ্টিকালে এরূপ যোগ্য  
জীব পাইলে ঈশ্বর তাঁহাতেই শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার দ্বারা সৃষ্টিকার্য করা ইয়া  
লন। এই ব্রহ্মাকে জীবকোটি ব্রহ্মা বলা হয়। কোন কালে এরূপ যোগ্য  
জীব না পাইলে মহাবিশুই ব্রহ্মার রূপ ধারণ করেন। সেই ব্রহ্মাকে বলা  
হয় ঈশ্বরকোটি। যথা—ভবেৎ কচিন্নহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোহপুপাসনৈঃ।  
কচিদত্র মহাবিশুঃ স্রষ্টব্যঃ প্রতিপত্ততে ॥—ল. ভা., ধৃত পান্ডবচন (চৈ. চ.  
২।২০।২৫২-২৬১)।

এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন। ইহার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার চারিটি  
বদন, অষ্ট বাহু ও অষ্ট নেত্র। ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা অনন্ত কোটি, ব্রহ্মার সংখ্যাও  
অনন্ত কোটি। কোটি কোটি যোজন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও আছে। আয়তন  
অনুসারে উহাদের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার বদন, বাহু ও নেত্রের সংখ্যাও অগণিত।

ব্রহ্মা আবার বৈরাজ ও হিরণ্যগর্ভ ভেদে দ্বিবিধ। বৈরাজ ব্রহ্মার  
মূল বা সমষ্টি শরীর, দেবতাদি ইহাকে দেখিতে পান এবং ইনি দেবতাদিগকে  
বরণ দিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার দেহ সূক্ষ্ম বা মহত্তম। ইনি দেবতাদের  
অদৃশ্য। কেবল ‘ঈশ্বরই ইহাকে দেখিতে পায়েন’। (লঃ ভাঃ)—ডঃ নাথ।

ব্রহ্মানন্দ ভারতী—ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একমূল। দক্ষিণ দেশ হইতে  
মহাপ্রভু (চৈতন্যদেব) নীলাচলে ফিরিয়া আসিলে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নীলাচলে  
আগমন করেন এবং মহাপ্রভুর সহিত বাস করেন। ইনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র  
পুরীর শিষ্য ছিলেন, সেজন্ত ইহার প্রাতি চৈতন্যদেবের গুরুবৃদ্ধি ছিল। ইনি  
প্রথমে যুগচর্মাশ্বর ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।  
ইহাতে দম্ভের উদ্রেক হয় বলিয়া মহাপ্রভু কোশলে ইহার চর্মাশ্বর ত্যাগ  
করাইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছাড়া একজন ব্রহ্মানন্দ পুরীও ছিলেন।  
তিনিও ভক্তিকল্পতরুর নবমূলের একজন, যথা—“পরমানন্দপুরী আর কেশব  
ভারতী। ব্রহ্মানন্দ পুরী আর ব্রহ্মানন্দ ভারতী” ॥ এই নবমূলে বৃক্ষ করিল  
নিশ্চলে ॥ (চৈ. চ. ১।২।১১, ১৩)

ব্রাহ্মণ—১. বেদের অংশ বিশেষ যাহাতে যজ্ঞাদি বর্ণিত হইয়াছে; ২. বিপ্র,  
চতুর্বর্ণের প্রথম বর্ণ। ব্রাহ্মণের দ্বাদশ গুণ, যথা—(ক) ধর্ম, সত্য, দম, তপঃ,  
অমাৎসর্য, হ্রী, তিত্তিকা, অসুরাহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি (জিহ্বা ও উপস্থের

‘বেগদ্বয়’ ও ‘ঐশ্বর্য’ (বেদাধায়ন) — (সনৎসুজাত) । (খ) ধন, আভিজাত্য, রূপ, তপস্বী, ঐশ্বর্য, ওজঃ, তেজঃ, প্রভাব, বল, পৌরুষ, বুদ্ধি ও অষ্টাঙ্গযোগ (ভ. স.) । (গ) শম, দম, তপঃ, শৌচ, কাস্তি, আর্জব, বিরক্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সন্তোষ, সত্য ও আস্তিক্য (মুক্তাফলটাকা) । (ঘ) “যোগন্তপো দমোদানং ব্রতং শৌচং দয়া যুগা, বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্” — (সরল বাঙ্গালা অভিধান) । এখানে যুগা অর্থ অপমানজ্ঞান, লজ্জাবোধ ; ৩. ব্রাহ্মণ পরমপুরুষের মুখ হইতে জাত, যথা—

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম কত্রমেতস্ত বাহবঃ ।

উর্ধ্বোর্ধ্বো ভগবতঃ পদভ্যাং শূদ্রোব্যজায়ত ॥ — (ভাঃ ২।৫।৩৭) ।

**ব্রীড়া**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ।

ভ

**ভক্ত**—যাহার ভক্তি আছে, অমুরক্ত, সেবক । ঈশ্বরস্বরূপভক্ত, তাঁর অধিষ্ঠান । ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম (চৈ. চ. ১।১।৩০) । ভক্ত ঈশ্বরস্বরূপ । ভক্তের দেহ যেন ঈশ্বরের অধিষ্ঠান বা শ্রীমন্দির এবং ভক্তের হৃদয় তাঁহার সিংহাসন, যেখানে ঈশ্বর সতত বিশ্রাম-স্থল উপভোগ করেন । পার্শ্বদ ও সাধকভেদে ভক্ত দ্বিবিধ (চৈ. চ. ১।১।৩১) । পার্শ্ব ও সাধক দ্রঃ । শ্রীমদ্ভাগবত মতে (ভাঃ ১।১।৪।১৫) আত্মযোনি ব্রহ্মা, আত্মস্বরূপ শঙ্কর এবং স্বীয় কান্তা লক্ষ্মী দেবী অপেক্ষাও ভক্ত উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর প্রিয় । ইহাতে ভক্তের মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে । কৃষ্ণ সাম্যে তাঁহার মার্ধুর্য আশ্বাদন সম্ভবপর হয় না, ভক্তভাবেই সেই মার্ধুর্য উপভোগ সম্ভবপর (চৈ. চ. ১।৬।৮২) ।

**ভক্তরূপ**—পঞ্চতত্ত্বের প্রধান তত্ত্ব । নবদ্বীপলীলায় নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাবে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ‘ভক্তরূপ’ বলে । **ভক্তস্বরূপ**—কৃষ্ণাবতারের বিলাসরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ।

**ভক্তাবতার**—শ্রীঅষ্টোতাচার্য (পূর্ব লীলায় শ্রীসদাশিব) । **ভক্তাখ্য**—শ্রীবাসাদি এবং **ভক্তশক্তিক**—শ্রীগদাধর (চৈ. চ. ১।১।১৪ শ্লোঃ) ।

**ভক্তি**—ভজ্ (সেবা করা) + ক্তি ভাব বা । পূজা ব্যক্তির ভজন । বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে ভগবানে ঐকান্তিক ভালবাসার নাম ভক্তি । ইহা অমৃতরূপা । যথা—ওঁ সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা । অমৃতরূপা চ — (না. ভ. সূ. ২-৩) । ভগবানে পরাভ্যর্থিতই ভক্তি । যথা—ওঁ সা পরাভ্যর্থিত্যধীশ্বরে (না. ভ. সূ. ২২) । “অন্তরাঙ্গা, অন্ত পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম । আত্মকুল্যে সর্বপ্রিয়ের কৃপাভ্যর্থন # এই তত্ত্ব ভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়” — (চৈ. চ. ২।১২।১৪৮-১৪৯) ।

ভক্তি লাভ করিলে মাহুৰ সিদ্ধ হয়, অমৃতত্ব লাভ করে ও তৃপ্ত হয়। ইহা পাইলে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করে না, ঘেৰ করে না। ভগবদ্বিষয় ব্যতীত অগ্র বিষয়ে আনন্দ অহুভব করে না বা উৎসাহ বোধ করে না, যথা—ওঁ যজ্ঞকা পুমান্ সিদ্ধভবতামুতো ভবতি তৃপ্তো ভবতি যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন ঘেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি (না. ভ. সূ. ৪-৫)। কর্মজ্ঞান ও যোগ (রাজযোগ) অপেক্ষা ভক্তি মহত্তর, কারণ ভক্তিই ভক্তির ফল, উপায় ও উদ্দেশ্য। যথা—ওঁ সা তু কর্মজ্ঞান যোগেভ্যোহপ্যধিক তরা। ফলরূপত্বাৎ। (না. ভ. সূ. ২৫-২৬) ভক্তি শ্রেষ্ঠ অভিধেয়। অভিধেয় ত্রয়ঃ।

ভক্তি দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগাভুগা বা রাগাভিক। যাহারা শাস্ত্রশাসনের ভয়ে বা ভগবানের ঐশ্বর্যভীতিতে ভজন করেন, তাহাদের ভক্তিকে বৈধী ভক্তি বলে। বৈধী ভক্তিতে ব্রজলাভ হয় না। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। পাচক ভাল রান্না করে চাকুরী বজায় রাখার জন্ত, ইহা বৈধী ভক্তি। কৃষ্ণ সেবার লোভ বা কৃষ্ণমাদুর্যের আকর্ষণে যাহারা ভজন করেন তাহাদের ভক্তি রাগাভিক বা রাগাভুগা। ইষ্ট বস্তুতে গাঢ় তৃষ্ণার নাম রাগ। ইহা রাগের স্বরূপ লক্ষণ আর ইষ্টে আবিষ্টতা রাগের তটস্থ লক্ষণ। নর-নারী বা নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে প্রেম, তাহা ভগবানে আরোপ করিলে গোড়ীয় বৈষ্ণব মতে ইহা রাগাভিক বা রাগাভুগা ভক্তি হয়। রাগই যাহার আত্মা তাহা রাগাভিক। ইহা স্বাতন্ত্র্যময়ী। মুখ্য ব্রজবাসীজনেই ইহার অধিকার। অগ্র সাধকের ইহাতে অধিকার নাই। মুখ্য ব্রজবাসীজনের আত্মগতো যে ভক্তি অর্থাৎ ব্রজপরিকরণের কিঙ্কর বা কিঙ্করীভাবে ইষ্টের যে সেবা তাহাই রাগাভুগা ভক্তি। যা ও স্ত্রী ভাল রান্না করেন—সন্তান বা স্বামীর তৃপ্তির জন্ত, ইহা রাগাভুগা। রাগাভুগা মার্গের সাধনের অঙ্গ দুইটি—বাহু ও অন্তর। যথাবস্থিত পাঞ্চভৌতিক দেহে ভগবৎ কথা শ্রবণ কীর্তনাদি বাহু অঙ্গ সাধন, আর মনে মনে নিজ সিদ্ধ দেহের অর্থাৎ গুরুদত্ত সাধনসিদ্ধ দেহের ভাবনা করিয়া দিবারাত্র ব্রহ্মেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবার নাম অন্তরসাধন।...নববিধা ভক্তি, শুদ্ধভক্তি ও সাধনভক্তি ত্রয়ঃ।

ভগ—ভগবান্ ত্রয়ঃ।

ভগবান্—১. ঐশ্বর্য সমগ্রস্ত বীৰ্য্যশ্র যশসঃ শ্রিয়ঃ।

জ্ঞান বৈরাগ্যমোক্ষৈব যন্নাত ভগ ইতীজনা ॥

(বিশ্বকোষ ৫১৬/১৪)।

অর্থাৎ সমগ্র ঐশ্বর্য, বীৰ্য, যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টিকে ভগ বলে।

ঐশ্বর্য = সর্ববলীকারিত্ব ; বীর্য = মণিময় মহৌষধির দ্বারা অলৌকিক প্রভাব ; বশঃ = শরীরাদির সঙ্গুল খ্যাতি ; শ্রী = সর্বপ্রকার সম্পত্তি ; জ্ঞান = পরতত্ত্বাত্মকতা ; বৈরাগ্য = প্রপঞ্চ বস্তুতে অনাসক্তি । পূর্ণভাবে এই ছয়টি ঐহাতে বিদ্যমান তিনিই ভগবান্ ।

২. উৎপত্তিঃ প্রলয়কৈব ভূতানামাগতিং গতিম্ ।

বেত্তি বিতামবিদ্যাকং স বাচ্যো ভগবানিতি ॥

( বি. পু. ৩।৫।৭৮ ) ।

অর্থাৎ যিনি ভূতগণের উৎপত্তি ও বিনাশ, ইহলোকে যাতায়াত, বিদ্যা ও অবিদ্যা অবগত আছেন—তিনিই ভগবান্ । গোড়ীয় বৈষ্ণবমতে শ্রীকৃষ্ণই মূল ভগবৎতত্ত্ব । ‘কৃষ্ণ ভগবান্ স্বয়ং’ ( ভাঃ ১।৩।২৮ ) । ৩. ভগবান্ শব্দ মুখ্যতঃ পরতত্ত্বেই প্রযুক্ত্য । গোণভাবে অজ্ঞাত ইহার প্রয়োগ হয় ।

**ভগবান্ আচার্য**—হালিসহরের শতানন্দ খানের পুত্র । পিতা বিষয়ী হইলেও ইনি বিষয়বিমুখ ও বৈরাগ্যপ্রধান ছিলেন । ইনি শ্রীচৈতন্তের একান্ত অনুরাগত ভক্ত ছিলেন এবং নীলাচলে গিয়া বাস করিয়াছিলেন । স্বরূপ দামোদরের সঙ্গে ইহার সখ্যভাব ছিল । ভগবান্ আচার্য খোঁড়া ছিলেন ।

**ভগবদ্বাক্য**—ধামতত্ত্ব ত্রঃ ।

**ভগ্নক্রম**—অলঙ্কারশাস্ত্রের দোষবিশেষ ( চৈ. চ. ১।১৬।৫২ ) । কোন বাক্য যে ক্রমে বর্ণিত হয়, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম ঘটিলে তাহাকে ভগ্নক্রম দোষ বলে ।

**ভট**—বীর ( ভাঃ ১০।৮৩।৮ ; চৈ. চ. ১।৬।১১ শ্লোঃ ) ।

**ভক্ত**—কৌরুকর্ম ( চৈ. চ. ২।২০।৪১ ) ।

**ভক্তক**—উড়িষ্যার অন্তর্গত স্থানবিশেষ ।

**ভক্তবন**—মথুরামণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন ।

**ভবানন্দ রায়**—ইনি নীলাচলবাসী । রামানন্দ রায়ের পিতা । চৈতন্তদেবের পরম ভক্ত । মহাপ্রভু ইহাকে পাণ্ডু বলিভেন এবং ইহার পঞ্চপুত্র—রামানন্দ রায়, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি, স্বধানিধি ও বাণীনাথ পট্টনায়ককে বলিভেন পঞ্চপাণ্ডব । ইনি চৈতন্তদেবের সেবার নিমিত্ত বাণীনাথ পট্টনায়ককে তাঁহার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলেন । রাজা প্রতাপরুদ্র ইহাকে প্রজ্ঞা ও সম্মান করিভেন ।

**ভবানীপুর**—উড়িষ্যার পুরী হইতে ছয় ক্রোশ দূরে একটি স্থান । গোড় দেশে গমনকালে চৈতন্তদেব এখানে একরাত্র্য বাস করিয়াছিলেন ( চৈ. চ. ২।১৬।২৬ ) ।

**ভব্যলোক**—শিষ্ট লোক ( চৈ. চ. ১।১৭।১৩৭ ) ।

**ভন্ন**—গৌণ ভক্তিরস দ্রঃ ।

**ভৎসিনু**—প্রা. তিরস্কার করিলাম ( চৈ. চ. ১।৫।১৫৮ ) ।

**ভদ্রা**—কামারের জাঁতা ( চৈ. চ. ২।২।২২ ) ।

**ভাগ**—প্রা. পালাও ( চৈ. চ. ২।১৮।২৪ ) ; পলাইয়া গিয়া থাক ( চৈ. চ. ৩।৬।৪২ ) ।

**ভাগবত**—১. ভগবতে ইদং । যে গ্রন্থে শ্রীভগবানের গুণ, কর্ম, লীলা প্রভৃতি বর্ণিত হয় তাহাকে ভাগবত বলে । অষ্টদশপুরাণের অন্তর্গত একখানি মহাপুরাণ । ইহা অপৌরুষেয়, বেদব্যাসের হৃদয়ে স্মৃতিত, শুকদেবের মুখে কথিত, বেদবেদান্তের সার, যথা—

নিগমকল্পতরোগলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব সংযুতম্ ।

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহোরসিকা ভুবি ভাবুকাঃ ॥ ( ভাঃ ১।১।৩ ) ।

হরিভক্তিবিলাসে ( ১০।২৮৩ ) গারুড় বচনে আছে—

অর্থোহয়ং ব্রহ্মহুত্রানাং ভারতার্থবিনির্গয়ঃ ।

গায়ত্রী ভাস্করপোহসৌ বেদার্থপরিবৃহিতঃ ॥

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ ।

ঋদশ স্বল্পযুক্তোহয়ং শত বিচ্ছেদ সংযুতঃ ।

গ্রন্থোহষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ॥

—অর্থাৎ ইহা ব্রহ্মহুত্রের অর্থস্বরূপ ও গায়ত্রীর ভাস্করূপ । ইহা দ্বারা মহাভারতের অর্থ নির্ণীত হয় এবং বেদার্থ পরিপুষ্ট হয় । পুরাণের মধ্যে এই গ্রন্থ সামবেদশৃঙ্গ এবং স্বয়ং ভগবান কর্তৃক কথিত । ইহাতে ঋদশটি স্বল্প, তিনশত পয়ত্রিশ অধ্যায় ও অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে । **ভাগবতের স্বরূপ**—

কৃষ্ণতুল্য ভাগবত—বিভূসর্বাশ্রয় ।

প্রতি শ্লোকে প্রত্যক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥

( চৈ. চ. ২।২৪।২৩২ )

গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ অবতার । ( চৈ. ভা. ২৮৩।১।২১ ) ।

২. ভগবদ্ভক্ত ভক্তিরসপাত্র, যথা—এক ভাগবত হয়—ভাগবত শাস্ত্র ।

আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরস পাত্র ॥

( চৈ. চ. ১।১।৫৭ ) ।

**ভগবদ্ভক্ত ভাগবতের লক্ষণ**—

সর্ব দেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ ।

রতন্তদীয় সেবারাং স ভাগবত উচ্যতে ॥ পার্শ্বোক্তর, ২২ অ.

সর্বভূতেষু যঃ পশ্চেন্দ্ৰগবস্তাবমান্বনঃ ।

ভূতানি ভগবত্যাশ্রিত্যেভ্য ভাগবতোক্তমঃ ॥ ( ভাঃ ১১।২।৪৫ ) ।

যিনি সর্বভূতে স্বীয় উপাশ্র ভগবানের বিস্তারিততা দর্শন করেন, এবং যিনি স্বীয় উপাশ্র ভগবানেও সকল প্রাণীকে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোক্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবন্তকৃত ।

শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি ।

সমবুদ্ধ্যা প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগবতোক্তমঃ ॥—হরিতত্ত্ববিশদায় ।

৩. শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের পর শ্রীমদ্ভাগবতই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে জগতে বিরাজমান। যথা :

কৃষ্ণ স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ ।

কলৌ নষ্টদশামেষ পুরাণাকৌহধুনোদিতঃ ॥ ( ভাঃ ১।৩।৪৫ ) ।

**ভাগবতাচার্য**—রঘুনাথ ভাগবতাচার্য । কলিকাতার নিকটবর্তী বরাহনগরে জন্মগ্রহণ করেন । ইনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য । ইহার ভাগবত পাঠে চৈতন্যদেব মুগ্ধ হইয়া ইহাকে ভাগবতাচার্য উপাধি দিয়াছিলেন । ইহার প্রণীত—“শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী” নামক একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে । ইহা শ্রীমদ্ ভাগবতের মর্মাত্মবাদ ।

**ভাজন**—পাত্র, স্থালী ( চৈ. চ. ২।১৫।৬৩ ) ।

**ভাজে**—প্রা. দূরে যায় ( চৈ. চ. ৩।৩।৪৫ ) ।

**ভাণ**—প্রা. তুল্য ( চৈ. চ. ১।১৩।১১২ ) ।

**ভাণ্ডীর বন**—ব্রহ্মবংশের দ্বাদশ বনের একটি ।

**ভাণ্ডিয়া**—প্রা. ভাঁড়াইয়া ( চৈ. চ. ২।৩।১১৪ ) ।

**ভাতি**—রকম ( চৈ. চ. ৩।১৮।১০১ ) ।

**ভাব**—প্রেম ও অলঙ্কার প্রঃ । ইচ্ছা ( চৈ. চ. ২।১৮।৩৬ ) ।

**ভাবক**—ভাবুক ; ভাবপ্রবণ লোক ( চৈ. চ. ১।৭।৪০ ) ।

**ভাবকালী**—প্রা. ভাবুকতা ( চৈ. চ. ২।২৫।১২১ ) ।

**ভাবশালব্য**—ভাবসমূহের পরস্পর সম্বন্ধনকে ভাবশালব্য বলে ( চৈ. চ. ২।২।৫৪ ) ।

**ভাবসঙ্ঘি**—একরূপ বা বিভিন্ন ভাবসমূহের মিলনের নাম ভাবসঙ্ঘি ( চৈ. চ. ২।২।৫৪ ) ।

**ভব**—প্রা. পছন্দ হয় ( চৈ. চ. ২।১০।১৫৩ ) ।

**ভাগীন্দ্র**—পুরীর তিন কোশ উত্তরে । বর্তমান নাম দণ্ডালা নদী ।

**ভার**—১. ( স্বর্ণ ও রূপ ) বিশ ভোলায় এক ভার ; ২. দৈত্যকৃত উৎপীড়ন ( চৈ. চ. ১।৪।৬ ) ।

**ভারিকুন্নি**—প্রা. চালাকি, ভিতরের কথা ( চৈ. চ. ২।৩৬৮ )।

**ভাস্ক**—স্বভাবার্থে বর্ণ্যস্তে যত্র পদৈঃ স্বভাস্কসারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যস্তে ভাস্কঃ ভাস্ক বিদো বিদুঃ ॥

বাহাতে মূল স্ত্রের অমূল পদসমূহ দ্বারা স্ত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং ( প্রসঙ্গ-ক্রমে মূলের অতিরিক্ত ) অপ্রযুক্ত পদসকলও ব্যাখ্যাত হয়, তাহাকে ভাস্ক বলে ( চৈ. চ. ১।৭।১০৪ )।

**ভাস্করাচার্য**—ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর। আনুমানিক ১০৩৬ শকাব্দে দাক্ষিণাত্যের বীজলবীড়ে জন্ম। ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি’ ও ‘গোলাধায়’ নামক গ্রন্থে ইনি পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার বিদ্বদ্বী কন্ঠা, গণিত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লীলাবতীর নামে ‘সিদ্ধান্ত শিরোমণি’-র প্রথম অধ্যায়ের নাম ‘লীলাবতী’।

**ভিত**—প্রা. দেওয়াল ( চৈ. চ. ২।১২।৭২ )।

**ভিত্তি**—দেওয়াল ( চৈ. চ. ২।১২।২৪ )।

**ভিন্নানে**—প্রা. পাক প্রণালীতে ( চৈ. চ. ২।৪।১১৪ )।

**ভিক্ষা**—সন্ন্যাসীর ভোজন ( চৈ. চ. ১।৭।১৪৪ )।

**ভীমরথী নদী**—বোম্বাই প্রদেশে শোলাপুর জেলায়। পাণ্ডুর ( পটরপুর ) এই নদীর তীরে অবস্থিত।

**ভীষ্মক**—শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণী দেবীর পিতা ( চৈ. ভা. ২।৭।২।২২ )।

**ভুক্তি**—ভোগ ; ইহকালের সুখ সম্পদ বা পরকালের স্বর্গাদি ভোগ।

**ভুক্ত**—প্রা. ভোগকর ( চৈ. চ. ২।১৬।২৩৬ )।

**ভুগিকোতা**—প্রা. একরকম চাদর ( চৈ. চ. ১।১৩।১০২ )।

**ভুবনেশ্বর**—উড়িষ্যার রাজধানী। প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

**ভুঞা**—ভূমির মালিক ( চৈ. চ. ২।২০।১৭ )।

**ভূমিক**—জমিদার ( চৈ. চ. ২।২০।১৬ )।

**ভৃগুপাত**—পর্বত হইতে পড়িয়া মরণ ( চৈ. চ. ১।১০।২২ )।

**ভুল**—ভ্রম ( চৈ. চ. ২।১৪।২৫ )।

**ভেট**—উপহার ( চৈ. চ. ২।২।৭৩ )।

**ভেদ**—অনৈক্য। ভেদ তিন প্রকার, যথা—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং বগত।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংসিদ্ধরূপে সজাতীয়, বিজাতীয় ও বগত ভেদশূন্যত্ব।

**সজাতীয়**—এক বস্তুর সহিত অপর এক সমজাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহাকে সজাতীয় ভেদ কহে। যথা—আমগাছ, কাঁঠাল গাছ ইত্যাদি বৃক্ষ জাতীয়।

কিন্তু আমগাছ কাঁঠাল গাছ নহে, ইহাদের মধ্যে সমজাতীয় ভেদ বিদ্যমান। কিন্তু ‘একই বিগ্রহ ধরে নানাকার রূপ’। রাম নৃসিংহ প্রভৃতি ভগবৎ স্বরূপের সঙ্গে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংসিদ্ধ সমজাতীয় ভেদ নাই। **বিজাতীয়**—ভিন্ন জাতীয়। এক বস্তুর সহিত অপর এক ভিন্ন জাতীয় বস্তুর যে ভেদ, তাহাকে বিজাতীয় ভেদ বলে। যথা—মামুষ ও স্বর্গ ভিন্ন শ্রেণীর বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ চিৎ জাতীয় আর প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড জড় জাতীয়। ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসিদ্ধ নহে, ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা শ্রীকৃষ্ণের সত্তার অপেক্ষা রাখে। জীবজন্তুও শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা রাখে, স্বয়ংসিদ্ধ নহে। স্তবরাং ব্রহ্মাণ্ড ও জীব শ্রীকৃষ্ণ হইতে স্বয়ংসিদ্ধ স্বতন্ত্র বস্তু নহে। **স্বগত**—নিজের মধ্যে, অভ্যন্তরীণ। একই সমগ্রবস্তু অথবা অংশীর বিভিন্ন অংশের যে পরস্পর ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। একই বৃক্ষের মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র ও গুপ্পের মধ্যে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ। চূণ, ইট, সুরকী প্রভৃতি উপাদানের সহিত দালানের স্বগত ভেদ। স্বগত ভেদ মুখ্যতঃ দেহদেহী ভেদ। জীব দেহ জড়, দেহী বা জীবাশ্মা চিৎ। স্তবরাং দেহ ও দেহী ভিন্ন জাতীয় বস্তু। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ, চিদানন্দধন বিগ্রহ। তাহাতে দেহ ও আত্মা পৃথক নহে, একই। ব্রহ্মসংহিতা বলেন—‘অঙ্গানি যন্ত সকলেদ্রিয় বৃত্তিমন্তি’। তাঁহার সকল অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে। তাই ইহা ব্রহ্মের স্বগত ভেদহীনতার পরিচায়ক। যেমন, চিনির গুড়ুলের মিষ্টত্ব সর্বত্র বিরাজিত। **মস্তব্য**—নিষার্ক দর্শনে ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকৃত।

**ভেল**—প্রা. হইল (চৈ. চ. ২।৮।১৫২)।

**ভোক**—প্রা. ক্ষুধা (চৈ. চ. ২।৪।২৫); **ভোকে**—প্রা. ক্ষুধায় উপবাসী (চৈ. চ. ২।৪।১৭০); **ভোগে**—উপভোগ করে (চৈ. চ. ৩।৮।৪২)।

**ভোগীন্দ্র**—ভোগী (সর্প)+ইন্দ্র; অনন্তদেব (বি. মা. ১।৪৪, চৈ. চ. ৩।১।৩২ শ্লোকঃ)।

**ভ্রম**—ভ্রান্তি; অবস্থাতে বস্তুজ্ঞান; এক বস্তুকে অন্য বস্তু মনে করা। **ভ্রমে**—ভ্রমণ করে (চৈ. চ. ৩।১।৮।৪); ভ্রমবশতঃ (চৈ. চ. ৩।১।৮।২৬)।

‘অ

**মকরধ্বজ** কর—পানিহাটিতে কায়স্থকূলে আবির্ভূত। ইনি পানিহাটির দ্বাষপ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। বার মাসের উপবাসী বিবিধ ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ ‘দ্বাষবেদ বালি’ প্রতি বৎসর ইহার তত্ত্বাবধানে চৈতন্যদেবের উদ্দেশে নীলাচলে বাইত। মহাপ্রভু ইহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—“সেবিহ তুমি

শ্রীরাঘবানন্দ। রাঘব পণ্ডিত প্রতি যে প্রীতি তোমার। সে কেবল স্থানচিত্ত জানিহ আমার ॥”

মকরন্দ—১. পুষ্পের মধু, পুষ্পের রস ; ২. পুষ্পের রেণু (চৈ. চ. ২।২৩।১৬ শ্লো:)।

মথ—যজ্ঞ (চৈ. চ. ১।১৩।১১ শ্লো:)।

মজলাচরণ—গ্রন্থারম্ভে বা কার্যারম্ভে শুভজনক অনুষ্ঠান। ইহা ত্রিবিধ, যথা—বস্ত্রনির্দেশ, আশীর্বাদ ও নমস্কার। বস্ত্রনির্দেশ—গ্রন্থের বা কর্মের প্রতিপাত্ত বিষয়ের উল্লেখ। আশীর্বাদ—ষিদ্ধাদির বা ইষ্টবস্তুর বা জগদ্বাসী জীবগণের মঙ্গল কামনা। মন্ত্রচ্চার—ইষ্টদেবাদির বন্দনা (চৈ. চ. ১।১।১-২ শ্লো:, ১।১।৩-৫)।

মজুমদার—খাজানার হিসাব রক্ষক।

মঞ্জরী—সেবার প্রকার ভেদে গোপীগণ দুইভাগে বিভক্ত, যথা—সখী ও মঞ্জরী। শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয় সেবায় ষাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, তাঁহার সখী। মলিতা, বিশাখা প্রভৃতি। ইহার স্বরূপশক্তি। সখীদের সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী। সখীরা নিত্যসিদ্ধা এবং ষাঁহার নিজস্ব দ্বারা কৃষ্ণ সেবা করেন না কিন্তু রাধাগোবিন্দের মিলনের ও সেবার আহুকূল্য সম্পাদনই ষাঁহার নিজেদের প্রধান কর্তব্য মনে করেন, তাঁহার মঞ্জরী। ইহার শ্রীরাধার কিঙ্করী ও অন্তরঙ্গ সেবার অধিকারিণী। অন্তরঙ্গ সেবার সখীগণ অপেক্ষা মঞ্জরীদের অধিকার অনেক বেশী। যথা—শ্রীরূপ মঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী প্রভৃতি। মঞ্জরীদের সেবা আহুগত্যময়ী, মঞ্জরীরা সাধন-সিদ্ধা গোপী।

মঠি—প্রা. মঠ (চৈ. চ. ৩।১৩।৬৮)।

মড়া—প্রা. মৃত (চৈ. চ. ৩।১৮।৫১)।

মলিকর্ষিকা—কানীতে গঙ্গার প্রসিদ্ধ ঘাট।

মলিনা—মহাশয় ; সর্বেশ্বর [ উড়িয়া ভাষায় ] (চৈ. চ. ২।১৩।১৩)।

মৎস্যতীর্থ—এই স্থান সপ্তদ্বৈ তিনটি মত, যথা—১. ভিজাগাপট্টমের অন্তর্গত পঞ্চতালুকের মধ্যে পাদেকর হইতে ছয় মাইল উত্তর দিকে মটম গ্রামের নিকটে মাচের নদীর আবর্তবিশেষ ; ২. মালাবার জেলার সমুদ্রতীরবর্তী মাহে ; অথবা ৩. মসলি বন্দর।

মতি—১. অধিগম দ্রঃ ; ২. ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

মধুরা—মধুপুরী। উত্তর প্রদেশের প্রসিদ্ধ স্থান।

মথ—মথন করে (চৈ. চ. ২।১৪।২০১)।

**মহা**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**মধুবল**—ব্রজমণ্ডলস্থ ছাদশ বনের একটি।

**মধুরাস্তি**—ভগবদ্ বিষয়ক প্রেম। কান্ত্যারতি দ্রঃ।

**মধ্বাচার্য**—বেদান্তের বৈতবাদী ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। বর্তমান মহীশূর রাজ্যের উড়ুপীতে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভাব। পিতা মধ্য গেহ, মাতা বেদমতী। পঁচিশ বৎসর বয়সে অচ্যুত প্রকাশ নামক সন্ন্যাসীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নাম গ্রহণ করেন। বেদান্ত শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য ইনি 'আনন্দতীর্থ' উপাধিও লাভ করেন। ইনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় মত প্রচার করেন এবং অসামান্য প্রজ্ঞাবলে পণ্ডিতবর্গকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বীয় 'বৈত' মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার মতে তত্ত্ব দুইটি, যথা—

স্বতন্ত্রমস্বতন্ত্রঞ্চ দ্বিবিধং তত্ত্বমিহ।

স্বতন্ত্রো ভগবান্ বিষ্ণুর্নির্দোষোহশেষ সদ্গুণঃ ॥

কাহারও কাহারও মতে শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্বপন্থী। শ্রীচৈতন্যমালীর ভক্তি-কল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর (চৈ. চ. ১।২।৮) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী মাধ্বাচার্যের শিষ্য এবং শ্রীচৈতন্য মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ঈশ্বরপুরীর শিষ্য বলিয়া সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে মাধ্বপন্থী ও শ্রীচৈতন্যদেবের মতের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য বর্ণিত হইয়াছে। মাধ্বপন্থীদের মতে শ্রীকৃষ্ণ সমর্পিত বর্ষাশ্রম ধর্মই কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পঞ্চবিধ মুক্তিলাভের পর বৈকুণ্ঠে গমনই শ্রেষ্ঠ সাধ্য। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের মতে পঞ্চবিধ মুক্তি তুচ্ছ। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমই পরম পুরুষার্থ বা সাধ্য এবং শ্রবণ কীর্তনাদি নববিধ ভক্তিঅঙ্গ শ্রেষ্ঠ সাধন। তবে ইহারা যে ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পূজা আরাধনা করেন, তাহা খুবই প্রশংসনীয় (চৈ. চ. ২।২।২৩৮-২৪১)।

**মধ্যানায়িকা**—নায়িকা দ্রঃ।

**মলাক**—অন্নমাজন্ত (চৈ. চ. ২।১৫।২ শ্লোঃ)।

**মলঃপর্যয়**—অধিগম দ্রঃ।

**মলসাব**—ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী (চৈ. চ. ২।২৫।১৪১)।

**মল্ল**—১. ব্রহ্মার পুত্র। চতুর্দশ মল্ল দ্রঃ। প্রসিদ্ধ 'মল্লসংহিতা' নামক ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা; ২. মল্ল; গায়ত্রীমল্ল, যথা—'সর্বদেবময়ো মল্লঃ'।

-মানব।

**মন্ত্র**—১. ঔকারাদি সমাযুক্ত নমস্কারান্ত কীর্তিতম্ । .

অনাম সর্বতত্ত্বানাম মন্ত্র ইত্যভিধীয়তে ॥—ব্রহ্মপুরাণ ।

ঔকারাদি সমাযুক্ত নমস্কারান্ত সর্বতত্ত্বের অনামই মন্ত্র ; ২. মন্ত্রাণা, পরামর্শ, বিচার ; ৩. বেদের অংশবিশেষ ।

**মন্ত্ৰেশ্বর**—কলিকাতার অদূরে ডায়মণ্ডহারবারের নিকটবর্তী একটি বৃহৎ নদ ।

**মন্দারপর্বত**—ভাগলপুর জেলায় ঝাঁকা সাবডিভিসনের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পর্বত ।

সমুদ্র মন্ডনের সময় অনন্তনাগ এই মন্দার পর্বতকেই বেষ্টন করিয়াছিলেন । ইহার চিহ্ন অত্থাপি পর্বতগাত্রে বিদ্যমান ।

**মন্ডন্তর**—মন্ডর অন্তর বা সময় । এক মন্ডর শালন সময়কে এক মন্ডন্তর বলে । সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে এক দিব্য যুগ । একান্তর দিব্য যুগে এক মন্ডন্তর । চৌদ্দ মন্ডন্তরে ব্রহ্মার একদিন । ত্রিশ দিনে এক মাস এবং বার মাসে এক বৎসর । একরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু । ব্রহ্মার এক দিনকে কল্পও বলে । অতএব ব্রহ্মার আয়ুফালে  $১৪ \times ৩০ \times ১২ \times ১০০ = ৫,০৪,০০০$  (পাঁচ লক্ষ চার হাজার) মন্ডন্তর । ব্রহ্মার ১৪ জন পুত্র ‘মহু’ নামে খ্যাত, যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষ সাবর্ণি, ব্রহ্ম সাবর্ণি, ধর্ম সাবর্ণি, রুদ্র সাবর্ণি, দেব সাবর্ণি এবং ইন্দ্র সাবর্ণি । বর্তমানে সপ্তম মন্ড বৈবস্বতের মন্ডন্তর কাল চলিয়াছে । তাহার ২৭টি দিব্য যুগ গত হওয়ার পর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে অবতীর্ণ হন এবং তৎপরবর্তী কলিযুগে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয় । প্রত্যেক মন্ডন্তরে ভগবান্ মুকুন্দের একবার আবির্ভাব হয় । ইহাকে **মন্ডন্তরাবতার** বলে (চৈ. চ. ১।৩।৫-৬, ২।২।২৭০-২৭৮) ।  
পদার্থ (মন্ডন্তর) ত্রঃ ।

**মন্ডন্তরাবতার**—অবতার ও মন্ডন্তর ত্রঃ ।

**মন্ডু**—প্রণয় রোষ (চৈ. চ. ২।২।৬৫) ।

**মর্কট বৈরাগ্য**—বানরের মত অন্তরে ভোগবাসনা, বাহিরে লোকদেখান বৈরাগ্য ।

**মার্কণ্ডিয়া**—প্রা. মর্দনকারী (চৈ. চ. ৫।১২।১১১) ।

**মর্শ্ব**—পুন্ড্র জ্ঞান (চৈ. চ. ১।৪।১৩৮) ।

**মলবন্ধ**—বীকমল (চৈ. চ. ১।১৩।১০৮) ।

**মল্ল পর্বত**—মালাবার উপকূলের গিরিমালায় সর্বদক্ষিণ অংশ । বর্তমান নাম গুয়েটার্ন হাট বা পশ্চিম হাট । কোন কোন মতে কর্ণাট ও দ্রাবিড়ের

সমস্ত পর্বতমালাই মলয় ; আবার কাহারো কাহারো মতে নীলগিরি পর্বতই মলয় পর্বত ।

**মলা**—প্রা. ময়লা ( চৈ. চ. ২।৪।৫২ ) ।

**মল্লার দেশ**—মালাবার দেশ । উত্তরে দক্ষিণ কানাড়া, পূর্বে কুর্গ ও মহীশূর, দক্ষিণে কোচিন এবং পশ্চিমে আরব সাগর ।

**মল্লিকার্জুন তীর্থ**—দক্ষিণ ভারতের কহ্নুলের সত্তর মাইল নিম্নপ্রদেশে কৃষ্ণ নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত । এখানে মল্লিকার্জুন শিবের মন্দির বিদ্যমান ।

**মহন্তত্ব**—১. কারণার্গবে শায়িত মহাবিশু কারণার্গবের বাহিরে স্থিত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিলে মায়ী মহন্তত্ব প্রসব করেন । ইহা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহঙ্কার জন্মে । সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে দেবতাগণ, রাজসিক অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং তামসিক অহঙ্কার হইতে শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চমহাভূত জন্মে ( চৈ. চ. ১।৫।৪৮, ২।২।১২৩৫ ) ; ২. সৃষ্টির আরম্ভে প্রকৃতির সাম্য ভঙ্গ হইলে তাহার যে প্রথম পরিণাম হয়, উহার নাম মহন্তত্ব ।

**মহৎস্রষ্টা**—মহন্তত্বের স্রষ্টা । কারণার্গবশায়ী প্রথম পুরুষ ।

**মহাজিহ্বা**—সর্বময় কর্তা ( চৈ. চ. ১।৫।৬৫ ) ।

**মহাস্ত**—১. ঐহারা সকলের সুখ, প্রশান্ত, ক্রোধশূন্য, সাধু অর্থাৎ সদাচার-পরায়ণ এবং ঐহারা সকল প্রাণীকেই সমান দেখেন, তাঁহারাই মহৎ । ভগবৎ প্রীতিকেই ঐহারা পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিতে ঐহাদের প্রীতি নাই এবং পুত্র-কলত্র-ধন-মিত্রাদি যুক্ত গৃহে ঐহারা প্রীতিযুক্ত নহেন এবং ঐহারা লোকমধ্যে দেহযাত্রা নির্বাহোপযোগী অর্থ অপেক্ষা অধিক অর্থের প্রয়াসী নহেন, তাঁহারাই মহৎ । এক্ষণে মহৎগুণসম্পন্ন ব্যক্তি মহাস্ত ( চৈ. চ. ১।১।২২, ২।২।২২৮ ; ভাঃ ৫।৫।২-৩ ) । ২. মঠাধ্যক্ষ বা দেবমন্দিরের অধ্যক্ষ ।

**মহাপাতক**—মহাপাতক পাঁচ প্রকার : ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রাপান, স্তেয়, গুরুপত্নীগমন এবং এই সকল পাপাচারীদের সংসর্গ । যথা—

ব্রহ্মহত্যা স্ত্রাপানং স্তেয়ং গুরুপত্নীগমঃ ।

মহাস্তি পাতকাত্মাহঃ সংসর্গচাপি তৈঃ সহ ॥—মত্ম ১।১।৫৪

মঙ্গলময় কৃষ্ণ নাম জপে মহাপাতক বিনষ্ট হয়, যথা—

কৃষ্ণোক্তি মঙ্গলং নাম যন্ত বাচি প্রবর্ততে ।

ভগ্নীভবতি রাজেন্দ্র মহাপাতক কোটয়ঃ ॥—পুরাণ ।

**মহাপাপী**—মহাপাপী ( গী. ৩।৩৭ ) ।

**মহাপুরুষ লক্ষণ**—গুণোথ ও চিহ্নোথ ভেদে মহাপুরুষের শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ । গুণোথ সল্লক্ষণ ৩২টি, যথা—নাসা, ভুজ, ( বাহু ), হস্ত ( চিবুক ), নেত্র ও জাহ্নু ( হাঁটু )—এই পাঁচটি অঙ্গ দীর্ঘ ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব, দন্ত ও রোম—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম ; নেত্রপ্রান্ত, পদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা ও নখ—এই সাতটি রক্তবর্ণ ; বক্ষঃস্থল, স্বক্ক, নখ, নাসিকা, কটিদেশ ও মুখ—এই ছয়টি উন্নত ; গ্রীবা, জঙ্ঘা ও মেহন ( লিঙ্গ )—এই তিনটি হ্রস্ব , কটিদেশ, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই তিনটি অঙ্গ বিস্তীর্ণ এবং নাভি, শ্বর ও বুদ্ধি—এই তিনটি গভীর ( চৈ. চ. ১।১৪।৩ শ্লোঃ ) । করতলাদি রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্কোথগুণ বলে । এরূপ চিহ্ন তেইশটি । যথা—করতলে চক্র ও কমল, বাম চরণে অর্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ইন্দ্রধনু, অশ্বর, গোম্পদ, মংস্ত্র এবং শঙ্খ—এই অষ্ট চিহ্ন, এবং দক্ষিণ চরণে ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অক্ষুশ, যব, শস্তিক, উর্ধ্বরেখা, অষ্টকোণ, জয়ফল, চক্র এবং ছত্র—এই একাদশ চিহ্ন । এ সমস্তও মহাপুরুষের লক্ষণ ।

**মহাপ্রভু**—প্রভু প্রঃ ।

**মহাবল**—গোকুল । ব্রজ মণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি বন ( চৈ. চ. ২।১৮।৩০ ) ।

**মহাবাক্য**—‘অর্থবোধক বর্ণ বা বর্ণসমূহের নাম পদ । যোগ্যতা, আকাজ্জনা ও আসক্তিমুক্ত পদসমূহের নাম বাক্য । বর্ণনীয় বিষয়সমূহ যে বাক্যের অন্তর্গত তাহা মহাবাক্য অর্থাৎ মহাবাক্য সর্বব্যাপক । শ্রীশঙ্করাচার্য চারি বেদের চারিটি শাখা হইতে চারিটি মহাবাক্য উদ্ধার করিয়াছেন ; (১ম) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক নামক শাখার মহাবাক্য “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ; (২য়) যজুর্বেদ শাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের মহাবাক্য “অহং ব্রহ্মাস্মি” ; (৩য়) সামবেদীয় ছান্দোগ্য ঋতিগত মহাবাক্য “তত্ত্বমসি” ; (৪র্থ) অথর্ব বেদের মহাবাক্য “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” । এই চারিবেদীয় চারিটি মহাবাক্য মধ্যে “তত্ত্বমসি” সর্বপ্রধান । কিন্তু উপযুক্ত চারিটি বেদবাক্য বেদের একদেশ বলিয়া মহাবাক্য হইতে পারে না ।...সমস্ত বেদের নিদান, ঈশ্বর-স্বরূপ ও বিশ্বাত্ম প্রণবই যথার্থ মহাবাক্য’ ( চৈ. চ. ১।১।১২২-২৩ এর টীকা— দেব সাহিত্য কুটির সঙ্কলন ) । বেদের একদেশ—অর্থাৎ, বেদের এক অংশে স্থিত ; বেদের অন্তর্গত একটি বাক্য । ইহা বেদের বাচক নহে । কিন্তু প্রণব বেদের বাচক, স্তোত্রাং বেদের একদেশস্থিত ‘তত্ত্বমসি’ বাক্যেরও বাচক । সমস্ত বেদান্ত বাক্যের গতি যে বাক্যের অভিমুখে, তাহাই মহাবাক্য ।

প্রণব বা সর্বত্র ব্রহ্মের অভিমুখেই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের গতি। অতএব প্রণবই মহাবাক্য। প্রণব ও তত্ত্বমসি দ্রষ্টব্য।

**মহাবিক্র**—কার্ণগার্ণবশারী প্রথম পুরুষ ( চৈ. চ. ১।৫।৬৫, ২।২।২৩৭-৪০ )।

**মহাভাব**—প্রেম ভ্রঃ।

**মহাভূত**—পঞ্চভূত। ক্রিতি ( স্মৃতিকা ), অণ্ ( জল ), তেজঃ ( অগ্নি ), মরুৎ ( বায়ু ) ও ব্যোম ( আকাশ )।

**মহামুনি**—শ্রীনারায়ণ ( ভাঃ ১।১।২ )।

**মহারথ**—যিনি অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারে প্রবীণ এবং একা দশসহস্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন—[ স্বামী ] ( গী. ১।৬ )। অগণিত বীরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ ব্যক্তিকে অতিরথ এবং একাকী একজন মাত্র বীরের সঙ্গে যুদ্ধে সমর্থ ব্যক্তিকে ব্রথী বলে। আর যিনি নিজ হইতে দুর্বলের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি অর্ধরথ।

**মহাশল**—দুপ্পুর, যাহার ক্ষুধা মিটে না ( গী. ৩।৩৭ )

**মহালোয়ার**—প্রধান পাচক ( চৈ. চ. ২।১০।৪১ )।

**মহেন্দ্রশৈল**—ইস্টার্ন ঘাট বা পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী।

**মহেশ পণ্ডিত**—মসিপুরে ব্রাহ্মণ বংশে আবির্ভাব। মসিপুর গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইলে ইনি বেলডাঙ্গায় শ্রীপাট স্থানান্তরিত করেন। তাহাও গঙ্গায় লীন হইলে শ্রীপাট পালপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ইনি চাকদেহের নিকটবর্তী যশড়া শ্রীপাটের জগদীশ পণ্ডিতের কনিষ্ঠ সহোদর। বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টনারায়ণের সন্তান। মহেশ পণ্ডিত নবদ্বীপে ও নীলাচলে চৈতন্যদেবের সেবা করিয়াছিলেন। ইনি ব্রজের মহাবাহু সখা। দ্বাদশ গোপালের একতম।

**মহেশ্বাল**—মহা ইবাস ( ধনুক ) যাহার। মহাধনুর্ধর ( গী. ১।৪ )।

**মাকন্দ**—মা ( সৌন্দর্য ) কন্দে ( মূলে ) যাহার ; আত্মবৃক্ষ ( বি. মা. ১।৪১ ; চৈ. চ. ৩।১।৩৩ শ্লোঃ )।

**মাজিভাত**—ভাতের মধ্যাংশ ( চৈ. চ. ৩।৬।৩১১ )।

**মাঠা**—ঘোল ( চৈ. চ. ১।১০।২৬ )।

**মাকুন্না**—মাড়যুক্ত ( চৈ. চ. ২।১৬।৭৮ )।

**মাতা**—প্রা. মন্ত ( চৈ. চ. ২।১২।১৩৮ )।

**মাতোন্নাল**—প্রা. মন্তপানে মন্ত ( চৈ. চ. ১।২।৪৮ )।

**মাজ্জান্না**—ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ ( গী. ২।১৪ )।

**মাধামাধি**—প্রা. মাধায় মাধায় ( চৈ. চ. ১।৫।১১২ )।

**মাধল**—প্রেম প্রঃ।

**মাধব**—মা অর্থাৎ প্রকৃতির অধীশ্বর ; কৃষ্ণ, বিষ্ণু ( গী. ১।১৪ )

**মাধব ঘোষ**—উত্তর-রাষ্ট্রীয় কায়স্থ বংশে আবির্ভূত। ইহার তিন সহোদর—গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ। ইহার মধুর কীর্তন করিতেন এবং পুন্ডরীক রথযাত্রাকালে কীর্তন সম্প্রদায়ে মূল গায়ন থাকিতেন। ইহাদের কীর্তনে গৌর-নিতাই প্রীতিলাভ করিতেন। নিত্যানন্দ নাম-প্রেম প্রচারকার্য গ্রহণ করিলে চৈতন্যদেবের আদেশে মাধব ঘোষ ইহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইনি ব্রজলীলায় ‘রসোল্লাস’ ছিলেন।

**মাধবী দেবী**—নীলাচলবাসী শিখি মাহিতীর ভগিনী। ইনি বৃদ্ধা, তপস্বিনী ও অতিশয় ভক্তিমতী বৈষ্ণবী ছিলেন বলিয়া চৈতন্যদেব ইহাকে রাধিকার গণমধ্যে গণনা করিতেন। ভগবান আচার্যের আদেশে ছোট হরিদাস মহাপ্রভুর জ্ঞাত ইহার নিকট হইতে ভাল চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন। বৈষ্ণবের পক্ষে জ্বীলোকের সংস্পর্শে আসা নিষিদ্ধ ছিল। এই আদেশ লঙ্ঘন করায় মহাপ্রভু লোকশিক্ষার্থ ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন। মাধবী দাসী ব্রজলীলায় ‘কলাকেলী’ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**মাধবেন্দ্রপুরী**—মহা বিরক্ত সন্ন্যাসী ও প্রেমভক্তির জীবন্ত বিগ্রহ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। ইনি অযাচক ও অনিকেতন ছিলেন। একবার ইনি ব্রজমণ্ডলে গোবর্ধন পরিক্রমার সময়ে উপবাসী থাকায় শ্রীগোপাল বালকবেশে ইহাকে একপাত্র দুগ্ধ দান করেন। ইনি রেমুণায় আসিলে সেখানকার শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ ইহার জ্ঞাত ভোগের অমৃতকেলী নামক ক্ষীর এক পাত্র খড়ায় লুকাইয়া রাখেন। পূজারী ইহা স্বপ্নে জানিয়া সেই ক্ষীর মাধবেন্দ্রপুরীকে দিয়া আসেন। ইনি স্বপ্নযোগে আদেশ পাইয়া গোপাল দেবের বিগ্রহ গোবর্ধন পর্বত খনন করিয়া বাহির করেন। এর পরে ইনি স্বপ্নে জানিতে পারেন শ্রীগোপালের অঙ্গে দাক্ষ্য জালা, মলয়জ চন্দন নীলাচল হইতে আনিয়া তাঁহার অঙ্গে লেপিয়া দিলে সে জালা নিবারিত হইবে। পুরী গোস্বামী পদব্রজে নীলাচলে গিয়া একমণ চন্দন ও বিশ তোলা কর্পূর সংগ্রহ করেন। ইনি এ সমস্ত বহন করিয়া রেমুণায় আসিলে শ্রীগোপাল দেব সেই চন্দন সেখানকার বিগ্রহ গোপীনাথের অঙ্গে লেপন করিতে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। পুরী গোস্বামী সে আদেশ পালন করেন। ইনি ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর। শ্রীপাদ পরমানন্দপুরী, ঈশ্বরপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, রামচন্দ্রপুরী, পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি,

অষ্টৈতাচার্য প্রভৃতি ইহার শিষ্য। যিনি ইহার সংস্পর্শে আসিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইতেন। লৌকিক লীলায় ইনি মহাপ্রভুর পরম গুরু।

**মাধাই—**জগাই-মাধাই দ্রঃ।

**মাধুকরী—**মধুকর অর্থাৎ ভ্রমরের বৃত্তি। মধুকর যেমন পুষ্পকে পীড়ন না করিয়া মধু সংগ্রহ করে, তদ্রূপ গৃহস্থকে পীড়ন না করিয়া ভিক্ষা গ্রহণকে মাধুকরী বৃত্তি বলে (চৈ. চ. ২।১২।১১৬)।

**মাধুর্য—**অলঙ্কার দ্রঃ। ঐশ্বর্য দ্রঃ।

**মাধব গোড়েশ্বর গুরুপরম্পরা** (মহাপ্রভু পর্যন্ত)—১. পরব্যোম নাথ, ২. ব্রহ্মা, ৩. নারদ, ৪. ব্যাস, ৫. মধ্বাচার্য, ৬. পদ্মনাভাচার্য, ৭. নরহরি, ৮. মাধব (বিজ্ঞ), ৯. অক্ষোভ, ১০. জয়তীর্থ, ১১. জ্ঞানসিদ্ধ, ১২. মহানিধি, ১৩. বিদ্যানিধি, ১৪. রাজেন্দ্র, ১৫. জয়ধর্মমুনি, ১৬. পুরুষোত্তম, ১৭. ব্যাসতীর্থ, ১৮. লক্ষ্মীপতি, ১৯. মাধবেন্দ্র যতি, ২০. ঈশ্বরপুরী, নিত্যানন্দ প্রভু, অষ্টৈতপ্রভু, ২১. (ঈশ্বরপুরীর অধস্তন) মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব (কুহুম সরোবরস্থ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাসজী মহারাজের সম্পাদিত 'শ্রীব্রহ্মসংগ্রহ গোবিন্দভাষ্যম্' হইতে উদ্ধৃত)।

**মান—**প্রেম দ্রঃ।

**মানসগঙ্গা—**গোবর্ধনের একটি সরোবর।

**মানা—**নিষেধ (চৈ. চ. ১।১৭।১২৮)।

**মানিহ—**মনে করিও (চৈ. চ. ১।৭।২৭)।

**মার—**কন্দর্প (চৈ. চ. ২।২।১১ শ্লোঃ)।

**মায়ী—**অজ্ঞান, অবিজ্ঞা, প্রকৃতি। ভগবৎ উপলব্ধি বা ভগবৎ উন্মুখতা ব্যতীতই (অর্থাৎ ভগবৎ প্রতীতি না হইলেই) যাহার প্রতীতি হয় অথচ যাহা আপনা আপনি প্রতীত হয় না, ভগবৎ আশ্রয়ের প্রয়োজন—তাহাই মায়ী। সেজন্য মায়ী ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি (ভাঃ ২।২।৩৩ শ্লোঃ, চৈ. চ. ১।১।২৪ শ্লোঃ)। প্রকৃতি দ্রঃ।

**মায়াপুর—**১. প্রসিদ্ধ তীর্থ হরিদ্বার। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কনখল ও তপোবন মায়াক্ষেত্রের অন্তর্গত। ২. নবদ্বীপের সন্নিকটে আর একটি মায়াপুর আছে। ইহাও একটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ।

**মায়াবাহী—**ব্রহ্মসত্তা জগৎ মিথ্যা এবং জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছু নহে—এই দার্শনিক মত যাহারা পোষণ করেন।

**মায়ামুক্তি—**শক্তি দ্রঃ।

**মানজাঠা দণ্ডপাট**—উড়িষ্যায়। রাজা প্রতাপকৃত্তের রাজ্যের একটি প্রদেশ।

**মালাধর বসু**—গুণরাজ খান দ্রঃ।

**মালিনী**—শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহিণী। শ্রীনিত্যানন্দ ইহাকে মা ডাকিতেন এবং শিশুর গায় ইহার স্তন্য পান করিতেন।

**মাহিম্বাভীপুর**—ইন্দোর রাজ্যের দক্ষিণে নর্মদা নদীতীরে অবস্থিত। বর্তমান নাম মহেশ্বরপুর। নামান্তর—‘চুলিমহেশ্বর’।

**মিথ**—পরস্পর ( ভাঃ ৩।১৫।২৫ )।

**মিলিলা**—প্রা. মিলিত হইলেন ( চৈ. চ. ৩।১।১০ )।

**মিলে**—প্রা. মিলিত হইব ( চৈ. চ. ২।১২।৮ )।

**মীনকেতন রামদাস**—শ্রীনিত্যানন্দের শিষ্য। ইনি সর্বদা রাখাল রাজার ভাবে আবিষ্ট থাকিতেন এবং হাতে বাঁশীও রাখিতেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বাড়ীতে একবার অহোরাত্র কীর্তনের সময় ইনি নিমগ্নিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং রাখালভাবে সকলের সঙ্গে প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। গুণার্ণব মিশ্র নামক পূজারী ব্রাহ্মণ এ সময় কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি রামদাসকে নমস্কারাদি করেন নাই। ইহাতে মীনকেতন কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করিলেও রুষ্ট হইলেন না, কারণ গুণার্ণব কৃষ্ণ সেবায় ব্যস্ত ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামীর এক ভ্রাতার নিত্যানন্দের প্রতি তেমন বিশ্বাস ছিল না। এ নিয়া মীনকেতনের সঙ্গে তাঁহার কিছু বাদানুবাদ হয়। নিত্যানন্দের নিন্দায় মীনকেতন রাগ করিয়া হাতের বাঁশী ভাঙিয়া চলিয়া আসেন।

**মুকুন্দ দত্ত**—চট্টগ্রামের চক্রশালায় বৈষ্ণব বংশে আবির্ভূত। ইনি চৈতন্যদেবের ভক্ত বাহুদেব দত্তের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি চট্টগ্রাম হইতে প্রথমে নবদ্বীপে পরে কাঁচড়াপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী এবং বিশেষ অঙ্গুগত ভক্ত। মহাপ্রভু একবার কোন কারণে বিরক্ত হইয়া ঠর সঙ্গে দেখা করিতে অস্বীকার করেন। অনেক অমুনয় বিনয়েও তিনি ঠেকে ডাকিলেন না। তখন মুকুন্দ শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন—পণ্ডিত! প্রভুকে জিজ্ঞাসা কর, কখনও কি আমার প্রভুর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হইবে? প্রভু উত্তরে বলিলেন—‘কোটিজন্ম পরে’। মুকুন্দ ইহাতেই খুশী হইয়া নাচিতে লাগিলেন। কোটিজন্ম পরেই ত প্রভুর দর্শন পাইবেন। প্রভু শুনিয়া হাসিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মুকুন্দের প্রজ্ঞা ও বিশ্বাস দেখিয়া তিনি খুশী হইলেন। মুকুন্দ স্বগায়ক ছিলেন। প্রভুকে গান শুনাইতেন। ইনি ব্রজের মধুকর্ষ নামক গায়ক ছিলেন বলিয়া কথিত।

**মুকুন্দ দাস**—খ্রীঃও বৈষ্ণবুলে আবির্ভূত। পিতা নারায়ণ দাস। ইনি নরহরি দাস ঠাকুরের বড় ভাই। ইহার গুণ রঘুনন্দন খ্রীঃচৈতন্তের অভিন্নতম বলিয়া বৈষ্ণবগণ জ্ঞান করিতেন। ইনি রাজবৈষ্ণ ছিলেন। মুকুন্দ দাস মহাপ্রেমিক ও চৈতন্তদেবের অত্যন্ত অচ্যুত ভক্ত ছিলেন। ইনি ব্রজের কৃন্দাদেবী বলিয়া কীর্তিত।

**মুক্তি**—সালোক্য-সাপ্তি-সামীপ্য-সাক্ষ্যৈক্যমপ্যুত।

দীয়মানং ন গৃহস্তু বিনা মৎ সেবনং জনাঃ ॥—ভাঃ ৩।১২।১৩

মুক্তি পঞ্চবিধ, যথা—সালোক্য, সাপ্তি, সামীপ্য, সাক্ষ্য ও সাযুজ্য। যে ভক্ত যে স্বরূপের উপাসক, তাঁহার সহিত এক লোকে বাসের নাম **সালোক্য**, তাঁহার সমান ঐশ্বর্য লাভের নাম **সাপ্তি**, তাঁহার নিকটে অবস্থানের নাম **সামীপ্য**, তাঁহার সমান রূপ লাভের নাম **সাক্ষ্য** এবং তাঁহার সহিত একত্ব লাভের নাম **সাযুজ্য**। সাযুজ্যকে যোক্তও বলে। সাযুজ্য আবার দুই প্রকার—ব্রহ্ম সাযুজ্য (নিরাকার ব্রহ্মে লয়) ও ঈশ্বর সাযুজ্য (সাকার ভগবানে লয়)। প্রথম চারিপ্রকার মুক্তি ভগবৎ সেবার অমুকুল হইলে কোন কোন ভক্ত তাহা অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু সাযুজ্য মুক্তি তাঁহারা আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্তের কাছে ব্রহ্ম সাযুজ্য হইতে ঈশ্বর সাযুজ্য ধিকারের যোগ্য (চৈ. চ. ২।৬।২৪০-৪২)। পদার্থ ত্রঃ।

**মুক্তপ্রগ্রহাবৃত্তি** (প্রগ্রহ—ঘোড়ার লাগাম)—ইহা শব্দার্থ প্রকাশের একটা রীতি। শব্দের ধাতুপ্রত্যয়গত অর্থের অবাধ বিকাশ দ্বারা অর্থ প্রকাশের রীতি।

**মুখ্যবাস**—মুখ ভুক্তি (চৈ. চ. ২।৪।১০০)।

**মুখ্যভক্ত**—সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য পরতত্ত্ব। ভেদ ত্রঃ।

**মুখ্যভক্তিরস**—রতিভেদে মুখ্যভক্তিরস পঞ্চবিধ, যথা—শান্ত, দান্ত, লখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (চৈ. চ. ২।১২।১৫৮-৫৯)। রতি ও রস ত্রঃ।

**মুখ্যাবৃত্তি**—বৃত্তি ত্রঃ।

**মুখ্যার্থ**—উচ্চারণ মাত্র শব্দের যে অর্থ প্রতীত হয় (চৈ. চ. ১।৭।১০৩, ২।২৫।২৪)।

**মুখ্য নারিক**—নারিক ত্রঃ।

**মুক্তি**—প্রা. আমি (চৈ. চ. ১।১।২২)।

**মুড়ি**—প্রা. কিদার (চৈ. চ. ১।৪।১৬৪); মুড়াইয়া (চৈ. চ. ৩।৩।১৩২)।

**মুক্তি, মুক্তি**—প্রা. মেরাদ (চৈ. চ. ৩।২।৫৩)।

**মুজা**—শিলমোহর ( চৈ. চ. ১৭১৮ ) ; বাক্যের বা ক্রিয়াদির পরিপাটী ( চৈ. চ. ২১২৩২১ ) ।

**মুখা**—মিথ্যা, নগণ্য ( চৈ. চ. ৩১৬১৩৪ ) ।

**মুখসিব**—প্রা. তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক ( চৈ. চ. ৩১০১৩৮ ) ।

**মুম্বি**—মননশীল ( চিন্তাশীল ), মৌনী ( সংযতবাক ), তপস্বী ( তপস্তাপরায়ণ ), ত্রুতী ( ব্রহ্মচর্যাদি নিয়মপরায়ণ ), যতি ( সন্ন্যাসী ) ও ঋষি ( চৈ. চ. ২১২৪১২২ ) ।

**মুম্বু**—মুক্তিকামী । জ্ঞানমার্গ দ্রঃ ।

**মুরারি গুপ্ত**—শ্রীহট্টে বৈষ্ণবংশে আবির্ভূত, পরে নবদ্বীপবাসী হন । ইনি বয়সে চৈতন্যপ্রভুর বড় ছিলেন । শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক । পূর্বজন্মে হনুমান ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি । ইনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী ও প্রত্যক্ষদর্শী । প্রভুর আদি চরিত লেখক মুরারি গুপ্ত । ইহার ‘শ্রীচৈতন্য চরিতম্’ নামক কড়চা প্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রামাণ্য গ্রন্থ । একবার প্রভু মুরারিকে নবদুর্বাদলশ্রাম শ্রীরামচন্দ্ররূপ দর্শন করাইয়াছিলেন । ইনি নবদ্বীপে বাস করিলেও প্রভু দর্শনের জন্ত রথযাত্রা উপলক্ষে নীলাচলে যাইতেন ।

**মুরারি চৈতন্য দাস**—নিত্যানন্দ শাখা । প্রেমাবেশে ইনি প্রায়ই বাহ্যস্থিতিহার্য হইতেন । কৃষ্ণ প্রেমাবেশে মুরারি চৈতন্য দাসের অন্তরে হিংসাষেবাদি সম্যকরূপে লোপ পাইয়াছিল । সেজন্ত ইনি ব্যাভ্র, অজগর সর্প প্রভৃতির সঙ্গে খেলা করিতেন ।

**মুলুক**—প্রা. দেশ ( চৈ. চ. ৩২১১৫ ) ।

**মূর্তশক্তি**—ভগবৎ শক্তিসমূহের দুইরূপে স্থিতি,—শক্তিরূপে অমূর্ত এবং শক্তির অধিষ্ঠাত্রী রূপে মূর্ত ।

**মূর্তি**—হ্লাদিনী ( আনন্দ ), সন্ধিনী ( সত্ত্ব ) ও সংবিং ( জ্ঞান )—এই তিনটি শক্তিই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিলে শুদ্ধসত্ত্বকে মূর্তি বলে । এই ত্রিশক্তি প্রধান বিদ্যুৎ, সত্ত্বদ্বারা ( মূর্তিদ্বারা ) পরতত্ত্বাত্মক শ্রীবিগ্রহ ও পরিকরাদির বিগ্রহ প্রকাশিত হয় । ‘যুগপৎ শক্তিঃপ্রধানং মূর্তিঃ’ ( ভক্তি সন্দর্ভ ১১৮ ; চৈ. চ. ১৪১৫৫ ) । শুদ্ধসত্ত্ব দ্রঃ ।

**মুগমহ**—মুগনাভি, কস্তুরী ।

**মুতক**—মুতদেহ ( চৈ. চ. ৩১৮১৪৪ ) ।

**মুতি**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ ।

**মুতভাজন**—মাটির পাত্র ( চৈ. চ. ২১৪১৬৭ ) ।

মোকতা—প্রা. মোক্তা ; বন্দোবস্ত ( চৈ. চ. ৩৬১৭ )।

মোক, মোকাকাকী—জ্ঞান মার্গ দ্রঃ।

মোঘ—ব্যর্থ ( গী. ৩১৬ )।

মোছে—প্রা. মুছিয়া দেয় ( চৈ. চ. ২৩১৩২ )।

মোভে—প্রা. আমাতে ( চৈ. চ. ১৪১২১৬ ), আমার সম্বন্ধে ( চৈ. চ. ৩৭১০৫ )।

মোটায়িত্ত—অলঙ্কার দ্রঃ।

মোদন—প্রেম দ্রঃ।

মোহন—প্রেম দ্রঃ।

মোহ—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

মৌক্য—প্রিয়তমের অগ্রভাগে জ্ঞাতবস্ত সম্বন্ধেও অজ্ঞের দ্বারা জিজ্ঞাসাকে মৌক্য বলে ( চৈ. চ. ২১৪১৬৩-৬৪ )।

মৌরচয়—ময়ূর সমূহ ( চৈ. চ. ৩১৫১৫২ )।

মৌসিন—প্রা. তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক ( চৈ. চ. ৩১০১৩৮ )।

অ

অভাঙ্গা—সংযতচিত্ত, কোভরহিত ( গী. ১২১১৩ ; চৈ. চ. ২১২৩৫১ শ্লোঃ )।

অধিতথি—প্রা. যেখানে ইচ্ছা সেখানে ( চৈ. চ. ৩৮২২৩ )।

অদ্বন্দ্বনন্দ আচার্য—অদ্বৈতচার্যের নীলাচলবাসী অন্তরঙ্গ শিষ্য। বাসুদেব দত্তের অগ্রগৃহীত। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর দীক্ষাগুরু।

অদ্বনাথ কবিচন্দ্র—নিত্যানন্দ পার্শদ। চৈতন্যভাগবত মতে “প্রভুর পিতার সহ জন্ম এক গ্রাম।” ইহার আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল, পরে নবাবীপবাসী হন। চৈতন্যচরিতামৃত ইহাকে ‘মহাভাগবত’ বলিয়াছেন। বধা : “মহাভাগবত যদ্বনাথ কবিচন্দ্র। ষাহার হৃদয়ে নৃত্য করে নিত্যানন্দ ॥” ( চৈ. চ. ১১১১৩২ )। কবিরূপেও ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল।

অঘা ভাষা—যে সে, নগণ্য ( চৈ. চ. ৩৫১২২ )।

অম—১. যোগ মার্গের সাধনাক্রম বিশেষ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ( অচোর্য ), নিঃসঙ্গ, লজ্জা, অসঙ্কল্প, আন্তিক্য, ব্রহ্মচর্য, মোন, হৈর্ষ, ক্রমা ও অভয়—এই দ্বাদশটি ‘অম’ শব্দ বাচ্য ( চৈ. চ. ২১২২৮৩ )।

২. ধর্মরাজ। অমজ—একগর্তে এক সঙ্গে জাত, যেমন নকুল ও সহদেব।

অশেষ্বর চৌটা—নীলাচলে বাগান বিশেষ। চৌটা গোপীনাথের মন্দির এই স্থানে।

**বাইছেঁ।**—প্রা. বাইতেছি ( চৈ. চ. ৩।১৮।৫৩ )।

**বাউক**—প্রা. চলুক ( চৈ. চ. ৩।৩।২২ )।

**বাঙ্**—প্রা. বাইব ( চৈ. চ. ২।২।৫৩ )।

**বাজপুর**—উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। নাভিগঙ্গা ক্ষেত্র।  
নামাস্তুর 'যজ্ঞপুর', 'যজ্ঞাতিপুর'।

**বাবৎনির্বাহ প্রতিগ্রহ**—যতটুকু প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ না করিলে জীবনযাত্রা  
নির্বাহ হয় না, ততটুকু গ্রহণ ( চৈ. চ. ২।২২।৬২ )।

**বাবদাশ্রয় বৃত্তি**—বাবৎ (যে পর্যন্ত, যে পরিমাণ বা যত তত) + আশ্রয়  
(অহুরাগের আশ্রয় সাধকভক্ত ও সিদ্ধভক্ত) বৃত্তি (ব্যাপার বা ক্রিয়া)।  
অতএব বাবদাশ্রয় বৃত্তি অর্থ—যে পর্যন্ত আশ্রয় আছে, বা যে পরিমাণ আশ্রয়  
আছে অর্থাৎ যত সাধক ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্ত আছেন, তাঁহাদের সকলের  
উপরেই ক্রিয়া যাহার ( চৈ. চ. ২।২৩।৩৭ )।

**বামুনাচার্য**—দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য ও আলোয়ান্দার বা  
আলোয়ার-শ্রেষ্ঠ। শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের শ্রেষ্ঠ মহাস্ত। রামানুজাচার্যের মাতা  
কান্তিমতী ইহার পৌত্রী ছিলেন। ইনি মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বিশাল  
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। শতবর্ষ বয়সে ইহার সহিত তরুণ ভক্ত রামানুজের  
সাক্ষাৎ হয় এবং ইনি রামানুজকে মনে মনে শ্রীরঙ্গমের মঠাধীশ্বরূপে চিহ্নিত  
করেন। মৃত্যু সময়ে ইনি শিশু মহাপূর্ণকে রামানুজের নিকটে প্রেরণ করেন।  
চারি দিন পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়া রামানুজ দেখেন বামুনাচার্যের প্রাণ-  
বায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার তিনটি অঙ্গুলি মুষ্টিবদ্ধ। ইহা  
আচার্যের অপূর্ণ বাসনার জ্বাতক মনে করিয়া রামানুজ তিনটি প্রতিজ্ঞা  
করিয়া শ্লোক আবৃত্তি করেন। সঙ্গে সঙ্গে আচার্যের অঙ্গুলি খুলিয়া যায়।  
রামানুজ বেদান্তের ত্রিভাষ্য রচনা করিয়া এবং বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়া স্বীয়  
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

**বাঁহা**—যে স্থানে ( চৈ. চ. ১।৭।২১ )।

**বৃক্ক বৈরাগ্য**—ভক্তির উপযোগী বৈরাগ্য। বিষয়ে আসক্তিহীন হইয়া কৃষ্ণভক্তির  
আনুভূত্যে যথাযোগ্য ভাবে যিনি বিষয় ভোগ করেন তাঁহার বৈরাগ্যকে  
'বৃক্ক বৈরাগ্য' বলে। ইহা হইতে ত্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আগ্রহ জন্মে ( চৈ. চ. ২।২৩।৫৬  
এবং ২।২৩।৪২ শ্লোক, ভ. র. সি. ১।২।১২৫ )। শুক বৈরাগ্য দ্রঃ।

**যুগধর্ম**—যুগানুরূপ ভজন,—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা ও  
কলিতে নাম সংকীর্তন। যথা—

কুতে যক্ষায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতো মথৈঃ ।

ছাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরি কীর্তনাৎ ॥—( ভাঃ ১২।৩।৫২ )

চৈ. চ. ১।৩।১৭ ) ।

**যুগাবতার**—অবতার ভ্রঃ ।

**যুড়ি**—প্রা. যুক্ত করিয়া ( চৈ. চ. ২।১৩।৭৫ ) ।

**যোই কোই**—প্রা. যে কেহ ( চৈ. চ. ২।২৪।৪৫ ) ।

**যোগক্ষেম**—( গীতা ৯।২২ ) । ১. যোগ—অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি, ক্ষেম—প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ; অতএব যোগক্ষেম—আহারাদি সকল প্রয়োজনীয় বস্তু—( শব্দ ) ; ২. যোগ—ধনাদি লাভ, ক্ষেম—তাহার রক্ষণ অথবা মুক্তি ( শ্রীধর ) । ৩. শ্রেয়—( কঠ. উ. ) । ৪. নির্বাণ—( ধর্মপদ ) ।

**যোগপট্ট**—যে বস্ত্র দ্বারা সম্রাসীদের পৃষ্ঠ ও জাহ্নু বন্ধন হয় ( চৈ. চ. ২।২০।১০৬ ) ।

**যোগপীঠ**—“সপরিকর শ্রীরাধা গোবিন্দের মিলনস্থানবিশেষ । যোগপীঠের মধ্যস্থলে মণিময় ষড়্দলপদ্ম; তাহার মধ্যস্থলে শ্রীরাধা গোবিন্দের রত্ন সিংহাসন; এই ষড়্দলপদ্ম একটি বৃহৎ মণিময় পদ্মের কর্ণিকার স্থানীয়; এই বৃহৎ পদ্মের বিভিন্ন দলে যথাস্থানে সেবাপরায়ণা সখী-মঞ্জরীগণের দাঁড়াইবার স্থান । কল্পবৃক্ষের নীচে এই যোগপীঠ অবস্থিত ।”—ভঃ নাথ ( চৈ. চ. ১।৫।১২৫ ) ।

**যোগমায়ী**—‘যোগেন চিত্তবৃত্তি নিরোধেন য মায়ী অচিন্ত্য শক্তিঃ’—অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দ্বারা যে অচিন্ত্য শক্তিকে উদ্ভূত করিতে হয় তিনিই যোগমায়ী । ইনি ভগবানের অষ্টটন ষটন পটীয়সী লীলাশক্তি । ইহার দ্বারা ই ভগবান দেবকীর গর্ভ রোহিণীতে সংক্রামিত করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ দাবান্নি পান করিয়া স্বজনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন ( ভাঃ ১০।২।৫-৮ এবং ১০।১২।১৪ ) । ইহাকে অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন ( ভাঃ ১০।২৩।১ ) । ইনি “দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ” ( ভাঃ ১০।২।১১ ) । “যোগমায়ী চিহ্নক্তি বিমুক্ত সত্ত্ব পরিণতি” অর্থাৎ বিমুক্ত সত্ত্ব যাহার পরিণতি বা বৃত্তিবিশেষ, সেই চিহ্নক্তিই যোগমায়ী ( চৈ. চ. ২।২১।৮৫ ) । জীবমায়ী ভ্রঃ ।

**যোটল**—যোগ, সংযোগ, ( চৈ. চ. ২।১৪।৪৮ ) ।

**যোষিৎ**—স্ত্রী ( চৈ. চ. ২।৮।১১০ ) ।

**যোগেশ্বর**—যোগ+ঈশ্বর । অষ্টটনষটনপটীয়সী মহাশক্তি যোগমায়ার ঈশ্বর ( ভাঃ ১০।৩৩।৩ ) ।

## ন

**নই**—রহি, থাকি ( চৈ. চ. ২।৪।৩৫ )।

**নক্ষিতা**—রক্ষাকর্তা ( চৈ. চ. ১।২।৩২ )।

**নয়নন্দন**—শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবুলে আবির্ভাব। পিতা মুকুন্দ দাস, খুল্লতাত নরহরি সরকার ঠাকুর। ইনি শ্রীচৈতন্তের অভিন্নতত্ত্ব বলিয়া বৈষ্ণবগণ জ্ঞান করিতেন। ইহার কৃষ্ণভক্তির মাহাত্ম্যে পিতা মুকুন্দ দাস বলিয়াছিলেন—  
নয়নন্দন হইতেই আমাদের কৃষ্ণভক্তি, সুতরাং নয়নন্দনই আমার পিতা, আমি তাঁর পুত্র। নয়নন্দনের গৃহে একটি কদম্ববৃক্ষ ছিল, ইহাতে প্রতিদিন ফুল ফুটিত। ইনিও দুইটি কদম্বফুল দিয়া প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণ রচনা করিতেন।

**নয়নন্দন ভট্টাচার্য**—নব্য স্মৃতির প্রবর্তক। প্রধান গ্রন্থ অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব। পিতা হরিশ্বর ভট্টাচার্য। ঘটায় কুলের ব্রাহ্মণ। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। ইনি নবদ্বীপবাসী ছিলেন। আদিনিবাস পূর্ববঙ্গে, অনেকের মতে শ্রীহট্টে।

**নয়নাথ**—শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে আটজন নয়নাথের উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে শ্রীচৈতন্ত পরিকর তিনজন, যথা—১. তপন মিশ্রের পুত্র নয়নাথ ভট্ট গোস্বামী, বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্ততম; ২. নয়নাথ দাস গোস্বামী, বা ‘স্বরূপের নয়নাথ’ এবং ৩. নয়নাথ বৈষ্ণ—ইনি শ্রীচৈতন্তের পূর্বসঙ্গী, পরে নীলাচলে বাস করিয়া প্রভুর সেবা করিতেন ( চৈ. চ. ১।১০।১২৪-২৫, ৩৬।২০১ )। এতদ্ব্যতীত নিত্যানন্দ প্রভুর গণমধ্যে ছিলেন দুইজন, যথা—৪. ‘নয়নাথ বৈষ্ণ উপাধ্যায় মহাশয়। ইহার দর্শনে কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি হয়।’ ( চৈ. চ. ১।১১।১২ ) এবং ৫. ‘আচার্য বৈষ্ণবানন্দ’ নয়নাথ-পুরী ( চৈ. চ. ১।১১।৩২ ) ; ৬. অষ্টম শাখায় ছিলেন একজন নয়নাথ এবং ৭. গদাধর শাখায় অপর একজন। ইহা ব্যতীত আর একজন নয়নাথের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—৮. নয়নপতি উপাধ্যায়। ‘তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়’ ( চৈ. চ. ২।১২।৮৫-৯৭ )। ইনি মহাপ্রভুকে ‘জামমেব পরং রূপং’—নামক শ্লোকটি শুনাইয়াছিলেন। ১ম ও ২য় নয়নাথের বিবরণ নিম্নে দ্রষ্টব্য।

**নয়নাথ দাস গোস্বামী**—ইনি বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্ততম। সপ্তগ্রামের গোবর্ধন দাসের পুত্র। হিরণ্য দাস ইহার জ্যেষ্ঠ। হিরণ্য দাস ও গোবর্ধন দাস দুই ভ্রাতা ছিলেন সপ্তগ্রামের জমিদার। ইহাদের রাজকরই ছিল বার্ষিক বার লক্ষ টাকা। নয়নাথ দাস ছিলেন সেই বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। কিন্তু ইনি বাল্যে হরিদাস ঠাকুরের সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীচৈতন্তের ভক্ত হইয়া

উঠেন। এবং পরিশেষে স্থলরী স্ত্রী ও বিশাল সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে চলিয়া যান। প্রভু স্বরূপদামোদরের উপরে ইহার শিকার ভার সমর্পণ করেন। এজন্য ইহাকে ‘স্বরূপের রঘুনাথ’ বলা হইত। প্রভু ইহাকে গোবর্ধন শিলা ও গুজ্জামালা দান করিয়া গোবর্ধন শিলার সেবার আদেশ করেন। মহাপ্রভু ও স্বরূপদামোদরের অন্তর্ধানের পর ইনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপ সনাতনের সঙ্গে বাস করেন। শ্রীগৌরাক্ষ কল্পবৃক্ষ, স্তবমালা, মুক্তাচরিত প্রভৃতি ইহার রচিত গ্রন্থ। ইনি ব্রজের রসমঞ্জরী বলিয়া প্রসিদ্ধি। গৃহস্বাপ্নমে থাকাকালে ইনি পানিহাটীতে চিড়ামহোৎসব উদ্‌যাপিত করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তাহা অঙ্গীকার করেন। দাস গোস্বামীর ভজন নিষ্ঠা ও কৃষ্ণসাধন বৈষ্ণব জগতের পরম বিদ্যায়। ইনি নীলাচলে সাড়ে সাত প্রহর সাধন-ভজন করিতেন এবং তৎপরে কিঞ্চিৎ গলিত মহাপ্রসাদার গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেন। নীলাচলে ইনি ষোল বৎসর মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ সেবা করিয়াছিলেন।

**রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী**—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত তপন মিশ্রের পুত্র। মহাপ্রভু যখন কাশীতে গিয়াছিলেন, তখন তপন মিশ্রের গৃহে ভিক্ষা করিতেন। সে সময় রঘুনাথ মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। পিতৃসান্নিধ্যে থাকাকালে ইনি চৈতন্যদেবকে দর্শনের জন্ম দুইবার নীলাচলে গিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে ইনি পিতা-মাতার সেবা করিতেন এবং বৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত পাঠ শুনিতেন। পিতামাতার মৃত্যুর পর ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকটে চলিয়া যান। মহাপ্রভু পরে ইহাকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন।

**রঘুনাথ শিরোমণি**—নব্য জ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা। মিথিলার পণ্ডিত পঞ্চধর মিশ্রকে পরাজিত করিয়া ইনি নবধীপে জ্ঞানের প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের সহপাঠী। পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভাব। পূর্ব নিবাস শ্রীহট্টে। ইনি নবধীপে বাহুদেব সার্বভৌমের নিকটে অধ্যয়ন করেন এবং পরে মিথিলায় গিয়া জ্ঞান শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিয়া ‘শিরোমণি’ উপাধিতে ভূষিত হন। ইনি দীর্ঘাতি টীকা, ধীলাবতী টীকা, কণ্ডনুবাদ, ব্রহ্মসুত্রবৃত্তি প্রভৃতি ৩৮ খানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবিত আছে ইনি ও চৈতন্যদেব জ্ঞানশাস্ত্রের টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্যদেবের গ্রন্থ প্রচারিত হইলে ইহার গ্রন্থ আদৃত হইবে না জানিয়া চৈতন্যদেব বন্ধুর প্রীতির জন্য খীর গ্রন্থ গ্ৰহণগত্রে নিক্ষেপ করেন।

রত্ন—লীলা ( চৈ. চ. ১।৭।৩ ), কৌশল ( চৈ. চ. ১।৭।৩০ ), উল্লাস ( ১।১৩।২৫ ) ।

রত্ন - কণিকা ( চৈ. চ. ৩।১।১২ ) ।

রত্ন—প্রা. দোড় ( চৈ. ভা. ২২।২।৬ ) ।

রত্নহিণ্ডক—স্রীলম্পট ( উ. নী., সখী-৪ ) ।

রত্নি—প্রেমাকুর, প্রীতাকুর বা ভাব ( চৈ. চ. ২।২২।২৪, ২।২৩।২৪-৩৫ ) ।

রতি বা ভাবের লক্ষণ, যথা—

শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষায়া প্রেম সূর্য্যাংস্ত সাম্যভাক্ ।

কুচিভিশ্চিন্তামান্ধ্যাকুদসৌ ভাব উচ্যতে ॥ ( ভ. র. সি. ১।৩।১ ) ।

হলাদিনী প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষই ভাব বা প্রীতাকুর বা রতি । ইহা শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্যের কিরণ সদৃশ এবং কুচি অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্তির অভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা সম্পাদক ভক্তি বিশেষ । শুদ্ধসত্ত্ব ও প্রেম দ্বঃ । চৈতন্যচরিতামৃত ( ২।১২।১৫১-১৫২ ) বলেন—

“সাধন ভক্তি হৈতে ছয় রতির উৎস ।

রতিগাঢ় হৈলে তাহে ‘প্রেম’ নাম কয় ॥

প্রেম বুদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ, মান, প্রণয় ।

রাগ, অহুরাগ, ভাব, মহাভাব হয় ॥”

অধিকারী ভেদে রতি পঞ্চবিধ, যথা—শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর । এই পাঁচটি রতিই শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের স্থায়ীভাব ( চৈ. চ. ২।৮।৬০-৬২ এবং ২।১২।১৫৭-১৬০ ) । **শান্তরতি**—শান্তরতির গুণ শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা, কৃষ্ণ বিনা অন্ত কামনা ত্যাগ । কিন্তু শান্তভক্তের শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি নাই । শ্রীকৃষ্ণে কেবল তাঁহার পরমাত্মা জ্ঞান । শান্তরস প্রেমের পূর্বসীমা পর্যন্ত বুদ্ধি পায় । নব যোগেন্দ্রাদি ও সনকাদি শান্তরসের আশ্রয়-আলম্বন এবং চতুর্ভূজস্বরূপ বিষয়ালম্বন ( চৈ. চ. ২।২৩।৩৪ ) । **দান্তরতি**—দান্তরতির গুণ সেবা ; দান্তভক্তের শ্রীকৃষ্ণ-নিষ্ঠা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণে মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্ত সেবা আছে । দান্ত ভক্তের শ্রীকৃষ্ণে গৌরব বুদ্ধি আছে । দান্তরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয় ও রাগ পর্যন্ত বুদ্ধি পায় । দান্তরসের বিষয়-আলম্বন শ্রীকৃষ্ণ আর আশ্রয়-আলম্বন রক্তক পত্রক প্রভৃতি । **সখ্যরতি**—সখ্যরতির গুণ সঙ্গমশূন্যতা বা গৌরবশূন্যতা । শ্রীকৃষ্ণ যে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণসখাদের সেই জ্ঞানই নাই । সখ্যরতিতে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা ও দান্তের সেবা ত আছেই, অধিকন্তু সখ্যর সঙ্গম বা গৌরবশূন্যতা আছে । সখ্যরতি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অহুরাগ পর্যন্ত বুদ্ধি

পায়। স্তবল, মধুমঙ্গলাদি সখ্যারসের আশ্রয়-আলম্বন আর শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।  
**বাৎসল্যরতি**—বাৎসল্যরতির ভক্তগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা বড় মনে করেন। বাৎসল্যরতিতে শাস্ত্রের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্ত্রের সেবা এবং সখ্যার সত্ত্বম শূন্যতা ত আছেই, অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি ও মমতার আধিক্য-বশতঃ তাঁহাকে আশীর্বাদেও ও অনুগ্রহের পাত্র জ্ঞানও আছে। লালন পালনের ভাব আছে। বাৎসল্যরতি—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ ও অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন এবং প্রভাবশূন্য ও অনুগ্রহ পাত্ররূপে প্রতীয়মান শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন।

**মধুররতি**—অঙ্গ সঙ্গ দানাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও প্রীতি সম্পাদনই মধুর-রতির প্রধান গুণ। মধুররতিতে শাস্ত্রের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্ত্রের সেবা, সখ্যার সত্ত্বম-শূন্যতা এবং বাৎসল্যের আশীর্বাদ ও অনুগ্রহও গুণও আছে। মধুররতি—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শ্রীরাধিকাদি ব্রজসুন্দরীগণ মধুর রসের আশ্রয়ালম্বন ও রসিক শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। মধুররতি তিন প্রকার, যথা—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থী।

**সাধারণীরতি**—যে রতি অতিশয় গাঢ় হয় না। যাহা প্রায় কৃষ্ণদর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সন্তোষেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই রতিকে সাধারণীরতি বলে। ইহাতে কৃষ্ণ-সুখেচ্ছা কিঞ্চিৎ থাকে, কিন্তু আত্মসুখহেতু সন্তোষেচ্ছাই প্রবল। যেমন কুজার রতি। কুজা কৃষ্ণকে অনেকটা উপপতি ভাবে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সাধারণীরতি প্রেম পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

**সমঞ্জসারতি**—যে রতি গুণাদির শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান বৃদ্ধি জন্মে এবং যাহাতে কখনও কখনও সন্তোষতৃষ্ণা জন্মে, সেই গাঢ় (সাক্ষা) রতিকে সমঞ্জসারতি বলে। এই রতি উদ্বুদ্ধ হওয়া মাত্রই কাস্তাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্থখী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। যথা কুল্লিণী প্রভৃতি। ইহাতে কৃষ্ণসুখের ইচ্ছা অধিকতর প্রবল। সমঞ্জসারতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

**সমর্থারতি**—কৃষ্ণসুখৈক তাত্পর্যময়ী যে রতি, স্ব-সুখবাসনার গন্ধমাত্রও বাহ্যতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সমর্থারতির অঙ্গ কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণগুণাদি শ্রবণাদির প্রয়োজন হয় না। ইহা স্বরূপধর্মবশতঃ আপনা আপনাই উন্মেষিত হয়। সমর্থারতি মহাভাবের শেষ সীমা পর্যন্ত বর্ধিত হয়।

**রথী**—মহারথ প্রঃ।

**রথারতি**—দাঁতে দাঁতে ( চৈ. চ. ৩।১৮।৮৪ )।

**রমণ**—হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তি বিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বা ব্রজরমণীদিগের পরম্পরের শ্রীতিবিধানের নাম রমণ। রমণ শব্দের হয় অর্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপরিকরদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে। [রমু ক্রীড়ায়ং নিচ্+ল্যু] পতি (হরি. ১২৭)।

**রসনা, রসনা**—রজ্জু (ভাঃ ১১।২।৫৫); জিহ্বা।

**রস**—রসো বৈ সঃ (তৈত্তি. ২।৭)। ব্রহ্মরসস্বরূপ। রস শব্দের দুইটি অর্থ—রস্মতে (আশ্বাচ্চতে) এবং রসয়তি (আশ্বাদয়তি) ইতি রসঃ। যাহা আশ্বাচ্চ (যেমন মধু) এবং যাহা আশ্বাদক (যেমন ভ্রমর) উভয়ই রস। ব্রহ্ম ও আশ্বাচ্চ ও আশ্বাদক। চমৎকারিতাই রসের সার। **রসি**—স্বযোগ্য বিভাব, অমুভাব, সাংখ্যিকভাব ও ব্যভিচারীভাবের মিলনে অনির্বচনীয় আশ্বাদনচমৎকারিতা ধারণ করিলে রসে বা ভক্তিরসে পরিণত হয়। (বিভাব, অমুভাব, সাংখ্যিকভাব ও ব্যভিচারী ভাবত্রয়ঃ।) রসিভেদে ভক্তিরস বারটি। ইহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান বা মুখ্য, যথা—শাস্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এবং সাতটি গৌণ, যথা—হাস্ত, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রোদ্র, বীভৎস ও ভয়। যথা—

শাস্ত-দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রস নাম।

কৃষ্ণ-ভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান ॥

হাস্তাদ্ভুত-বীর-করুণ-রোদ্র বীভৎস-ভয়।

পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয় ॥ (চৈ. চ. ২।১২।১৫৮-৬০)

রসি, মুখ্যভক্তিরস ও গৌণভক্তিরস ত্রয়ঃ।

**রসবাস**—কবাবচিনি (চৈ. চ. ২।৩।১০০)

**রসরাজমহাভাব**—শৃঙ্গার—রসরাজ যুঁতিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবময়ী শ্রীরাধার মিলিতরূপ (চৈ. চ. ২।৮।২৩৩)।

**রসাত্মক**—“অনৌচিত্য প্রবৃত্তিতে আভাসো রসভাবয়োঃ” (সাহিত্য দর্পণ-৩)।

অনুচিতরূপে প্রবৃত্ত রসকে রসাত্মক বলে। আপাতঃ দৃষ্টিতে রসপুষ্টিকারক মনে হইলেও বিচার করিলে যাহাতে রস-লক্ষণ-সমূহ যথাযথ দৃষ্ট হয় না।

ব্রজগোপীদের প্রেমে রসাত্মক দোষ নাই (চৈ. চ. ২।১৪।১৫৫)।

**রসা**—প্রা. রস (চৈ. চ. ৩.৪।১২)

**রসালী**—শিখরিণী ত্রয়ঃ (চৈ. চ. ২।১৪।১৭৩)।

**রসুই**—প্রা. রসুন, রাসা (চৈ. চ. ৩।২।১৪২)।

**রহ**—প্রা. থাক (চৈ. চ. ৩।৪।৪৭)।

**রহঃস্থান**—গোপনীয় স্থান (চৈ. চ. ২।৮।৫৩)।

**রাগ**—প্রেম দ্রঃ। অভিলষিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশ-পর্যাকাষ্ঠা, তাহার নাম রাগ। “ইষ্টে গাঢ়ত্বা রাগ—এই স্বরূপ লক্ষণ। ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ ॥” (চৈ. চ. ২।২২।৮৬) এই ভক্তিপথের নাম রাগমার্গ।

**রাগাঙ্ঘিকা, রাগাঙ্ঘুগা**—ভক্তি দ্রঃ।

**রাঘব পণ্ডিত**—পানিহাটিতে ব্রাহ্মণকূলে আবির্ভূত। মহাপ্রভু ইহার কৃষ্ণসেবার পরিপাটীর প্রশংসা করিতেন। কৃষ্ণসেবায় ইহার যেমন প্রীতি ছিল, তেমন শুদ্ধতা ও শুচিতাও ছিল। ইনি যে ভোগ লাগাইতেন তাহার প্রশংসা করিয়া মহাপ্রভু বলিতেন, “রাঘবের ঘরে রাখে, রাধাঠাকুরাণী।” ইনি মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্য প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইতেন এবং তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী দেবী কর্তৃক মহাপ্রভুর জন্ম প্রস্তুত বারমাসের উপযোগী বিবিধ ভোগ্যদ্রব্যে পূর্ণ ঝালি মকরদ্বজকরের তদ্ব্যবধানে নীলাচলে লইয়া যাইতেন। এই ঝালি “রাঘবের ঝালি” বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এই সমস্ত দ্রব্য শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত শুচিপবিত্রভাবে প্রদত্ত হইত বলিয়া মহাপ্রভু গ্রহণ করিতেন।

**রাজঘর**—রাজার কারাগার (চৈ. চ. ২।১৯।৫২)।

**রাজলেখা**—রাজার ছাড়পত্র (চৈ. চ. ২।৪।১৫২)।

**রাজমহিষী**—মাত্রাজ রাজ্যের ‘রাজমহেন্দ্রী’। ইহা উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের শাসনাধীন ছিল।

**রাড়ী**—বিধবা ((চৈ. চ. ২।১৫।২৪২)।

**রাঢ়দেশ**—গঙ্গার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত বঙ্গদেশের অংশকে রাঢ়দেশ বলে।

**রাঢ়ী**—রাঢ় দেশীয় (চৈ. চ. ২।১৬।৫০)।

**রাড়ুল**—রক্তবর্ণ (চৈ. চ. ৩।১৩।৫২)।

**রাধা**—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা। ইহার পিতা—বৃষভানু, মাতা—কীর্তিদা, ভ্রাতা—শ্রীদাম, ভগিনী—অনঙ্গ মঙ্গরী, পতি—অভিমহা, শুর—বৃক, শত্রু—জটীলা, নন্দা—কুটীলা। **রাধাতত্ত্ব**—শ্রীরাধা কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি, মহাভাব স্বরূপিণী। ইহার প্রেম নিত্যসিদ্ধ ও কামগন্ধহীন। রাধ, ধাতুর অর্থ আরাধনা। কৃষ্ণবাহা পুষ্টিরূপ আরাধনা করেন বলিয়া ইহার নাম রাধিকা (চৈ. চ. ১।৪।৭৫, ভাঃ ১০।৩০।২৮)। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধার অংশ বিভূতি বা বৈভব বিলাসাত্মক, দ্বারকা মথুরার মহিবীগণ ইহার বৈভব-প্রকাশ স্বরূপ এবং ব্রজাঙ্গনাগণ রসবৈচিত্রীর জন্য আকৃতি-প্রকৃতি ভেদে কারবাহরূপ (চৈ. চ. ১।৪।৬৭-৬৮)। বৃহৎ গৌতমীয়তন্ত্রমতে ইনি দেবী, কৃষ্ণময়ী, পরদেবতা, সর্বলক্ষ্মীময়ী, সর্বকান্তি, সন্মোহিনী ও পরা। রাধা পূর্ণশক্তি ও কৃষ্ণ

পূর্ণশক্তিমান্ । শক্তি ও শক্তিমানে অভেদবশতঃ রাধাকৃষ্ণ মূলতঃ অভিন্ন (চৈ. চ. ১।৪।৮৩-৮৫) । শ্রীকৃষ্ণ বলেন, “রাধিকার প্রেম শুক, আমি শিশুনট । সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥” (চৈ. চ. ১।৪।১০৮)

**রাধিকার অষ্টলক্ষী**—ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তঙ্গবিদ্যা, ইন্দু-লেখা, রত্নদেবী ও স্বদেবী । ইহার রাধিকার সর্বাংগে প্রিয় (উ. নী. রাধা প্র. ৩৭) ।

**রাধিকারগণ**—শ্রীরাধিকার সেবার অধিকারী । জগতের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিনজন এরূপ পাত্র বা পরিকর আছেন ।—স্বরূপদামোদর, রায় রামানন্দ ও শিখিমাহিতী—তিনজন এবং শিখিমাহিতীর ভগ্নী মাধবী দেবী ত্রীলোক বলিয়া অর্ধজন । যথা—

প্রভু লেখা করে—রাধা ঠাকুরাণীরগণ ।

জগতের মধ্যে পাত্র সাক্ষি তিন জন ॥

স্বরূপ গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ ।

শিখি মাহিতী, আর তাঁর ভগ্নী অর্ধজন ॥—চৈ. চ. ৩।২।১০৪-৫ ।

এই চারিজন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর উপদেশের পূর্ব হইতেই রাগাঙ্গমার্গে ব্রজ গোপীর আত্মগত্যে ভজন করিতেন । ইহাদের ভজনে ঐশ্বর্যজ্ঞান ছিল না ।

**রাধিকার পঞ্চবিংশতি গুণ**—নায়িকা-শ্রেষ্ঠা বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার গুণ-অনন্ত, তাহার মধ্যে পঁচিশটি প্রধান । যথা—শ্রীরাধিকা—১. মধুরা, ২. নববয়া (চির-কিশোরী), ৩. চলাপাঙ্গা (চঞ্চল কটাক্ষযুক্তা), ৪. উজ্জলশ্রিতা (বদনে উজ্জল দ্বিধা হান্ত), ৫. চাকুসোভাগ্য-রেখা (করচরণাদিতে সৌভাগ্যরেখা বিद्यমান), ৬. গন্ধোন্মাদিত-মাধবা (ইহার গাত্রগন্ধের মাধুর্যে মাধব উন্মত্ত হইয়া উঠেন), ৭. সঙ্গীত-প্রবরাভিজ্ঞা (সঙ্গীত বিদ্যা অনিপুণা), ৮. রম্যবাক্ (ইহার বাক্য অত্যন্ত রমণীয়), ৯. নর্য পতিতা (পরিহাস বিশারদা), ১০. বিনীতা, ১১. করুণাপূর্ণা, ১২. বিদম্বা (সর্ববিষয়ে চতুরা), ১৩. পাটবাসিতা (চাতুর্শালিনী), ১৪. লজ্জাশীলা, ১৫. স্তম্ভধা (সং-পথে অবিচলিতা), ১৬. ধৈর্যশালিনী, ১৭. গাভীর্ব-শালিনী, ১৮. স্থবিলাসা (শ্রীকৃষ্ণের মনোহরণকারী ভক্ती বিলাসবতী), ১৯. মহাভাব পরমোৎকর্ষতর্ষিণী (মহাভাবের চরম বিকাশ বশতঃ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে অতিশয় তৃষ্ণাবতী), ২০. গোবুল প্রেমবসতি (গোবুলবাসীদের প্রীতিভাজন), ২১. জগৎশ্রেণীলসৎ-যশা (ইহার যশে সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত), ২২. গুণপিত-গুণ-স্নেহা (গুণজনের প্রতি অতিশয় স্নেহপাত্রী), ২৩. সখী-

প্রণয়িতাবশা (সখীসকলের প্রণয়ের অধীন), ২৪. কৃষ্ণ প্রিয়াবলীমুখ্যা (শ্রীকৃষ্ণ-প্রেরণীগণের মধ্যে সর্বপ্রধানা) এবং ২৫. সন্ততাপ্রবাকেশবা (কেশব সর্বদাই ইহার বাক্যের অধীন) (উ. নী. রাধা প্রকরণ (৯), চৈ চ. ২।২৩।৩২-৪৩ শ্লোঃ)।

রাম—১. অযোধ্যাধিপতি; ২. রাম নাম তারক, কৃষ্ণ নাম পারক (চৈ. চ. ৩।৩।২৪৪); ৩. সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম, যোগিগণ ইহাতে রমণ করেন (পদ্মপুরাণ, রাম শতনাম ৮)।

রামচন্দ্র কবিরাজ—নিত্যানন্দ শাখার পরিকর।

রামচন্দ্র খান—বেনাপুলের জমিদার। অত্যন্ত বৈষ্ণব বিদেষী। হরিদাস ঠাকুরকে পরীক্ষার জন্ত তাঁহার নিকটে বেষ্ঠা পাঠাইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইহার গৃহে একবার পথক্রমে আসিলে তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। পরে রাজকর প্রদান না করায় রাজার উজীরের হাতে ইনি নির্যাতিত হন।

রামদাস অভিরাম—খানাকুল কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি সর্বদা সখ্যপ্রেমে বিভোর থাকিতেন। শ্রীচৈতন্য ইহাকে নিত্যানন্দের সঙ্গে নাম-প্রেম প্রচারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ‘জয়মঙ্গল’ নামে ইহার এক চাবুক ছিল, ইনি যাহাকে এই চাবুক দ্বারা স্পর্শ করিতেন, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইতেন। কথিত আছে ইনি বিষ্ণুবিগ্রহ ছাড়া অন্য বিগ্রহে প্রণাম করিলে সেই বিগ্রহ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। একবার ইনি কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হইয়া অন্য বাঁশীর অভাবে প্রকাণ্ড এক কাষ্ঠকে বাঁশীর ন্যায় বাজাইয়াছিলেন। এই কাষ্ঠখণ্ড বহন করিতে বত্রিশজন লোকের প্রয়োজন হইত। ইনি শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয় শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম। ব্রজের শ্রীদামসখা বলিয়া কীর্তিত।

রামাই—শ্রীচৈতন্য শাখা। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সেবক গোবিন্দের আহুগত্যে গোবিন্দেরই সঙ্গে ইনি মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। রামাই প্রতিদিন বাইশ ঘড়া জল তুলিতেন। ব্রজলীলায় ইনি জলসংস্কারকারী পরোদ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রামানন্দ বহু—কুলীন গ্রামে কায়স্থকুলে আবির্ভূত। পিতা লক্ষ্মীনাথ বহু (সত্যরাজ খান), পিতামহ মালাধর বহু (গুণরাজ খান)। ইনি মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্ত ছিলেন। প্রতিবৎসর পিতার সঙ্গে নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ত যাইতেন। চৈতন্যদেব সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহুর প্রার্থনায় গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর এবং

বৈষ্ণবত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছিলেন। সত্যরাজ খান ও রামানন্দ বহুর উপরে জগন্নাথের পট্টডোরী সরবরাহের ভারও মহাপ্রভু দিয়াছিলেন। ইনি বাংলা ও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য শাখা ব্রজের কলকণ্ঠী নায়ী গদ্বর্ষ-নাটিকা বলিয়া কীর্তিত।

**রামানন্দ রায়**—ভবানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উৎকলবাসী। ইনি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজ মহেন্দ্রীর শাসনকর্তা ছিলেন। গোদাবরী তীরে বিজ্ঞানগরে ছিল ইহার সদর কার্যালয়। মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে এই বিজ্ঞানগরে উভয়ের মিলন হয় এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। পরিশেষে মহাপ্রভু নিজের স্বরূপ—‘রসরাজ-মহারাজ দুইয়ে এক রূপ’—প্রকাশ করিয়া স্বীয়তত্ত্ব ব্যক্ত করেন। দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পথেও মহাপ্রভু ইঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন এবং দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকাহিনী বর্ণনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও ব্রজ সাংহিতা নামক যে দুই গ্রন্থ ঐ দেশ হইতে আনিয়াছিলেন তাহা রামানন্দ রায়কে দিয়াছিলেন। রামানন্দ মহাপ্রভুর প্রেরণায় রাজকাৰ্য ত্যাগ করিয়া নীলাচলে তাঁহার সহিত মিলিত হন। ইনি ছিলেন পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক ও শ্রেষ্ঠ রসিক ভক্ত। ‘রাধিকারগণ’ বলিয়া যে সাড়ে তিনজন রাগানুগামার্গের সাধক খ্যাত ছিলেন, রামানন্দ ছিলেন তাঁহাদের অগ্রতম। জগন্নাথবল্লভ নাটক ইঁহার রচিত। নীলাচলে মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের লীলায় ইনি ও স্বরূপ দামোদর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। ছাপর লীলায় পাণ্ডুপুত্র অর্জুন, ব্রজের অর্জুনায়া গোপী ও ললিতা বলিয়া প্রসিদ্ধি।

**রামানুজাচার্য**—বেদান্তের বিশিষ্টাষ্টৈতবাদী শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব আচার্য চতুষ্ঠয়ের অগ্রতম। অপর তিনজন মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্কাচার্য। মাদ্রাজ ও কাঞ্চীপুরমের মধ্যবর্তী শ্রীপেরুম্বুরে (ভূতপুরীতে) ১০১৭ খ্রীঃ অব্দে জন্ম। পিতা আহরি কেশবভট্ট এবং মাতা সুপ্রসিদ্ধ যামুনাতারের পৌত্রী কান্তিমতী। ইনি কাঞ্চীপুরমে বেদান্তশাস্ত্রের অধিষ্ঠায় পণ্ডিত যাদবপ্রকাশের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে ইনি অধ্যাপকের ব্যাখ্যা সব সময় গ্রহণ করিতে না পারিয়া স্বতন্ত্র নূতন ভাষ্য প্রদান করিতেন। ইহাতে যাদবপ্রকাশ বিরক্ত হইয়া রামানুজকে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। রামানুজ গোষ্ঠীপূর্ণ স্বামীর শিষ্য। গুরুদত্ত মন্ত্ররহস্য জানিয়া তিনি বৃক্ষিয়াছিলেন, এ মন্ত্র যে শুনিবে তাহারই মুক্তিলাভ ঘটিবে। তাই গোপন মন্ত্র প্রকাশে অনন্ত নরকবাস

ঘটিবে আনিয়াও ইনি জীবকল্যাণের জন্য ইষ্টমন্ত্র সকলকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার মতে ব্রহ্ম জীব (চেতন), জগৎ (অচেতন পদার্থ) ও ঈশ্বর—এই তিন রূপে অভিব্যক্ত। জীব সাধনাদি দ্বারা ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিতে পারে, ইহাই মুক্তি। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী একদণ্ডী। রামানুজপন্থী ত্রিদণ্ডী। ত্রিদণ্ড—কায়, বাক্য ও মনের সংযমসূচক। শ্রীমদ্ভক্তদেবের মত এই—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে হইলে ব্রজলোকের ভাবে ভজনা প্রয়োজন। কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ একই, গোপী ও লক্ষ্মীতে ভেদ নাই, একই রূপ। গোপীদেহে লক্ষ্মীই কৃষ্ণসদৃশ আশ্বাদন করেন (চৈ. চ. ২।২।১২১, ১৩২-৪০)। রামানুজের প্রধান শিষ্য কুরেশ কাশ্মীরে গিয়া বোধায়ন-বৃত্তি কণ্ঠস্থ করিয়া আনিয়া গুরুকে উপহার দেন। গ্রন্থের নকল আনিবার অধিকার ছিল না। এই বৃত্তি ও যামুনাতীর্থের মায়াবাদ-খণ্ডন গ্রন্থ অবলম্বনে রামানুজাচার্য শ্রীভাষ্য রচনা করেন। বহু অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ও শৈবভক্ত ইহার সঙ্গে বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। শেষে শৈব চোলরাজের আশ্রানে সশিষ্য বিচারে গেলে শৈবগণ রামানুজের শিষ্য কুরেশের ও গুরুগোষ্ঠিপূর্ণের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ফেলে। রামানুজ গোপনে হরশাল রাজ্যে পলায়ন করেন। সেখানকার রাজা বিত্তিদেব বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুবর্ধন নাম গ্রহণ করেন। রামানুজ বৈষ্ণব দ্বাদশ আলায়ারের প্রস্তর মূর্তি শ্রীরঙ্গমে স্থাপিত করেন। তাঁহারও প্রস্তরমূর্তি স্বীয় জীবদশায়ই শ্রীরঙ্গমে, বিষ্ণুকাঞ্চীতে এবং মহালীপুর রাজ্যের মেলকোট যতিরাজ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি ১২০ বৎসর বয়সে শ্রীরঙ্গমে দেহত্যাগ করেন। গ্রন্থ: শ্রীভাষ্য, বেদান্তদীপ, শ্রীগীতাভাষ্য, বেদান্ত সংগ্রহ প্রভৃতি।

**রামেশ্বর**—সেতুবন্ধ রামেশ্বর। ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ইহা কোটি দ্বীপ। পান্থান জংশন হইতে একটি পণ্টুন ব্রীজের উপর দিয়া রেলযোগে যাইতে হয়। রামেশ্বরের অনাদি শিবলিঙ্গ ভারতের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অগ্রতম।

**রায়**—যিনি আনন্দ প্রদান করেন। উপাধি বিশেষ। **রায়বান্ন**—রায় বা রাজার স্ততি (চৈ. ভা. ২৪।১২১)।

**রাসলীলা**—বহু নর্তক ও নর্তকীযুক্ত নৃত্যবিশেষ। বৈষ্ণবতোষণী (১০।৩০২) মতে রাসের লক্ষণ।

নটৈ গৃহীত কট্টিনামনোজ্ঞাস্তকরপ্রিয়াম্।

নর্তকীনাং ভবেদ্রাগো মণীত্ব্য নর্তনম্।

অর্থাৎ নটশব্দের দ্বারা প্রত্যেকে কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া ও পরস্পর হস্তধারণ করিয়া বহু নর্তকীর মণ্ডলাকারে নৃত্যকলাই রাস। অস্ত্রোস্ত্রব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্য-বিনোদো রাসো নাম—শ্রীধর। অর্থাৎ বহু স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া গান করিতে করিতে মণ্ডলাকারে যে নৃত্য তাহাই রাস। রাসো নাম অনেকনর্তকনর্তকীয়ুক্ত নৃত্যবিশেষ—ভাগবতচন্দ্রিকা ॥ পরমরসকদম্বরাসঃ—বৈষ্ণবতোষণী (১০।৩৩।৩)। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯শ-৩৩শ অধ্যায়ে রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এই অধ্যায়গুলি ‘রাসপঞ্চাধ্যায়ী’ বলিয়া খ্যাত। হরিবংশের বিষ্ণুপর্বে বিংশ অধ্যায়ে (১৫-৩৫) এবং বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়েও (১৪-৬০ শ্লোঃ) রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে। হরিবংশের লীলাকে ‘হল্লীশ ক্রীড়া’ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অনেক নর্তকীর সহিত একজন নটের মণ্ডলাকারে নৃত্যকে ‘হল্লীশক’ বলে, যথা—

নর্তকীভিরণেকাভির্মণ্ডলে বিচরিসুভিঃ।

যত্রৈকো নৃত্যতি নটন্তুহৈ হল্লীশকং বিদুঃ ॥

‘হল্লীশ ক্রীড়া’ রাসের সমপর্যায়ভুক্ত।

রুঢ়—মহাভাবের যে অবস্থায় সাত্ত্বিকভাব সকলের উদ্দীপন হয় তাহাকে রুঢ়-ভাব বলে (চৈ. চ. ২।২৩।৩৭)।

রুঢ়িবৃত্তি—প্রসিদ্ধ অর্থ। শব্দের ধাতু প্রত্যয়গত অর্থ গ্রহণ না করিয়া অন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করাকে রুঢ়িবৃত্তি বলে। যেমন ‘মণ্ডপ’ শব্দের ধাতু প্রত্যয়গত অর্থ মণ্ডপায়ী, কিন্তু ‘মণ্ডপ’ বলিতে গৃহ বুঝায়, যেমন হরিমণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ (চৈ. চ. ২।৬।২৪৭; ২।২৪।৫২)।

রূপগোস্থামী—বৃন্দাবনের ছয় গোস্থামীর অন্যতম। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বৈদীয় ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। ইহার পিতার নাম কুমার দেব। ভ্রাতা সনাতন গোস্থামী ও অনুপম বল্লভ গোস্থামী। অনুপমের পুত্র বিখ্যাত ভক্তিগ্রন্থ প্রণেতা শ্রীজীব গোস্থামী। সনাতন ও শ্রীজীবও বৃন্দাবনের ছয় গোস্থামীর অন্তর্গত। শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীব—তিনজনই গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্তম্ভ ছিলেন। শ্রীজীব গোস্থামী লঘু-তোষণীর টীকার উপসংহারে ইহাদের যে বংশলতিকা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় ইহার। কর্ণাটরাজ সর্বজের অধস্তন সন্তান। কর্ণাটরাজ সর্বজের পুত্র অনিরুদ্ধ। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ভ্রাতৃবিরোধে রাজ্যত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্র পদ্মনাভ গঙ্গাভীরে বাসের অভিপ্রায়ে কালনার নিকটে কৈহাটী আগিয়া বসতি

স্থাপন করেন। পদ্মনাভের পুত্র মুহম্মদ এবং মুহম্মদের পুত্র কুমারদেব। কুমারদেব নৈহাটি হইতে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। কুমারদেবের অনেক সন্তান ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীকৃপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীঅহুপম গোড়েশ্বর হুসেন সাহের দরবারে উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহারা যথাক্রমে দবীর খাস, সাকর মল্লিক ও মল্লিক ছিলেন। রামকেলিতে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের পর তিনি দবীর খাসের নাম দেন ‘কৃপ’ এবং সাকর মল্লিকের ‘সনাতন’। তিনজনই রাজপদ ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর আশ্রয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু স্বয়ং প্রয়াগে শ্রীকৃপকে বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব শিক্ষা দেন (১৫. চ., মধ্যলীলা উনবিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) এবং কাশীতে শ্রীসনাতনকে সন্থক, অভিধেয়, প্রয়োজনতত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি সন্থকে উপদেশ দেন (১৫. চ., মধ্যলীলা, ২০-২৪শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এর পরে ইহাদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া লুপ্ত বৃন্দাবনের আবিষ্কার ও ধর্মশাস্ত্র প্রণয়নের জন্ত ইহাদিগকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। অহুপম মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ত আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে তাঁহার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীকৃপ কিছুকাল বৃন্দাবনে বাস করিয়া মহাপ্রভুর সঙ্গে পুনর্মিলনের জন্ত নীলাচলে আগমন করেন। এখানে কয়েক মাস বাস করিলে রসশাস্ত্র প্রকটনের জন্ত মহাপ্রভু তাঁহাতে পুনরায় শক্তি সঞ্চার করেন। মহাপ্রভুর শিক্ষার আদর্শে গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধন-ভজনের রীতি ও অগ্ণাত বিষয়ে বহুগ্রন্থ শ্রীকৃপ রচনা করেন, তন্মধ্যে—ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি, উজ্জলনীলমণি, লঘুভাগবতামৃত, বিদম্ভমাধব, ললিতমাধব, দানকেলি কোমুদী, স্তবমালা, শ্রীরাধাকৃষ্ণগোবিন্দ-দীপিকা, মথুরা মাহাত্ম্য, উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, শ্রীকৃষ্ণজয়তিথিবিধি, পদ্মাবলী, আখ্যাতচন্দ্রিকা, নাটকচন্দ্রিকাদি সমধিক গ্রন্থ। ইনি ব্রজলীলার আকৃপ মঞ্জরী বলিয়া কীর্তিত।

**রেমুণা**—বালেখরের পাঁচ মাইল পশ্চিমে। এই স্থানে “ক্ষীরচোরা গোপীনাথ” বিদ্যমান। এই গোপীনাথ ভক্তপ্রবর মাধবেন্দ্র পুরীর জন্ত ক্ষীর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। মাধবেন্দ্র পুরী ত্রঃ।

**রোমাঞ্চ**—সাধিকভাব ত্রঃ।

**রোষ**—অপরাধ ও কটুক্তি প্রভৃতিজনিত ক্রোধকে উগ্রতা বা রোষ বলে। বধ, বহু, শিরঃকম্প, ভৎসন, তাড়নাদি ইহার কার্য (১৫. চ. ২।২।৫৪)।

অপরাধ দুঃস্বপ্নাদি-জাতং চণ্ডমুগ্রতা।

বধবহু শিরঃকম্প ভৎসনতাড়নাদিকৃৎ ॥ (ভ. র. সি. ২।৪।৭২)।

**রৌজরস**—গৌণ ভক্তিরস ত্রয়ঃ ।

**রৌরব**—অতিক্রম প্রাণবিশেষকে বুরু বলে । এই প্রাণী যে নরকে—পাপীকে দংশন করে, তাহাকে রৌরব বলে ।

## ল

**লকলকি**—প্রা. একরকম পিঠা ( চৈ. চ. ২।৩।৫২ ) ।

**লক্ষণাবৃত্তি**—বৃত্তি ত্রয়ঃ ।

**লক্ষ্মীদেবী**—চৈতন্যদেবের প্রথম স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী । পিতা বলভদ্রাচার্য পূর্বজন্মে মিথিলাপতি রাজর্ষিজনক ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি । কাহারো কাহারো মতে উনি পূর্বজন্মে কল্লিগীর পিতা ভীষ্মক ছিলেন । জানকী ও কল্লিগী উভয়ের মিলনে লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাব হয় বলিয়া বৈষ্ণবাচার্যগণের ধারণা । শ্রীগোরাঙ্গ পূর্ববঙ্গে ভ্রমণে গেলে নবদ্বীপে লক্ষ্মীদেবী পতির বিরহ-সর্পের দংশনচ্ছলে অস্তর্ধান প্রাপ্ত হন ।

**লগুড়**—লাঠি ( চৈ. চ. ২।১।১০৬ )

**লাঘোবা**—প্রা. লঘুজ্ঞান, অবমাননা ।

**লঘুনায়িকা**—নাগকের প্রেম-আদর প্রভৃতি লাভের আধিকা, সমতা ও লঘুতা অমুসারে গোকুল-নায়িকা তিন প্রকার, যথা—অধিকা, সমা ও লঘু ( চৈ. চ. ২।১৪।১৪২-১৫০ ) ।

**লজ্জা**—ব্যভিচারী ভাব ( ব্রীড়া ) দ্রষ্টব্য ।

**লটপটিবচন**—গোলমেলে কথা ; এদিক ওদিক করিয়া কথা বলা ( চৈ. চ. ২।৫।৮৩ ) ।

**লব**—ক্ষুদ্র অংশ ( চৈ. চ. ৩।১৬।২১ ) ; অন্ন ( চৈ. চ. ২।২২।৩৩ ) ।

**লম্পট**—( সাধারণ অর্থে ) পরস্মীলোলূপ, লুক্ক ( বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে ) রসিক ।

**লম্বল**—পুষ্টি ( চৈ. চ. ২।২৪।২৫৪ ) ।

**লয়**—গ্রহণ করে ( চৈ. চ. ১।২।২৪ ) ; লোপ-পাইল ( চৈ. চ. ২।৪।৩৩ ) ; মিশিয়া যাওয়া ( চৈ. চ. ১।৫।৩২ ) ।

**ললিত**—অলঙ্কার ত্রয়ঃ ।

**লাগ পাইবু**—দেখিব ( চৈ. চ. ১।১৭।১২২ ) ।

**লাগন্ন**—সঙ্গত হয় ( চৈ. চ. ২।২৪।৫২ ) ।

**লাগলৈয়া**—লাগিয়া, লগ হইয়া ( চৈ. চ. ২।৪।১৪৬ ) ।

**লাগাইতে**—প্রকাশ করিতে ( চৈ. চ. ১।৫।৩ ) ।

লাগানি করিল—অতিরঞ্জিত বিরুদ্ধ কথা বলিল ( চৈ. চ. ৩।২।২৬ ) ।

লাগি না পাইল—দেখা পাইলেন না ( চৈ. চ. ৩।১।৩৪ ) ।

লাগে—উৎপন্ন হয় ( চৈ. চ. ১।২।২৩ ) ; ধরে ( চৈ. চ. ২।১৫।১৭১ ) ; সংলগ্ন হয় ( চৈ. চ. ১।২।২২ ) ।

লাষোবা—লঘুতা ; অবমাননা ( চৈ. ভা. ৭।২।১ ) ।

লাবণ্য—চাকচিক্য । অঙ্গে উত্তম মুক্তার জ্যায় কান্তির তরঙ্গ ( চৈ. চ. ২।৮।১২৯ ) ।

লাশু—ভাবাশ্রয় নৃত্য ( শব্দকল্পদ্রুম ) । কোন ভাববিশেষের আশ্রয়ে নৃত্যের নাম ।

লিখিয়ে—লিখিব ( চৈ. চ. ৩।১।৭ ) ।

লীলা—১. ক্রীড়া বা খেলা, শৃঙ্গার-ভাবজাত চেষ্টাবিশেষ ( চৈ. চ. ২।৮।১৩৮ ; ১৬২-৬৩ ) ; ২. অলঙ্কার প্রঃ ; ৩. ‘অবতার’ প্রসঙ্গে লীলাবতার প্রঃ ।

লীলাবতার—অবতার প্রঃ ।

লীলাশুক—বিষমঙ্গল ( চৈ. চ. ২।২।৬৮ ) ।

লেউটি—ফিরিয়া ( চৈ. চ. ২।৭।৪৪ ) ।

লেখা—গণনা ( চৈ. চ. ১।২।২১ ) লিখিও সর্ভ ( চৈ. চ. ৩।২।৩৪ ) ।

লেখায়—ভুলনায় ( চৈ. চ. ২।৩।৭৩ ) ।

লেপাপিণ্ডি—বেদী, যাহা মাটি দ্বারা লেপা হইয়াছে ( চৈ. চ. ৩।৩।২১৮ ) ।

লেভ—‘লভ’ শব্দের অপভ্রংশ । জায়তঃ প্রাপ্তির যোগ্য ( চৈ. চ. ২।১২।১৫ ) ।

লেখ—লও ( চৈ. চ. ৩।২।২০ ) ।

লোকধর্ম—লোকাচার ।

লোকনাথ গোস্বামী—যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে আবিস্কৃত । পিতা-পদ্মনাভ, ভ্রাতা-প্রগল্ভ । মহাপ্রভুর আদেশে ইনি বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন । শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ইহার শিষ্য । ব্রজলীলার লীলামঞ্জরী বা বা মঞ্জুনালি বলিয়া প্রসিদ্ধি ।

লোক সংগ্রহ—জগতের কল্যাণ ( গী. ৩।২৫ ) ।

লোকায়ত্ত—চার্বাক দর্শন ।

লোচন দ্বার—বিখ্যাত পদকর্তা ও ‘চৈতন্যমঙ্গল’ প্রণেতা । বর্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটে কোগ্রামে বৈষ্ণব কংশে ইহার জন্ম । মহাপ্রভুর সমসাময়িক নরহরিদাস ঠাকুর ইহার ‘প্রেম ভক্তিদাতা’ গুরু । ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ১৫৩৭ ঐঃ অব্দে সমাপ্ত হয় । ইনি ইহার রচনার সাধু ভাষার পরিবর্তে সরল কথ্য ভাষাই বেশী প্রয়োগ করিতেন ।

শ

**শক্তি**—প্রা. সমর্থ হই।

**শক্তি**—ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। যথা—‘পরাস্ত শক্তিবিবিধৈব ক্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ’ (খেতাস্থতর ৬৮)। অর্থাৎ অস্ত্র পরাশক্তিঃ এব বিবিধা জ্ঞানবলক্রিয়া স্বাভাবিকী চ ক্রয়তে। স্বাভাবিকী ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য। বল—ইচ্ছা। ব্রহ্মের পরাশক্তি বিবিধ। তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার ক্রিয়া ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য। এই অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি প্রধান, যথা—**চিৎশক্তি**, **জীবশক্তি** ও **মায়াশক্তি**। **চিৎশক্তি**—ইহাকে **পরী**, **অন্তরঙ্গ** বা **স্বরূপশক্তি**ও বলে। এই শক্তির সাহায্যে ভগবান অন্তরঙ্গ লীলা বিলাস করিয়া থাকেন, এজন্ত ইহাকে **অন্তরঙ্গ শক্তি** বলে। এই শক্তি সর্বদা ভগবানের স্বরূপে অবস্থিত থাকে বলিয়া **স্বরূপ শক্তি**ও বলে। সঙ্কিনী (সং), সখিৎ (চিৎ) ও হ্লাদিনী (আনন্দ) এই তিনটি চিৎশক্তির বৃত্তি। **সঙ্কিনী** অর্থাৎ সত্বাবিষয়ক বৃত্তি। ইহা দ্বারা ভগবান নিজে ও অপরের সত্তা রক্ষা করেন। **সখিৎ** শক্তি অর্থাৎ চিৎ বা জ্ঞানবিষয়ক শক্তি। ইহা দ্বারা ভগবান নিজে জানেন এবং অপরকেও জানান। **হ্লাদিনী** শক্তি—আনন্দবিষয়ক শক্তি। ইহা দ্বারা ভগবান নিজে আনন্দ উগ্ৰভোগ করেন এবং অপরকেও আনন্দ দান করেন। সং চিৎ ও আনন্দকে যেমন পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—সঙ্কিনী, সখিৎ ও হ্লাদিনীকেও সেরূপ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অনন্ত ভগবদ্ধাম ও তত্ত্বাত্ত বস্তু সমূহ ব্রহ্মের চিৎশক্তির বিকাশ (চৈ. চ. ১।৪।৫৫, ১।৪।২ শ্লোকঃ, ২।৮।১১৬-১২২)। চিৎশক্তির একটি মূর্ত বিগ্রহের নাম **যোগমায়া**। প্রকটলীলায় রসসৃষ্টির জন্ত ইনি কখনো কখনো **শ্রীকৃষ্ণ** ও তৎপারকরদিগকে মোহগ্রস্ত করেন। ‘যোগমায়া চিচ্ছক্তি বিস্তৃঙ্গস্ব পরিণতি।’ অর্থাৎ বিস্তৃঙ্গ সত্ত্ব যাহার পরিণতি বা বৃত্তি বিশেষ তাহাই চিচ্ছক্তি যোগমায়া (চৈ. চ. ২।২।১৮৫)। **জীবশক্তি**—বিষ্ণুপূরণ (৬।৭।১১) মতে অপরাশক্তি এবং গীতার (৭।৪-৫) মতে পরাশক্তি। ইহাকে **তটশক্তি**ও বলে। কারণ ইহা অন্তরঙ্গ চিৎশক্তি ও বহিরঙ্গ মায়া শক্তির ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহা চৈতন্যযুক্তা বলিয়া **শ্রীকৃষ্ণ** প্রবিষ্ট আবার বহিমুখা বলিয়া অপ্রবিষ্ট। সমুদ্রের তট যেসকল সমুদ্র বা উচ্চ তীরের ঠিক অন্তর্ভুক্ত নহে তদ্রূপ। অনন্ত কোটী জীব পরব্রহ্মের জীবশক্তির অংশ। **মায়াশক্তি**—কোন বস্তু না থাকিলেও যে জন্ত সেই বস্তুর জ্ঞান হয় এবং আত্মা থাকিলেও যে জন্ত তাহার জ্ঞান হয় না, তাহাই আত্মার মায়াশক্তি। এই

মায়ার স্বরূপ আভাস বা প্রতিচ্ছবি এবং অন্ধকারতুল্য। আভাস বা ছায়া-স্থানীয় মায়ার নাম **জীবমায়্যা** এবং অন্ধকার-স্থানীয় মায়ার নাম **গুণমায়্যা**। মায়্যা ত্রিগুণাত্মিকা। ইহাকে জড়শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তিও বলে। জীব যখন স্বীয় স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বহিমুখ হয়, তখন বহিরঙ্গা মায়্যা শক্তির কবলে পতিত হয়। মায়্যাশক্তির কার্যক্ষেত্র প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড। মায়্যা-শক্তির বৃত্তি তিনটি, যথা—প্রধান বা গুণমায়্যা, অবিद्या বা জীবমায়্যা এবং বিद्या বা সাত্বিকী মায়্যা। ঈশ্বরের শক্তিতে প্রধান বা গুণমায়্যা বা জ্যোতীশক্তি জগতের গৌণ উপাদানরূপে পরিণত হয়। অবিद्या বা জীবমায়্যা—অবিद्या, অশ্রুতি, রাগ, ঘেয ও অভিনিবেশ নামক পঞ্চবিধ অজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া বহিমুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করে এবং মায়িক বস্তুতে তাহাকে মুগ্ধ করে। এই মায়্যা বহিমুখ জীবকে কখনও সংসার স্থখ ভোগ করায়, আবার কখনও বা দুঃখ দিয়া জর্জরিত করে। আর বিद्या বা সাত্বিকী মায়্যা অজ্ঞানের নিবর্তক জ্ঞান সৃষ্টি করে (ভাঃ ২।২।৩৪, ৩।১।১৭; গীতা ৭।১৪; চৈ. চ. ২।২।২৬-২৮)।

**শক্তিভ্রম**—অন্তরঙ্গা চিহ্নিত, বহিরঙ্গা মায়্যাশক্তি এবং তটস্থা জীবশক্তি (চৈ. চ. ২।৮।১১৬)। শক্তি ভ্রঃ।

**শক্ত্যাবেশ অবতার**—অবতার ভ্রঃ।

**শঙ্কর পণ্ডিত**—দামোদর পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইহার প্রতি মহাপ্রভুর গুহ্য প্রেম ছিল। নীলাচলে গভীরায় বাসকালে মহাপ্রভু অনেক সময় কৃষ্ণ বিরহে বাহুজ্ঞান গুণ হইতেন ও তাঁহার অঙ্গাদি দ্রব্য বিকৃত হইত। সেজগৎ মহাপ্রভুর রক্ষী হিসাবে শঙ্কর পণ্ডিত মহাপ্রভুর পদতলে গুইয়া তাঁহার পাদসংবাহন করিতেন। একজন্ম ইহার নাম হইয়াছিল মহাপ্রভুর ‘পাদোপধান’। ইনি ব্রজলীলার ভদ্রাসখী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

**শঙ্করাচার্য**—বেদান্তের অদ্বৈতবাদের প্রধান আচার্য। ইনি ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরালা রাজ্যের কালাডি গ্রামে নম্বুত্রি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শঙ্করাচার্য শ্রুতিধর ছিলেন। শৈশবেই বেদবেদান্তাদি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া ১৬ বৎসর বয়সে ভাষ্য রচনা করিয়া বেদান্তাদি প্রচারে ব্রতী হন। ইনি পদব্রজে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া তৎকালে প্রচলিত সকল মতবাদের অসম্পূর্ণতা প্রমাণ করেন। অদ্বৈতবাদ প্রচারের জগৎ ইনি ভারতের চারিপাশ্বে পুরী, দ্বারকা, হিমালয়ের বদরিকাশ্রম এবং দাক্ষিণাত্যে বখাজ্জমে গোবর্ধন, সারদা, জ্যোতি (যোশী) ও শৃঙ্গেরী নামক চারিটি মঠ স্থাপন

করেন। অষ্টৈত্ববাদের মূলতত্ত্ব নিজের শ্লোকাংশে দৃষ্ট হয়—“অহং দেবো ন চাশ্রোহস্মি নিত্যমুক্তঃ স্বভাবান্।” ইহার গ্রন্থ—বেদান্ত দর্শনের শারীরক ভাষ্য, উপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, সহস্রনামভাষ্য, হস্তামলক, মোহমুগ্ধর প্রভৃতি। ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তিরোভাব। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ও প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতি সন্ন্যাসিগণের সহিত বেদান্ত বিচারে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ শঙ্করের প্রতিপাদিত অষ্টৈত্ববাদ খণ্ডন করিয়াছেন (১৫. চ. ১৭।১০১-১৩৯ এবং ২১।১২৩-১৫৭)। মতভেদটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

১. শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নিঃশক্তিক। যে সব শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সর্বিশেষ বলা হইয়াছে, তাহার পারমাধিক মূল্য নাই, উহা তত্ত্ববাচক নহে, ব্যবহারিক।

মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে ব্রহ্ম সর্বিশেষ, সশক্তিক, সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, সর্বশক্তি-সম্পন্ন। কারণ, ব্রহ্ম শব্দের দুইটি অর্থ—বৃহত্তি অর্থাৎ যিনি নিজে বড় এবং বৃহত্তি—যিনি অপরকে বড় করেন। স্মরণ্য তাঁহার শক্তি স্বীকার্য।

২. শঙ্কর-মতে মায়িক উপাধিযুক্ত ব্রহ্মই জীব। মায়িক উপাধিমুক্ত জীবই ব্রহ্ম। মহাপ্রভুর মতে মুখ্যার্থে জীব ব্রহ্মের শক্তি, অংশ অর্থাৎ চিৎকর।

৩. সৃষ্টি সম্পর্কে শঙ্কর পরিণামবাদ গ্রহণ না করিয়া বিবর্তবাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রজ্জুতে সর্পভ্রমের বা শুক্লিতে রজতভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগৎভ্রম। জগৎ মিথ্যা। মহাপ্রভুর মতে জগৎ মিথ্যা নহে, নশ্বর মাত্র। তিনি মুখ্যার্থে পরিণামবাদ স্থাপন করেন।

৪. শঙ্কর-মতে ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্য। শ্রীচৈতন্যের মতে ‘প্রণব’ মহাবাক্য।

৫. শঙ্কর-মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই সৎকৃত তত্ত্ব। শ্রীচৈতন্য-মতে সর্বিশেষ ব্রহ্মই শ্রুতির প্রতিপাদ্য এবং শ্রীকৃষ্ণই সৎকৃত তত্ত্ব।

৬. শঙ্কর-মতে জ্ঞানমার্গের সাধনে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যচিন্তাই অভিধেয়তত্ত্ব। মহাপ্রভুর মতে ভক্তিই বেদ-প্রতিপাদিত অভিধেয় তত্ত্ব।

৭. শঙ্কর-মতে সাধুজ্যামুক্তিই সাধ্যবস্তু এবং জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের ক্ষুরগই সাধনের প্রয়োজন। মহাপ্রভুর মতে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণসেবার জগৎ প্রেমই প্রয়োজন।

শঙ্কা—ব্যভিচারী ভাব প্রঃ।

শচীদেবী—নীলাধর চক্রবর্তীর কন্যা জগন্নাথ মিশ্রের গৃহিণী ও মহাপ্রভু

শ্রীচৈতন্যের জননী। ক্রমে ক্রমে ইহার আটটি কন্যার মৃত্যুর পর বিশ্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বরূপের পর শ্রীগৌরানন্দের জন্ম। বিশ্বরূপ কৈশোরে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেজন্ত শচীদেবীর মনে শ্রীনিমাই সম্বন্ধেও যথেষ্ট আশঙ্কা ছিল। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শচীমাতার কষ্টের অবধি রহিল না। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর শান্তিপুর আসিলে জননীকে আনাইয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া নীলমুচলে বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জননীর প্রতি মহাপ্রভুর অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তিনি নীলাম্বল হইতেই মধ্যে মধ্যে জননীর সংবাদ নিতেন এবং জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ ও প্রসাদীবস্ত্র মায়েয় জন্ত পাঠাইতেন।

**শঠ**—বঞ্চক। যে নায়ক সম্মুখে প্রিয়ভাবী, অসাক্ষাতে অপ্রিয় আচরণকারী এবং নিগূঢ় অপরাধে অপরাধী (চৈ. চ. ২।২।১৭)।

**শতপত্র**—পদ্মপুষ্প (বি. মা. ৫।৩১; চৈ. চ. ৩।১।৪৫ শ্লো:)।

**শঙ্কালঙ্কার**—অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যবহৃত অল্পপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস প্রভৃতি।

**শম**—ভগবানে স্থির মতি (ভা: ১।১।২০৩); বাহ্যেদ্রিয় সংযম (ভা: ৩।৩।৩৩)।

**শরণাগত**—কায়মনোবাক্যে যিনি রক্ষাকর্তার (ভগবানের) আশ্রয় গ্রহণ করেন। শরণাগতির লক্ষণ ছয়টি, যথা—ভজনের অলুকুল বিষয়ে সংকল্প, ভজনের প্রতিকূল বিষয় বর্জন, ‘তিনিই আমার রক্ষাকর্তা’—এরূপ নিশ্চিত বিশ্বাস, গোপ্তৃ বা রক্ষাকর্তারূপে বরণ, আত্মসমর্পণ এবং কার্পণ্য বা আর্তি। **অকিঞ্চন** ও **শরণাগত**—উভয়ে একই লক্ষণ বিद्यমান। উভয় ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পণ আছে। তবে সাধারণতঃ যিনি ভগবৎ সেবার জন্ত সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন তিনি অকিঞ্চন এবং যিনি সংসারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবানে শরণ লইয়াছেন তিনি শরণাগত। অকিঞ্চন সর্বক্ষেত্রেই শরণাগত। কিন্তু শরণাগত অকিঞ্চন নাও হইতে পারেন (হ. ভ. বি. ১।১।৪১৭-১৮ এবং চৈ. চ. ২।২।৫৩-৫৪)।

**শরলা**—শুক ডগা (চৈ. চ. ৩।১।৩৪)।

**শাখাচন্দ্রজ্যোত্স্ন**—বৃক্ষের শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়া চন্দ্রের ক্ষুদ্র অংশ দর্শনের জ্যোত্স্ন (চৈ. চ. ২।২।২১৬)।

**শাটী**—শাড়ী (চৈ. চ. ২।৮।১২২)।

**শাখি**—উপদেশ দাও (গী. ২।৭)।

**শাস্ত্ররহি**—রহিত হ্রঃ।

**শান্তিপুর**—নদীয়া জেলায় গঙ্গাতীরবর্তী প্রসিদ্ধ স্থান। শ্রীঅষ্টোত্তাচার্যের শ্রীপাট।

**শাপিষ**—শাপ দিব ( চৈ. চ. ১।১৭।৫৮ )।

**শাবল্য**—পরম্পরকে মর্দন ( চৈ. চ. ২।২।৫৪, ২।১৩।১৬৪, ৩।১৭।৪৭ )।

**শারীরকভাষ্য**—শঙ্করাচার্য কর্তৃক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য। ইহাতে ঈশ্বর ও জীবের একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ( চৈ. চ. ৩।২।২৪ )।

**শাজ**—ধনু ; বিষ্ণুর ধনু ( চৈ. চ. ১।১৭।১১ )।

**শাস**—শস্ত্র ; নারিকেলের ভিতরের খাত্ত অংশ ( চৈ. চ. ২।১৫।৭২ )।

**শিখরিনী**—দুগ্ধ, দধি, চিনি, ঘৃত, মধু, মরীচ, বীড় লবণ ও কর্পূর—এই সমস্ত দ্রব্যে প্রস্তুত উপাদেয় খাত্তবিশেষ। রসালো ( চৈ. চ. ২।৪।৭৩ )।

**শিখিমাহিতি**—নীলাচলবাসী। ভগবাত দেবের লিখন অধিকারী। মহাপ্রভুর একজন মরমীভক্ত। মহাভাগবত। মহাপ্রভু ইহাকে ও ইহার ভগিনী মাধবী দেবীকে শ্রীরাধার গণভুক্ত মনে করিতেন। ইনি ব্রজলীলায় রাগলেখা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

**শিবকাঞ্চী**—বর্তমানে কাঞ্চীপুরম্ নামে খ্যাত। মাদ্রাজ হইতে ছেচল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহাকে দক্ষিণের কালী বলা হয়। বিষ্ণু-কাঞ্চী দ্রঃ।

**শিবক্ষেত্র**—দক্ষিণ ভারতে ‘তাঞ্জোর’ নগরে অবস্থিত শিবমন্দির ( চৈ. চ. ২।২।৭২ )।

**শিবানন্দ সেন**—কুমারহট্টের ( হালিসহর ) বৈষ্ণবুলে আবির্ভূত। ‘শুণ্ডর বাড়ী কাঁচড়াপাড়ায়। ইহার বংশধরগণ শ্রীহট্টের চৌয়ালিশ পরগনায় আদাপাসা গ্রামে আছেন’ ( বৈ. অ. )। ইহার তিন পুত্র—চৈতন্যদাস, রামদাস এবং পরমানন্দদাস ( কবিকর্ণপুর )। ইনি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্শ্ব ছিলেন। প্রতি বৎসর ইনি গোড়ীয় ভক্তদিগকে প্রভুর আদেশে নীলাচলে লইয়া যাইতেন এবং পথে সকলের আহার-বাসস্থান-খেয়া প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতেন। একবার শিবানন্দ সেন ঘাটীতে আবদ্ধ হওয়ায় পথিমধ্যে ভক্তদের বাসস্থান ও আহারাদির ব্যবস্থা হয় নাই, রাজিও বেশী হইয়াছে। নিত্যানন্দ প্রভু রাগ করিয়া শিবানন্দ সেনকে লাথি মারিলেন। ইনি ইহাতে বিরক্ত না হইয়া প্রভুর একান্ত করুণাজ্ঞানে বলিলেন—“এতদিনে জানিলাম, প্রভু, এই অধমকে ভৃত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ।” শিবানন্দের বৈষ্ণবোচিত দীনতায় নিত্যানন্দ প্রভুর ক্রোধ জল হইয়া গেল। গোয়ালীলার অনেক বিবরণ ইনি

পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন। এবং কবিকর্ণপুর তাহা স্বীয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন।  
ইনি ব্রজলীলার বীরাদূতী বলিয়া কীর্তিত।

**শিয়ালী ভৈরবী**—‘শিয়ালী’ দক্ষিণ ভারতের ‘তাঞ্জোর’ নগরের আটচল্লিশ  
মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগর। এই নগরের ‘ভৈরবী দেবী’  
বিখ্যাত। চৈতন্যদেব দক্ষিণদেশ পরিক্রমাকালে এই দেবীকে দর্শন করিয়া-  
ছিলেন।

**শীত্রেতন**—শীত্রেই যাহার ঘুম ভাঙিয়া যায় (চৈ. চ. ৩।১৩।৬২)।

**শীতলাসন্দ**—নারায়ণের একটি নাম (চৈ. ভা. ১১২।২।১২)।

**শুকাক্ষা**—নীরস ও রুক্ষ (চৈ. চ. ২।৩।৩৬)।

**শুকাক্ষর ব্রজচারী**—নবদ্বীপবাসী কৃষ্ণপ্রেমিক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। চৈতন্যদেব  
একদিন ইহার ঝুলি হইতে ভিক্ষার চাউল নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়াছিলেন।  
মহাপ্রভু একদিন ইহার গৃহেও খোড়সিদ্ধান্ত ভোজন করিয়াছিলেন। ইনি  
মহাপ্রভুর কীর্তনসঙ্গী ছিলেন এবং প্রতি বৎসর মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ত  
নীলাচলেও যাইতেন।

**শুঙ্খ**—জ্ঞান লয় (চৈ. চ. ৩।১৭।১৭)।

**শুভিয়া**—প্রা. শয়ন করিয়া (চৈ. চ. ৩।১২।১১২)।

**শুদ্ধ**—সঙ্গত (চৈ. চ. ১।১৬।৬০)।

**শুদ্ধভক্তি**—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব বিভাগে সামান্য লহরীতে উক্ত নারদপঞ্চ-  
রাত্রবচন (১।১।১১)।

সর্বোপাধিবিনিস্কৃতং তৎপরত্বেন নির্মলম্।

হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিকচ্যতে ॥

**স্নোকে**র অর্থ : সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে ভক্তি  
বলে। সেই সেবা সকল প্রকার উপাধি (সেবা ব্যতীত অন্য বাসনা) শূন্য ও  
সেবাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য—এরূপ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য  
বাসনা, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য দেবতার পূজা, নির্বিশেষ ব্রহ্মাসুন্দান,  
স্বর্গাদিভোগসাধককর্ম—এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির  
অনুকূলে ঐকান্তিকভাবে সাধন-ভজনাতির অনুশীলনই শুদ্ধভক্তি। এরূপ  
ভক্তি দশবিধ। সাধনভক্তি একপ্রকার এবং সাধ্যপ্রেমভক্তি নয় প্রকার।  
রতি বা প্রেমাত্মর জন্মবার পূর্ব পর্যন্ত যে ভজন তাহার নাম **সাধনভক্তি**  
(সাধনভক্তিঃ)। **প্রেমভক্তি**—রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ,

অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব। রতি ও প্রেম দ্রঃ (চৈ. চ. ২।১০।১৪৮-৪৯ এবং ২।২০।২৩-২৭)।

### শুদ্ধসত্ত্ব, বিশুদ্ধসত্ত্ব—

সচ্চিদানন্দ—পূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।

একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ ॥

আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সঙ্কিনী।

চিদংশে সখিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি ॥

সঙ্কিনীর সার অংশ “শুদ্ধসত্ত্ব” নাম।

ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম ॥

পিতামাতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।

এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥—চৈ. চ. ১।৪।৫৪-৫৭।

হ্লাদিনী সঙ্কিনী সম্বিতাত্মিকা চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষের নাম শুদ্ধসত্ত্ব। এই তিন শক্তির সম্মিলিত অভিব্যক্তিবিশেষই শুদ্ধসত্ত্ব। শুদ্ধসত্ত্বে কখনও হ্লাদিনীর, কখনও সঙ্কিনীর, কখনও-বা সখিতের প্রাধাত্য দৃষ্ট হয়। হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে **গুহ্যবিজ্ঞা**, সঙ্কিনীপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে **আধারশক্তি** এবং সখিৎপ্রধান শুদ্ধসত্ত্বকে **আত্মবিজ্ঞা** বলে। গুহ্যবিজ্ঞার দুইটি বৃত্তি—ইহা ভক্তি ও ভক্তির প্রবর্তক। আত্মবিজ্ঞার দুইটি বৃত্তি—ইহা জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রবর্তক। আর আধারশক্তির পরিণতিই—ভগবদ্ধামাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পিতা, শয্যা, আসন, পাহুকাদি। শুদ্ধসত্ত্বে মায়ার কোন সংস্পর্শ নাই বলিয়া ইহাকে বিশুদ্ধসত্ত্বও বলে। বিশুদ্ধসত্ত্বে যখন তিনটি শক্তিরই যুগপৎ সমানভাবে অভিব্যক্তি থাকে তখন তাহাকে **মূর্তি** বলে। যথা—ইদমেব বিশুদ্ধসত্ত্বং সঙ্কিণ্ডংশ প্রধানং চেদাধার শক্তিঃ। সখিদংশ প্রধানমাত্মবিজ্ঞা। হ্লাদিনীসারাংশ প্রধানং গুহ্যবিজ্ঞা। যুগপৎ শক্তিত্রয় প্রধানং মূর্তিঃ। —ভগবৎসন্দর্ভঃ-১১৮।

**শুভানন্দ (বিজ্ঞা)**—চৈতন্যশাখা। পুরীধামে রথাগ্রে মহাপ্রভুর কীর্তন ও নৃত্যের সময়ে ইনি প্রধান কীর্তনীয় শ্রীবাসের দলে একজন দোহার ছিলেন। মহাপ্রভুর অঙ্গে সে সময় অষ্ট সাত্বিক ভাবের উদয় হইত। তাঁহার মুখ হইতে যে ফেন নির্গত হইত, তাহা ভক্ত শুভানন্দ পান করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত হইয়া পড়িতেন (চৈ. চ. ২।১৩।৩৮, ১০৫)।

**শুদ্ধ বৈরাগ্য**—কৃষ্ণ বৈরাগ্য। ভক্তিপ্রতিকূল বৈরাগ্য। মুমুকু ব্যক্তিগণ কর্তৃক মায়িক বস্ত্রবোধে হরি সধ্বজি মহাপ্রসাদাদির পরিত্যাগ। মহাপ্রসাদাদি ত্যাগ দুই প্রকার—কামনা না করা এবং প্রাপ্ত প্রসাদের উপেক্ষা। দ্বিতীয়টি

বৈষ্ণব-অপরাধ মধ্যে গণ্য (চৈ. চ. ২।২৩।৫৬; ভ. র. সি. ১।২।১২৬)।  
যুক্ত বৈরাগ্য ভ্রঃ।

শূলার রস—উজ্জল রস। বিভাব অমৃতাবাদি সংযোগে অপূর্ব-স্বাদুতাপ্রাপ্ত  
মধুরারতি (চৈ. চ. ২।৮।১১২; ২।২৩।৪২)।

শূঙ্গেরী মঠ—সিংহারি মঠ ভ্রঃ।

শেষ—১. অনন্তদেব। অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের 'সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, গৃহ,  
ছত্র' প্রভৃতি রূপে নিজেকে পরিণত করিতে পারেন বলিয়া তাঁহাকে শেষ  
বলে (চৈ. চ. ১।৫।১০৬-০৭)। ২. অন্ত। শেষভা—১. নির্মালা,  
প্রসাদ; ২. শেষত্ব, উপকারিত্ব। 'শেষত্ব চ যথেষ্ট বিনিয়োগার্হত্বম্'।—অর্থাৎ  
নিজের ইচ্ছামত নিজেকে বিনিয়োগ করার সামর্থ্য।

শেষশায়ী—১. ব্রজমণ্ডলের তীর্থ (চৈ. চ. ২।১৮।৫৮)। ২. জনার্দন।

শৈলুধী—উত্তম নটী (গোবিন্দলীলামৃত ৮।৭৭; চৈ. চ. ১।৪।১৮ স্তোঃ)।

শোধ—শোধন (পরিষ্কার) কর (চৈ. চ. ২।১২।২০)।

শোভা—অলঙ্কার ভ্রঃ।

শোষ—শুকতা, তৃষ্ণা (চৈ. চ. ২।৪।২৫)।

শৌলক—নৈমিষারণ্যবাসী কুলপতি ঋষি।

শ্বপচ—চণ্ডাল (চৈ. চ. ২।১৮।১১৫)।

শ্রদ্ধা—শাস্ত্রবাক্যে স্মৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাস। শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তিমার্গের প্রকৃত  
অধিকারী। শ্রদ্ধা ত্রিবিধ, যথা—উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ বা কোমল। শাস্ত্র-  
জ্ঞানে ও তদনুগত যুক্তিতে নিঃসন্দেহ বিশ্বাস—উত্তম বা প্রোঢ় শ্রদ্ধা। এরূপ  
শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তিমার্গের উত্তম অধিকারী। শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিতে অভিজ্ঞতা  
ব্যতীতও যে অবিকলিত বিশ্বাস তাহা মধ্যম শ্রদ্ধা। এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি  
ভক্তিমার্গের মধ্যম অধিকারী। যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস প্রতিকূল যুক্তিতে বিচলিত  
হইতে পারে, তাহা কনিষ্ঠ বা কোমল শ্রদ্ধা। এরূপ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি ভক্তি-  
মার্গের কনিষ্ঠ অধিকারী (চৈ. চ. ২।২২।৩৬-৪১)।

শ্রবণ—কর্ণ (চৈ. চ. ১।৪।২২)।

শ্রম—ব্যভিচারী ভাব ভ্রঃ।

শ্রীকান্ত সেন—কুমারহট্টের শিবানন্দ সেনের ভাগিনেয়। মহাপ্রভুর একান্ত  
ভক্ত। ইনি প্রতি বৎসর চৈতন্তদেবকে দর্শনের জন্য নীলাচলে যাইতেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত—শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যতি যঃ সঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তঃ। চিৎ ধাতুর অর্থ  
সংজ্ঞান। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে বোধ করান তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত। অথবা

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্তঃ সমাক্ জ্ঞানং যতঃ সঃ—শ্রীকৃষ্ণের সমাক্জ্ঞান বাহা হইতে হয় তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত। গৌরান্দ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসাশ্রমের নাম। গৌর ভ্রঃ।

শ্রীধনু—বর্ধমান জেলায়। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের শ্রীপাট।

শ্রীজীব গোস্বামী—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ইহার বংশ পরিচয় প্রভৃতির বিবরণ ‘রূপ গোস্বামী’-তে পঠিতব্য। ইনি বাল্যকালে রামকেলিতে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব অধ্যয়নের জন্ত প্রথমে নবদ্বীপে, পরে কাশীতে ও সর্বশেষে বৃন্দাবনে গমন করেন। কাশীতে সর্বশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীল মধুসূদন বাচস্পতির নিকটে ন্যায়বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে পিতৃব্য রূপ-সনাতনের নিকটে ইনি ভক্তিশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া সর্বজনবরণ্য বৈষ্ণব আচার্যের সম্মান লাভ করেন। ইনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অন্যতম শিক্ষাগুরু। গোড়দেশ হইতে আগত শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্রীমানন্দ ঠাকুর প্রভৃতি ইহার নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহাদের সঙ্গে ইনি গোড়দেশে গোস্বামি-গ্রন্থ সমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রণীত গ্রন্থসমূহের মধ্যে কয়েকখানা প্রধান গ্রন্থের নাম—হরিনামামৃত ব্যাকরণ, স্তব্রমালিকা, ধাতুসংগ্রহ, কৃষ্ণার্চন-দীপিকা, গোপালবিরুদাবলী, রসামৃতশেষ, শ্রীমাধবমহোৎসব, শ্রীসকল-কল্লভরু, গোপালচম্পু, গোপালতাপনী টীকা, ব্রহ্মসংহিতা টীকা, ভক্তিরসামৃত-সিঙ্ধু টীকা, শ্রীউজ্জলনীলমণি টীকা, যোগসারস্বত টীকা, অগ্নিপুরণস্থ গায়ত্রী বিবৃতি, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন, শ্রীরাধিকার চরণচিহ্ন, শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রমসন্দর্ভ টীকা, ভাগবত সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ, সর্বসম্বাদিনী প্রভৃতি। ইনি ব্রজের কাত্যায়নী ছিলেন বলিয়া কীর্তিত।

শ্রীধর—নবদ্বীপের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত। ইনি কলার খোল, খোড় প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেন এবং সর্বদা কৃষ্ণনামে বিভোর থাকিতেন। শ্রীধর মহাপ্রভুর একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন ইনি মহাপ্রভুকে এক খণ্ড খোড় ও একটি খোলার ডোকা বিনামূল্যে দিতেন। মহাপ্রভু ইহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া নবদ্বীপে ইহাকে স্বীয় শ্রামরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীধরকে মহাপ্রভু ইচ্ছাক্রমে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীধর কোন ঐহিক ঐশ্বর্য না চাহিয়া জন্মে জন্মে তাঁহার ভক্ত হইতে চাহিয়া-ছিলেন। ইনি প্রতিবৎসর নীলাচলে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ত যাইতেন। ইনি ব্রজের কুন্ডমাসব সখা বা মধুমঙ্গল বলিয়া কথিত।

শ্রীধর—ব্রজমণ্ডলের দ্বাদশ বনের একটি।

**শ্রীবাস, শ্রীনিবাস**—শ্রীহট্টে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত, পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। পিতার নাম জলধর পণ্ডিত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কুমারহট্টে চলিয়া যান। ইহার পরী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ প্রভু মা ডাকিতেন এবং শিশুর ছায় ইহার জন্ত পান করিতেন। শ্রীবাসেরা চারি সহোদর—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে শ্রীবাসাদি শ্রীঅষ্টমতের সভায় কৃষ্ণকথা শুনিতেন এবং রাজিতে নিজগৃহে হরিনাম কীর্তন করিতেন। গয়াধামে পিতৃকার্যের জন্ত গমনের পূর্বে মহাপ্রভু ছায়-শাস্ত্রাদি আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বৈষ্ণবদের সভায় যোগদান করিতেন না। গয়াধামে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর সংস্পর্শে আসায় মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রমে বিভোর হইয়া পড়েন এবং গয়া হইতে আসিয়া শ্রীবাসের আশ্রিনায় হরিনাম কীর্তনে যোগদান করেন। এখানেই তিনি নানাপ্রকার কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন। শ্রীবাসের অন্তরে কীর্তনের সময়ে ইহার একপুত্র পরলোকগমন করেন। কিন্তু মহাপ্রভুর কীর্তনে বা ভাবাবেশে বাধা পড়িবে বলিয়া শ্রীবাস পুত্রবিয়োগব্যথাও গোপন করিয়া নামকীর্তন করিতেছিলেন। শ্রীবাসের সমগ্র পরিবার ও দাসদাসী সকলেই মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। শ্রীবাসেরা রথযাত্রার সময়ে মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ত পুরীধামে যাইতেন। শ্রীবাসের ভ্রাতৃপুত্রী নারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্যের অশেষ রূপাপাত্রী ছিলেন এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রণেতা শ্রীল বৃন্দাবনদাসের জননী ছিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত পূর্বজন্মে নারদ ছিলেন বলিয়া কীর্তিত।

**শ্রীবৈকুণ্ঠ**—শ্রীবৈকুণ্ঠম্। দক্ষিণ ভারতে “আলোয়ার তিরুনগরী” হইতে চারি মাইল উত্তরে এবং ‘তিনেভেলী’ হইতে বোল মাইল দক্ষিণ-পূর্বে তাম্রপর্ণী নদীতীরে অবস্থিত বৈষ্ণবতীর্থ।

**শ্রীভূ-লীলা শক্তি**—শ্রীভগবানের তিনটি মূখ্যশক্তি, যথা—শ্রী-শক্তি, ভূ-শক্তি ও লীলা-শক্তি। শ্রী—লক্ষ্মী, ভূ—উৎপত্তিস্থিতির অধিষ্ঠাত্রী ও লীলা—শ্রীভগবানের লীলাবিধায়িনী শক্তি। ভূদেবী ও লীলাদেবী লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে থাকেন (চৈ. চ. ১।৫।২৪)।

**শ্রীরাম পণ্ডিত**—চৈতন্যশাখার মহাস্ত। ইহারও একটি শাখা আছে। উহার সকলে মহাপ্রভুর ‘নিজভূতা’। মহাপ্রভুর নৃত্যকালে শ্রীরাম পণ্ডিত ‘দেউট’ (প্রদীপ) ধরিতেন (চৈ. চ. ১।১০।৩৫)। মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ত ইনি বর্ষে বর্ষে রথযাত্রার সময়ে পুরীধামে যাইতেন।

**শ্রীরামক্ষেত্র**—শ্রীরামম্। মাজার রাজ্যে ‘জিচিনাপলী’-র উত্তরে কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত বিখ্যাত বৈষ্ণবতীর্থ। বিগ্রহের নাম শ্রীরামনাথ। দক্ষিণ

ভারতে রঙ্গনাথের মন্দির তিনটি। আদি রঙ্গনাথ—শ্রীরঙ্গপাটনায়—মহীশূর নগর হইতে ১০ মাইল উত্তরে; মধ্য রঙ্গনাথের মন্দির শিবসমুদ্রমে—মহীশূর হইতে ৪৮ মাইল দূরে এবং অন্ত্যরঙ্গনাথ শ্রীরঙ্গমে। তিনটি তীর্থই কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। যামুনার্চ্য, রামানুজার্চ্য প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্যগণ শ্রীরঙ্গমের মহাস্থ ছিলেন।

**শ্রীরাধপণ্ডিত**—শ্রীবাস ঙঃ।

**শ্রীরূপগোস্বামী**—রূপগোস্বামী ঙঃ।

**শ্রীশৈল**—মলয় পর্বতের উত্তরাংশ। বর্তমানে ‘পালসী হিল্‌স্’ নামে খ্যাত।

**শ্রীসনাতন গোস্বামী**—সনাতন গোস্বামী ঙঃ।

**শ্রীহট্ট**—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র, মাতামহ নীলাশ্বর চক্রবর্তী, অষ্টৈতার্চ্য এবং মুরারী গুপ্ত, শ্রীবাস, চন্দ্রশেখর আচার্যরত্ন প্রভৃতি বহু শ্রীগৌরানু পার্শ্বদের জন্মভূমি। ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই জেলার করিমগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত বাকী অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার ঢাকা দক্ষিণে অত্যাঁপি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাটী ও বিগ্রহ বিद्यমান। এখানে রথযাত্রা, কুলন ও চৈত্রমাসে রবিবারীতে মেলা বসে।

**শ্রুত, শ্রুতি**—বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্র। অধিগম ঙঃ।

**শ্রুতেদ্ধিত পথ**—শ্রুত (বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণ) দ্বারা দ্রষ্ট (দৃষ্ট) পথ (প্রাপ্তির উপায়) সাধারণ। বেদাদি শাস্ত্র শ্রবণে সাধারণ প্রাপ্তির উপায় দৃষ্ট হয়।

**শ্রেয়ঃ স্মৃতি**—শ্রেয়ের (মঙ্গলের) স্মৃতি (উপায়, মার্গ, রাস্তা)-স্বরূপ। কল্যাণ-লাভের উপায়-স্বরূপ (ভাঃ ১০।১৪।৪)।

**শ্চাম্বরস**—শ্চাম্বর রস (চৈ. চ. ২।৮।১৪১)

—

**ষট্চক্র** (যোগশাস্ত্রোক্ত)—দেহমধ্যস্থ সুষুম্নানাড়ীতে অবস্থিত পদ্মাকার ছয়টি চক্র। যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা।

**ষট্-সন্দর্ভ**—শ্রীজীবগোস্বামীকৃত বৈষ্ণব দর্শন গ্রন্থ। ইহার অপর নাম ভাগবৎ-সন্দর্ভ। তত্ত্ব-সন্দর্ভ, ভগবৎ-সন্দর্ভ, পরমাত্ম-সন্দর্ভ, শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ, ভক্তি-সন্দর্ভ ও প্রীতি-সন্দর্ভ ইহার অন্তর্গত।

**ষড়ঙ্গপূজা**—অন্ন, জল, বস্ত্র, দীপ, তাম্বুল ও আসন—এই ছয়টি অঙ্গসহ পূজা (চৈ. ভা. ১৬৭।১।২৮)।

**ষড়্ভুজ**—গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ ও শক্তি ।

**ষড়্‌দর্শন**—মীমাংসা ( পূর্ব মীমাংসা ), বেদান্ত ( উত্তর মীমাংসা ), সাংখ্য, পাতঞ্জল যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক । ইহারা সকলেই বেদ স্বীকার করিয়াছেন, এজন্য ইহাদিগকে **আস্তিক দর্শন** বলে । মীমাংসা—জৈমিনিকৃত, বেদান্ত—বাদরায়ণ বা ব্যাসকৃত, সাংখ্য—কপিলকৃত ( এই কপিল ভাগবতোক্ত দেবহুতি-পুত্র কপিল নহেন ), যোগ—পতঞ্জলিকৃত, ন্যায়—গোতমকৃত এবং বৈশেষিক—কণাদকৃত ( চৈ. চ. ২।১৭।২২ ) ।

**ষড়্‌বর্গ** ( জ্যোতিষ শাস্ত্রে )—জাতকের জন্মকালীন শুভাশুভ ফলসূচক—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্ষাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ—ইহাদের সমষ্টিকে **ষড়্‌বর্গ** বলে ।

**ষড়ৈশ্বর্য**—প্রভুত্ব, পরাক্রম, যশ, সম্পদ, জ্ঞান ও বৈরাগ্য ( চৈ. চ. ২।২।১৭ ) ।  
উগবান ত্রঃ ।

**ষাঠীর মাতা**—নীলাচলের সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পত্নী । ইহার কন্যার নাম ষাঠী ( চৈ. চ. ২।১৫।২২৪ ) ।

**ষোড়শ কলা**—পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ( চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ ), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ( বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ), মন এবং পঞ্চ মহাত্মত ( ক্রিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম ) ( ভাঃ ১।৩।১ ; চৈ. চ. ১।৫।১৩ শ্লোঃ ) ।

**ষোল সাজ**—যাহা বহন করিতে বজ্রিশ জন লোকের দরকার ( চৈ. চ. ১।১০।১১৪ ) ।

## স

**সংকর্ষণ**—আকর্ষণ, বলদেব । দ্বারকা ও পরব্যোম চতুর্বাহের দ্বিতীয় বাহ ।  
চতুর্বাহ ত্রঃ ।

**সংখ্য**—যুদ্ধ ( গী. ১।৪৭ ) ।

**সজ্জা**—চিত্রজগৎ ত্রঃ ।

**সংঘটনা**—সামঞ্জস্যময় ঘটনাসম্মিলন ( চৈ. চ. ৩।১।৬৫ ) ।

**সংবিত্ত, সন্নিহ**—জ্ঞান ( চৈ. চ. ১।১২।২০ ) । **সন্নিহ শক্তি**—চিং বা জ্ঞান-বিষয়ক শক্তি ( চৈ. চ. ১।৪।৫৫ ) ।

**সংলাপ**—উক্তি ও প্রত্যুক্তিময় বাক্য ( চৈ. চ. ১।১৬।৩০ ) ।

**সংস্থিত**—যুত ( চৈ. চ. ৩।১।১১ শ্লোঃ ) ; স্থিত, সন্নিবিষ্ট, সমাপ্ত ।

**সখী**—শ্রীরাধার প্রায় সমজাতীয় সেবায় ধাহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি বিধান করেন, তাহারা সখী । ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি । ইহারা স্বরূপ শক্তি । **সখীতাবে**

**সাধক**—সখীভাবে সখীদের আনুগত্যে ভজন। সখীভাবে অর্থ—সাধক নিজে ঐরাধার কিস্করীরূপা এক গোপকিশোরী—এইরূপ ভাবে। ইহাকে **রাগানুগ** ভজন বলে। এই ভজনে ঐশ্বর্যজ্ঞান থাকে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐশ্বর্যজ্ঞান বা ঐক্যের মহিমা জ্ঞান হয় না। মঞ্জরী দ্রঃ।

**সখ্যরতি**—রতি দ্রঃ।

**সঙ্গম**—একত্রবাস (১৫. চ. ২।১।১৮৬)।

**সঙ্গমট**—ভিড় (১৫. চ. ২।১।১৪০)।

**সজাতীয়**—ভেদ দ্রঃ।

**সঞ্চয়**—সমূহ (১৫. চ. ২।৪।৭২)।

**সঞ্চয়ন**—একত্রিত (১৫. চ. ৩।১০।১০৮)।

**সঞ্চারি**—প্রচার করিয়া (১৫. চ. ১।১৭।২০৩); অনুপ্রবিষ্ট করা (১৫. চ. ৩।১।৮১)।

**সঞ্চারী ভাব**—ব্যভিচারী ভাব দ্রঃ।

**সঙ্গম**—১. কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রবক্তা। ইনি বাসপ্রসাদে দিব্য চক্ষু-কর্ণ লাভ করিয়া অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণাজুনসংবাদ বর্ণনা করেন। যুদ্ধান্তে সাতাকি ইহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বাসদেব নিষেধ করেন। ইহার শেষ জীবন তপস্যায় অতিবাহিত হয়।

**মুকুন্দসঙ্গম**—চৈতন্যদেবের নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ ছাত্র। ইহার পুত্র পুরুষোত্তমও মহাপ্রভুর ছাত্র ছিলেন। মুকুন্দসঙ্গমের গৃহে মহাপ্রভুর চতুপাঠী ছিল। ইনি নবদ্বীপে মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন এবং নীলাচলেও তাঁহাকে দর্শনের জন্ম যাইতেন।

**সড়াগন্ধ**—পঁচাগন্ধ (১৫. চ. ৩।৬।৩০২)।

**সড়ি**—পঁচিয়া (১৫. চ. ৩।৬।৩০৮)।

**সৎকার**—প্রশংসা (১৫. চ. ১।১৬।৩৫)।

**সত্তা**—স্থিতি।

**সত্যভানু**—বালগোপালের জনৈক উপাসক। জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীবাস পণ্ডিতের সমসাময়িক। শ্রীহট্টবাসী বিপ্র। ইনি নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হইয়া ইষ্টদেব ৮বালগোপালকে অন্ন নিবেদন করিলে দুগ্ধপোষ্য নিমাই সেই অন্ন গ্রহণ করেন। তিনবার এরূপ হইলে তিনি ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারেন নিমাই-ই তাঁহার ইষ্টদেব বালগোপাল। তখন শ্রীগোপাল তাঁহাকে স্বরূপে দর্শন দিয়া উদ্ধার করেন (১৫. চ. ১।১৪।৩৪)।

**সত্যভামাপুর**—উড়িষ্যা রাজ্যে পুরীর অদূরে একটি গ্রাম। এই স্থানে দেবী সত্যভামা শ্রীরূপ গোস্বামীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া ব্রজলীলা ও দ্বারকালীলা পৃথকভাবে রচনা করিতে আদেশ করেন। ইহার ফলে শ্রীরূপ বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধব নামক দুইখানি নাটক রচনা করেন।

**সত্যরাজ খান**—কুলীনগ্রামবাসী গুণরাজ খানের পুত্র লক্ষ্মীনাথ বসু। উপাধি সত্যরাজ খান। চৈতন্যদেবের একান্ত ভক্ত। রামানন্দ বসু ঙ্রঃ।

**সদাচার**—বৈষ্ণবের পক্ষে কৃষ্ণস্মৃতিই মুখ্য সদাচার।

**সদাভিনব**—অভিধেয় ঙ্রঃ।

**সদাশিব কবিরাজ**—নিত্যানন্দশাখা। বৈষ্ণবংশে আবির্ভূত। পিতা—কংসারি সেন। পুত্র—পুরুষোত্তম দাস। পৌত্র—কান্ঠঠাকুর। ইহার চারি পুরুষ গৌরপার্শদ। ব্রজলীলার চন্দ্রাবলী। পুরুষোত্তম দাস ও কান্ঠঠাকুর ঙ্রঃ।

**সঙ্ঘর্ষ শিক্ষা পৃচ্ছা**—সঙ্ঘর্ষ অর্থ সতের ধর্ম, অর্থাৎ সাধু মহাজনদিগের আচরিত ধর্ম, অথবা সংসংস্কীয় ধর্ম বা ভাগবত ধর্ম। এরূপ শিক্ষা বা এরূপ ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন বা নিবেদন (চৈ. চ. ২।২২।৬১)।

**সনকাদি**—ব্রহ্মার চারি মানসপুত্র, যথা—সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার।

**সনাতন গোস্বামী**—বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর অন্যতম। ভরদ্বাজ গোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ। পিতা—কুমারদেব। ভ্রাতা—রূপ গোস্বামী ও অরূপম বল্লভ। অরূপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী। সনাতন গোড়েশ্বর হুসেন সাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। গোড়েশ্বর—দত্ত নাম সাকর মল্লিক। রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর তিনি ইহার নাম দেন সনাতন। ইনি মহাপ্রভুর গুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রধানমন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া চীরধারী অযাচক অনিকেতন বৈষ্ণবে পরিণত হন। ঝারিখণ্ড পথে পদব্রজে নীলাচল আসায় ইহার অঙ্গে দূষিত কণ্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। এই কারণে এবং যবন রাজের অধীনে ছিলেন বলিয়া ইনি নিজেকে অপ্সৃশ্ণ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহাকে কোল দিয়াছিলেন এবং কাশীতে ইহাকে সাধ্য-সাধন ও সঙ্ঘর্ষ-অভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, ২০শ-২৪শ পরিচ্ছেদে ইহা বিবৃত হইয়াছে। ইনি মহাপ্রভুর আদেশে বৃন্দাবনে গিয়া লুণ্ঠতীর্থাদি উদ্ধার করেন এবং বহু ভক্তি-শাস্ত্র রচনা করেন। তদ্ব্যতীত বৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টাকা, শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী টাকা, দশম চরিতাদি বিশেষ

প্রসিদ্ধ। ব্রজলীলায় ইনি রতিমঞ্জরী, নাম ভেদে লবঙ্গমঞ্জরী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার বংশ পরিচয় ও অন্তান্ত বিবরণ ‘রূপ গোস্বামী’-তে দ্রষ্টব্য।

**সন্দেশ**—আদেশ, বার্তা।

**সন্ধি**—ভাবসন্ধি। এক কারণজনিত বা বহুকারণজনিত দুই বা বহু ভাব একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাকে সন্ধি বলে। যথা—স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্য সন্ধিঃ শ্রান্তাবলোমূর্তিঃ (চৈ. চ. ২।২।৫৪)।

**সন্ধিনী শক্তি**—সত্তা বিষয়ক শক্তি। শক্তি ত্রঃ।

**সপ্তঋষি**—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

**সপ্তগোদাবরী**—মাত্রাজ রাজ্যে রাজমহেন্দ্রী জেলায় সপ্তগোদাবরী নামে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। ইহার অপর নাম ‘গৌতমী সঙ্গম’। গোদাবরীর সাতটি শাখা, যথা—বাগগঙ্গা, উর্বা, পাণিগঙ্গা, মঞ্জিরা, পূর্ণা, ইন্দ্রবতী ও গোদাবরী। মহাভারত, বনপর্বের ৮৫তম অধ্যায়ে সপ্তগোদাবরীর উল্লেখ আছে।

**সপ্তগ্রাম**—কলিকাতা হইতে সাতাশ মাইল দূরে হুগলী জেলায় আদি সপ্তগ্রাম নামে একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। ইহার অল্প দূরে সপ্তগ্রাম। পূর্বে এখানে বাহুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সপ্তগ্রাম ও শঙ্খনগর নামে সাতটি গ্রাম ছিল; প্রাচীন সপ্তগ্রাম সরস্বতী নদীতীরের একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ও বন্দর ছিল। ইহা রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাবস্থান। এই স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের পাটবাড়ী অত্যাশি বিদ্যমান।

**সপ্তদ্বীপ**—জম্বু, প্রহ্ম, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুন্ডর (চৈ.চ. ২।২।৩২১ ; ৩।২।২-১০)।

**সপ্তভূত্বিনয়**—ঋষিগম ত্রঃ।

**সপ্তসমুদ্র**—লবণ, ইক্ষু (রস), স্রুয়া, স্নাত, দধি, দুগ্ধ ও জল সমুদ্র। দধি-সমুদ্রের অপর নাম ক্ষীর সমুদ্র বা ক্ষীরাক্ষি (চৈ. চ. ২।২।৩২১)।

**সবল**—সোমযাগ (ভাঃ ৩।৩৩।৬ ; চৈ. চ. ২।১৬।৩ শ্লোঃ)।

**সবে**—কেবলমাত্র (চৈ. চ. ১।৪।১৩২), একমাত্র (চৈ. চ. ২।১।১৮৮)।

**সবের**—সকলের (চৈ. চ. ১।১০।১৪২)।

**সত্তা**—সকল (চৈ. চ. ১।৬।৬০) ; সমিতি (চৈ. চ. ২।৫।২০) **সত্তাতে**—সকলের মধ্যে (চৈ. চ. ১।১।৪১)। **সত্তায়**—সকলকে (চৈ. চ. ১।১৩।১০৫) ;

**সত্তায়**—সকলের (চৈ. চ. ১।৭।৬২) ; **সত্তায়**—সকলকে (চৈ. চ. ১।৭।২৩)।

**সমঞ্জস৷** বৃত্তি—রতি দ্রঃ ।

**সমর্থ**—পারগ ( চৈ. চ. ২।২২।৫১ ) ।

**সমর্থ৷** বৃত্তি—রতি দ্রঃ ।

**সমস্ত**—নায়িকা দ্রঃ ।

**সম্মাধান**—শেষ ( চৈ. চ. ২।২।১০৮ ) ; নির্বাহ ( চৈ. চ. ৩।১।১১ ) ।

**সমুখে**—বুকে ( চৈ. চ. ১।১২।৫২ ) ।

**সম্পূট**—কোটা ( চৈ. চ. ২।১৪।১২৮ ) ।

**সম্বন্ধভক্ত**—সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় । ঐহা হইতে সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় । ঐহাতে সমস্ত জগৎ অবস্থিত । তিনিই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় ( চৈ. চ. ২।২০।১০২, ২।২২।২ ) ।

ভগবান ব্রহ্মাকে বলেন—আমি ‘সম্বন্ধ তত্ত্ব’, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান ।

আমা পাইতে সাধন ভক্তি ‘অভিধেয়’ নাম ॥

সাধনের ফল প্রেম মূল ‘প্রয়োজন’ ।

সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন ॥—চৈ. চ. ২।১৫।৮৬-৮৭

অর্থাৎ ভগবানই **সম্বন্ধভক্ত** ; তাঁহার সম্বন্ধীয় জ্ঞান এবং তাঁহার সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানও সম্বন্ধভক্তেরই অন্তর্ভুক্ত । ভগবানকে পাইবার উপায়স্বরূপ যে সাধনভক্তি, তাহাই **অভিধেয়ভক্ত** । আর এই সাধনের ফল যে প্রেম, তাহাই **প্রয়োজন** ভক্ত । যেহেতু, এই প্রেমের দ্বারাই জীব ভগবানের সেবা লাভ করিয়া থাকে ।

**সম্বিৎ, সম্বিত্‌শক্তি**—সংবিত্ত দ্রঃ ।

**সম্ভাবিত**—মানী ব্যক্তি ( গী. ২।৩৪ ) ।

**সম্ভাল**—ধৈর্য ।

**সন্নী**—পথ ।

**সন্নান**—প্রসিক্ত রাস্তা ( চৈ. চ. ৩।৩।১৮৩ ) ।

**সন্নি**—শেষ হইয়া ( চৈ. চ. ২।৪।১২০ ) ।

**সক্**—কৃশ ( চৈ. চ. ৩।১০।৯২ ) ।

**সর্গ**—পদার্থ দ্রঃ ।

**সর্ব অবতংগ**—সর্বশ্রেষ্ঠ ।

**সর্বকারণকারণ**—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অনাদি, কিন্তু আবার সকলের আদি,

সমস্ত কারণের কারণ । যথা—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।

অনাদিরাদির্গৌবিন্দঃ সর্বকারণ কারণম্ ॥ ব্রহ্মসংহিতা-৫।১

**সর্বজিহ্বা**—সর্বময় কর্তা, সর্বজয়ী (চৈ. চ. ১।৫।৩৫)।

**সহজ**—প্রকৃত স্বাভাবিক কথা (চৈ. চ. ২।১৫।২৫৪)। **সহজ বস্তু**—প্রকৃততত্ত্ব (চৈ. চ. ২।২।৭৫)।

**সহস্রপাদ, সহস্রপাৎ**—সহস্রপাদ (চরণ বা রশ্মি) যাহার। ত্রীবিধ। সূর্য।

**সহস্রার**—সহস্র অর (দল) যাহার। যোগশাস্ত্রে উক্ত শিরোমধ্যস্থ সুষ্মানাজীস্থিত সহস্রদলপদ।

**সাঁচা**—প্রা. সত্য (চৈ. চ. ১।১৭।১৪২)।

**সাজন**—প্রা. সজ্জা (চৈ. চ. ২।১৪।১২৩)। **সাজনি**—সজ্জা (চৈ. চ. ২।১৩।১৮)।

**সাত্ত্ব, সাত্ত্বত**—১. নারদপঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্র (চৈ. চ. ২।১২।৩১ শ্লোঃ); ২. ভক্তজন (ভাঃ ২।২।১৪); ৩. যদুবংশীয় বীরগণ—ত্রীজীব।

**সাত্ত্বিক ভাব**—ভগবৎসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ দ্বারা চিত্ত আক্রান্ত হইলে সেই চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবসমূহকে বলে সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার। যথা—স্তম্ভ, শ্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্ছা) (চৈ. চ. ২।২৬২, ২।৩।১১২, ২।৬।১১)।

**স্তম্ভ**—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য, বিষাদ ও অমর্ষ হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়। ইহাতে বাক্যাদি শূন্যতা, নিশ্চলতা, শূন্যতাাদি জন্মে; কর্মেদ্রিয় ও জ্ঞানেদ্রিয়ের ক্রিয়াদি লোপ হয়। **শ্বেদ**—ঘর্ষ। হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদিবশতঃ শরীরের রুদ্ধ বা আর্দ্রতাকে শ্বেদ বলে। **রোমাঞ্চ**—লোমোদগম; পুলক। আশ্চর্য বস্তুর

দর্শন, হর্ষ, উৎসাহ ও ভয়াদি-বশতঃ রোমাঞ্চ হয়; ইহাতে রোমসকলের উদগম ও গাত্রসমূহের পরস্পর সংলগ্নতাাদি হয়। **স্বরভেদ**—বিষাদ, বিষ্ময়, ক্রোধ, আনন্দ ও ভয়াদি হইতে স্বরভেদ হয়। ইহাতে স্বরের বিকৃতি জন্মে;

বাক্য গদগদ (অস্পষ্ট) হয়। **কম্প**—ক্রোধ, ত্রাস ও হর্ষাদি দ্বারা গাত্রের যে চাকলা, তাহাকে কম্প বলে। **বৈবর্ণ্য**—বর্ণের অগ্রথাভাব। বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদিবশতঃ বর্ণবিকারের নাম বৈবর্ণ্য। ইহাতে মলিনতা ও ক্লেশতা হয়।

**জল**—নেত্র-জল। হর্ষ, ক্রোধ ও বিষাদাদিবশতঃ বিনা চেষ্টার চক্ষু হইতে যে জল বাহির হয়, তাহার নাম অশ্রু। হর্ষজনিত অশ্রু নীতল, ক্রোধাদি-জনিত অশ্রু উষ্ণ। কিন্তু সকল অবস্থায়ই চক্ষুর কোভ, যজ্ঞিমা ও সম্মার্জনাदि হইয়া থাকে। নাসিকাস্রাব ইহার অঙ্গবিশেষ। **প্রলয়**—স্বপ্ন ও দুঃখবশতঃ

চেষ্টাশূন্যতা ও জ্ঞানশূন্যতার নাম প্রলয় বা মূর্ছা। প্রলয়ে ভূমিতে পতনাদি হয় (উ. নী., সাত্ত্বিক ১-২৪)।

**সাধক**—‘যাহাদের আকৃষ্ণে রত্নির উদয় হইয়াছে, কিন্তু সম্যক প্রকারে নির্বিক্ত হইতে পারেন নাই এবং শ্রীকৃষ্ণ-সাক্ষাৎকারের যোগ্যতাও অর্জন করিয়াছেন— তাঁহারা ই সাধক ; যেমন বিষ্ণুজলাদি’ (বৈ. অ. ) ।

**সাধন**—সাধ্যবস্তুর প্রাপ্তির উপায় । সাধ্য দ্রঃ ।

**সাধনভক্তি**—রতি বা প্রেমাকুর জন্মাইবার পূর্ব পর্যন্ত যে ভজন তাহার নাম সাধনভক্তি । ইহা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার দ্বারা সাধ্য । ইহার লক্ষ্য প্রেম । শ্রবণ কীর্তনাদি ক্রিয়া সাধনভক্তির ‘স্বরূপলক্ষণ’ এবং কৃষ্ণপ্রেম ইহার ‘তটস্থ লক্ষণ’ । কৃষ্ণপ্রেম আবার নিত্যসিদ্ধ, শ্রবণ কীর্তনাদি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে ইহার উদয় হয় । সাধনে প্রবর্তক ভাব অনুসারে সাধনভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে বিবিধ । বৈধী ভক্তির অঙ্গ ৬৪ প্রকার । যথা—**চৌষষ্ঠী**

**অঙ্গ সাধনভক্তি**—১. গুরুপাদাশ্রয়, ২. দীক্ষাগ্রহণ, ৩. গুরু সেবা, ৪. সর্গদর্শ শিক্ষাপৃচ্ছা, ৫. সাধুবর্জ্যাহুগমন, ৬. কৃষ্ণপ্রীতে-ভোগ-ত্যাগ, ৭. কৃষ্ণতীর্থে বাস, ৮. যাবৎ নির্বাহ প্রতিগ্রহ ( কর্মনির্বাহের জন্ত যতটুকু প্রয়োজন, মাত্র ততটুকু প্রতিগ্রহ বা গ্রহণ ), ৯. একাদশীর উপবাস, ১০. ধাত্রী-অশ্বখ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব পূজন, ১১. সেবানামাপরাধাদি দূরে বর্জন, ১২. অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ, ১৩. বহুশিষ্ট পরিহার, ১৪. ( ভক্তিবিরোধী ) বহু গ্রন্থের ও বহুকলার ( চতুঃষষ্টি কলার ) অভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জন, ১৫. লাভ ও ক্ষতিতে সমজ্ঞান, ১৬. লোকাদির বশীভূত না হওয়া, ১৭. অঙ্গ দেবতা ও অঙ্গশাস্ত্রের নিন্দা না করা, ১৮. বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের নিন্দা না শুনা, ১৯. গ্রাম্যবর্তা না শুনা, ২০. প্রাণীমাত্রে মনোবাক্যে উষেণ না দেওয়া, ২১. শ্রীহরি মন্দিরাধ্যাতিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ, ২২. শরীরে শ্রীহরি নামাকুর লিখন, ২৩. নির্মালাধারণ, ২৪. শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য, ২৫. দণ্ডবৎ নমস্কার, ২৬. শ্রীমূর্তি দর্শনে অভ্যুত্থান বা গাজোত্থান, ২৭. শ্রীমূর্তির পাছে পাছে গমন, ২৮. শ্রীভগবদ্ অধিষ্ঠান স্থানে গমন, ২৯. পরিক্রমা, ৩০. অর্চন, ৩১. পরিচর্যা, ৩২. গীত, ৩৩. সঙ্কীর্তন, ৩৪. জপ, ৩৫. বিজ্ঞপ্তি ( নিবেদন ), ৩৬. স্তবপাঠ, ৩৭. নৈবেদ্যের ( মহাপ্রসাদের ) স্বাদ গ্রহণ, ৩৮. চরণায়ুতের আশ্রাদ গ্রহণ, ৩৯. ধূপ-মালাদির সৌরভ গ্রহণ, ৪০. শ্রীমূর্তির স্পর্শন, ৪১. শ্রীমূর্তির দর্শন, ৪২. আরতি ও উৎসবাদি দর্শন, ৪৩. ভগবৎকথা শ্রবণ, ৪৪. শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের জন্ত প্রার্থনা ও আশা, ৪৫. স্মরণ, ৪৬. ধ্যান, ৪৭. দাস্ত, ৪৮. সখ্য, ৪৯. আত্মনিবেদন, ৫০. শ্রীকৃষ্ণনিবেদনের উপযোগী শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির

মধ্যে স্বীয় প্রিয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ, ৫১. কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা ( অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসেবার্থে কর্ম ), ৫২. সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি, ৫৩. তুলসী-সেবা, ৫৪. শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসেবা, ৫৫. মথুরাধাম গমন, ৫৬. বৈষ্ণবাদির সেবা, ৫৭. নিজের অবস্থানুযায়ী দ্রব্যাদির দ্বারা ভক্তবৃন্দসহ মহোৎসবকরণ, ৫৮. কার্তিকাদি ত্রত ( নিয়ম সেবাদি ), ৫৯. জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, ৬০. শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্তি সেবা, ৬১. রসিকবৃন্দের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থান্বাদন, ৬২. সজাতীয় আশ্রয়যুক্ত ( সমভাবাপন্ন ), আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্নিগ্ধ প্রকৃতির সাধুর সঙ্গ, ৬৩. নাম সঙ্কীর্তন এবং ৬৪. শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি । এই চৌষট্টিটি অঙ্গ সাধনভক্তি ( ভ. র. সি. ১।২।৭৭-২৫ ; চৈ. চ. ২।১৯।১৫১, ২।২২।৫৬-৭৩ ) ।

ইহার মধ্যে পাঁচটি অঙ্গ শ্রেষ্ঠসাধন, যথা —

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন ভাগবত শ্রবণ ।

মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন ॥

সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ ।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অঙ্গ সঙ্গ ॥

( চৈ. চ. ২।২২।৭৪-৭৫ ) ।

ইহাদিগকে **পঞ্চাঙ্গসাধন** বলে । ‘ভক্তি’ শব্দে বৈধীভক্তি ও রাগানুগা ভক্তি দ্রঃ ।

**সাধনসিদ্ধপার্বদ**—পার্বদ দ্রঃ ।

**সাধনসিদ্ধা গোপী**—গোপী দ্রঃ ।

**সাধারণী রতি**—রতি দ্রঃ ।

**সাধিপাড়ি**—প্রা. রাজকরাদি আদায় করিয়া ( চৈ. চ. ৩।৯।১৭ ) ।

**সাধিবান**—প্রা. সাধিয়া আনিবার ( চৈ. চ. ৩।৬।১৬২ ) ।

**সাধে**—প্রা. সিদ্ধ করে ( চৈ. চ. ১।৫।১২৪ ) ।

**সাধস**—ত্রাস ( চৈ. চ. ১।১৭।২৭৭ ) ; সন্তুষ্টচক ভয় ( চৈ. চ. ৭।১২।১২ ) ।

**সাধ্য**—সাধকগণ সাধন দ্বারা, যাহা পাইতে চান সেই অভীষ্ট বস্তুই সাধ্য । পুরুষার্থ । প্রেম মুখ্য সাধ্যবস্তু । রায় রামানন্দের সঙ্গে বিচারে সাধ্যের নির্ণয়প্রসঙ্গে শ্রীমন্ মহাপ্রভু স্বধর্মাচরণে লভ্য বিষ্ণুভক্তি, কৃষ্ণে কর্মার্পণ, স্বধর্ম ত্যাগ ও জ্ঞানমিষ্টাভক্তিকে ‘এহোবাহু’ বলিয়াছেন । এখানে ‘স্বধর্ম’ অর্থ ‘বর্ণাশ্রমধর্ম’ । মহাপ্রভুর মতে জ্ঞানশূন্য ভক্তি, প্রেমভক্তি এবং দাস্তপ্রেম—সাধ্য ; সখ্যপ্রেম ও বাৎসল্যপ্রেম—উত্তম সাধ্য এবং কান্ত্যপ্রেম—‘সাধ্যাবধি

হুনিষ্ঠয়'। আর প্রেমবিলাসবিবর্ত—‘সাধ্যবস্ত-অবধি’ (চৈ. চ. ২।৮।৫৪-৭৫ এবং ১৪২-১৫৭)।

**সান্নি**—প্রা. মিশাইয়া (চৈ. চ. ৩।১২।৩২)।

**সান্নীপ্য**—সমীপে অবস্থানপ্রাপ্তি। মুক্তি ত্রঃ।

**সায়ুজ্য**—পরমেশ্বরে লয়প্রাপ্তি। সায়ুজ্য মুক্তি দুই প্রকার,—ব্রহ্মসায়ুজ্য ও ঈশ্বর-সায়ুজ্য। প্রথমটি নিরাকার ব্রহ্মে লয়, অপরটি সাকার ভগবানে লয়। মুক্তি ত্রঃ।

**সার্বভৌম ভট্টাচার্য**—নবদ্বীপবাসী মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। ‘চৈতন্যমঙ্গল’ ও ‘ভক্তিরসাকর’ মতে ইহার নাম বাসুদেব, উপাধি ‘সার্বভৌম’। ইনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচলে গিয়া বাস করেন। সার্বভৌম সর্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ গ্রায় ও বেদান্ত শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। ইনি নীলাচলে অদ্বৈত বেদান্তের (মায়াবাদ-ভাষ্যের) অধ্যাপনা করিতেন। সার্বভৌম বহু সন্ন্যাসীরও ‘উপকর্তা’ ছিলেন। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ইহাকে গুরু গ্রহণ করিতেন। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীধামে আসিয়া জগন্নাথমন্দিরে ভাবাবেশে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। সার্বভৌম ভট্টাচার্য দৈবক্রমে সে সময়ে মন্দিরে ছিলেন। তিনি ইহাকে এ অবস্থায় স্বগৃহে আনয়ন করেন এবং শুশ্রূষা দ্বারা আরোগ্য করেন। সার্বভৌমের ভগ্নীপতি গোপীনাথ আচার্য মহাপ্রভুকে চিনিতেন। সার্বভৌম মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতামহ নীলাশ্বর চক্রবর্তীকে জানিতেন। গোপীনাথ আচার্যের নিকটে ইহার পরিচয় পাইয়া তিনি এই বালক সন্ন্যাসীকে অশেষ স্নেহে বেদান্ত পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু ইহার ব্যাখ্যার ভ্রম প্রদর্শন করিলে সার্বভৌমের চৈতন্য হইল। পরিশেষে মহাপ্রভু বেদান্তের প্রকৃত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া সার্বভৌমকে—“দেখাইল আগে তাঁরে চতুর্ভূজ রূপ। পাছে শ্রাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ ॥” (চৈ. চ. ২।৬।১৮৩)। অর্থাৎ মহাপ্রভু সার্বভৌমের সাক্ষাতে প্রথমে চতুর্ভূজ নারায়ণরূপ, তৎপরে নন্দনন্দন, শ্রাম কলেবর, বংশীবদন স্বকীয় কৃষ্ণরূপ ধারণ করিলেন। ইহাতে সার্বভৌমের বিস্তার গর্ব চূর্ণ হইয়া যায় এবং তিনি ভক্তিগদগদকণ্ঠে একশত শ্লোকে মহাপ্রভুর স্তব পাঠ করেন। মহাপ্রভুর রূপায় ইনি ভক্তিয়ার্গের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবে পরিণত হন। ইনি মহাপ্রভুর স্তবমালা এবং আরো বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে ‘সমাসবাদ’ নামে গ্রন্থের গ্রন্থ, গ্রন্থশাস্ত্র ‘তত্ত্বচিন্তামণি’ গ্রন্থের ‘সারাবলী’ নামক টীকা এবং লক্ষ্মীধরকৃত ‘অদ্বৈত মকরন্দের’ টীকা সমধিক প্রসিদ্ধ।

**সারঙ্গধর**—বিষ্ণু। সারঙ্গ = বিষ্ণুর ধনু অথবা শঙ্খচক্র (চৈ. ভা. ৩.১।১।১)।

**সারূপ্য**—সমানরূপ প্রাপ্তি। মুক্তি দ্রঃ।

**সার্বত্রিকতা**—অভিধেয় দ্রঃ।

**সালোক্য**—সমান লোক প্রাপ্তি। মুক্তি দ্রঃ।

**সিংহারি মঠ**—শৃঙ্গেরী মঠ। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত চিক্‌মাগরুর জেলায় অবস্থিত। ‘তুঙ্গা’ নদীর তীরে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন, যথা—দক্ষিণভারতে শৃঙ্গেরী মঠ, বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ বা যোশীমঠ, শ্রীক্ষেত্রে গোবর্ধন মঠ এবং দ্বারকায় সারদা মঠ। শৃঙ্গেরীর বিভালঙ্কারের মন্দির এবং সারদার বিগ্রহ প্রসিদ্ধ।

**সিজ**—এক রকম কাঁটা গাছ (চৈ. চ. ৩।১৩।৮০)।

**সিদ্ধদেহ**—জীবের প্রাকৃত জড়দেহে অপ্রাকৃত চিয়য় ভগবানের শাক্ষাৎ সেবা চলিতে পারে না। তাই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে গুরুদেব সাধককে সিদ্ধপ্রণালিকা মতে বর্ণ-বয়স-বেশ-ভূষা-সেবা ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া এক অপ্রাকৃত দেহের পরিচয় দেন। ইহার নাম **সিদ্ধদেহ**। ইহাকে **অস্ত্রশিক্ষিত সিদ্ধদেহ**-ও বলে। রাগানুগামার্গে মধুর ভাবের উপাসকগণের অস্ত্রশিক্ষিত সিদ্ধদেহ—গোপকিশোরী দেহ। এই দেহে সাধকের রাধাদাসী অভিমান। সাধক মনে মনে চিন্তা করিবেন—শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় শ্রীরূপ-মঞ্জরীর আনুগত্যে গুরুরূপা মঞ্জরীগণের আদেশে বা ইচ্ছিতে ইনি যেন সর্বদা যুগলকিশোরের সেবা করিতেছেন। এইরূপ চিন্তাই মানসিক সেবা, মুখ্য ভজনাদি (চৈ. চ. ২।২।১০-১১)।

**সিদ্ধলোক**—পরব্যোমে সবিশেষ ধামসমূহের বহির্দেশে সিদ্ধলোক নামে একটি নিবিশেষ জ্যোতির্ময় ধাম আছে, ইহাই অব্যক্তশক্তির ব্রহ্মের ধাম। এই স্থানে চিৎশক্তি আছে, কিন্তু চিৎশক্তির বিলাস নাই। সিদ্ধলোকে নির্ভেদ ব্রহ্মোপাসনায় সিদ্ধব্যক্তিগণ এবং হরিকর্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মহুখে নিমগ্ন হইয়া বাস করেন (চৈ. চ. ১।৫।২৮-২৯ ; ভ. র. সি. ১।২।১৩৮)।

**সিদ্ধি**—অষ্টাদশ সিদ্ধি দ্রঃ।

**সিদ্ধিপ্রাপ্তি**—দেহরক্ষা, মৃত্যু। সাধনের ফলপ্রাপ্তি। যথাবিহিত সাধনার পর ইহলোক হইতে নিজ অভীষ্ট ভগবদ্ধামে গমনপূর্বক শ্রীভগবানের নিত্য-পার্ষদভূপ্রাপ্তি (চৈ. চ. ২।২।২৭২)।

**সিদ্ধিবট**—সিদ্ধবট। দক্ষিণ ভারতে ‘হুড়াপা’ নগরের পূর্বদিকে দশ মাইল দূরে অবস্থিত।

**সুকুতা**—পাটপাতা ( চৈ. চ. ৩।১০।১৫ ) ।

**সুজল**—চিত্রজল প্রঃ ।

**সুজাত**—পরম কোমল ( ভাঃ ১০।৩১।১২, চৈ. চ. ১।৪।২৩ শ্লোঃ ) ।

**সুতিয়া**—উতিয়া প্রঃ ।

**সুন্দরানন্দ ঠাকুর**—যশোহর জেলার মহেশপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে আবির্ভূত । ইনি ছিলেন মহাপ্রেমিক, চিরকুমার, ‘শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপের পার্শ্বদ-প্রধান’ । ইনি জাধীর বৃক্ষে একদা কদম্ব ফুল ফুটাইয়াছিলেন । সুন্দরানন্দ প্রেমোন্নত অবস্থায় জলের ভিতর হইতে কুন্তীর ধরিয়া আনিতেন । ইহার কোন কোন শিষ্য জঙ্গলের বাগকে ধরিয়া হরিনাম শুনাইতেন । ইনি দ্বাদশ গোপালের একতম । ব্রজের সুদামসখা ।

**সুপুরুষ প্রেম কি**—সুপুরুষের প্রেমের ( চৈ. চ. ২।৮।১৫৬ )

**সুপ্তি**—ব্যভিচারী ভাব প্রঃ ।

**সুবুদ্ধিরায়**—গোড়ে ‘অধিকারী’ ছিলেন । তখন সৈয়দ হুসেন খাঁ তাঁহার অধীনে চাকরী করিতেন । কাজের ক্রটিতে একদা উনি হুসেন খাঁকে চাবুক মারিয়াছিলেন । পরে হুসেন খাঁ ‘হুসেন সাহ’ নাম গ্রহণ করিয়া গোড়ের রাজা হন । হুসেন সাহের বেগম তাঁহার অঙ্গে চাবুকের দাগ দেখিয়া সুবুদ্ধিরায়কে হত্যা করিবার জ্ঞা পীড়াপীড়ি করেন । কিন্তু হুসেন সাহ সুবুদ্ধিরায়কে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন বলিয়া ইহাকে হত্যা করিতে অস্বীকার করেন । পরে বেগম সাহেবার পীড়াপীড়িতে নবাব সুবুদ্ধিরায়ের মুখে করোয়ার জল দেওয়াইলেন । জাতিভ্রষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া সুবুদ্ধিরায় নবদ্বীপে ও কাশীতে গিয়া পণ্ডিতদের নিকটে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন । একদল পণ্ডিত তাঁহাকে তপ্ত ঘৃতপানে প্রাণত্যাগের ব্যবস্থা দিলেন । কেহ কেহ বলিলেন—ইহা অল্পদোষ, প্রাণত্যাগ সঙ্গত নয় । পণ্ডিতদের মধ্যে মতবৈধ দেখিয়া সুবুদ্ধিরায় কাশীতে চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন । মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তুমি বৃন্দাবনে যাও, নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম কীর্তন কর । “এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে । আর নাম হৈতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥ ( চৈ. চ. ২।২৫।১৫২ । ) এই আদেশ পাইয়া ইনি বৃন্দাবনে গিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতেন । ইনি বন হইতে শুক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া দিনে পাচ-ছয় পয়সা রোজগার করিতেন । ইহার মধ্যে এক পয়সা ছোলা খাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং বাকী পয়সা গোড়ের কুখী বৈষ্ণবদের সেবার ব্যয় করিতেন । শ্রীরূপ ও সনাতন গোবিন্দী

বৃন্দাবনে গেলে শ্রবুকিরায় ইহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

**স্ববোধ**—স্ববোধ্য ( চৈ. চ. ১।১৬।৭৪ )।

**স্বমনঃ সরোবর**—গোবর্ধনের কুহুম সরোবর। স্বমনঃ অর্থ কুহুম ( চৈ. চ. ১।১৫।১ শ্লোঃ )।

**স্বমুখা**—ইড়া দ্রঃ।

**স্বমেধা**—বুদ্ধিমান ( চৈ. চ. ২।১১।৮৮ )।

**সূত**—পুরাণবক্তা ; মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য রোমহর্ষণ ( ভাঃ ১।৩।৪৫ )।

**সূত্রধার**—নাট্যপ্রস্তাবক প্রধান নট ( চৈ. চ. ২।৭।১৭ )।

**সূদীপ্ত**—মহাভাবে সর্বপ্রকার সাস্থিকভাব চরম সীমা প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সূদীপ্ত সাস্থিকভাব বলে।

**সূপ**—ডাইল বা ঝোল ( চৈ. চ. ২।৪।৬৮ )।

**সূর্য্যাক** **ভীর্থ**—বোম্বাই হইতে ছাফিখ মাইল উত্তরে 'খানা' জেলায় 'সোপারা' নামক স্থান। পূর্বে ইহা কোকনের রাজধানী ছিল।

**সূর্য্যদাস সরখেল**—নবদ্বীপের নিকটবর্তী শালিগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত। গৌরীদাস পণ্ডিত ও কৃষ্ণদাস সরখেল নামে ইহার দুই সহোদর ছিলেন। 'সরখেল' ইহাদের গোড়েশ্বরদত্ত উপাধি। সূর্য্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবাকে ত্রিপাদ নিত্যানন্দ বিবাহ করিয়াছিলেন।

**সুভি**—১. গমন, গতি ; ২. বস্ত্র, পথ, উপায় ( ভাঃ ১০।১৪।৪ ; চৈ. চ. ২।২২।৬ শ্লোঃ )।

**সেতুবন্ধ**—দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর দ্বীপে। বর্তমান নাম ধনুছোড়ী।

**সেবধি**—সর্বাভীষ্টপ্রদ ( ভাঃ ১১।২।৩০, চৈ. চ. ২।২২।৩৭ শ্লোঃ )।

**সেবাপরাধ**—ভগবৎ অর্চনে শ্রদ্ধাভক্তির বা আগ্রহের অভাব যাহাতে প্রকাশ পায়, তাহাই সেবাপরাধ। দৈনন্দিন স্তোত্রাদি পাঠে ও ভগবৎ নামে শরণাগতিতে এই অপরাধ ক্ষয় হয়। আগমশাস্ত্রমতে সেবাপরাধ ৩২টি, যথা—১. যানে আরোহণ করিয়া এবং চরণে পাছুকা দিয়া ভগবদ্গৃহে গমন, ২. ভগবদ্ভাজ্য উৎসবদির অসেবন, ৩. ত্রীকৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা, ৪. উচ্ছিন্নবৃত্ত দেহে এবং অশৌচে ভগবৎ প্রণামাদি, ৫. এক হস্তদ্বারা প্রণাম, ৬. ত্রিবিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক প্রদক্ষিণ, ৭. তদগ্রে পাদ প্রসারণ, ৮. তদগ্রে পর্যঙ্ক বন্ধন, অর্থাৎ বাহুযুগল দ্বারা জাহ্নবয় বেষ্টন করিয়া উপবেশন, ৯. তদগ্রে শয়ন, ১০. তদগ্রে ভোজন, ১১. তদগ্রে মিথ্যাভাষণ, ১২. তদগ্রে উচ্চভাষণ, ১৩. তদগ্রে পরস্পর কথোপকথন,

১৪. তদগ্রে রোদন, ১৫. তদগ্রে কলহ, ১৬. তদগ্রে কাহাকেও নিগ্রহ, ১৭. তদগ্রে কাহারো প্রতি অহুগ্রহ, ১৮. তদগ্রে কাহারো প্রতি নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ, ১৯. কদলগায়ে ভগবৎ সেবা, ২০. তদগ্রে পরনিন্দা, ২১. তদগ্রে পরের প্রশংসা, ২২. তদগ্রে অশ্লীল ভাষণ, ২৩. তদগ্রে অধোবায়ু পরিত্যাগ, ২৪. সামর্থ্য থাকিতে গোঁগোপচারে ( অর্থাৎ অর্থব্যয়ে সামর্থ্য থাকিতেও বিস্তৃষ্টা করিয়া ) ভগবজ্জস্বাদি নির্বাহ, ২৫. অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, ২৬. সময়ের ফল ও শাস্তাদি ভগবানকে অর্পণ না করণ, ২৭. আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অল্পকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্থে প্রদান, ২৮. শ্রীমূর্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন, ২৯. তদগ্রে অল্পকে প্রণাম, ৩০. গুরু সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি, ৩১. আত্মপ্রশংসা এবং ৩২. দেবতা-নিন্দা।

এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে আরো চল্লিশটি অপরাধের উল্লেখ আছে, যথা—  
 ১. রাজ-অন্ন ভক্ষণ, ২. অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শ, ৩. বিধি ব্যতীত উপাসনা, ৪. বিনাবাজে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন, ৫. কুকুরাদি কর্তৃক দূষিত ভক্ষ্য বস্তুর সংগ্রহ, ৬. পূজাকালে মৌনভঙ্গ, ৭. পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থগমন, ৮. গন্ধমালাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান, ৯. অবিহিত পুষ্প দ্বারা পূজা, ১০. দস্তধাবন না করিয়া পূজা, ১১. স্ত্রী সন্তোগ করিয়া পূজা, ১২. রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৩. দীপ স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৪. শব স্পর্শ করিয়া পূজা, ১৫. রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধোত, পরকীয় এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজা, ১৬. মৃত দর্শন করিয়া পূজা, ১৭. ক্রোধ করিয়া পূজা, ১৮. শ্মশানে গমন করিয়া পূজা, ১৯. কুম্ভ ( গাঁজা ) এবং পিণ্যাক ( আকিং ) ভক্ষণ করিয়া পূজা, ২০. তৈলাভ্যক্ত শরীরে পূজা, ২১. অজীর্ণ অবস্থায় হরির স্পর্শ ও কর্ম করা, ২২. ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অল্প শাস্ত্র প্রবর্তন, ২৩. ভগবদগ্রে তাদ্রুল চর্বণ, ২৪. এরণ্ডপত্রস্থ কুম্ভ দ্বারা ভগবদর্চন, ২৫. আশ্বয়কালে ভগবৎ পূজা, ২৬. কাষ্ঠাসনে ও ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎপূজা, ২৭. স্নানকালে বাম হস্ত দ্বারা শ্রীমূর্তি স্পর্শ, ২৮. পয়ুষিত এবং যাচিত পুষ্প দ্বারা ভগবদর্চন, ২৯. পূজাকালে থুথু নিক্ষেপ, ৩০. পূজা বিষয়ে গর্ব করা, অর্থাৎ আমার স্থায় কেহ পূজা করিতে পারে না এরূপ মনন, ৩১. তির্থক পুণ্য ধারণ, ৩২. অপ্রক্ষালিত চরণে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, ৩৩. অবৈষ্ণব পক্ষায় ভগবানকে অর্পণ, ৩৪. অবৈষ্ণব-সম্মুখে বিষ্ণুপূজা, ৩৫. গণেশের পূজা না করিয়া বিষ্ণুপূজা, ৩৬. কপালী অর্থাৎ স্বনামখ্যাত নীচ জাতিবিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা,

৩৭. নমস্কৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীমূর্তির স্নান, ৩৮. বর্ষলিপ্ত অঙ্গে শ্রীমূর্তির পূজা, ৩৯. নির্মালালঙ্ঘন এবং ৪০. ভগবানের নামে শপথাদি (চৈ. চ. ২।২২।৬৩)।

**সেবোঁ**—প্রা. সেবা করি (চৈ. চ. ৩।৫।৪০)।

**সেয়াকুল**—এক রকম কাঁটা গাছ (চৈ. চ. ৩।২।৩৮)।

**সেহ**—প্রা. তাহাও (চৈ. চ. ১।১।৫২)। **সেহোঁ**—প্রা. তাহাও (চৈ. চ. ১।৪।১৩২), তিনিও (চৈ. চ. ১।৪।২১৪)।

**সোমগিরি**—বিষ্ণুমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাগুরু (চৈ. চ. ১।১।২৭ শ্লোঃ)।

**সোয়ান্তি**—প্রা. সোয়ান্তি, সান্ত্বনা (চৈ. চ. ৩।২।৫২)।

**সোয়ান্তি**—প্রা. সান্ত্বনা (চৈ. চ. ২।৩।১২২)।

**সোরোক্ষেত্র**—মথুরার নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত স্থান।

**সোল্লুর্থবাক্য**—পরিহাসযুক্ত বাক্য (চৈ. চ. ২।১৪।১৪৪, ২।২।৫৬)।

**সৌন্দর্য**—অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির যথোচিত সন্নিবেশ এবং সন্ধিসকলের যথাযথ মাংসলঙ্ঘকে সৌন্দর্য বলে (উ. নী., উদ্দী. ১২)।

**সৌভাগ্য** (স্ত্রী-পক্ষে)—পতির নিকটে অত্যধিক আদরলাভকে স্তন্দরী স্ত্রীলোকের সৌভাগ্য বলে (চৈ. চ. ২।৮।১৩৭)।

**স্কন্দ**—কার্তিকেয় (চৈ. চ. ২।২।১২)।

**স্কন্দতীর্থ**—হারদরাবাদের অন্তর্গত একটি তীর্থ।

**স্তম্ভ**—ভূগাদির গুচ্ছ (চৈ. চ. ২।৮।১।২১)।

**স্তম্ভ**—সাম্বিক ভাব প্রঃ।

**স্তেন**—তন্দর, চোর (গী. ৩।১২)।

**স্ত্রী-সঙ্গী**—স্ত্রীলোকে আসক্তিয়ুক্ত ব্যক্তি (চৈ. চ. ২।২২।৪২)।

**স্বান**—“১. (ভাঃ ২।৭।৩৮) স্থিতি, রক্ষণব্যাপার—স্বামী, ২. (ভাঃ ২।১০।৪) সৃষ্ট বস্তুর তত্ত্ব মর্যাদাপালন দ্বারা উৎকর্ষ—স্বামী, ৩. সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ও সংহার-কর্তা শিব হইতেও শ্রীভগবানের উৎকর্ষ, ৪. হরি কর্তৃক জীবদুঃখের পরাভব, ৫. পালন, ৬. (ভাঃ ১০।১৪।৩) সাধুনিবাস—জীব, ৭. স্বনিবাস।” (বৈঃ অঃ, পদার্থ প্রঃ।)

**স্বাক্ষ**—১. শাখাপন্নবশূন্য বৃক্ষ (চৈ. চ. ২।১৮।১০১); ২. যাহার স্বরূপ, গুণ, বিভূতি প্রভৃতি নিত্যস্থির; ৩. শিব।

**স্বাপ্য**—গচ্ছিত (চৈ. চ. ৩।৪।৮৩)।

**স্বাবর**—স্থিতিশীল, বৃক্ষাদি (চৈ. চ. ২।১২।১২৭)।

**স্বায়ীভাব, স্বায়ীভাব**—হাত প্রভৃতি অবিরুদ্ধ এবং কোথাদিকবিরুদ্ধ ভাব-সকলকে বশীভূত করিয়া যে ভাব মহারাজের দ্বায় বিরাজ করে, তাহাকে স্বায়ীভাব বলে (ভ. র. সি. ২।৫।১)। শাস্তাদি পাঁচটি রতি—শাস্তাদি পাঁচটি রসের স্বায়ী ভাব, যথা—“স্বায়ীভাবোহত্র স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়রতিঃ” (ভ. র. সি. ২।৫।২)। কৃষ্ণরতির তিনটি বৃত্তি—কর্ম, করণ ও ভাব। যখন ইহা রসরূপে পরিণত হয় তখন ইহা আশ্বাচ্ছ, অতএব ‘কর্ম’। যখন ইহার সহায়তায় শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যাদি আশ্বাদন করা যায়, তখন ‘করণ’। আবার যখন এই রস উৎকর্ষের চরম সীমা লাভ করে তখন ইহা স্বয়ং আশ্বাদনস্বরূপ, অর্থাৎ ‘ভাব’। তখন আশ্বাদনের মাধুর্যে আশ্বাদক এতই তন্ময় হইয়া যায় যে আশ্বাচ্ছ ও আশ্বাদকের স্থিতিই তাহার লুপ্ত হয় এবং আশ্বাদনমাত্রেই সত্তা উপলব্ধ হয়। ইহাই স্বায়ীভাব (চৈ. চ. ২।২৩২৬)।

**স্থিতপ্রজ্ঞ**—বিষয়বাসনা, আত্মাভিমান ও মমত্ববুদ্ধি বর্জনপূর্বক একনিষ্ঠভাবে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন সাধককে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। তিনি আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা কর্ম করিয়াও কর্মে আবদ্ধ হন না, ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন (গী. ২।৫৪-৭১)।

**স্বপন**—স্নান (চৈ. চ. ২।৪।৩৭)।

**স্নেহ**—প্রেম দ্রঃ।

**সুট**—পরিকাররূপে বর্ণন (চৈ. চ. ১।১৬।২৪); যাক্ত, অবতীর্ণ (চৈ. চ. ১।৩।১১ শ্লোকঃ)।

**স্বকীয়া**—পরকীয়া দ্রঃ।

**স্বগত**—ভেদ দ্রঃ।

**স্বতন্ত্র**—নিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্তর্নিরপেক্ষ। যিনি বিধিনিষেধ বা লোকাচারাদির অধীন নহেন। স্বাধীন (চৈ. চ. ১।৭।৪৩)।

**স্বধর্মাচরণ**—বর্ণাশ্রম ধর্মের আচরণ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিটি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রম। বর্ণ ও আশ্রমোচিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্যের অমুষ্ঠানই স্বধর্মাচরণ। বর্ণধর্ম, যথা, ব্রাহ্মণের—যজ্ঞ, যাজ্ঞন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রিয়ের—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, দণ্ড ও যুদ্ধ। বৈশ্যের—দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, কৃষিকার্য ও বাণিজ্য। শূদ্রের—উক্ত তিন বর্ণের সৈবা। **আশ্রমধর্ম**—যথা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমের—উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বাস, শৌচাচার, গুরুসেবা, ব্রতাবলম্বন, বেদপাঠ, উত্তর সন্ধ্যায় সমাহিত চিন্তে রবি ও অগ্নির উপাসনা, গুরুর অভিষেকাদি। গার্হস্থ্যাশ্রমের—যথাবিধি বিবাহ ও স্বকর্ম দ্বারা ধনোপার্জন, দেব-ঋষি-পিতৃদির

অর্চনা প্রভৃতি। বানপ্রস্থাত্মের—পর্ণ-মূল-ফলাহার, কেশশ্রদ্ধাট্যাধারণ, ভূমিশয্যা, মৌনী, চর্ম-কাশ-কুশনির্মিত পরিধান ও উত্তরীয় ধারণ, ত্রিসঙ্ক্যান্নান, দেবতার্চন, হোম, অভ্যাগতপূজা, ভিক্ষাবলিপ্রদান, বস্ত্র স্নেহে গাত্ৰাভ্যাঙ্গ, শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতা প্রভৃতি। ভিক্ষু-আশ্রমের ধর্ম—ত্রিবর্গত্যাগ, সবারন্ত-ত্যাগ, মিত্রাদিতে সমতা, সমস্ত প্রাণীতে মৈত্রী, জরায়ুজ ও অণুজাদির প্রতি কায়মনোবাক্যে দ্রোহত্যাগ, সর্বদম্ববর্জন, অগ্নিহোত্ৰাদির আচরণ। বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।২ মতে এই সমস্ত ধর্মাচরণে বিষ্ণু আরাধিত বা সন্তুষ্ট হন। কিন্তু ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্রমতে—এই বিষ্ণুপ্রীতি দ্বারা যে পুণ্য হয় তাহা দ্বারা স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি বা ঐহিক সুখসম্পদ বা নির্বাণ মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু গীতা (৯।২১) বলেন—‘ক্ষীণে পুণ্য মর্ত্যলোকং বিশন্তি’—অর্থাৎ পুণ্যক্ষেয়ে আবার মর্ত্যলোকে আগমন করিতে হইবে। মুগ্ধক শ্রুতিও (১।২।৭) বলেন—‘প্ৰবাহেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা’ অর্থাৎ সংসার সমুদ্রতারণের পক্ষে যজ্ঞরূপ নৌকা অদৃঢ়, হুতরাং স্বধর্মাচরণ বাহ। যে সাধনভক্তি দ্বারা ‘বিক্রীণীতে স্বদ্যাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ’,—অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের নিকটে নিজেকে পর্যন্ত যেন বিক্রয় করিয়া ফেলেন, সেই সাধনভক্তি লাভ হয় না। হুতরাং বর্ণাশ্রমধর্মের আচরণকে মহাপ্রভু ‘এহোবাহ’ বলিয়াছেন (চৈ. চ. ২।৮।৫৪)।

**স্বভাব**—১. (প্রেমোৎপত্তি বিষয়ে)—বাহ হেতুর অপেক্ষা না করিয়া বাহা উদ্ভূত হয়। স্বভাব দ্বিবিধ—নিসর্গ ও স্বরূপ। নিসর্গ—স্বদৃঢ় অভ্যাসপ্রসূত সংস্কার। স্বরূপ—রতির উৎপাদক, স্বতঃসিদ্ধ উৎপাদক বস্ত্তবিশেষ (চৈ. চ. ৩।১।১২০)। ২. পূর্ব সংস্কার (গী. ১।৭।২)। ৩. অবিজ্ঞা—স্বামী (গী. ৫।১৪)। ৪. কর্ম পরিমাণ (ভাঃ ১।১।১২।১২)। ৫. সহজ বাসনা (ভাঃ ৫।১২।১৪)। ৬. “স্বস্ত্র এব ব্রহ্মণ এব অংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ”—অর্থাৎ ব্রহ্মের অংশরূপে জীবভাব প্রাপ্ত হওয়াই স্বভাব—শ্রীধর।

**স্বয়ংরূপ**—স্বয়ংসিদ্ধরূপ। যে রূপ অস্ত্র রূপের অপেক্ষা রাখে না। অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনই স্বয়ংরূপ। বাহার ভগবত্তা লইয়াই অস্ত্রের ভগবত্তা (চৈ. চ. ১।১।৪২)।

**স্বয়ংভেদ**—সাম্বিক ভাব ব্রঃ।

**স্বরাট্ট**—সমষ্টিজীব। স্বয়ং দীপ্ত। ব্রহ্ম।

**স্বরূপ**—১. বাহার সন্ধ্যাস গ্রহণ করিয়াও যোগপট্ট অর্থাৎ দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগকে স্বরূপ

বলে। মহাপ্রভুর গণমধ্যে স্বরূপ দুইজন—নিত্যানন্দ স্বরূপ ও দামোদর স্বরূপ।  
২. অনাদিসিদ্ধ স্বাভাবিক নিত্যরূপ বা সত্তা; গোলোকস্থ নিত্যসিদ্ধ সত্তা  
(চৈ. চ. ২।২।১৮৩, ২।১৭।১২৭)।

**স্বরূপ দামোদর**—নবদ্বীপের এক ব্রাহ্মণ কুলে আবির্ভূত। পূর্ব নাম পুরুষোত্তম আচার্য। বাল্যকাল হইতেই মহাপ্রভুর বিশেষ অনুরক্ত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি কালীতে গিয়া কৃষ্ণভজনের উদ্দেশ্যে চৈতন্যানন্দ স্বামীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ইনি যোগপট্ট গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসাশ্রমে ইহার নাম হয় ‘স্বরূপ’। ইনি গুরুর আদেশে কালীতে বেদান্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন। মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে ইনি গুরুর আদেশ নিয়া নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ইনি ছিলেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় কলেবর, ‘সঙ্গীতে গজবঁসম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি’ এবং মূর্তিমান প্রেমরস। ব্রজের মধুর রসে ইনি রসজ্ঞ ছিলেন। এজ্ঞা ইনি ‘রাধিকার গণ’ বলিয়া কীর্তিত হইতেন। চৈতন্যদেব যখন শেষ দ্বাদশ বৎসর নীলাচলে গম্ভীরায় ভাবাবেশে কৃষ্ণ বিরহ দশায় বিভোর ছিলেন, তখন ইনিও রায় রামানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী ছিলেন। ইনি বিজ্ঞাপতি, চণ্ডীদাস ও গীতগোবিন্দের পদ গাহিয়া মহাপ্রভুকে শুনাইতেন। কেহ কোন শ্লোক বা কবিতা মহাপ্রভুকে শুনাইতে চাহিলে স্বরূপ ইহা ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসভাঙ্গযুক্ত কি না প্রথমে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন।

রঘুনাথ দাসগোস্বামী সংসারত্যাগের পর নীলাচলে আসিলে তাঁহার শিক্ষার ভার মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদরের উপরে অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর মধ্য ও অন্তলীলার বহু তথ্য স্মরণকারে গ্রথিত করিয়াছিলেন। ইহার নাম “স্বরূপ দামোদরের কড়চা”। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর অনেক লীলা এই কড়চা অবলম্বনে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। বর্তমানে মূল কড়চা পাওয়া যায় না। স্বরূপ দামোদর ব্রজলীলার বিশাখা, ধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর মতে ললিতা।

**স্বরূপ লক্ষণ**—আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ লক্ষণ।

কার্য্য দ্বারায় জ্ঞান এই—উটস্থ লক্ষণ ॥ (চৈ. চ. ২।২০।২২৬)।

বস্তুর অঙ্গসম্বিবেশজাত বা রূপগত বা উপাদানগত বিশিষ্টতা, তাহার **স্বরূপ লক্ষণ**। যেমন—চতুর্ভূজ, গুরুবর্ণ বা মৃদয়। আর কার্য্যদ্বারা বস্তুর যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা তাহার **উটস্থ লক্ষণ**। যেমন, চিনি ও লবণের প্রভেদ ধরা পড়ে স্বাদ দ্বারা। উজ্জলতা অগ্নির স্বরূপ লক্ষণ, আর দাহিকা শক্তি উটস্থ লক্ষণ (চৈ. চ. ২।১৮।১১৬)।

**অরুণশক্তি**—শক্তি প্রঃ।

**অ-সংযোজনা**—অ (নিজ) + সংযোজ (অনুভবযোগ্য) + দশা (অবস্থা)। অমুরাগের যে অবস্থাটি অমুরাগের নিজের অনুভবযোগ্য।

**স্বাংশ**—“তাদৃশো নানশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশে দ্রবিতঃ। সঙ্কর্ষণাদিরংস্তাদির্ঘথা তত্ত্বং স্বধামহুঃ” (ল. ভা. কৃ. ১।১৭।) যিনি বিলাসসদৃশ অর্থাৎ স্বয়ং রূপের সহিত অভিন্ন হইয়া বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে। যেমন, স্ব স্ব ধামে সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার এবং মৎস্তাদি লীলাবতারগণ। বিলাস প্রঃ।

**স্বাধীন ভর্তৃকা**—নায়িকা প্রঃ।

**স্বাধ্যায়**—বেদাধ্যায়ন (চৈ. চ. ১।১৭।৫ শ্লোঃ)।

**স্বাস্ত**—১. চিত্ত (ভ. র. সি. ১।৪।১, চৈ. চ. ২।২৩।৩ শ্লোঃ); গহ্বর। স্বন্ (শব্দ করা) + ক্ত কর্তৃবা (নিপাতনে)। ২. ধনক্ষয়, অর্থনাশ। স্বর অস্ত নঙ্গীতং।

**স্বৈদ**—সাত্ত্বিক ভাব প্রঃ।

**স্মার**—কন্দর্প।

**স্মৃতি**—বাচিচারী ভাব প্রঃ।

**স্রক্**—মালা (ভাঃ ১।১।৫।২৪)।

**স্রবন**—যজ্ঞপাত্র বিশেষ (ভাঃ ১।১।৫।২৪)।

হ

**হইঞাছোঁ**—প্রা. হইয়াছি (চৈ. চ. ১।১৭।৪৪)।

**হঙ্**—প্রা. হই (চৈ. চ. ২।৮।১২)।

**হঠ**—প্রা. জেদ, জোর অসম্মতি (চৈ. চ. ২।১৬।৮৭)।

**হঠরজে**—জেদ (চৈ. চ. ২।৭।১৫)।

**হরিন**—সর্ব অমঙ্গল হরণকারী, প্রেমদান দ্বারা মনোহরণকারী, স্মরণমাত্র চারিবিধ পাপনাশক, ভক্তির বাধক কর্ম ও অবিচার নাশক, শ্রবণকীর্তনে প্রেম প্রকাশক, দেহেন্দ্রিয় ‘মনহরণকারী, স্বস্ত্যবাসনা এবং ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের বাসনানাশক’ (চৈ. চ. ২।২৪।৪৪-৪৮; ১।১৭।১৮; ১।১।৪ শ্লোঃ)।

**হরিন্দাস ঠাকুর**—যশোহর জেলার বৃন্দ গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত\* মহাপ্রভুর পরম প্রিয় ভক্ত। বৃন্দ ত্যাগ করিয়া ইনি বেনাপোলের অরণ্যে নির্জন

\*১. কাহারো কাহারো মতে ইঁহার অগ্র ব্রাহ্মণ কুলে কিন্তু যখন দ্বারা পালিত।

কুটারে কিছুকাল সাধনভজন করেন। সেখানে ইনি প্রতিদিন তিন লক্ষ বার হরিনাম কীর্তন, তুলসীসেবা ও ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা নির্বাহ করিতেন। সেজগৎ ইনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠেন। ইহাতে স্থানীয় ভূম্যধিকারী রামচন্দ্র খানের ঈর্ষ্যা হয়। রামচন্দ্র ইহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের জন্ত একটি সুন্দরী যুবতী বেঞ্চাকে ত্রিরাত্র ইহার কুটারে প্রেরণ করেন। কিন্তু সেই ত্রিরাত্র হরিনাম কীর্তন শুনিয়া যুবতীর মানসিক পরিবর্তন হয়, তিনি সমস্ত ঐহিক ঐর্ষ্য ও বিলাস ত্যাগপূর্বক হরিদাসের রূপায় পরমা বৈষ্ণবীতে পরিণতা হন। হরিদাস বেঞ্চাকে হরিনাম জপের উপদেশ প্রদান করিয়া বেনাপোল কুটার ত্যাগ করেন এবং সপ্তগ্রামের নিকটবর্তী চান্দপুরে বিখ্যাত রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতার পুরোহিত বলরাম আচার্যের গৃহে গিয়া কিছুকাল বাস করেন। এখানেই বালক রঘুনাথের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হরিদাসের প্রেরণায়ই বাল্যকাল হইতে রঘুনাথের হরিনামে প্রীতি জন্মে। উত্তরকালে রঘুনাথ তাঁহার বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকার ত্যাগ করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। হরিদাস চান্দপুর হইতে শান্তিপুরে যান। সেখানে অষ্টৈতাচার্য তাঁহাকে সাদরে স্থান দিয়াছিলেন। তিনি হরিভক্ত হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্রও অর্পণ করিয়াছিলেন। হরিদাস কখনও শান্তিপুরে, কখনও নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে থাকিতেন এবং নিরন্তর হরিনাম কীর্তন করিতেন। যবন-সন্তান হইয়া হিন্দুর আচার নিয়ম পালন করায়, বিশেষতঃ হরিনাম কীর্তন করায়, তত্ত্বতা কাজী ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় মুলুকপতির আদেশে বাইশ বাজারে নিয়া হরিদাসকে নির্মমভাবে বেড়াঘাত করা হইল। তথাপি হরিদাস হরিনাম ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার মৃত্যুও ঘটিল না। পরন্তু তিনি প্রহারকারী পাইকদের মঙ্গল কামনা করিতে লাগিলেন। পাইকগণ কিন্তু প্রমাদ গণিল। তাহারা ভাবিল কাজী তাহাদিগকেই হত্যা করিবে। ইহা বুঝিতে পারিয়া হরিদাস ইহাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া হরিনাম স্মরণ করিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ দেখিয়া কাজী ইহার মৃত্যু ঘটয়াছে মনে করিয়া গলাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু ধ্যান ভঙ্গ হইলে ইনি মুলুকপতির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মুলুকপতি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ইহাকে একজন সত্যকার মহাপুরুষরূপে সম্মান প্রদর্শন করিলেন। হরিদাস বলিলেন—বিনি নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাকে শ্রীনামই রক্ষা করেন, কারণ নাম ও নামী অভিন্ন।

এরপরে হরিদাস নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী হইলেন। কাজী দমনের দিনে কীর্তনের দলে এবং জগাই মাধাই উদ্ধারের বেলায়ও কীর্তনের সময়ে হরিদাস সক্রিয় ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে ফিরিলে হরিদাসও নীলাচলে আসিয়া রূপসনাতনের সঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রতিদিন ইহাকে দর্শন দিতেন এবং প্রসাদ পাঠাইতেন। হরিদাস বৃদ্ধ হইলে তাঁহার পক্ষে দৈনিক তিন লক্ষ নাম কীর্তন কঠিন হইল। তখন তিনি দেহরক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু ইহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বৈষ্ণবগণের সঙ্গে কীর্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহারই চরণতলে নির্ধানপ্রাপ্ত হইলেন। পুরীর সমুদ্রতীরে ইহার দেহ হরিনাম কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রোথিত করা হইল এবং স্বয়ং মহাপ্রভু সর্বপ্রথমে ইহার সমাধিতে বালি নিক্ষেপ করিলেন। এইভাবে হরিনামের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া হরিদাস লীলা সম্বরণ করিলেন।

**হরিদাস (ছোট)**—ছোট হরিদাস ঙ্রঃ।

**হরিদাস (বড়)**—বড় হরিদাস ঙ্রঃ।

**হর্ষ**—ব্যভিচারী ভাব ঙ্রঃ।

**হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।** } মহামন্ত্র (চৈ. ভা.

**হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥** } ২০৫।১।৮-১০ )

—তারকত্রয় নাম। এ স্থলে প্রত্যেকটি নামই সম্বোধনাত্মক ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাচক। হরে=রাধে, রাম=রমণ; হরেরাম=রাধারমণ! অতএব সমগ্র শ্লোকের অর্থ—

রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রাধে রাধে।

রাধে রমণ রাধে রমণ রমণ রমণ রাধে রাধে ॥

**অপর অর্থ**—হে হরি! হে কৃষ্ণ! হে রাম!

**হলধর**—বলরাম। বলরাম হস্তে হল বা লাঙ্গল ধারণ করেন।

**হাজিপুর**—গঙ্গানদী ও গওক নদের সঙ্গম স্থলে পাটনার অপর পারে অবস্থিত

**হাড়াই পণ্ডিত**—নিত্যানন্দ প্রভুর পিতা। নিত্যানন্দের পরে ইহার আরো ছয়টি পুত্র হয়। নিত্যানন্দ ঙ্রঃ (চৈ. ভা. ১০৫।২।২৫)।

**হাতসানি**—প্রা. হাতের ইসারা (চৈ. চ. ১।৫।১৭৪)।

**হাথগণ্ডি**—প্রা. হস্তরেখাদি বিদ্যারে পারদর্শী (চৈ. চ. ২।১০।১৭)।

**হাব**—অলঙ্কার ঙ্রঃ।

হারাম—শূকর ( চৈ. চ. ৩৩৫২ ) ।

হালে—প্রা. হেলিয়া পড়ে, নড়ে ( চৈ. চ. ২২১৫ ) ।

হাপ্তরস—গৌণভক্তিরস ত্রয়ঃ ।

হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মার একটি স্মারূপ । হিরণ্য ( স্বর্ণময় অণু ) গর্ভ ( উৎপত্তিস্থান )  
যাহার । স্থূল জগতের সৃষ্টাবস্থা ( চৈ. চ. ১২১০ শ্লোকঃ ) ।

হুডুম—চাউল বা চিড়া ভাজা ( চৈ. চ. ৩১০১২৬ ) ।

হুলাহুলি—উলুধ্বনি ( চৈ. চ. ১১৩৩২২ ) ।

কবীকেশ—হবীক ( ইন্দ্রিয় )-এর ঈশ ; ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর, নারায়ণ ( গী. ১১৫ ) ।

কেতি—অস্ত্র, চক্র ( ভাঃ ৩১৫১৩৮ ) ।

কেমজড়ি—স্বর্ণজড়িত ( চৈ. চ. ১১৩১০২ ) ।

কেরক—গণেশ ।

কেলা—অলঙ্কার ত্রয়ঃ ।

কোড়—প্রা. ছড়াছড়ি, স্পর্ধা ( চৈ. চ. ১১৪১২৪ ) ।

কোলনা—প্রা. পাত্র, মালসা ( চৈ. চ. ৩৩৬৬ ) ।

কলাদীপী শক্তি—ভগবান্ স্বয়ং আত্মাদ ( আনন্দ ) স্বরূপ হইয়াও যে শক্তি  
দ্বারা স্বয়ং আত্মাদিত হন এবং ভক্তদিগকে আত্মাদিত করেন । শক্তি ত্রয়ঃ  
( চৈ. চ. ১১৪৫৫, বিষ্ণুপুরাণ ১১২১৬৯ ) ।

## ‘সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান’ সম্বন্ধে

### মনীষীস্বর্নেন্দ্রের অভিমত

১. মহাউদ্ধারণ মঠের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম্. এ., পি-এইচ. ডি. ( চিকাগো ), ডি. লিট.—...শ্রীকুম্ভদরঞ্জন ভট্টাচার্যের রচিত কোষগ্রন্থ বৈষ্ণবাবিধানের পাণ্ডুলিপি দর্শন করিলাম। তাঁহার এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা সংক্ষিপ্ত ও শ্রীচরিতামৃতের শব্দরাশিই ইহার প্রধান উপজীব্য। এই গ্রন্থ আয়তনে হইবে ছোট, কিন্তু শ্রীচরিতামৃত আশ্বাদনে চিরদিন এই গ্রন্থ রহিবে অপরিহার্য্য। শ্রীচরিতামৃত ষাঁহাদের জীবাত্ম, এই গ্রন্থ হইবে তাঁহাদের কণ্ঠহার। শ্রীগৌরকরণা-লালিত শ্রীকুম্ভদরঞ্জনের পুতলেখনাই ভূরিদা হউক, এই প্রার্থনা।...

২. শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন—...সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাবিধানের পাণ্ডুলিপি আমি দেখিলাম। অকারাদিক্রমে সাজানো বৈষ্ণবশাস্ত্রে ও সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দাবলীর এবং পরিভাষার অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ এমন অভিধান আমি দেখিনাই। এইরূপ একখানি অভিধানের অভাব বহুদিন হইতেই অনুভূত হইতেছিল। ..আমাদের মত সর্বসাধারণের পক্ষে অভিধানখানি সহজ-বোধ্য ও সবিশেষ উপযোগী হইবে।...

৩. প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীস্বধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., আই. এ. এণ্ড এ. এস. ( রি. )—...শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পরিশিষ্ট খণ্ডরূপেই এখান শ্রীকুম্ভদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য একটি সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধানগ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। আমি এর পাণ্ডুলিপি পড়বার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি।...তাঁর পুস্তকটি শুধু অভিধান নয়, অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বের এক সুনিপুণ বিশ্লেষণ, মুখ্যভক্তিরসের আলম্বন, উদ্দীপনও বটে।...

৪. মনীষী শ্রীধরসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্. এ., আই. এ. এণ্ড এ. এস. ( রি. )—শ্রীযুক্ত কুম্ভদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য মহাশয় “সংক্ষিপ্ত বৈষ্ণব অভিধান” নামক যে গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন তাহার পাণ্ডুলিপি আমি দেখিলাম। ইহা অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান হইয়াছে। ষাঁহার বৈষ্ণব শাস্ত্র আলোচনা করিবেন তাঁহাদের এরূপ গ্রন্থ বিশেষ সহায়ক হইবে।...ইহার বহুল প্রসার বাঞ্ছনীয়।



# শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অক্ষর	তত্ত্ব
৯	৩০	অক্ষবাদ	অক্ষভাব
১৪	২	পরশুন্নামের	পরশুন্নামে
১৮	১২	সোটাশিত	মোটাশিত
২৫	২৫	আসোন্নাম	আসোন্নাম
৩৩	১৮	ব্রহ্মপর্ণ	ব্রহ্মপর্ণ
৩৬	৯	কন্ননা	কন্ননা
৩৭	২০	রীণা	বীণা
	২৭	নির্মিত	নির্মিত
৩৮	১৯	কটক	কটক
৪৪	২৩	নিবুতি	নিবুতি
৪৬	৩০	রবীন্নান্	বরীন্নান্
৪৭	১১	মুণিগণের	মুণিগণের
৪৮	১৩	ধর্মই	ধামেই
৫৯	১১	কালীশ্বর	কালীশ্বর
৬১	৭	জাভ্য	জাভ্য
	২৬	গোন্নাক	গোন্নাক
৭২	১০/২৮	অদৈতা	অদৈতা
৭৯	১৫	৩১৩১৪২	২১৩১৪২
৮১	১০	তম্	তম্
৮৭	১৬	সন্নপিনী	সন্নপিনী
৯৩	১৫	অন্তরীক	অন্তরীক
১০৪	৩১	পদভেদ্রমণ	পদভেদ্রমণ
১১৫	২০	বনগতী	বনগতী
১১৬	২৭	অবলন	অবলন
১২৪	৩১	বাতুল	বাতুল
১২৫	৪	বাদবায়ন	বাদবায়ন
১৩৫	৯	কুঁকৈকশরণ	কুঁকৈকশরণ
১৩৯	৭	১-১০	১-১০১

ପୃଷ୍ଠା	ପଂକ୍ତି	ଅନୁକ୍ର	ସ୍ତବ
୧୫୧	୧୨	ମହତ୍ତ୍ବମୟ	ମହତ୍ତ୍ବମୟ
୧୫୬	୨୬	ଭାବଶାଳବ୍ୟ	ଭାବଶାଳବ୍ୟ
	୨୭	ଭୟ	ଭୟ
୧୬୦	୨	ଯୋଦ୍ଧାକାଞ୍ଚି	ଯୋଦ୍ଧାକାଞ୍ଚି
୧୬୩	୧୦	ସଫଟିକ	ବନ୍ଦ୍ୟସଫଟିକ
୧୬୫	୧୩	ହସ	ହସ
୧୭୧	୯	ମହାରାଜ	ମହାଭାବ
୧୭୨	୯	କୃଷ୍ଣସନ୍ଦ	କୃଷ୍ଣସନ୍ଦ
	୩୧	...ମନୋହାର...	...ମନୋହାର...
୧୭୩	୮	ହରିବଂଶର	ହରିବଂଶର
୧୮୧	୧୬	କାଳୀ	କାଳୀ
୧୮୨	୮	ପାଲ୍ଲୀ	ପାଲ୍ଲୀ
୧୯୧	୬	.. ଯୁକ୍ତି:	...ଯୁକ୍ତି:
୨୦୧	୧	ନୟମ୍ପଟ୍ଟ	ନୟମ୍ପଟ୍ଟ
୨୦୨	୧୫	ସ୍ବପନ	ସ୍ବପନ
	୧୭	ସ୍ବପ୍ନ	ସ୍ବପ୍ନ
	୨୫	ଭିକ୍ଷୁ ଓ ସନ୍ନାସ	ଭିକ୍ଷୁ ବା ସନ୍ନାସ
୨୦୫	୨୧	ଅନ୍ତର୍ଲୀଳା	ଅନ୍ତର୍ଲୀଳା

## এই লেখকের অন্যান্য পুস্তক

১. ঠাকুর বাণী (ডাঃ হুন্দরীমোহন দাসের ভূমিকাসহ, কুলজা সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত)।
২. শ্রীশ্রীগৌরাজ মহাপ্রভুর বৃন্দাবন ভ্রমণলীলা (শ্রীমণি ললিতা সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত)।
- শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি বিরচিত, শ্রীকৃষ্ণদরশন ভট্টাচার্য সম্পাদিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গদ্য সংস্করণ (মূল ও অনুবাদ) :—
৩. প্রথম খণ্ড [আদি লীলা] (কলিকাতা বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারিণী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত)।
৪. দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যলীলা)।
৫. তৃতীয় খণ্ড (মধ্যলীলা)।
৬. চতুর্থ খণ্ড (অন্ত্যলীলা)।
৭. সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় শ্রীহট্টের অবদান।
৮. শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এবং শ্রীহট্ট ও শিলঙের সমাজ জীবন (শিলং-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত)।
৯. দক্ষিণ ভারতের মন্দিরে মন্দিরে (ভ্রমণ সাহিত্য)।
১০. বৈষ্ণব কণ্ঠহার—(শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতসার)
১১. শ্রীশ্রীরাঙ্গলীলা।
১২. Message of Sree Ramakrishna and Its Impact on South India.